CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतमिलाप, कतौंवी
वाराणसी-5

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतमिलाप, कतौंवी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আম্নায়-গ্রন্থালয়,
মহানিধি, কচৌরী
বারাণসী-5

শ্রীশ্রীদশমূল-শিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণমঙ্গলা'ন্তর্গত শ্রীদশমূলশিক্ষা-মূলক ত্রয়োদশ শ্লোক ও উক্ত শ্লোকসমূহের 'বিকাশিনী'-টীকা, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্কলিত 'আস্বাদন-ভাষ্য', তথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীআম্নায়দশমূল, শ্রীভগবদ্গীতাদশমূল, শ্রীমদ্ভাগবতদশমূল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতদশমূল, 'বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা'র গুটি-ষট্‌ক এবং দশমূলনির্য্যাস-সম্পুটিত

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[এক টাকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
পঞ্চমবার্ষিকী বিরহ-তিথি
৫ নারায়ণ, ৪৫৫ গৌরাব্দ
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ
৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ

প্রথম সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপাময়ী আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আত্মশোধনের জন্য ভুবনমঙ্গলাবতার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীদশমূল-শিক্ষার শ্লোকমালা স্বধামগত স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের দেবভাষায় রচিত 'বিকাশিনী'-টীকা ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্তসার সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রৌতধারায় লিখিত 'আস্বাদন-ভাষ্য'-নামক শ্রীগৌড়ীয়ভাষা-ভাষ্যের সহিত, তথা শ্রীল ঠাকুরের রচিত শ্রীআম্নায়-দশমূল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-দশমূল, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-দশমূল, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার গুটিষট্ক ও দশমূল-নির্যাস সহ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের পঞ্চম-বার্ষিকী বিরহতিথিতে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত-মূলরূপে জগতে শ্রীদশমূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রদ্ধাবান্ জীবকে যে দশটী মূলতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই মূল-অরিষ্ট (mother-tincture) বা অনাদি-ভবরোগনাশক পাচন-রূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনমঙ্গলের জন্য বিস্তার করিয়াছেন। এই মূল-অরিষ্ট হইতেই জগতে নিখিল সৎসিদ্ধান্ত-মহৌষধিসিন্ধু বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাতে চিদ্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বাকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূল-সিদ্ধান্তসমূহ গ্রথিত আছে। শ্রীগৌড়ীয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'শ্রীব্রহ্মসূত্রে'র শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-প্রণয়নকালে পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যভগবৎপাদের প্রতিপাদ্য দর্শনের সারমর্ম্ম 'প্রমেয়রত্নাবলী'-গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে যে নয়টী প্রমেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(প্রমেয়রত্নাবলী ১।৮)

শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরি-চরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ—বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকথিত এই নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর এই শ্লোক-অবলম্বনে ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর 'ষট্সন্দর্ভে'র সিদ্ধান্তানুসরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীদশমূলের 'আম্নায়ঃ প্রাহ' শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

৩৯৯ গৌরাব্দে "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা" হইতে 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা'-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উহার প্রচ্ছদপটে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'প্রমেয়রত্নাবলী'র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থালয়,
সরস্বতী নিধি, কচৌড়ী
বারাণসী-5

ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালার গুটিসমূহ প্রকাশ করিয়া শ্রীনামহট্টের প্রচার আরম্ভ করেন। সেই-সকল গুটিও এই সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। সেই সময়েই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' রচনা করেন। এই গ্রন্থ একাদশটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীদশমূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবশিষ্ট দশটী পরিচ্ছেদ শ্রীদশমূলেরই বিবৃতিরূপে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্ম' রচনা করেন। সেই জৈবধর্ম্মে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীদশমূলের ত্রয়োদশ শ্লোক ও প্রশ্নোত্তরমুখে উহার বিবৃতি আছে। জৈবধর্ম্মের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীদশমূলের প্রথম তিনটী শ্লোক, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোক, ষোড়শ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোক, সপ্তদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোক, অষ্টাদশ অধ্যায়ে নবম শ্লোক, উনবিংশ অধ্যায়ে দশম শ্লোক এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীদশমূলের শেষ তিনটী শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। জৈবধর্ম্মের অব্যবহিত পরেই 'তত্ত্বসূত্র'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' 'বিকাশিনী'-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রের ৭৫ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৮৭ সংখ্যক শ্লোকরূপে ত্রয়োদশটী শ্লোকে উক্ত শ্রীদশমূল-শিক্ষা পুনরায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ৭ম বর্ষের ৮ম হইতে ১১শ সংখ্যায় বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদের সহিত শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে 'শ্রীহরিনাম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিন্তামণি'-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেও বঙ্গভাষায় পদ্যাকারে শ্রীদশমূলের তত্ত্ব-সমূহ বর্ণন করিয়াছেন।

প্রমাণ সে বেদবাক্য নয়টী প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয়॥
এই দশমূল সার অবিদ্যা বিনাশ।
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ॥

প্রথমে শিখায় পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্ব্বশক্তিমান্ রসমূর্ত্তিধারী॥
জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোম-ধামেতে তাঁ'র নিত্য অধিষ্ঠান॥

এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে।
বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে॥
দ্বিতীয়ে শিখায় বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্তসংখ্যক চিৎপরমাণুসত্ত্ব॥

নিত্যবদ্ধ নিত্য(মুক্ত) ভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম, ব্রহ্মাণ্ড ভরি' সংস্থিতি তাহার॥
চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।
সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার॥

জীব জড় সর্ব্ববস্তু কৃষ্ণশক্তিময়।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ শ্রুতিশাস্ত্রে কয়॥
এই জ্ঞানে জীব জানে,—আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ মোর নিত্যপ্রভু চিৎসূর্য্য-প্রকাশ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তিপরিণামমাত্র বেদশাস্ত্রে বলে।
বিবর্ত্তাদি-দুষ্টমতে বেদ নিন্দে ছলে ॥
এই ত' সম্বন্ধজ্ঞান সাতটী প্রমেয়।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয় ॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার।
নববিধা কৃষ্ণভক্তি বিধি, রাগ আর ॥
শুদ্ধভক্তি সমাশ্রয় করিয়া মানব।
কৃষ্ণকৃপাবলে পায় প্রেমের বৈভব ॥
(শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ৭ম পঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা-প্রকরণ)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের নামে আরোপিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমরা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছি,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম-বৃন্দাবনই আরাধ্যবস্তু। ব্রজবধূগণ যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরমপুরুষার্থ,—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

অনেক বিদ্বদ্ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"এই শ্লোকটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবর্ণনে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীদশমূলে'র 'আম্নায়ঃ প্রাহ' শ্লোকে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।" কেহ কেহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাও বলিয়া থাকেন যে,—"আরাধ্যো ভগবান্" শ্লোকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা নাই, কিন্তু "আম্নায়ঃ প্রাহ" শ্লোকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-বিষয়ে মতটী নিজকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব-বিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, সাধন-ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ববিচার-স্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্ব সংখ্যা করিতে হইলে ষট্সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ববিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। * * * কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশ-গত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্রূপে নব তত্ত্ব হয়। এই নব তত্ত্ব প্রমেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবত-শিরস্ক স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। এবম্বিধ দশটী সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখ-রহিত বিচারকে কখনই বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"—('নূতন পত্রিকা', সজ্জনতোষণী ৪।৩)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ "শ্রীদশমূল"-নামে কোনও পৃথক্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদিত নবপর্য্যায়ের শ্রীসজ্জনতোষণী মাসিক পত্রের (1927 August, ৩য় সংখ্যা) সংস্কৃত প্রবন্ধ-বিভাগে 'শিক্ষাদশকমূলম্' নাম দিয়া কেবলমাত্র 'বিকাশিনী'-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে উক্ত ত্রয়োদশটী শ্লোক ও পরে তাহাই ডবল ফুলস্কেপ ষোল পেজী আকারের পুস্তিকারূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরে টীকা-ভাষ্যাদির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহিত বা দশমূল-শিক্ষার অন্তর্গত শ্রীআম্নায়াদি দশমূল-চতুষ্টয় বা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান সজ্জায় ইতঃপূর্ব্বে "শ্রীদশমূল-শিক্ষা" প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীআম্নায়াদি দশমূল-চতুষ্টয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাণ্ডুলিপিরূপেই অপ্রকাশিত ছিল। ইহা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা 'গৌড়ীয়'-পত্রে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ২৯শে ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। ইহাই 'শ্রীদশমূল-শিক্ষা' গ্রন্থ-প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

উপসংহারে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীবিজয়ের মুখে যে কথা বলাইয়াছেন, তাহাই আমরা পুনরাবৃত্তি ও হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়া এই গ্রন্থের নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি,—

"এই অপূর্ব্ব 'দশমূল' আমাদের সকলের কণ্ঠহার হউক। প্রতিদিন আমরা এই 'দশমূল' পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিব।"

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী—

শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

[শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিকী বিরহতিথি।

২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়-সূচী

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীদশমূল	১-৪৯
২।	শ্রীআম্নায়-দশমূল ...	৫০-৫৬
৩।	শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূল	৫৭-৬৮
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল ...	৬৯-৮১
৫।	শ্রীচরিতামৃত-দশমূল ...	৮২-৮৩
৬।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ...	৮৪-১৯০
	প্রথম গুটি (নব প্রমেয়সিদ্ধান্ত)	৮৪-১১০
	দ্বিতীয় গুটি (শ্রীহরিনাম)	১১১-১২৫
	তৃতীয় গুটি (নাম)	১২৬-১৪০
	চতুর্থ গুটি (নামতত্ত্ব-শিক্ষাষ্টক)	১৪১-১৫৫
	পঞ্চম গুটি (নাম-মহিমা)	১৫৬-১৭৩
	ষষ্ঠ গুটি (নাম-প্রচার)	১৭৪-১৯০
৭।	আস্বাদন-ভাষ্য ...	১৯১-২৩৬
৮।	পরিশিষ্ট (দশমূল-নির্যাস)	১-১৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

শ্রীদশমূল

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাং-
স্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ
গৌরচন্দ্রং ভজে তম্॥ ১ ॥ *

অন্বয়—ইহ (সংসারে) আম্নায়ঃ (গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত] বেদবাক্য) হরিং (শ্রীহরিকে) পরমং তত্ত্বং (পরম তত্ত্ব) সর্ব্ব-শক্তিং (সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন) রসাব্ধিং (অখিলরসামৃতসিন্ধু) প্রাহ (বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) [তথা (সেইরূপ)] তদ্বিভিন্নাংশান্

---

* 'হরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্' স্থলে পাঠান্তর—'জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(তাঁহার বিভিন্নাংশ) জীবান্ চ (জীবসকলকেও) প্রকৃতিকবলিতান্ (মায়াগ্রস্ত) ভাবাৎ (ভাব অর্থাৎ ভাব-ভক্তি দ্বারা) তদ্বিমুক্তান্ (মায়াবিমুক্ত), সকলমপি (চিদ-চিৎ সমস্ত বিশ্বই) হরেঃ (শ্রীহরির) ভেদাভেদ-প্রকাশং (অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ), শুদ্ধভক্তিং (শুদ্ধভক্তিই) সাধনং (একমাত্র সাধন), যৎপ্রীতিমেব (শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই) সাধ্যং (সাধ্যবস্তু) [প্রাহ (বলিয়া নির্দ্দেশ করেন)]; ইতি (এবম্বিধ বেদবাণী) হরৌ (শ্রীগৌরহরি) উপদিশতি (উপদেশ করিতে থাকিলে অর্থাৎ উপদেশকারী) তং গৌরচন্দ্রং (সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে) ভজে (ভজন করি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব; তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃত-সিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু। এবম্বিধ দশটী তত্ত্ব উপদেশকারী ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিকাশিনী টীকা

অধুনা সমাসেন শ্রীগৌরচন্দ্রোপদিষ্টং তত্ত্বং বদতি "আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বমিতি। তং গৌরচন্দ্রং ভজে। যঃ আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বমিতি বাক্যেন আম্নায়স্য প্রমাণত্বমেবঞ্চ তদুদিতানি নববিধানি প্রমেয়াণি উপদিশতি। প্রমেয়াণি যথা। প্রথমং হরিরেবৈকতত্ত্বং, দ্বিতীয়ং স হরিঃ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টঃ। তৃতীয়ং স হরির্নিখিল-রস-সমুদ্রঃ। চতুর্থং জীবাস্তু হরের্বিভিন্নাংশকাঃ। পঞ্চমং জীবানাং কেচন প্রকৃতিকবলিতাঃ। ষষ্ঠং জীবানাং কেচন প্রকৃতিবিমুক্তাঃ। সপ্তমং চরাচর-বিশ্বস্তু হরেরচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশমাত্রম্। অষ্টমং শুদ্ধভক্তিরেব বদ্ধজীবস্য প্রয়োজনসাধনম্। নবমঞ্চ ভগবৎপ্রীতিরেব প্রয়োজনরূপং সাধ্যতত্ত্বম্। শ্লোকেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্টং সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনাত্মকং তত্ত্বং সূচিতম্॥ ১॥

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িতবেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতিবিষয়াংস্তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নো
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা॥ ২॥

অন্বয়—হরিদয়িতবেধঃপ্রভৃতিতঃ (শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরা হইতে) [প্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত)] স্বতঃসিদ্ধঃ বেদঃ (স্বতঃসিদ্ধ বেদ) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) প্রত্যক্ষাদি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমিতিসহিতং সংপ্রাপ্তং প্রমাণং (প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিত সংপ্রাপ্ত প্রমাণ) তথা (সেইরূপ) নববিধান্ (নয়প্রকার) তান্ প্রমিতিবিষয়ান্ (তৎপ্রমিতিবিষয়) সাধয়তি (সাধন করেন) ; তথা (সেই বিচারে) তর্কাখ্যা যুক্তি (তর্কোত্থ-যুক্তি) শক্তিরহিতা (শক্তিরাহিত্যহেতু) ন প্রবিশতি (প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্যবিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

টীকা—অথ তদপ্রাকৃতদশমূলং তত্ত্বং বিশিনষ্টি দশশ্লোকৈঃ 'স্বতঃসিদ্ধ' ইতি। অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ ঋগিত্যাদি-বচনেন বেদ এব স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণম্। তত্র ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূবেত্যাদি মুণ্ডকবাক্যানুসারেণ ভগবৎ-প্রিয়ানুচর-ব্রহ্মপ্রভৃতিতঃ যানি বেদবাক্যানি শিষ্টসম্প্রদায়ে প্রাপ্তানি তান্যেব 'বেদ'-পদবাচ্যানি, নান্যানি কল্পিতবচনানি। তানি স্বতঃসিদ্ধ-বেদবচনানি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসহকারেণ নঃ অস্মাকং সম্বন্ধে তানি নববিধানি প্রমেয়াণি সাধয়ন্তি। তথা চ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীজীববিরচিত-'তত্ত্বসন্দর্ভঃ'। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎ-প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-পুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃত-বচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যা-শ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তুবিবিদিষতাং প্রমাণম্। তচ্চানুমতং তর্কা-প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদৌ। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদি'ত্যাদৌ। 'শাস্ত্রযোনিত্বাদি'ত্যাদৌ। শ্রুতেশ্চ শব্দ-মূলত্বাদিত্যাদৌ। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদ-মিত্যাদি। তদেবমিতিহাসপুরাণয়োর্ব্বেদত্বং সিদ্ধম্। ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যরূপস্য সর্ব্ববেদান্তসারভূতস্য মূঢ়জনানাদৃতস্য শ্রীমদ্-ভাগবতস্য তু সর্ব্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদিতং তত্রৈব। অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশিক্ষয়া স্বতঃসিদ্ধবেদবাক্যানি তদর্থনির্ণায়ক-পুরাণেতিহাসবচনানি তথা বেদানুগতপ্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্তজ্ঞান-মপি পরমার্থনির্ণয়ে প্রমাণমিতি স্পষ্টীকৃতম্। বেদবিরুদ্ধ-তর্কস্তু অচিন্ত্যবিষয়ে ন যোগ্যঃ। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা। যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ যত্নেনাপাদিতোঽ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যত ॥' ইত্যাদি শাস্ত্রবচনাৎ ॥ ২ ॥

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিবসুরেশপ্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্ত্বনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ (ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত) হরিঃ তু (শ্রীহরিই) একং তত্ত্বং (একমাত্র পরম-তত্ত্ব), প্রকৃতিরহিতং (শক্তিশূন্য) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) ইদমেব (ইহাই) তত্তনুমহঃ (শ্রীহরির অঙ্গকান্তি), বিশ্বজনকঃ (জগৎকর্ত্তা) জগদনুগতঃ (জগৎ-প্রবিষ্ট) পরাত্মা (পরমাত্মা) তস্যাংশঃ (শ্রীহরির অংশমাত্র), সঃ (সেই শ্রীহরিই) নবজলদকান্তিঃ (নব-নীরদকান্তি) চিদুদয়ঃ (চিৎস্বরূপ) রাধাকান্তঃ (শ্রীরাধাবল্লভ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎ-প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নব-নীরদ-কান্তি চিৎ-স্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টীকা—স্বতঃসিদ্ধো বেদ ইতি শ্লোকেন প্রমাণরূপং প্রথমতত্ত্বং প্রদর্শয়ন্ নববিধানি প্রমেয়াণি বিশদয়তি নব-শ্লোকৈঃ হরিস্ত্বেকমিতি। তত্র হরিমিহ পরমং তত্ত্বমাদৌ দর্শয়তি। বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতো হরিরেব একং তত্ত্বম্। স তু নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ রাধাকান্তঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এব। উপনিষদুদিতং যদ্ ব্রহ্ম ইদমেব তস্য রাধাকান্তস্য তনুমহঃ অঙ্গকান্তিঃ। 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি বচনেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি-বচনেন চ তস্য ভগবতো ভাসা ইদং সর্ব্বং ব্রহ্মলক্ষণং বস্তু বিভাতীতি সিদ্ধং ভবতি। যস্তু জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ পরমাত্মা সোঽপ্যস্য কৃষ্ণস্য অংশ এব। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ইতি সিদ্ধম্। 'ভগ'-শব্দার্থস্তু 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥' ইতি। অতএব শ্রুতৌ চ 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥' শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপং তু 'সর্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ। অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥' ইত্যাদি-সিদ্ধান্তবাক্যেন অপ্রাকৃতস্বরূপস্য ভগবতঃ সর্ব্বোর্দ্ধ-সীমাপরিচয়ঃ। তথা চ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে। খলু স্বরূপভূত-ভেদবিশেষমননুসন্ধায়ায়ত্তস্বরূপমাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদেব ব্রহ্মাখ্যম্। তচ্চ বিশেষ্যমাত্রম্। স্বরূপশক্তিবিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠস্থেন শ্রীভগবতা পৃথগিব তত্রানুভূয়তে। তদেব নির্ব্বিশেষত্বেন স্পর্শরূপাদিরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎপ্রভারূপমুৎপ্রেক্ষ্য তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টম্। ততঃ স্পর্শরূপাদিমাধুরীধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাৎ ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ সুতরামেব তৎ সিধ্যতি। তথা চ পরমাত্ম-সন্দর্ভে। যদ্যপি পরমাত্মত্বং বৈকুণ্ঠেঽপি প্রভোরপি। তদপি চ ভগবত্তাঙ্গং তৎস্থাদিত্থং জগদ্গতং বাচ্যম্। সর্ব্বান্তর্যামিপুরুষ এব ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদৌ পরমাত্মত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। অস্য পরমাত্মনো মায়োপাধিতয়া পুরুষত্বং তূপচরিতমেব। শ্রুতয়োঽপ্যেনং শুদ্ধত্বেনৈব বর্ণয়ন্তি। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।' অথাস্যাবির্ভাবে যোগ্যতা প্রাগ্বৎ ভক্তিরেব জ্ঞেয়া (জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ)। আবির্ভাবস্তু ত্রিধা। 'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥' তত্র প্রথমো 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি', 'স ঐক্ষত' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অয়মেব সঙ্কর্ষণ ইতি মহাবিষ্ণুরিতি চ। অথ দ্বিতীয়ঃ পুরুষস্তৎস্রষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদ্যুক্তেঃ সমষ্টিজীবান্তর্যামী তেষাং ব্রহ্মাণ্ডাত্মকানাং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহুভেদাদ্বহুভেদঃ। তৃতীয়োঽপি পুরুষো 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। একস্তয়োঃ খাদত্তি পিপ্পলান্নমন্যো নিরশ্নন্নভিচাকশীতি ॥' ইত্যাদ্যুক্তো ব্যষ্ট্যন্তর্যামী তেষাং ভেদাদ্বহুভেদা ইতি। কোঽসৌ হরিরিতি প্রশ্নোত্তরে শ্রুতিশ্চ। 'স ব্রহ্মণা বিসৃজতি। স রুদ্রেণ বিলাপয়তি, সোঽনুৎপত্তিরলয় এক এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ' ইতি। 'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমি'তি চ। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' ইতি ছান্দোগ্য-বচনেন শ্রীরাধাবল্লভস্য মুক্তোপাস্যত্বমপি শ্রূয়তে ইতি। অতএব নিষ্কর্ষঃ। অদ্বয়জ্ঞানাত্মকং তত্ত্বং বিবিদিষতাং জ্ঞানযোগেন অতন্নিরসনপ্রক্রিয়য়া নির্ব্বিশেষব্রহ্ম এব প্রথমা প্রতীতিঃ। সূক্ষ্মস্থূলানুসন্ধানরূপাষ্টাঙ্গযোগেন সমাধিসাধন-প্রক্রিয়য়া অবতারনিদানাত্মকপরমাত্মা এব দ্বিতীয়া প্রতীতিঃ। বিশুদ্ধভক্তিযোগেন তদ্বস্ত্বনুগ্রহসাধন-প্রক্রিয়য়া ভগবানেব তৃতীয়া প্রতীতিঃ। স ভগবান্ সান্দ্র-সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূতাচিন্ত্যবিচিত্রানন্তশক্তিযুক্তঃ। ধর্ম্মত্বম্ এব ধর্ম্মিত্বং নির্ভেদ এব নানাভেদবত্ত্বম্। নির্ব্বিশেষ এব সবিশেষত্বং পরমৈশ্বর্য্যম্ এব পরমমাধুর্য্যবত্ত্বং অরূপিত্বম্ এব স্বরূপিত্বমপ্রাকৃতত্বম্ এব প্রপঞ্চ-বিজয়িত্বং ব্যাপকত্বম্ এব মধ্যমত্বং সত্যমেবেত্যাদি-পরস্পরবিরুদ্ধানন্তগুণনিধিঃ। স্থূল-সূক্ষ্মবিলক্ষণ-স্বপ্রকাশাখণ্ড-স্ব-স্বরূপভূত-ব্রহ্ম-পরমাত্মাশ্রয়াত্মক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপঃ নিত্যশ্রীবিগ্রহবিশিষ্টঃ। স্বানুরূপস্বরূপশক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ-শ্রীসুশোভিতবামাংশঃ। স্বরূপশক্তিবিলাসলক্ষণাদ্ভুতগুণলীলাদি-ময়ঃ পরমপুরুষঃ। মায়িকব্রহ্মাণ্ডাতীতবিশুদ্ধচিন্ময়নিজ-ধামস্থ বিরাজমানোঽপি লীলয়া স্বরূপশক্তিবলেন বৈকুণ্ঠহেয়-প্রতিচ্ছবিরূপপ্রাপঞ্চিকজগতি স্বেন ধাম্না স্বপরিকরেণ ভক্তানুগ্রহতৎপরঃ সন্নাবির্ভবতি ক্রীড়তি চ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', 'কৃষ্ণে পরমপুরুষ' ইত্যাদিনা কৃষ্ণধাম-কৃষ্ণরূপ-কৃষ্ণ-পরিকর-কৃষ্ণলীলাদি সর্ব্বমচিন্ত্যচিন্ময়ব্যাপারবিশেষঃ। চিৎ-কণত্বাৎ তদীয়জীবোঽপি তদ্দ্রষ্টুং তল্লীলাং প্রবেষ্টুং শক্তো ভবতি তদনুগ্রহাৎ। কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞাস্তু প্রাকৃতবুদ্ধ্যা তদনা-দৃত্য জড়ব্যতিরেকবুদ্ধিসংজাতব্রহ্মতত্ত্বং, জড়প্রবিষ্টাংশরূপ-পরমাত্মতত্ত্বং জড়শক্তিতত্ত্বাদিকঞ্চ বহুমানয়ন্ তত্তন্মতবাদাদিষু পরিভ্রমন্তি যাবৎ পূর্ব্বসুকৃতিবলেন আধুনিকসৎসঙ্গবলেন চ বিশুদ্ধকৃষ্ণভজনাধিকারং ন লভন্তে ॥ ৩ ॥

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং
ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থালয়,
সরস্বতী..., কাশী

বাঙ্গালী-5

অন্বয়—সঃ (সেই পরমপুরুষ) পরাখ্যায়াঃ শক্তেঃ (পরাশক্তি হইতে) অপৃথক্ অপি (অভিন্ন হইয়াও) স্বে মহিমনি (স্ব-মহিমস্বরূপে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্বতন্ত্রেচ্ছঃ (স্বেচ্ছাময়) জীবাখ্যাং (জীবশক্তি) স্বাম্ (স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি) অচিদভিহিতাং (অচিদাখ্যমায়াশক্তিরূপ) ত্রিপদিকাং (ত্রিপদিকা) তাং শক্তিং (সেই শক্তিকে) সকলবিষয়ে (সমস্ত বিষয়ব্যাপারে) প্রেরণপরঃ (প্রেরণপর হইয়া) বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ (নির্ব্বিকার) অয়ং পরমপুরুষঃ (এই পরমপুরুষ) বিজয়তে (নিত্য বিরাজমান)॥ ৪॥

অনুবাদ—তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ স্বমহিম-স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি-রূপত্রিপদিকা শক্তিকে উপযুক্তবিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরম-তত্ত্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান॥ ৪॥

টীকা—শ্রীহরেঃ সর্ব্বশক্তিত্বং দর্শয়তি 'পরাখ্যায়া' ইতি। স ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ। স্বস্য পরাখ্যশক্তেরপৃথগপি। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদ' ইতি ন্যায়াৎ শক্তিতো ন পৃথক্। স্বীয়াভেদাখণ্ড-মহিমনি স্থিতোঽপি। তামেকাং চিদচি-জ্জীবক্রিয়াভেদেন ত্রিপদিকাং শক্তিং তত্তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্রেচ্ছতয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেরণপরঃ স্বয়ং স্বেচ্ছাময়ঃ পরমপুরুষঃ তত্তচ্ছক্তি-বিকারাস্পৃষ্টঃ সন্ বিজয়তে। শক্তিশক্তিমতোর্মধ্যে কস্য প্রাধান্যমিতি সংশয়োঽত্র বিদ্যতে জড়ধিয়াম্। জড়বুদ্ধয়স্তু শক্তেঃ প্রাধান্যং স্থাপয়ন্তি, শক্তিং বিনা শক্তিমদ্ বস্তুনঃ প্রতীতির্নাস্তীতি বাদ-মাত্রোদ্ভাবনয়া। শক্তিস্তু ধর্ম্মবিশেষঃ। শক্তিমত্তত্ত্বস্যেচ্ছাং বিনা শক্তিক্রিয়া ন সিধ্যতি। 'স ঐক্ষত, স ইমান্ অসৃজত' ইতি শ্রুতেঃ। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' ইতি স্মৃতেশ্চ। লোকেঽপি বস্তুশক্তিঃ সর্ব্বত্রৈব বর্ত্ততে। অবি-চালিতা সা তু জড়বৎ ক্রিয়াহীনা। চলক্রিয়ায়াং মূলতশ্চৈ-তন্যবস্তু এব কারণম্। শক্তেরিচ্ছাশক্তিরস্তীতিবচনং নিরর্থক-বাগাড়ম্বরমাত্রম্। ইচ্ছা তু শক্তিবৎ শক্তিমচ্চৈতন্যবস্তুনো ধর্ম্মান্তরমিতি জ্ঞেয়ম্। অতশ্চৈতন্যাত্মককৃষ্ণস্য স্বতন্ত্রেচ্ছ ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ সার্থকঃ। শ্রুতৌ পরাশক্তির্বর্ণ্যতে। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' ইতি। তত্রৈব চিৎপদিকা বর্ণ্যতে। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং সগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেক ইতি। তত্র চ জীবপদিকা বর্ণ্যতে। "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইতি। তত্র চাচিৎপদিকা বর্ণ্যতে। ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধ ইতি। ভগবৎসন্দর্ভে। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা। অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণে নৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেণ চাবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীবরূপেণ। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণ চ। ইতি একমাত্রতত্ত্বস্য চতুর্ধাত্বম্। তদেবং সর্ব্বাভির্মিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্। স চ ভগবান বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষ এব যথা শ্রীমদ্ভাগবতে। যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যাঃ। তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকার-মহং প্রপদ্যে ইতি ॥ ৪ ॥

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতেহ্লর্াদনরত-
স্তথা সংবিচ্ছক্তিপ্রকটিতরহোভাবরসিতঃ।
তথা শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—সঃ (সেই পুরুষোত্তম) হ্লাদিন্যাশ্চ (হ্লাদিনী শক্তির) প্রণয়বিকৃতেঃ (প্রণয়বিকারে) হ্লাদনরতঃ (সর্ব্বদা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুরক্ত), তথা (তদ্রূপ) সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ (সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা রসিতস্বভাব) তয়া শ্রীসন্ধিন্যা (সেই শ্রীসন্ধিনীশক্তিদ্বারা) কৃতবিশদতদ্ধাম-নিচয়ে (প্রকটিত শ্রীহরির শ্রীবৃন্দাবনাদিধামসমূহে) ব্রজরস-বিলাসী (ব্রজরসবিলাসী) [কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ)] রসাম্ভোধৌ (রসসাগরে) মগ্নঃ (মগ্নভাবে) বিজয়তে (বিরাজমান) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—'হ্লাদিনী', 'সম্বিৎ' ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মলবৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্ন-ভাবে বিরাজমান ॥ ৫ ॥

টীকা—শ্রীহরের্নিখিলরসাধারত্বং বিশদয়তি স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চেতি। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বরূপশক্তেহ্লাদিনীবৃত্তেঃ প্রণয়-বিকৃতিকৃতহ্লাদনব্যাপারে রতঃ। পুনঃ তচ্ছক্তেঃ সম্বিদ্-বৃত্তিপ্রকটিত-প্রকাশিতরহস্যানাং ভাবেন রসিতঃ। পুনশ্চ তচ্ছক্তেঃ সন্ধিনীবৃত্তিকৃততদুপযোগি-চিদ্ধামনিচয়ে রসাম্ভোধৌ রসসমুদ্রে মগ্নো ভূত্বা ব্রজরসবিলাসী সন্ বিজয়তে। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হ্যেবানন্দয়তি। ইত্যাদিশ্রুতিষু তস্য হ্লাদিনীশক্তিপরিচয়ঃ। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বেদবচনেষু তস্য সম্বিচ্ছক্তিপরিচয়ঃ। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদিবাক্যেষু সন্ধিনীশক্তিপরিচয়ো দ্রষ্টব্যঃ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে। অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন চ বিরাজতে। যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্ত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি। একস্যৈব তত্ত্বস্য সত্ত্বাচ্চিত্ত্বাদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে। তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥" তত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী। তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী। এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সম্বিদিতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং তস্যা স্ত্রয়াত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্ বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সংবিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। এবম্ভূতানন্তবৃত্তিকা যা স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্ধামাংশ-বর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেব। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে। ন নু মায়া খলু শক্তিঃ। শক্তিশ্চ কার্য্যক্ষমত্বং তচ্চ ধর্ম্মবিশেষঃ তস্য কথং লজ্জাদিকম্। উচ্যতে। এবং সত্যপি তাসাং শক্তীনাম-ধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ শ্রূয়ন্তে। যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্রমায়য়োঃ সংবাদঃ। রসবিচারঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। বিভাবৈরনু-ভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামা-নীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন-হেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাপরে॥ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ। উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনম্। অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানাম-ববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমালোকানপেক্ষিতা। লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ। কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মনমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্। তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে। নির্ব্বেদোঽথ বিষাদদৈন্যং গ্লানি-শ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ। শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ। মোহ-মৃতিরালস্য-জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ। স্মৃতিরথ বিতর্ক-চিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষোৎসুকত্বঞ্চ। ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥ অথ স্থায়ী ভাবঃ। অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে। স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ॥ রহস্যস্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি। তথাপ্যুজ্জ্বলনীলমণৌ। স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো

২—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাব ইত্যপি ॥ বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥ এতেন রসসমুদ্রস্য কৃষ্ণস্য রসলীলা সঙ্কেতেন বর্ণিতা। রসো বৈ স ইতি শ্রুত্যুক্ত্যা কৃষ্ণ এব পরমরসঃ॥ স তু নিত্যমখণ্ডত্বেঽপি রসরূপেণ বিচিত্রলীলাপরঃ। প্রকটাপ্রকটভেদেন লীলাপি দ্বিবিধা। অপ্রকট-লীলায়া নিত্যবর্ত্তমানত্বে ন ভূতভবিষ্যদ্বিভাগঃ কালাতীতত্বাত্তস্যাঃ। প্রকটলীলাবর্ণনং তু কৃতিসাধ্যম্। তদপি অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগাহতাম্। স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো যথা। এতৎ সর্ব্বং ভক্তিপূতচেতসা বেদিতব্যং নতু যুক্তিবিচারেণ ॥ ৫ ॥

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতি-পতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ
স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—ঋদ্ধাগ্নেঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে) স্ফুলিঙ্গা ইব স্ফুলিঙ্গের ন্যায়) সূর্য্যস্য এব (চিৎসূর্য্যস্বরূপ) হরেঃ (শ্রীহরির) চিদণবো (চিৎপরমাণুস্বরূপ) জীবনিচয়াঃ (অনন্ত জীব) অপৃথক্ অপি (অপৃথক্ হইয়াও) তু (কিন্তু) তদ্ভেদ-বিষয়াঃ (শ্রীহরি হইতে নিত্য পৃথক্); ইহ (সংসারে)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়া (মায়াশক্তি) যস্ত (যাঁহার) বশে [অস্তি] (বশীভূতা) [পরন্তু যঃ স্বয়ং (কিন্তু যিনি স্বয়ং)] প্রকৃতিপতিঃ - ঈশ্বরঃ প্রকৃতির অধীশ্বর); স জীবঃ (সেই জীব) মুক্তঃ অপি (মুক্ত হইয়াও) স্বগুণতঃ (স্বভাবানুসারে) প্রকৃতিবশ-যোগ্যঃ (মায়াপ্রকৃতির বশযোগ্য) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উজ্জলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণকণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য বশীভূতা দাসী আছেন এবং যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর ; যিনি মুক্ত অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ॥ ৬ ॥

টীকা—ভগবত্তত্ত্বং সমালোচ্যাধুনা তদ্বিভিন্নাংশরূপং জীবস্বরূপং লক্ষয়তি। স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিতি। সূর্য্যস্থানীয়স্য হরেঃ কিরণপরমাণব এব জীবসমূহাঃ। তে তু ঋদ্ধাগ্নেঃ সমৃদ্ধাগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গা ইব। অণ্বংশত্বাত্তে চ হরেঃ সকাশাৎ নিত্যং পৃথক্। তটস্থশক্তিত্বাত্তেঽপি ভগবতাপৃথক্ শক্তি-শক্তিমতোরভেদন্যায়াৎ। হরিরেব ঈশ্বরঃ প্রকৃতিপতিঃ মায়াধীশঃ। মায়া তু তস্য বিধিকরীতি হরেঃ প্রভুতা। জীবস্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বভাবতঃ নিত্যং বদ্ধমুক্তাবস্থাভেদেঽপি মায়াবশযোগ্যঃ ইতি জীবেশ্বরয়োঃ ভেদো বিচারিতঃ। শ্রুতয়ঃ। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমে-বায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। শ্রীগীতোপনিষদ্বাক্যানি। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ তত্ত্বসন্দর্ভে। ধর্ম্ম্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্মমায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং তর্হ্যেব তন্মায়াবিষয়তাপন্নমবিদ্যাপরিভূতং চেত্য-যুক্তমিতি। জীবেশ্বরবিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপ-সামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তৎ দ্বিতীয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব দুষ্টমিত্যাগতম্। ন চোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-ত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ। তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্য-কত্বেন বাস্তবত্বং তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্বাসম্ভবঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্ব প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে নত্বাকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব। তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামান্যাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎপদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতং সম্মতম্। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীবরূপেণাবতিষ্ঠতে। পরমাত্মসন্দর্ভে। একস্য পুরুষস্য নানাত্বমুপপাদ্য তস্য পুনরংশা বিব্রিয়ন্তে। তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ বিভিন্নাংশাস্তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবা ইতি। স্বাংশাস্তু গুণ-লীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ। অন্যত্র চ। অথ পরমাত্মপরিকরেষু জীবস্তস্য তটস্থ-লক্ষণম্। প্রীতিসন্দর্ভে চ। তদেবং তস্য রশ্মিপরমাণুস্থানীয়াংশত্বে সিদ্ধে তদ্বৎ। সর্ব্বস্যামপি দশায়াং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিস্বরূপধর্ম্মা অপি সিধ্যন্তি। তদ্বদেব চ পরমেশ্বরশক্ত্যনুগ্রহেণৈব তে কার্য্যক্ষমা ভবন্তি। তত্র প্রকৃতিবিকারময়কর্ত্তৃত্বাদিকং তদীয়মায়াশক্তিময়ানুগ্রহেণ। অতএব তৎসম্বন্ধাৎ সংসারঃ। স্বরূপশক্তিসম্বন্ধান্মায়ান্তর্দ্ধানে সংসারনাশঃ। পাদ্মোত্তরে জীবস্বরূপব্যাখ্যা। জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপস্বরূপভাক্। অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যো-ঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যোঽশোষ্যোঽক্ষরএবচ ॥ এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ। মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি ॥ তথান্যত্র। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ॥ শ্বেতাশ্বতরে। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ অন্যত্র শ্রুতৌ। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি। জীবস্বরূপশ্চ শ্রূয়তে। যো বিজ্ঞানেন তিষ্ঠন্নিতি। সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি। অত্র জীবকর্ত্তৃত্বং পরেশাধীনং তস্মাৎ জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা ইতি ভাষ্যকৃন্মতম্। জীবস্য বদ্ধাবস্থায়াং দৌর্ব্বল্যাৎ তস্য মায়াপরিভূতত্বম্। মুক্তাবস্থায়ামপি স্বগুণতঃ অণুস্বভাবতঃ তদ্দৌর্ব্বল্যং স্যাদেব তথাপি তদবস্থায়াং স্বরূপ-শক্তিবিলাসঃ অনুগ্রহতঃ অণোরপি জীবস্য তচ্ছক্তিবিশেষ-বলাৎ ন মায়াদৌরাত্ম্যসম্ভবঃ। তস্মাৎ জীবানাং তদবস্থায়াম্ অপুনরাবৃত্তি-লক্ষণা সম্পত্তির্ভবতি। ভক্তিবলরহিতানাং কর্ম্মজ্ঞানাশ্রিতানাস্তু তদবস্থায়ামপি পতনাশঙ্কা রক্ষকা-ভাবাৎ ॥ ৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরূপার্থৈর্হীনান্নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—হরেঃ (শ্রীহরির) মায়া (মায়াশক্তি) স্বরূপার্থৈ-হীনান্ (স্বরূপবিস্মৃত) নিজসুখপরান্ (নিজসুখপর) কৃষ্ণ-বিমুখান্ (শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ) দণ্ড্যান্ (দণ্ড্য) [অতএব (অতএব)] গুণনিগড়জালৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহ দ্বারা) কলয়তি (কবলিত করেন) তথা (সেইরূপ) স্থূলৈ-র্লিঙ্গৈঃ (স্থূল-লিঙ্গদেহরূপ) দ্বিবিধবরণৈঃ (দ্বিবিধ আবরণ দ্বারা) ক্লেশনিকরৈঃ (ক্লেশসমূহদ্বারা) মহাকর্ম্মালানৈঃ (মহা কর্ম্মবন্ধনদ্বারা) পতিতান্ (পতিত জীবগণকে) স্বর্গ-নিরয়ৌ (স্বর্গ ও নরকে) নয়তি (লইয়া বেড়ান) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপবিস্মৃত, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, পতিত জীব-সকলকে শ্রীহরির মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়-সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান ॥ ৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টীকা—তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ। অন্যস্ত্বনাদিতঃ এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবতস্তদীয়জ্ঞান-ভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ। তত্র প্রথমোঽন্তরঙ্গাশক্তিবিলাসা-নুগৃহীতনিত্যভগবৎপরিকররূপঃ। অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্ব-দোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ইতি সিদ্ধান্ত-বাক্যেন বদ্ধমুক্তভেদেন জীবোঽপি দ্বিবিধঃ। তত্র প্রকৃতি-কবলিতস্য জীবস্য বদ্ধলক্ষণং বদতি স্বরূপার্থৈরিতি। স্বরূপার্থঃ স্বরূপজ্ঞানং স্বীয়চিদেকস্বরূপজ্ঞানং তদ্রহিতান্ স্বরূপজ্ঞান-শূন্যান্ ইত্যর্থঃ। নিজসুখপরান্ হরিভজনসুখং পরিত্যজ্য নিজেন্দ্রিয়সুখমাত্রানুসন্ধানপরান্ কামিনঃ। কৃষ্ণবিমুখান্ কৃষ্ণএব মম সর্ব্বস্ব ইতি জ্ঞানং বিস্মৃত্য জড়সুখভোগবাঞ্ছা-পরান্, অতএব দণ্ড্যান্ দণ্ডযোগ্যান্ জীবান্। হরের্মায়াশক্তিঃ স্বীয়সত্ত্বাদিগুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি ভাবয়তি বধ্নাতি ইত্যর্থঃ। পুনশ্চ স্থূলং ভূতময়ম্। লিঙ্গং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-ময়মাবরণম্। তেন তান্ আবরয়তি। ক্লেশনিকরৈঃ ক্লেশাস্তু পাপ-পাপবীজাবিদ্যাভেদেন ত্রিবিধাঃ। কর্ম্মজড়-মদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্যমনাদিবিনাশি চ ভবতি। কর্ম্মালানৈঃ কর্ম্ম এব আলানং বন্ধনস্তম্ভস্তৈঃ। মায়া তু তান্ পতিতান্ বদ্ধজীবান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ স্বর্গ-নরকৌ নয়তি প্রাপয়তি। মায়াত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহিরঙ্গা শক্তিঃ। তত্র শ্রুতয়ঃ। তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। ভগবৎসন্দর্ভে। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তয়েতি তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘু-গুরুভাবেন বর্ত্তত ইতি। পরমাত্মেত্যত্র নামাভিন্নতাজনিতভ্রমহানায় সংগ্রহশ্লোকাঃ। মায়া স্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা। প্রধানেঽপি ক্বচিৎ দৃষ্টা তদ্বৃত্তির্মোহিনী চ সা। আদ্যে ত্রয়ে স্যাৎ প্রকৃতিশ্চিচ্ছক্তিস্ত্বন্তরঙ্গিকা। শুদ্ধজীবেঽপি তে দৃষ্টে তথেশজ্ঞানবীর্য্যয়োঃ। চিন্মায়াশক্তিবৃত্ত্যোস্তু বিদ্যাশক্তিরুদীর্য্যতে। চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ায়াং যোগমায়া সমাস্মৃতা। প্রধানাব্যাকৃতাব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতৌ পরম্। ন মায়ায়াং ন চিচ্ছক্ত্যাবিত্যাহুঃ বিবেকিভিঃ॥ তত্ত্বসন্দর্ভে। মায়ায়া জীবমোহনকর্ত্তৃত্বং ভগবতস্তু তত্রোদাসীনত্বং মতং বক্ষ্যতে চ বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ। অত্র বিলজ্জমানয়া ইত্যনেন ইদমায়াতি। তস্যা জীবসম্মোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি তথাপি ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাস্ফুরণমন্তরূপা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেশঞ্চ করোতি। শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ গোবিন্দভাষ্যে। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোময়াদি-শব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যাদ্বিচিত্রজগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানঃ যুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানো প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়-দ্রব্যবিশেষ ইতি॥ ৭॥

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্ম্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে॥ ৮॥

অন্বয়—যদা (যখন) ভ্রামং ভ্রামং (ভ্রমণ করিতে করিতে) কদাচিৎ (কখনও) হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং (হরিরসগলিত বৈষ্ণবকে) সংপশ্যন্ (সন্দর্শন করত) তদনুগমনে (সেই বৈষ্ণবের অনুগমনে) রুচিযুতঃ (রুচি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশিষ্ট) [ভবেৎ (হয়)], তদা (তখন) কৃষ্ণাবৃত্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি আবৃত্তিক্রমে) সঃ (সেই জীব) শনকৈঃ (অল্পে অল্পে) মায়িকদশাং (মায়িকদশা) ত্যজতি (ত্যাগ করে) স্বরূপং (নিজ স্বরূপ) বিভ্রাণঃ (লাভ করত) বিমলরসভোগং (বিমল কৃষ্ণসেবারসভোগ) কুরুতে (করেন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে ; কৃষ্ণ-নামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হন ॥ ৮ ॥

টীকা—ভগবদ্‌ভক্তিভাবাৎ প্রকৃতিমুক্তানাং জীবানাং স্বরূপং বিবক্ষয়া বদ্ধজীবানাং স্ব-স্বরূপলাভপ্রক্রিয়ামাহ যদা ভ্রামং ভ্রামমিতি। যদা যস্মিন্ কালে কর্ম্মমার্গাশ্রিত-নানা-যোনিভ্রমণসময়ে কদাচিৎ সঞ্চিতভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতিবলেন মায়াবদ্ধজীবস্য হরিভক্তিরসগলিতং চিত্তং যস্য স এবম্ভূতং বৈষ্ণবজনং সংপশ্যন্ তদনুগমনে তচ্চরিত্রানুসরণে রুচির্জায়তে তদা তদনুসরণরূপকৃষ্ণাবৃত্তিঃ স্যাৎ। কৃষ্ণনামাদ্যনুশীলনং স্যাদিত্যর্থঃ। মায়াদূষিতদশাং ক্রমেণ ত্যজতি। স্বীয়চিৎ-স্বরূপপ্রাপ্তিরূপমুক্তিং লব্ধ্বা বিমলরসভোগং প্রেমভক্ত্যাস্বাদং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স লভতে ॥ শ্রুতিবচনানি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ এবমেবৈষঃ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ। মুক্তানাং লক্ষণানি। আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ ॥ তত্র শ্রীভাগবতবচনানি। ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ এষা গতিরেব দুর্লভা। রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ। প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ সূত্রভাষ্যে চ। বলবতা সৎসঙ্গেন কষায়পাকে বিদ্যা ভবতীত্যাহ, অপি স্মর্য্যতে। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ইত্যাদিভাগবতবচনাৎ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা-ভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৮ ॥

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি-
র্বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—চিদচিদখিলং সর্ব্বং (সমস্ত চিদচিজ্জগৎ) হরেঃ শক্তেঃ (শ্রীহরির শক্তির) পরিণতিঃ স্যাৎ (পরিণতি); বিবর্ত্তং (বিবর্ত্তবাদ) সত্যং নো (সত্য নহে) [তৎ (তাহা)] কলিমলং (কলিকালের মল) শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধম্ (শ্রুতি-জ্ঞান-বিরুদ্ধ); হরেঃ (শ্রীহরির) ভেদাভেদৌ (ভেদাভেদ তত্ত্বই) সুবিমলং (সুবিমল) শ্রুতিবিহিততত্ত্বম্ (শ্রুতিসম্মত তত্ত্ব), ততঃ (সেই তত্ত্ব হইতেই) নিত্যবিষয়ে (নিত্যতত্ত্বে) প্রেম্নঃ (প্রেমের) নিতরাং (অতিশয়) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞান-বিরুদ্ধ; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমলতত্ত্ব;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়॥ ৯॥

টীকা—মায়াবাদ-প্রতিষেধেন সর্ব্বং চিদচিৎ জগৎ শ্রীহরেরচিন্ত্য-যুগপৎ-ভেদাভেদপ্রকাশং শিক্ষয়তি হরেরিতি। সর্ব্বং চিদচিৎ অখিলং জগৎ ভগবচ্ছক্তেঃ পরিণতিঃ পরিণাম এব। যস্তু ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদঃ স ন সত্যম্। স এব শব্দপ্রমাণবিরুদ্ধকলিমলমিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বং চিদচিদখিলং জগৎ ভগবচ্ছক্তেরচিন্ত্য-যুগপৎ-ভেদাভেদাবেব। ইদমেব সুনির্ম্মলবেদপ্রমাণসিদ্ধং তত্ত্বম্। এতেন নিত্যবিষয়ে পরব্রহ্মণি নিত্যলক্ষণঃ প্রেমৈব সিধ্যতি। বিবর্ত্তচিন্তনাদৌ প্রেম্ণঃ অনিত্যত্বাৎ তৎসিদ্ধির্ন ভবতীতি সংক্ষেপসিদ্ধান্তঃ। শ্রুতিঃ। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। গীতোপনিষদি চ ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ভাগবতে চ। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ পরমাত্মসন্দর্ভে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাদেশিকস্যাপ্যগ্নের্দীপাদের্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না-প্রভা যথা তৎপ্রকাশবিস্তারঃ। তথা ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃতবিস্তার ইদমখিলং জগদিতি। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশ্যঃ স্যুঃ ইত্যাদিকং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিত্যাদিকং শ্রীভাগবতাদিষু। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীতি ব্রহ্মসূত্রে। তত্র দ্বৈতান্যথা অনুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণি অজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্যশক্তিসদ্ভাবস্য যুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুতত্বাচ্চ দ্বৈতান্যথানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা। ততশ্চ অচিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপপত্তৌ কারণং পর্য্যবস্যতি। তস্মান্নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি। চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসবলোহ-চালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাদিতি। ততস্তস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়াশব্দশ্চেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব। তস্মাৎ পরমাত্মশক্তিপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে ন তু স্বরূপে-ণেতি গম্যতে যথৈব চিন্তামণিঃ। ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কচিৎ প্রধানোপাদানত্বং শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশো মায়া উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তির্নিমিত্তম্। তদ্ ব্যূহময়ী তুপাদানমিতি বিবেকঃ। অতএব শ্রুতাবপি বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চেতি কস্যচিৎ বিভাগস্যাচেতনতা শ্রূয়তে ॥ ৯ ॥

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণা-
স্তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গানি শ্রদ্ধাপবিতহৃদয়ঃ সাধয়তি বা
ব্রজে সেবালুব্ধো বিমলরসভাবং স লভতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—শ্রুতিঃ (শ্রবণ) কৃষ্ণাখ্যানং (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন) স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ (স্মরণ-বন্দন-অর্চ্চনাদিবিধিসমূহ) তথা (সেইরূপ) দাস্যং (দাস্য) সখ্যং (সখ্য) পরিচরণং (পরিচর্য্যা) আত্মদদনমপি (এবং আত্মনিবেদন) নবাঙ্গানি (নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গ) শ্রদ্ধাপবিতহৃদয়ঃ (শ্রদ্ধা-পূত চিত্ত) সাধয়তি বা (অনুশীলন করত) ব্রজে সেবালুব্ধঃ (ব্রজে সেবালুব্ধ) সঃ (জীব) বিমলরসভাবং (বিমলরসভাব) লভতে (লাভ করে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্ত্যঙ্গ শ্রদ্ধা-পূতচিত্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুশীলন করত ব্রজে সেবালুব্ধ জীব বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

টীকা—এতাবৎ সম্বন্ধজ্ঞানমালোচ্যাভিধেয়তত্ত্বং বদতি। অভিধেয়ং ভগবদ্বৈমুখ্যবিরোধন্যায়াৎ তৎসাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসন-লক্ষণং ভক্তিরেবাভিধেয়ং বস্তু। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ইতি লক্ষণেন শুদ্ধা ভক্তিঃ লক্ষিতা শ্রীরূপেণ। ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥ অগ্রতো রক্ষ্যমানায়াস্ত্রিধা ভক্তেরনুক্রমাৎ। দ্বিশঃ ষড়্‌ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তিতমিতি তন্মাহাত্ম্যং সূচিতং তেনৈব। গ্রন্থেঽস্মিন্ তদঙ্গানি বিব্রিয়ন্তে শ্রুতিরিতি। শ্রুতি-রিত্যাদি নবাঙ্গানি যঃ সাধয়তি স বিমলরসভাবং লভতে। তত্র সাধনভক্তের্লক্ষণং ক্রিয়তে শ্রীরূপেণ। কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ তৎসাধনমপি দ্বিবিধং বৈধীভক্তিসাধনং রাগানুগাভক্তিসাধনঞ্চ। সাধু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধামূলং যৎ সাধনং তৎ বৈধীভক্তিসাধনম্। যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তি-রূপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যত ইতি বৈধীভক্তিলক্ষণং শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দৃশ্যতে। সা শ্রদ্ধা তু আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্য-

৩—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্তীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিরিতি লক্ষণেন লক্ষিতা। ব্রজজনসেবা-লোভমূলং যৎ সাধনং তদেব রাগানুগাভক্তিসাধনম্। শেষোক্তমেব প্রবলং ঝটিতি ফলপ্রদঞ্চ। জ্ঞান-কর্ম্মাদীনাং নাভিধেয়ত্বং মুক্তি-ভুক্তি-ফলসাধকত্বাৎ প্রেমসাধনাযোগ্যত্বাচ্চ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদি-বেদবচনপ্রমাণানি বহবঃ সন্তি। কর্ম্ম-জ্ঞানাদীনাং ন সাক্ষাদভিধেয়ত্বম্। শ্রুতৌ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ভাগবতে। অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ অতঃ সুকৃতিবলেন সাধুসঙ্গলাভানন্তরং যা শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধা উদয়তি তয়া। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনমর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনমিতি ভক্তের্নবাঙ্গানি লক্ষিতানি। তত্র শ্রুতিঃ শ্রবণম্। স চ শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। মহজ্জনোচ্চারিতনামাদেঃ শ্রবণন্তু বিশেষমাহাত্ম্যম্। ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়-শব্দানাং জিহ্বাস্পর্শ এব কীর্ত্তনম্। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মৃতিরেব স্মরণম্। তচ্চ স্মরণ-ধারণাধ্যানানুস্মৃতিসমাধিভেদাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। পূর্ব্বচিন্তিতবিষয়াৎ সমাকৃষ্য সাম্যাকারেণ মনোধারণমেব ধারণা। বিশেষরূপেণ রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্। অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিঃ। পাদসেবনং পরিচর্য্যা তত্র স্বস্মিন্নকিঞ্চনত্বসেবাযোগ্যত্ববুদ্ধিস্তথা সেব্যবস্তুনি সচ্চিদানন্দঘনত্ববুদ্ধিশ্চ কার্য্যা। শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শন-পরিক্রমানুব্রজন-তুলসী-বৈষ্ণবসেবন-ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-দ্বারকাদিতীর্থদর্শনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যা। অর্চ্চনং তদাগমোক্তাবাহনাদিক্রমকম্। যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। আবাহনক্রমো যথা। আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥ তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তস্থাপনং সন্নিরোধনম্॥ সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্। নৈবেদ্যার্পণ-বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণ চরণামৃতপানাদীনি অর্চ্চনাঙ্গানি। ভগবজ্জন্মদিন-কার্ত্তিকব্রতৈকাদশীব্রতমাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্। বন্দনমেব নমস্কারঃ। নমস্কারে একহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃতদেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠবামভাগাত্যন্তনিকট গর্ভমন্দিরগতত্বাদিময়া অপরাধাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ। দাস্যং তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য দাসম্মন্যত্বম্। নমঃস্তুতিসর্ব্বকর্ম্মার্পণপরিচর্য্যা-চরণ-স্মৃতি-কথাশ্রবণাত্মকং দাস্যমিতি সিদ্ধান্তিতম্। স্তুতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিজ্ঞপ্তিঃ। সা চ সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা, লালসাময়ী-ভেদেন বিবিধা। সখ্যম্। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাব-লক্ষণম্। আত্মনিবেদনম্। তচ্চ দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্য্যং চাত্মার্থচেষ্টা-শূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্মসাধনসাধ্যত্বম্। তদর্থচেষ্টাময়ত্বঞ্চ। শ্রীহরি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তিসম্বন্ধে যান্যন্যানি বাক্যানি কথিতানি তানি যথা। ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ। সালোক্যাদি-স্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবা-জুষাং মতা॥ কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ তত্রাপ্যে-কান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশ-প্রসাদো-ঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥ সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। নিষিদ্ধা-চারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্॥ তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্জ্জিতঃ। অনবাপ্তশ্রমং পূর্ণং যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥ অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধস্তেষামভিপ্সিতঃ। সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥ যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যা-ত্তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥ অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে। অবিক্লবমতি-র্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥ শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥ পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥ যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হ। প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ। কেষাঞ্চিৎ কচিদঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলম্। বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যফলং রতিঃ॥ সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাম্। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি-প্রবেশায়ো-পযোগিতা॥ ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ। যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতুপ্রায়ে সতাং মতে॥ সুকুমার-স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা। কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি॥ রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ। বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥ অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥ ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতা-হান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা। ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যাঙ্গান্তরপাতিতা॥ সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা। স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥ অথ রাগানুগাভক্তিসাধনং শ্রীরূপ-গোস্বামিনা বিবৃতম্। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ রাগানুগা-বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে॥ ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥ সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা॥ কামাদ্ গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ আনুকূল্যবিপর্য্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ। স্নেহস্য সখ্য-বাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ত্তিতা॥ কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপ-যোগোঽত্র সাধতে। ভক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তি-রুদীরিতা॥ যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্। তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥ ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ। কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥ সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যা নয়তি স্বতাম্। যদস্তাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥ ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে। আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্। তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা। অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীণাং বল্লভা মতাঃ। যদৈশ্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা॥ রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্ দ্বিধা রাগানুগা চ সা। কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে॥ রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥ তত্তদ্ ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধি। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥ সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজ-লোকানুসারতঃ॥ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥ সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥ লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিত-মুদ্রয়া॥ অত্র শ্রীজীবঃ। পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। অত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমানেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু তদুচিতভাবনাবিশেষেণ অপরাধাপাতাৎ॥ পুনঃ শ্রীরূপঃ। কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা। পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥ বৈধীভক্তিস্তু কৈশ্চিৎ মর্য্যাদামার্গ ইত্যুচ্যতে॥ ১০॥

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজন-জন-ভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎসুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স
লভতে॥ ১১॥

অন্বয়—ইহ (সংসারে) স্বরূপাবস্থানে (স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে) মধুররসভাবোদয়ে (মধুররসে ভাবোদয় ঘটিলে) সঃ (সেই জীব) ব্রজে (ব্রজে) রাধাকৃষ্ণস্বজনজন-ভাবং (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব) হৃদি (হৃদয়ে) বহন্ (পোষণ করত) পরানন্দে (পরানন্দতত্ত্বে) প্রীতিং (প্রীতি) জগদতুলসম্পৎসুখং (জগতের মধ্যে অতুল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্পৎসুখ) বিলাসাখ্যে তত্ত্বে (বিলাসাখ্যতত্ত্বে) পরম-পরিচর্য্যাং (পরমপরিচর্য্যা) লভতে (লাভ করে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগতভাব হৃদয়ে উদিত হয় ; ক্রমশঃ পরানন্দ-তত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পৎসুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয়—ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই ॥ ১১ ॥

টীকা—তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনৈর্ম্মায়িকদশামিত্যাদিবাক্যপ্রয়োগেন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধনভক্ত্যনুশীলনেন কিংভবতীতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য প্রয়োজনতত্ত্বমাহ স্বরূপাবস্থান ইতি। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি ভাগবত-বচনানুসারেণ জীবানাং স্বরূপাবস্থানমেব মুক্তিরিত্যায়াতি। অহং শুদ্ধচিৎকণঃ কৃষ্ণানুগততত্ত্ববিশেষঃ। জগৎসম্ভোগাদি-কার্য্যং মম পতনমেব। কৃষ্ণচরণামৃতসেবাসুখমেব মমৈব গতিরিতি বিচিন্ত্য কৃষ্ণচরণপীযূষপানতৎপরঃ সন্ স জীবঃ শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুররসানাং মধ্যে অধিকারভেদেন মধুররস এব মুখ্যোত্তম ইতি ভাবনয়া তদ্রসমাস্বাদয়তি। সুতরাং স্বরূপাবস্থানসময়ে মধুররসভাবোদয়ো হি পরম-প্রয়োজনলাভঃ। তৎপ্রাপ্ত্যা। ব্রজে চিজ্জগতি। রাধাকৃষ্ণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বজনজনভাবং রাধাকৃষ্ণয়োর্যে স্বজনাঃ পরিকরজনাঃ তেষাং জনঃ কৈঙ্কর্য্যরতস্তস্য ভাবং সেবাদিকার্য্যবিষয়কস্বভাবং স্বস্য হৃদি বহন্ গৃহ্নন্। পরানন্দে সচ্চিদানন্দে কৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিম্। জগদতুলসম্পৎসুখং জগতি যদতুলসম্পৎসুখং তৎ। পুনঃ রাধাকৃষ্ণবিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং দাস্যং লভতে। সিদ্ধান্তবাক্যানি যথা। ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দসাররূপা। প্রীতিঃ খলু ভক্ত-চিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি বিশ্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়ে-নাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নব-নবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণ উন্মাদয়তি চ। সা চ প্রীতিরূপা ভক্তিঃ ক্রমেণ পাল্যানামাশ্রয়াত্মিকা। ভৃত্যানাং দাস্যাত্মিকা। লাল্যানাং প্রণয়াত্মিকা চ জ্ঞেয়া। কুত্রায়মিতি ভাবেন অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতির্বাৎসল্যম্। মৎসমমধুরশীলবান্ যো নিরূপাধিমৎপ্রণয়াশ্রয়বিষয় ইতি ভাবেন মিত্রত্বাভিমান-ময়ী প্রীতির্মৈত্র্যাখ্যা দ্বিবিধা। পরস্পরনিরূপাধিকোপকার-রসিকতাময়ী সুহৃদাখ্যা। সহবিহারশালী প্রণয়ময়ী সখ্যাখ্যা চেতি। অথ কান্তোঽয়মিতি প্রীতিঃ কান্তভাবঃ। এষ এব প্রিয়তাশব্দেন শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পরিভাষিতঃ। প্রিয়স্য ভাবঃ প্রিয়তেতি। লৌকিকরসিকৈরত্রৈব রতিসংজ্ঞা স্বীক্রিয়তে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এষ এব তত্তুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাস্থ কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্যঃ কামবিশেষস্তন্তঃ বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যং খলু স্পৃহা সামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যস্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মক-স্তদনুগতবিষয়স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। অতো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়চেষ্টত্বেঽপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্য-তাৎপর্য্যা। পুরুষপ্রয়োজনং তাবৎসুখপ্রাপ্তিঃ দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখপ্রাপ্তিত্বং দুঃখনিবৃত্তিত্বঞ্চাত্যন্তিক-মিতি। তথা শ্রুতিঃ। যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যামিতি। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। তস্মাৎ প্রীতিরেব পুরুষ-প্রয়োজনত্বেন সর্ব্বদা অন্বেষ্টব্যা। অত্র এতাবদেব বক্তব্যম্। এতদ্ রহস্যং শ্রীগুরুচরণাশ্রয়েণাত্মনি জ্ঞাতব্যং চিদনুশীলনপ্রক্রিয়য়া॥ ১১॥

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্‌বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ॥ ১২॥

অন্বয়—কঃ প্রভুঃ (প্রভু কে?) কঃ জীবঃ (জীবই বা কে?) ইদম্ অচিৎ বিশ্বং (এই অচিৎ বিশ্বই) কথম্ বা (বা কিরূপ) এতান্ অর্থান্ (এই সকল বিষয়) বিচার্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(বিচার করিয়া) হরিভজনকৃৎ (হরিভজনশীল) শাস্ত্রচতুরঃ (শাস্ত্রচতুর) হরিদাসঃ (স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হরিদাস) অভেদাশাং (অভেদাশা) ধর্ম্মান্ (সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম) সকলমপরাধং (সকল প্রকার অপরাধ) পরিহরন্ (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হরিজনৈঃ (সাধুসঙ্গে) হরের্নামানন্দং (শ্রীহরিনামানন্দ) পিবতি (পান করেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ কে ? আমি জীবই বা কে ? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি ? এই-সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকল প্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিদাসস্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১২ ॥

টীকা—পূর্ব্বোক্তদশশ্লোকেন সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনং বিশদয়ন্ জীবকর্ত্তব্যতা প্রদর্শিতা প্রভুঃ ক ইতি। জীবানাং কঃ প্রভুঃ। কোঽসৌ জীবঃ। ইদং চিদচিদ্ বিশ্বং কথং বা। সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনমূলকং এতদর্থত্রয়ং বিচার্য্যম্। য এব শাস্ত্রার্থচতুরঃ স হরিভজনপরোভবতি। স চ হরিদাসাভিমানেন ভক্তজনসঙ্গেন চ হরের্নামানন্দং পিবতি আনন্দস্য রসরূপত্বাৎ পানসম্বন্ধঃ সঙ্গচ্ছতে। তত্ত্বমস্যাদিজ্ঞানম্ অষ্টাঙ্গযোগাদিসাধনং পরিত্যজ্য কথং বুদ্ধিমতাং হরিনামকীর্ত্তনাদৌ স্পৃহা ভবেদিত্যাস্যাশঙ্ক্য নামানন্দপানং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবস্থাপ্যতে ? উচ্যতে। শ্রুতৌ। ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎসদিত্যাদি। হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাদস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণব-ব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে। পাদ্মে। নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোরিতি। নামাভাসস্য মুক্তি-দত্বং শ্রূয়তে, কিন্তু তস্য প্রেমদত্বং ন শ্রূয়তে ইতি নাম-রহস্যম্। নামাপরাধশূন্যানাং শুদ্ধনামমাত্রানুশীলনাৎ নাম্নঃ প্রেমদত্বম্ উক্তম্। নামাপরাধাস্ত্বেতে পাদ্মোক্তাঃ। ১। সতাং নিন্দা, নামপরাণাং সাধূনাম্ অশ্রেষ্ঠতাস্থাপনরূপা নিন্দা। ২। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্। ভগবতো নামরূপগুণ-লীলাদৌ জড়বুদ্ধ্যা ভগবতস্তেষাং পৃথগ্‌জ্ঞানম্। অথবা শ্রীশিবঃ শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ পৃথক্ শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর ইতি মননং শিবাদের্বিষ্ণোরবতারত্বাৎ। ৩। গুর্ব্ববজ্ঞা। নামতত্ত্বগুরূণাং ব্রহ্মজ্ঞানাদিশিক্ষা গুর্ব্বপেক্ষাহীনমননম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। শ্রুতি-তদনুগতশাস্ত্রনিন্দনম্। তত্তচ্ছাস্ত্রে নামমাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা তত্তন্নিন্দনম্। ৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদোঽয়মিতি মননম্। ৬। হরের্নামানি কল্পিতানি ইতি চিন্তনম্। নামনামিনোরভেদত্বাৎ তদ্বিশ্বাস এব অপরাধঃ। ৭। নাম-বলেন পাপাচরণম্। নাম্নঃ গ্রহণাৎ প্রাক্ যৎ যৎ পাপং কৃতং তৎসর্ব্বং নামগ্রহণেন বিধ্বংসিতং ভবতি। ততো ন পাপপ্রবৃত্তিঃ। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ইতি গীতাবচনাৎ পূর্ব্বপাপসম্বন্ধোঽপি অত্যল্পকালেন নামপূতস্বভাবেন পরাজিতো ভবতি। কিন্তু যে তু নামবলেন পুনঃ পাপাচরণং কুর্ব্বন্তি তে কিল নামাপরাধিনঃ। ৮। অন্যশুভক্রিয়াভি-র্নামসামান্যমননম্। নাম্নঃ চিন্তামণিত্বাৎ স্বরূপাভিন্নত্বাচ্চ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপত্বে সিদ্ধেঽন্যজ্ঞানকর্ম্ম-যোগতীর্থযাত্রাদি-শুভক্রিয়া তৎসমা ন ভবতি। যে তু অন্যপুণ্যকর্ম্মণা সহ নাম্নঃ সামান্যং পশ্যন্তি তে ত্বপরাধিনঃ। ৯। অশ্রদ্দধানাদৌ নামোপদেশঃ। শ্রদ্ধয়া বিনা নাম্নি নাধিকারঃ অশ্রদ্দধানে স্বপ্রতিষ্ঠাদিস্বার্থলাভার্থং যঃ নামোপদেশঃ স এব অপরাধঃ। ১০। অহং মম ইত্যভিমানেন সহ নামগ্রহণম্। অহং ধনী, অহম্ অত্যুচ্চবর্ণী, অহং বৈষ্ণবঃ সুতরাং পূজনীয়ঃ, অহং জ্ঞানীত্যাদিমিথ্যাভিমানদূষিতচিত্তানাং ভগবন্নামগ্রহণং কৈতবম্। অতএবাপরাধঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভুণা শ্রীশিক্ষাষ্টকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদ্‌গদিতং তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি তদপি সঙ্গমনীয়ং দশমাপরাধ-পরিহারে তৃণাদপি বাক্যতাৎপর্য্যম্। সপ্তমাপ-রাধপরিহারে তরোরপি সহিষ্ণুনেত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যম্। তিতিক্ষাত্র পাপদমনতাৎপর্য্যকা। অমানীতি বাক্যেন নবমঃ অপরাধঃ পরিহৃতঃ। মানদশব্দেনান্যঃ সপ্ত-সংখ্যকাপরাধঃ পরিহরণীয়ঃ। নামপরায়ণস্য সাধোঃ, নাম-নামিনোরভেদজ্ঞানস্য, নামতত্ত্বদেশিকস্য, নামতত্ত্ব-প্রকাশকশাস্ত্রস্য, নামমাহাত্ম্যং সত্যমিতি স্থাপকস্য, নাম এব অপ্রাকৃতবস্তু ন তু কল্পিতমিতি নির্ণায়কস্য, নাম এব সর্ব্বসৎক্রিয়াবিলক্ষণরূপেণ শ্রেষ্ঠমিতি সিদ্ধান্তস্য সম্মানকরণং মানদত্বম্। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ইতি ভাগবত-বচনানুসারেণ কৃষ্ণে প্রেমাচরণং তদ্‌ভক্তেষু মৈত্র্যাচরণং চিদচিদ্‌জ্ঞানহীনেষু বিষয়মুগ্ধেষু কৃপাচরণং, দ্বিষৎসু মায়াবাদ-নাস্তিকবাদদূষিতভগবৎস্বরূপবিদ্বেষিষু জীবস্য নিত্যকৃষ্ণদাস্য-জ্ঞানাৎ বিদ্বেষিষু চ উপেক্ষাচরণমেব যথাযোগ্যং সর্ব্বত্র মানপ্রদানমেবেত্যুপদিষ্টম্। এতান্ অপরাধান্ পরিহরন্। ধর্ম্মান্ প্রেমেতরফলপ্রদান্ সর্ব্বপ্রকার-বেদোক্তানপি ধর্ম্মান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যাদি-গীতাবাক্যাৎ পরিহরন্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভেদাশাং মুক্তিস্পৃহাম্। সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্যভেদেন মুক্তিরপি পঞ্চবিধাঃ। তত্র সাযুজ্যমুক্তের্ভক্তিবিরোধাৎ তৎ ন্যক্কৃতম্। ভগবৎ-সেবাদ্বারভূতং সালোক্যাদিচতুষ্টয়মপি ন স্পৃহনীয়ং তত্তৎ-ফলানামনিবার্য্যকত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া ভক্তিসাধকানাং তত্তৎ স্পৃহায়া ভক্তিবাধকত্বাচ্চ ॥ ১২ ॥

সংসেব্য-দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—জনঃ (জীব) দশমূলং (দশমূল) সংসেব্য (সেবনপূর্ব্বক) অবিদ্যাময়ং (অবিদ্যারূপ আময়) হিত্বা (নাশ করিয়া) সাধুসঙ্গতঃ (সাধুসঙ্গ হইতে) ভাবপুষ্টিং (ভাবপুষ্টি) তথা তুষ্টিং (এবং তুষ্টি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই দশমূল সেবন করত জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্ব্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন ॥ ১৩ ॥

টীকা—এতদ্দশমূলসেবনফলমাহ সংসেব্য দশমূলমিতি। যথা লোকে দশমূলপাচনং সেবিত্বা জ্বররূপমাময়ং দূরী-করোতি তথেদমপ্রাকৃতদশমূলসেবনেন সুকৃতস্য জনস্য স্বরূপ-জ্ঞানাৎ অবিদ্যারূপ আময়ঃ নশ্যতি। জীবস্বভাবো যো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরৌ ভাবঃ তস্য পুষ্টির্ভবতি। ইতরতত্ত্বে বৈরাগ্যরূপা তুষ্টিশ্চ জায়তে। প্রকারান্তরেণ ভাগবতে। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ অর্থশ্চায়ম্। প্রপদ্যমানস্য হরিং ভজতঃ পুংসঃ ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা পরেশানুভবঃ প্রেমাস্পদভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তিঃ তয়োর্নির্বৃতস্য ততোঽন্যত্র গৃহাদিষু বিরক্তিঃ ইত্যেষ ত্রিকঃ এককালঃ ভজনসমকাল এব স্যাৎ যথাশ্নতো ভুঞ্জানস্য তুষ্টিঃ সুখং পুষ্টিরুদরভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চানুগ্রাসং স্যুঃ। ভক্ত্যাদীনাং তু তুষ্ট্যাদয়ঃ ক্রমেণৈব দৃষ্টান্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। উত্তরত্রাপ্যেতৎ ক্রমেণৈব। ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুখৈকরূপত্বাৎ। পুষ্ট্যনুভবয়োরাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ। ক্ষুদপায়বিরক্ত্যোঃ শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেঽপি বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে ভগবদনুভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্ম্যং তথাপি বস্তন্তরবৈতৃষ্ণ্যাংশ এবাত্র দৃষ্টান্তো গম্যতে॥ ১৩॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

শ্রীদশমূল-চতুষ্টয়

(১)

শ্রীআম্নায়-দশমূল

প্রমাণম্

১ ওঁ অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগিত্যাদি। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-মথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি।

১। 'ওঁ অস্য……বেদমিত্যাদি।' (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) —মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা—সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমেয়ম্

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনমূলকং নব প্রমেয়ম্

কৃষ্ণঃ। ২ তত্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি। একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিত্যাদি।

উপনিষৎ-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক-শব্দে ঋষিগণকৃত অনুষ্টুবাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্রশব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্র-সকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্র-সম্বন্ধে আচার্য্যগণকৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই আম্নায়-শব্দে কথিত। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'তত্ত্বৌপনিষদং……পৃচ্ছামি।'—আমি উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'শ্যামাচ্ছবলং……প্রপদ্যে।' (ছাঃ ৮।১৩।১)—শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণ-প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার-ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্'—এক অদ্বয়বস্তু শক্তি-পরিণতি-ক্রমে বহুপ্রকারে দৃষ্ট হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধঃ

কৃষ্ণশক্তিঃ। ৩

> ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী-জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

৩। 'ন তস্য······ক্রিয়া চ' (শ্বেঃ ৬।৮)—সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ। অতএব, জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়-রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না; যেহেতু, তাহা অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অবি-চিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য-শক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণধামরসঃ। ৪ দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। রসো বৈ সঃ।

জীবঃ। ৫ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্ন-স্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ ॥

৪। 'দিব্যে ব্রহ্মপুরে……প্রতিষ্ঠিত ইতি।' (মুঃ ২।২।৭) —অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুর পরব্যোম-ধামে এই পরমাত্মা নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

'রসো বৈ সঃ।' (তৈত্তিঃ ২।৭)—পরমতত্ত্বই রস। রসতত্ত্বের স্বরূপ এই—শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিক্রমে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। সেই স্থায়ী ভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়ী ভাবরূপ রতিকে স্বাদ্যত্বরূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়াবদ্ধজীবঃ। ৬

তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥

বদ্ধঃ মুক্তঃ জীবঃ। ৭

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

৫। 'যথাগ্নেঃ……ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃঃ আঃ ২।১।২০)—অগ্নির যেরূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'তস্য বা এতস্য……লোকস্থানঞ্চ' (বৃঃ আঃ ৪।৩।৯)—সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থান-স্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয়স্থানই দেখিতে পান। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৬। 'তস্মিংশ্চান্যো……সন্নিরুদ্ধঃ।' (শ্বেঃ ৪।৯)—সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়াকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'সমানে বৃক্ষে…বীতশোকঃ ॥' (মুঃ ৩।১।২; শ্বেঃ ৪।৪)—সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি চ ইত্যাদি ॥

শোক করিতে করিতে পতিত হন। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পা'ন, তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'ঈশাবাস্যমিদং…জগৎ।' ইত্যাদি (ঈশঃ ১)—জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তি-সম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তি-সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীর-যাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সে সকলই ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যতো বা……সংবিশন্তি' ইত্যাদি। (তৈত্তিঃ ৩।১) —'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে', এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদানকারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা-কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে',—এই বাক্যদ্বারা করণকারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিধেয়ং আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
নববিধাঃ। ৯ নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদি ॥
প্রেম প্রয়োজনং। যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন
১০ কুর্য্যামিতি। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-
নন্দী ভবতীতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন
বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥

দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ...নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)—অয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিরন্তর একান্তভাবে ধ্যান করিতে হইবে।

১০। 'যেনাহং নামৃতা...কুর্য্যা' ইতি (বৃঃ আঃ ২।৪।৩) —মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহার দ্বারা কি করিব?' 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' (তৈত্তিঃ ২।৭)—সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)। 'আনন্দং ব্রহ্মণো...... কুতশ্চন।' (তৈত্তিঃ ২।৪)—সেই পরব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখনও গর্ভবাসাদি দুঃখ হইতে ভীত হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২)

শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রং ১

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সামযজুরেব চ।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ ২

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

১। 'বেদ্যং……যজুরেব চ।' (গীঃ ৯।১৭)—আমিই পবিত্র ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং……ইহার্হসি ॥' (গীঃ ১৬।২৪)—অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'মত্তঃ……গণা ইব ॥' (গীঃ ৭।৭)—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণশক্তিঃ ৩

ভুমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

গাঁথা থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করে। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৩। 'ভূমিরাপোঽনলো··· ·প্রলয়স্তথা॥' (গীঃ ৭।৪-৬) —ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের নামই ভগবজ্‌জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই যে, 'আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তি-সম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য'স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য', তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা-শক্তি'ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি 'মহাভূত' এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র;—এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্য্য-ভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক' তত্ত্ব। এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত।

এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা-প্রকৃতি' আছে,যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ,—এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায়।

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুই প্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপে আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণরসঃ ৪

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

৪। 'অব্যক্তং……অনুত্তমম্ ॥' (গীঃ ৭।২৪)—যাহারা নির্ব্বিশেষবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'অবজানন্তি……মহেশ্বরম্ ॥' (গীঃ ৯।১১)—আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার শক্তি সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি—সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড় জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অনুগ্রহ ও শক্তিপ্রভাবমাত্র। আমি —জড়-বিধিসকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবঃ ৫

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥

স্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা—তাহাদের মায়াবদ্ধা বুদ্ধির কার্য্য-মাত্র; আমার পরমভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকারস্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি—যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব, অবিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দতনু' বলিয়া বুঝিতে পারেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৫। 'মমৈবাংশো......সনাতনঃ।' (গীঃ ১৫।৭)—আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধজীবঃ ৬

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ; স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদিরূপে লীলা প্রকাশ করি ; বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কররূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ-প্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে ; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহঙ্কারের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা ; উভয় দশায়ই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধশূন্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৬। 'শরীরং......ইবাশয়াৎ ॥' (গীঃ ১৫।৮)—মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নহে। জীব এই স্থূল শরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে সে সেই শরীর-সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আশয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মভূত-সহকারে একটী স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে। (শ্রীভক্তি-বিনোদ:

'ন মাং দুষ্কৃতিনো......ভাবমাশ্রিতাঃ॥' (গীঃ ৭।১৫)—দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা—'মূঢ়', 'নরাধম', 'মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুর-ভাবাশ্রিত'-ভেদে চারি প্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণই মূঢ়; ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম' শব্দে মানবগণের হৃদ্‌গত উচ্চভাবরহিত নিরীশ্বরনৈতিক ও কল্পিত-ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্যবিৎ পুরুষ-গণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্‌বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্টমত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই আসুরভাবাশ্রিত, যাহারা দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ, ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপবাক্য এই যে, যাহারা সর্ব্বসময়েই সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য তাহারাই 'দুষ্কৃত'। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুক্তিঃ ৭

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

৭। 'মামুপেত্য......পরমাং গতাঃ॥' (গীঃ ৮।১৫)—মহাত্মা ভক্ত যোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী......তরন্তি তে॥' (গীঃ ৭।১৪)—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্য দেবতা-প্রপত্তি-দ্বারা মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন না।

(শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়া-জীবেশ্বর-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

৮। 'ময়া ততমিদং··· ··ভূতভাবনঃ॥' (গীঃ ৯।৪-৫) —অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি-স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়; আমি—পূর্ণ বিভুচৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন; কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব।

যেহেতু আমি বলিলাম যে,—আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে আমার

৫—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুক্তিঃ ৭

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

৭। 'মামুপেত্য......পরমাং গতাঃ॥' (গীঃ ৮।১৫)—মহাত্মা ভক্ত যোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী......তরন্তি তে॥' (গীঃ ৭।১৪)—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্য দেবতা-প্রপত্তি-দ্বারা মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন না।
(শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়া-জীবেশ্বর-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

৮। 'ময়া ততমিদং··· ··ভূতভাবনঃ॥' (গীঃ ৯।৪-৫) —অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি-স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়; আমি—পূর্ণ বিভুচৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন; কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব।

যেহেতু আমি বলিলাম যে,—আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিধেয়ম্। ৯

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করিয়া আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। 'মহাত্মানস্তু······উপাসতে॥' (গীঃ ৯।১৩-১৪)—হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎ-প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা; তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ-ফলদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদ-রূপ শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন।

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রয়োজনম্ । ১০

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যু পাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়-ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ব্রতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসার-নির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।
(শ্রীভক্তিবিনোদ)

১০। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো......বহাম্যহম্ ॥' (গীঃ ৯।২২)
—তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসক-সকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহ-যাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং পালন-কার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয়সমূহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়-ভোগ অনায়াসে হয়; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব, ভক্তদিগের কামনা না থাকিলেও আমি তাঁহাদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকো-পাসকেরা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তগণের কিছু-মাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু, তাঁহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাবমোচন সম্পাদন করি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'সমোঽহং......চাপ্যহম্॥' (গীঃ ৯।২৯)—আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৩)

শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রম্ । ১

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসজ্ঞিতা ।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ । ২

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥

১। 'কালেন নষ্টা……মদাত্মকঃ ॥' (ভাঃ ১১।১৪।৩)—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম । তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ-ভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে । সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা । প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি । (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণশক্তিঃ। ৩

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নন্নুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥

২। 'যদ্দর্শনং……আত্মনিগূঢ়বোধম্॥' (ভাঃ ১২।৮।৪৯) হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই ভবদীয় রহস্য-প্রকাশক জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্যযোগাদি মার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয় স্বরূপ-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদি-বাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিরূপ (অনুরূপ নহে) বা প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপ-জ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণরসঃ। ৪

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

৩। 'যচ্ছক্তয়ো······অনন্তগুণায় ভূম্নে॥' (ভাঃ ৬।৪।৩১) —প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সম্বাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা পুরুষকে আমি নমস্কার করি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যো বা······শক্তিধাম্নঃ॥' (ভাঃ ১১।৪।২)—অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণ। যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি। ভূমির রেণুসকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিলকালে অখিলশক্তি-ধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৪। 'মল্লানামশনিঃ······সাগ্রজঃ॥' (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)— অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবঃ। ৫

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥

তখন যাহার যে রস সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীররসপ্রিয় মল্লসকল দেখিল যে, সাক্ষাদ্ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদিত হইলেন। মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন। সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত্ত অসদ্রাজসকল শাসনকর্ত্তৃ-রূপে কৃষ্ণকে দেখিল। পিতা-মাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিল। শান্তরসের পরম-যোগিসকল পরতত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'একস্যৈব......তথেতরঃ॥' (ভাঃ ১১।১১।৪)—ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! হে মহামতে! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যাকর্ত্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে অংশ শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না; সেরূপ অংশ হইলে মূলবস্তু খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বালিত হয়, সেরূপ অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণপ্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক-মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুইপ্রকার;—একপ্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বমহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশলক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব-স্ব-কার্য্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধজীবঃ। ৬

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৭

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥

৬। 'সুপর্ণাবেতৌ……ভূয়ান্॥' (ভাঃ ১১।১১।৬)—এই সংসারবৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পর সদৃশ ও সখারূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলফল-রূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষীটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'আত্মনমন্যঞ্চ ……নিত্যমুক্তঃ।' (ভাঃ ১১।১১।৭)—অপিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটীকে জানেন। পিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে বা অন্য পক্ষীটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

অপিপ্পলাদ বিদ্যাময়; অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন; আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'অহমেবাসমেবাগ্রে······সোঽস্ম্যহম্॥' (ভাঃ ২।৯।৩২)—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ-সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'ঋতেঽর্থং .... যথা তমঃ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৩)—পূর্ব্বশ্লোকে পরম-তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু, স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়া-তত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপ-তত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়া-বৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দু'টী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতর বস্তু দুইরূপে প্রতীত হয়,—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব, ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই,—আত্ম-তত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ-ব্যতীত ইতর-স্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'মায়া' এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম, অজ্ঞান ও মায়া। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যথা মহান্তি ভূতানি···ন তেষ্বহম্ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৪)—যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করত তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার, চিদ্বিগ্রহের কিরণ-পরমাণু-স্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমল প্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং······সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৫)—যিনি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক-দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিধেয়ম্। ৯

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। তস্মাদ্ গুরুং……উপশমাশ্রয়ম্॥' (ভাঃ ১১।৩।২১) কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শাব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনিই সদ্‌গুরু। শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধভক্তই সদ্‌গুরু। বিশেষ-রূপে জানিয়া সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'শ্রবণং কীর্ত্তনং......আত্মনিবেদনম্॥' (ভাঃ ৭।৫।২৩) শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই (কয়টাই) নবলক্ষণা ভক্তি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'বিক্রীড়িতং......অচিরেণ ধীরঃ॥' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করত হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রয়োজনম্। ১০

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং
হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং
তনুম্ ॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

১০। 'স্মরন্তঃ…তনুম্ ॥' (ভাঃ ১১।৩।৩১)—অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত…নির্বৃতাঃ ॥' (ভাঃ ১১।৩।৩৩)—শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয়-পরিস্ফুর্তির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্ট ভাবলক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের সুভদ্রলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও লৌকিক-চেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় সুগীত মধুসূদন, মুরারি প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয়-বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'ন পারয়েঽহং···প্রতিযাতু সাধুনা ॥' (ভাঃ ১০।৩২।২২)

—হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহু জীবনেও আমি নিজ সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব, তোমরা নিজকার্য্যদ্বারা পরিতুষ্ট হও। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

শ্রীসনাতন-গ্রন্থালয় নবদ্বীপ, ...

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচরিতামৃত-দশমূল

প্রমাণঃ বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ॥
বেদশাস্ত্রস্থ। ১ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪)

সম্বন্ধঃ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌।
কৃষ্ণঃ। ২ তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২১।৩৪)

কৃষ্ণ- কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন প্রধান।
শক্তিঃ। ৩ 'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫০)

রসঃ। ৪ কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৬)

জীবঃ। ৫ বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধ- কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
জীবঃ। ৬ এই দোষে মায়া-পিশাচী গলায় বাঁধিল॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

মুক্তিঃ। ৭ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪-১৫)

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪ ; মঃ ২০।১০৮)

অভিধেয়ম্। ৯

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮ ; মঃ ২২।৫)

প্রয়োজনম্। ১০

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়।
সেই প্রেমা—প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৯ ; মঃ ২৩।১৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

(প্রথম গুটি)

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিব।

প্র। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে ?

উ। গুরুদিগের আদিগুরু—ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি ?

উ। তাহাদের নাম যথা—

(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

(২) তিনি অখিল-বেদবেদ্য

(৩) বিশ্ব—সত্য

(৪) ভেদ—সত্য

(৫) জীব—শ্রীহরিদাস

(৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য

(৭) ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির নাম মোক্ষ

(৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু

(৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'—এই তিনটী প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে ?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তি-বৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার ?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট ; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে পরা শক্তি বলা যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন ?

উ। ভগবান্ একটী বস্তু এবং শক্তি একটী বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক্।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন ?

উ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রধান-প্রকাশ, সেখানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার ?

উ। স্বরূপ—একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্ব্বাকর্ষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয়-ভেদসকলকে নানাপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দস্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি ?

উ। চিজ্জগতের মধ্যে পরমরমণীয় বিভাগের নাম—শ্রীবৃন্দাবন ; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি ?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটী—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। জড়বুদ্ধি কি ?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবনধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কর্ম্মকে 'কর্ত্তব্য' মনে করে।

প্র। নির্ব্বিশেষবুদ্ধি কি ?

উ। যে ধর্ম্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়ে; তিনি আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না; অগত্যা আপনাকে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয়াবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ-সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্ত্য-(যুক্ত) প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়ধর্ম্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীবহৃদয়ে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে জড়যুক্তিদ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রসলাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কি হইবে ?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। খণ্ডধর্ম্ম-সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্যবুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃতীয় অধ্যায়

তিনি অখিলবেদ-বেদ্য

প্রশ্ন। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায় ?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি ?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব; তাহা চিদ্‌বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য; তাহাকেই 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধজীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।

প্র। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না ?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত; তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্ব্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাতেও যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্ব্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধকস্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য ; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব ?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি' ; পরতত্ত্বের সম্বেদনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন ?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন ; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্ম্মসকলও চরমে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ অবস্থায় বিষয় ও নির্ব্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে; অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রশ্ন। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়া-নির্ম্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি ?

উত্তর। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য', ও 'নিত্য' এই দুইটী বিশেষণের অর্থ—পৃথক্; বিশ্ব নিত্য নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি ?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরশক্তি আছে, তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটী বিক্রমের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম—(১) চিদ্‌বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্‌বিক্রম হইতে ভগবত্তত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্যপদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক?

উত্তর। না। ভগবান্—বিভুচৈতন্য এবং জীব—অণু-চৈতন্য, তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা 'ব্যবহারিক,' না 'তাত্ত্বিক'?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায়?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব, জড়-জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভুচৈতন্য।'

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা যাইবে না?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য-'ভেদাভেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত?

উ। নির্ব্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত?

উ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষ্ণবদিগের কয়টী সম্প্রদায়?

উ। চারিটী সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। ইঁহাদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ ?

উ। ইঁহাদের মতের বাস্তব ভেদ নাই; ইঁহারা সকলে সবিশেষবাদী। ইঁহারা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইঁহারা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অন্ধমত; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু—বিশেষণান্বিত, অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কার-পূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন ?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈত-বাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব—শ্রীহরিদাস

প্রশ্ন। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

উত্তর। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্ম্য কি?

উ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় নির্ব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। সে সমস্ত কার্য্যকে কেন বৈধর্ম্ম্য বলি?

উ। জীব—চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম—আনন্দ বা প্রীতি। নির্ব্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ-(বৈশেষিক) বাদে জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হানি। নির্ব্বিশেষবাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন?

উ। কর্ম্মজড় পুরুষগণই কর্ম্মমার্গে স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

৭—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহারা অন্বেষণ করেন ?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং ষড়ঙ্গ-যোগিগণ বিভূতিফলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নির্ব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল ?

উ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক ; নিজসুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্র। নিজসুখানুভূতি কি ?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিজসুখ।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের তারতম্য

প্রশ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে ?

উত্তর। তারতম্য আছে।

প্র। কতপ্রকার তারতম্য আছে ?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য—স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। জীবের উপাধি কি ?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল ?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই ; তাঁহাদের কৃষ্ণসাম্মুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থ মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্ম্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত ; কেন তাহা না করিলেন ?

উ। এবিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত ; তাহাতে চিদ্‌বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি ?

উ। জীব চিদ্‌বস্তু ; আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। পঞ্চপ্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্তরতি; (২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—দাস্যরতি; (৩) সম্বন্ধযুক্ত, সম্ভ্রমহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরক্তির নাম—সখ্যরতি; (৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি?

উ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-(চতুষ্টয়) যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) আচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি; (২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী; (৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্র। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) নিত্যমুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত; (২) বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্তু আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। ইহার মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার ?

উ। দুই প্রকার—(১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধন-ভক্ত ; (২) পূর্ণবিকচিত-চেতন অর্থাৎ (স্থায়ী) ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে ?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে ?

উ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার ?

উ। অনেক প্রকার ; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি-সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ-(বিশ্বাস) যুক্ত নীতি-পরায়ণ ; যেমন—কর্ম্মবাদিগণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্ব্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর ; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই—মোক্ষ

প্রশ্ন। মোক্ষ কত প্রকার ?

উত্তর। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্ব-নামলব্ধ যে মোক্ষ-চিন্তা, তাহা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ ; জীবের তাহা চিন্তনীয় নয় ; ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি ?

উ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়লাভকে কেন মোক্ষ বলিব ?

উ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন-কার্য্যটী ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করত পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃতপানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব ?

প্র। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্বলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকার-নাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃতস্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য; আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে; আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়

অমল কৃষ্ণভজনই—মোক্ষজনক

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতলাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায় ?

উত্তর। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র। অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে ?

উ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভের জন্য যে সাধ্যমত মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি ?

উ। ভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধিকামনা —এ' তিনটী ভজন-মল।

প্র। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে ?

উ। ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্কবৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্ম্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়াগ্রহজনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে ?

উ। ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গল-জনক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্র। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ?

উ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পর্য্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কার্য্য কর। ঐসকল কার্য্য এইরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণ-ভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর; তাহা হইলে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্র। জড়ীয় কর্ম্মসমূহই চিত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে?

উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তি-জনিত ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসীচন্দন আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণসম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন ও কৃষ্ণদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা তোমার আত্মার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করি এবং অভ্যাসদ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণ-ভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi.

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। না। চিত্তগতরাগ ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে, যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে পর্য্যন্ত রাগ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদ্গত হইয়া পড়িলে পূর্ব্ব-বিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্ব্বে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। তবে সমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি ?

উ। কর্ম্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণভজন তাহা 'সমল'; তদ্দ্বারা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

প্র। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপ ব্যবস্থা বলুন।

উ। নিষ্পাপভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্য্যে যাহা কিছু ন্যায়পর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির সহকারি-রূপে 'গৌণী ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি ?

উ। নয় প্রকার; যথা—(১) শ্রবণ; (২) কীর্ত্তন; (৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণস্মরণ ; (৪) পাদসেবন ; (৫) অর্চ্চন ; (৬) বন্দন ; (৭) দাস্য ; (৮) সখ্য ; (৯) আত্মনিবেদন।

প্র। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে ?

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্র। প্রেম কি ?

উ। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না ; তাহা রস ; অতএব আস্বাদনদ্বারা অবগত হও।

প্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য ?

উ। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, কর্ম্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্কজ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্র। বিকর্ম্ম কতগুলি ও কি কি ?

উ। বিকর্ম্ম অনেক প্রকার ; নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা—(১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রূরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রীলোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্য-লোভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) জগন্নাশ-কার্য্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্র। অকর্ম্ম কি কি ?

উ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্র। কর্ম্ম কি ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। পুণ্যকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্ম বলে; পুণ্যকর্ম্ম অনেক প্রকার,তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা, (৩) দান, (৪) জগদ্বৃদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য্য করা, (১১) যুক্তবৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্র। কর্ম্মজড়তা কি?

উ। পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে জড়ীয় লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিত্তুন্নতির যত্ন হইতে পরাঙ্মুখ হওয়ার নাম কর্ম্ম-জড়তা।

প্র। শুষ্ক বৈরাগ্য কি?

উ। চেষ্টা করিয়া যে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য; ভক্তি বৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি—'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্র। শুষ্কজ্ঞান কি?

উ। যে জ্ঞান চিত্তত্ত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়, তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্র। অপরাধ কত প্রকার?

উ। অপরাধ দুই প্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত শুদ্ধজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে অমল ভজন হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান—তিনটী প্রমাণ

প্রশ্ন। প্রমাণ কি ?

উত্তর। যাহাদ্বারা সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্র। প্রমাণ কয় প্রকার ?

উ। তিন প্রকার।

প্র। কি কি ?

উ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্র। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলি ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতারস্বরূপ অখিল-বেদই শব্দ-প্রমাণ,—ইহাই সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্র। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না ?

উ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ; অনুমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল তদ্দৃষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্র। তবে পরমার্থতত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি?

উ। শব্দপ্রমাণ-দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্য্যকারক হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগৌরদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(দ্বিতীয় গুটি)

শ্রীহরিনাম

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবান্ই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরম-চৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যরূপ ভগবান্ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নির্ম্মিত। জড়জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ড্যজনের কারাবাস। ভগবদ্-বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়া-সংশ্রব। ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ় রজ্জু ছেদ করিতে সক্ষম হন। মহর্ষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন প্রকার সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মাঙ্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐ সমস্ত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই সমুদায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ফল-গুলি পৃথক্ করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে,—স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখ-ভোগ, সামর্থ্য, রোগশান্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ, ইহারাই প্রধান ফল। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক্ করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখভোগ, ঐশ্বর্য্যাদি সামর্থ্য, যাহা কর্ম্মদ্বারা জীব লাভ করে, সে সমুদায় নশ্বর। ভগবানের কালচক্রে সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইসকল ফলদ্বারা মায়াবন্ধ বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা কালক্রমে বাসনা-যোগে আরও দৃঢ় হইতে থাকে। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিও, যদি উচ্চকার্য্য বাস্তবিক করা না হয়, তবে নিরর্থক হইয়া উঠে; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব-অনুসারে সাংসারিক ও শারীরিক কর্ম্মের বিভাগদ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে হরিকথা আলোচনার অনেক অবকাশ লাভ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠানে করিয়াও হরিচর্চ্চার দ্বারা হরিকথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যটি কেবল পরিশ্রমমাত্র। কর্ম্মদ্বারা নিশ্চয়-রূপে ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় না, ইহা সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানচর্চ্চা জীবের উচ্চগতি-লাভের সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের ফল আত্মশুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় জীব জড়াশ্রিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আমি জড় নই, চিদ্বস্তু। এরূপ জ্ঞান স্বভাবতঃ 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু চিদ্বস্তুর নিত্যধর্ম্ম যে চিদাস্বাদন, তাহা তাহাতে আরম্ভ হয় না। এ অবস্থার ব্যক্তিই আত্মারাম। কিন্তু যখন চিদাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষ্কর্ম্ম্য থাকে না। এইজন্য নারদ বলিয়াছেন যে,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নিরঞ্জন জ্ঞান যে পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই।

যদি বল তবে কি হয়, অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

পরমচৈতন্য হরিতে এমত একটি অসাধারণ গুণ আছে যে, সমস্ত জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অতএব কর্ম্ম সদবকাশ প্রদানপূর্ব্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈষ্কর্ম্ম্যস্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে সাধন-অঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনাঙ্গতা স্বীকৃত হয় নাই। এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়, কিন্তু ভক্তি স্বভাবতঃই সাধনরূপা ; যথা একাদশে ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

হে উদ্ধব! কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, বেদ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাঠ, তপস্যা বা বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, কিন্তু তীব্র ভক্তিই কেবল আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধনভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটি বিষয়েরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ব-বীজস্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই। 'কলিকাল' শব্দদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বকালেই হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালে অন্য মন্ত্রাদিসাধন দুর্ব্বল হওয়ায় কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্।

হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূ́ত-মিত্যর্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুইপ্রকার আবির্ভাব, অর্থাৎ নামিরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিমান্ যে পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রকাশই তাঁহার শক্তি-প্রকাশ মাত্র। শক্তিই তাঁহার আধাররূপ পুরুষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির দর্শনপ্রভাব দ্বারা কৃষ্ণরূপ প্রকাশিত হয় এবং আহ্বয়-প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণনাম বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও চৈতন্য-রসবিগ্রহস্বরূপ। নাম সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে বিভক্তিযোগ দ্বারা "কৃষ্ণায়, নারায়ণায়" ইত্যাদি মন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণনাম বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিত্তত্ত্বে সহসা উদয় হয়। নাম সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির ন্যায় জড়াশ্রয় নয়। নাম কেবল চৈতন্য-রসমাত্র। নাম সর্ব্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্যমুক্ত; কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যাঁহারা নামরস পান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সক্ষম। যাঁহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, স্বয়ং নামের চৈতন্যরসাস্বাদনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অক্ষম, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, সর্ব্বদাই আমরা যে নামোচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে, এস্থলে নামকে জড়জাতবস্তু বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি না। এই বহির্ম্মুখ তর্ক নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দের, তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্তি যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আনন্দ দ্বারা হাস্য, স্নেহ দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি দ্বারা নৃত্য যেরূপ অপ্রাকৃত রসের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তদ্রূপ কৃষ্ণনামরসের জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধন-কালে যে নামের অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়। তাহাকে ছায়াসংজ্ঞিত নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবের ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অনেকস্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। বাল্মীকি ও অজামিলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরস-বিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত নামোদয় হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্ত্বিক-বিকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবশ্য বিকৃত হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং গাত্ররুহে হর্ষের উদয় হইবে। যিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন, তাঁহার হৃদয় অপরাধ দ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে।

নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অপরাধ বর্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কতপ্রকার, তাহা জানা আবশ্যক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরিনাম-সম্বন্ধে দশপ্রকার অপরাধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে ; যথা,—

(১) সাধুনিন্দা।

(২) ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান-করণ।

(৩) গুর্ব্ববজ্ঞা।

(৪) সচ্ছাস্ত্র-নিন্দন।

(৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা বলিয়া স্থিরকরণ।

(৬) হরিনামে প্রকারান্তরে অর্থকল্পন।

(৭) নামবলে পাপাচরণ।

(৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যজ্ঞান।

(৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ।

(১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস।

সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নামাশ্রয় করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা নিন্দা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই নিতান্ত আবশ্যক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা হরিনামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ব এক এবং অদ্বিতীয়। শিবাদি দেবতার ভগবান্ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণ ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মাননা করিলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মহাদেবকে একটি পৃথক্ দেবতা বলিয়া শিব ও বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারা মহাদেবের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাহাতে তাঁহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়ের প্রতি অপরাধী হন! যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেরূপ ভেদ-জ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটি নামাপরাধ। যাঁহা হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনিই আচার্য্যরূপী ভগবৎপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া হরিনামে অচলা শ্রদ্ধা লাভ করা কর্ত্তব্য।

সচ্ছাস্ত্রনিন্দন-কার্য্যটি অবশ্য পরিত্যাজ্য। অনাদি বেদশাস্ত্র ও তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্র—যাহাতে ভাগবতধর্ম্ম জানা যায়, সেই শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে হরিনামাপরাধ হয়; বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

এবম্বিধ সচ্ছাস্ত্র নিন্দা করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে ?

অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে হরিনামের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা নামের প্রশংসামাত্র। যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয় না ; অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ রুচি-উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

নির্ব্বিদ্যমান অকুতোভয়-অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয়।

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদিগ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'নাম' চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেস্থলে নিরপরাধপূর্ব্বক নামরসাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম-উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষরস্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণবজনগণ ঐ নামাপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনামাশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমরা সমস্ত পাপের একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপাচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে আসক্তি করেন না। তাঁহাদের পাপাচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

অনেকে মনে করেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দানাদি ধর্ম্ম, তীর্থযাত্রাদি চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এরূপ যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা নামাপরাধী। নাম সর্ব্বদাই চিদ্রসস্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম্মই জড়ময়। অতএব নাম হইতে তাহারা বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐ সকল শুভকর্ম্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি নামাপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমত কোন কার্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননা হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহাদিগকে নামোপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা হইলে নামোপদেশ করিবে। যে সকল লোক আপনাদিগকে গুরু-অভিমান করত অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন, তাঁহারা নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন।

নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা তাহাতেই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়রূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের আশ্রয়ত্যাগ না করেন, তাঁহারাও নামাপরাধী।

এবম্বিধ দশ প্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে না পারিলে হরিনাম উদিত হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলিজননিস্তারক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জীবের নানাবিধ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্যজ্ঞান করিয়া ও বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য ও অপরকে সম্মান করত জীব হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী হন। ব্যবহার-শুদ্ধির সহিত হরিনাম-গ্রহণের ব্যবস্থাই এই বচনের মুখ্য তাৎপর্য্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন, তিনি কখনই সাধুনিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবমাননা করেন না, গুরুর প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা করেন না, সচ্ছাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরিনামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন। শুষ্কজ্ঞানজনিত তর্কদ্বারা 'হরি'-শব্দে নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন না, নামবলে পাপাচরণ করেন না, অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমানতা স্থাপন করেন না, অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের প্রতি উপহাস-উৎপত্তি করেন না এবং নামেতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে উপহাস করিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা তাঁহার অপকার করিলেও তিনি তাহার প্রতি উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেও স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া কোন প্রকার অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্ব্বদা জগতের সেবায় ব্রতী হন।

এবম্বিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হয়, তখন অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিৎ-ফলক ব্যাপ্ত হইয়া জগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার শান্তি করিয়া থাকে। অতএব হে মহাত্মগণ! অপরাধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির আশ্রয়-গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বন-পূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু॥

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(তৃতীয় গুটি)

নাম

সম্প্রতি অনেকে নামগান করিতেছি বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব-সংযুক্ত গানসকল গাইয়া থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবল্লীলা-সূচক নাম থাকিবে, আর কোন বাজে কথা থাকিবে না। তবে যদি শুদ্ধভক্তিসম্মত দুই একটি ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। মুক্তি ও ভুক্তিপিপাসাসূচক কোন কথা থাকিলে নামের নামত্ব থাকে না, নামাভাস হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-কৃত নাম ও ভাবসূচক গান ব্যতীত কোন বাজে গান করা উচিত নয়। যে যে রূপ নাম গান করা উচিত, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহাজন-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মত-সম্মত এই কয়েকটি পদ প্রকাশ করা হইতেছে। নামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ এই সকল নাম ও এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন। শুদ্ধভাবসূচক নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

প্রথম গীত

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম—গান যথারাগ।
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।

(১)

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাই-সুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর॥
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত॥

(২)

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন॥

৯—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষ্মী প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্রশোক-নিবারক ॥
লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর ॥

(৩)

আর্য্যধর্ম্মপাল পিতৃগয়া-পিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা ॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নাম-সংকীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ॥
অদ্বৈতবান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন ॥

(৪)

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুমবিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয় ॥
কোলদ্বীপপতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর ॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন।
জগাই-মাধাই-আদি দুর্ব্বৃত্ত-তারণ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫)

নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধম পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন॥

(৬)

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শনসুখী যতি॥
নির্দ্দণ্ডী সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয়॥
পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা॥

(৭)

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্ত্তক।
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ব্বজীব-ত্রাণ॥

(৮)

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্রসঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট বল্লভের রঙ্গী॥
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কট-বৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্ত-প্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন॥
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁর পড়ে রাঙ্গাপায় রে॥

দ্বিতীয় গীত

জয় গোদ্রুম-পতি গোরা।
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন, বৃন্দাবনভাববিভোরা।
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাসশরণ, কৃষ্ণভক্তমানস চোরা॥

তৃতীয় গীত

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।
গৌড়-চিত্ত-গগন শশধর॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর ॥

চতুর্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু-নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।
স্বরূপ রূপ সনাতন পুরী রামানন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের জন্য
বিংশোত্তর-শত নাম-সংকীর্ত্তন)

প্রথম গীত

নগরে নগরে গোরা গায়—

(১)

যশোমতী-স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজজনের জীবন ॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী পূতনা-ঘাতন।
দুষ্ট তৃণাবর্ত্তহন্তা শকট-ভঞ্জন ॥
নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দগোপাল ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২)

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজ-জন-পাল ॥
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্ম-বিমোহন।
ধেনুক-নাশন কৃষ্ণ কালিয়-দমন ॥
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডার-কাননলীল দাবানল-হর ॥

(৩)

নটবর গুহাচর শরত-বিহারী।
বল্লবী-বল্লভদেব গোপীবস্ত্রহারী ॥
যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসি-বন্ধু ॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দ-রক্ষিতা মুকুন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ ॥

(৪)

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা-বিশাখা-আদি সখী-প্রাণেশ্বর ॥
নবজলধরকান্তি মদনমোহন।
বনমালী স্মেরমুখ গোপী-প্রাণধন ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর॥

(৫)

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান-সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী॥
মানস-গঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর॥
গোকুল-সম্পদ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্ত-সন্তাপ-হরণ॥

(৬)

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলী-বাদক॥
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশী-নিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্ল-প্রহরণ॥

(৭)

বসুদেবসুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকী-গর্ভজ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুব্জাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল॥

(৮)

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্ম-তেজাধার।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর॥
নগরে নগরে গোরা গায়।
ভকতিবিনোদ তছু পায়॥

দ্বিতীয় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে। গোপীবল্লভ শৌরে॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

.CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃতীয় গীত

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ।
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ।
অনঙ্গ-সুখদকুঞ্জবিহারী গোবিন্দ॥

চতুর্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন, যামুনতীর-বনচারী॥

পঞ্চম গীত

রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ।
রাধামাধব রাধাপ্রমোদ।
রাধারমণ, রাধানাথ, রাধাবরণামোদ॥
রাধারসিক, রাধাকান্ত, রাধামিলনমোদ॥

ষষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা

অপার-রসপয়োনিধি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি গৌড়জন-চিত্ত-চকোর-সুধাকর শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিখিত আছে,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিয়াছিলেন। "বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা"—এই কথাগুলিতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ আজ্ঞা লক্ষিত হয়। "বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ এই যে,—হে জীব, তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর। "ভজ কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে জীব, তোমরা নামের রূপ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুণ-লীলারূপ পাপড়ীগুলি প্রস্ফুটিত কর এবং সেই নামরূপ পুষ্পের সুখভোগ কর। "কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে কৃষ্ণ-ভক্তগণ! সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া সেই নামপুষ্পের মধুস্বরূপ পরমরস ভোগ কর। আমরা এই গুটিতে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য গুটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর হরিনাম কর,—এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহকার্য্য ও অন্যের প্রতি ব্যবহারশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। দেহ-চেষ্টাশূন্য হইলে অল্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-স্থলে হরিনাম আর কিরূপে কে করিবে? যখন নিরন্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি—সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য। স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। কেননা, সেই সেই অবস্থায় দেহচেষ্টা সুন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহপাত হইবে না। দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অনুগত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে-সমস্তই সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেই সকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরুপদ্রবভাবে আচরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
"বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮২-৮৪)

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম-প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,— "হে জীব, কৃষ্ণই জীবের জীবন। কৃষ্ণনামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদি-চেষ্টায় যেন কোন-প্রকার অনাচার না হয়।" 'অনাচার' শব্দের অর্থ অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, চৌর্য্য, লাম্পট্য, পরের অপকার, জীবহিংসা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই অসদাচার বা অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ 'অনাচার' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর॥

অনাচার ছাড়িয়া হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় পক্ষান্তরে সদাচার আচরণপূর্ব্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

প্রভু কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি অধর্ম্ম-পথ একেবারে পরিত্যাগ কর। আর অধর্ম্ম-আচরণ করিও না। কেবল অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন কর। ধর্ম্ম যথা (শ্রীভাঃ ১১।৭।৮-১২),—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্॥
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দয়া, সদ্বিষয়-অভ্যাস, শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্তবিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রমবৈরাগ্য, জীবের অপগতিবিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মানুসন্ধান, যথাযোগ্যপাত্রে অন্নাদি বণ্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতাবুদ্ধি, সর্ব্বমানবে কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, হরিস্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে।

হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরন্তর হরিনাম করিতে থাক, এইমাত্র উপদেশ।

শ্রীভক্তিবিনোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(চতুর্থ গুটি)

নামতত্ত্ব-শিক্ষাষ্টক

ভাই হে !

অনন্ত-কল্যাণ-গুণরত্নাকর চিদচিদ্‌বিশিষ্ট পরমমহেশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মাবতারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি অপার-সংসার-সাগর-পতিত চিদ্বর্গের কল্যাণবিস্তার-করণাভিপ্রায়ে সর্ব্বাদৌ বেদ-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে সেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য-বিজ্ঞাপনার্থে নারায়ণ-নারদ-কপিল-ব্যাসাদি ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। পুনশ্চ স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রচার-করণাভিপ্রায়ে নৃহরি-বামন-রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন। কিন্তু ক্রমশঃ দুস্তর কলিকালরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জীবের চিত্তাকাশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অত্যন্ত কলুষিত হইল। তখন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে উদিত হইয়া জীবনিচয়ের নিত্যকল্যাণ-সাধনার্থে সর্ব্ববেদসার স্বীয় নামামৃত বর্ষণ করত কলিপীড়িত জীবের সমস্ত অবিদ্যাক্লেশ দূর করিলেন। সেই সচ্চিদানন্দ শচী-তনয় স্বীয় শ্রীমুখবিগলিত পরম-পীযূষস্বরূপ শিক্ষাষ্টক জগজ্জীবকে বিতরণ করেন। সেই শিক্ষাষ্টক অদ্য আমরা গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ ১॥

প্রভু কহিলেন,—হে জীবনিচয়! চিত্তদর্পণের মার্জ্জন-স্বরূপ, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণস্বরূপ, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনস্বরূপ, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ এবং সর্ব্বাত্মতর্পণ-স্বরূপ বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন॥ ১॥

পদ—ঝাঁকি লোফা

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥

হেলা ভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ক্লেশ-নিবৃত্তি॥

শ্রেয়ঃকুমুদ-বিধু-জ্যোৎস্নাপ্রকাশ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥

বিশুদ্ধবিদ্যাবধূ-জীবনরূপ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥

আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্ত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি॥

পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেম-বিধাতা॥

ভক্তিবিনোদ-স্বাত্ম-স্নপনবিধান।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে কৃষ্ণ! তুমি স্বীয় নাম বহুপ্রকার করত তাহাতে স্বীয় সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছ। আবার সেই নামসকল স্মরণের কোন কালের নিয়ম কর নাই। জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া, কিন্তু হে ভগবন্! আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, তোমার তাদৃশ নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না ॥ ২ ॥

(লোফা)

তুহুঁ দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি' ॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা ॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলায়লি করুণা-নিদানা ॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা ॥
নাহি জন্মল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যিনি তৃণাপেক্ষা হীন হইয়া দৈন্য স্বীকার করেন, বৃক্ষ অপেক্ষা নিজে ক্ষমাশীল, স্বয়ং অমানী ও অপরের প্রতি মানপ্রদ হন, তিনিই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী ॥ ৩ ॥

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন ॥
জীবননির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

হে জগদীশ! তোমার নিকট ধন, জন বা সুকবিত্ব কামনা করি না। জন্মে জন্মে যেন ঈশ্বর-স্বরূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ॥ ৪ ॥

(ঝাঁকি লোফা)

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥
নিজকর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপদে সম্পদে তাহা থাকু সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউ নামের প্রভাবে॥
পশু পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥ ৪॥

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

হে নন্দনন্দন! আমি বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি। তথাপি আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর॥ ৫॥

(ছোট দশকুশী)

অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥

আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞান-কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥

পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্মধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥ ৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

হে কৃষ্ণ! আমার সেদিন কবে হইবে, যেদিন তোমার নামগ্রহণসময়ে আমার নয়নে অশ্রুধারা গলিত, বদনে গদ্গদ বচন ও সর্ব্বশরীরে পুলক ব্যাপ্ত হইবে?॥ ৬॥

(ছোট দশকুশী—লোফা)

অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দীন-দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥
কব তুয়া নাম-উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দর দর লোর॥
গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরব॥
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বার বার॥
বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ॥
মিলব হামার কিয়ে ঐছন দিন।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৭॥

গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষসকল যুগবৎ প্রতীত হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ধারা পতিত হইতেছে এবং সকল জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে॥ ৭॥

(ঝাঁকি লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে।
গোবিন্দবিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥

নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয় ॥

ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লও হে তাহারে সাথে ॥ ৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকারিভেদে সপ্তম গীত

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥
দেখিয়া যুগল-ধন, ব্যাকুল হইল মন,
জ্ঞানহারা হইনু তখন।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল সে-দর্শন॥

(ঝাঁকি লোফা)

সখি গো কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল॥

ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

আমি কৃষ্ণপদে পতিতা কিঙ্করী। তিনি আলিঙ্গনপূর্ব্বক অথবা পদমর্দ্দন দ্বারা আমাকে পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইরূপ করুন; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ বই আর কেহ নন ॥ ৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত্তচোর ॥
বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাইলে,
হয় আঁখি অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের না থাকে ওর ॥
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ॥
দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥
যাহে তার সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম ॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তার সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর ॥ ৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকারিভেদে অষ্টম গীত

(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে ।
রাধা সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে ॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন ।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥
কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি',
মধুর বচন বলে ।
তাম্বূল লইয়া, খায় দুইজনে,
মালা লয় কুতূহলে ॥
অদর্শন হয় কখন কি ছলে ।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে ॥
যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণদাসী ।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে ।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজ সখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায়॥ ৮॥

(নৃত্যগীত-সমাপ্তিকালে)—

জয় শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র গোরাচাঁদ কী জয়। জয় প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ কী জয়। জয় শ্রীশান্তিপুরনাথ কী জয়। জয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ কী জয়। জয় শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়। জয় শ্রীনামহট্ট কী জয়। জয় শ্রীশ্রোতৃবর্গ কী জয়।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক ঝাড়ুদার
দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(পঞ্চম গুটি)

নাম-মহিমা

কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপাপারাবার শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকল ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত-প্রভুকে নাম ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্ত্যভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধামবৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামিপ্রবর যে নামমহিমাষ্টক রচনা করেন; তাহা অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি; কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করত শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।

(১)

নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভূষণ রত্নমালাস্বরূপ উপনিষৎসকল স্বীয় কিরণ দ্বারা তোমার পাদপদ্মের আরাত্রিক করিতেছে। তুমি নিত্যমুক্ত জীবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপাস্য হইয়াছ; আমি তোমার চরণাশ্রয় করিলাম॥ ১ ॥

প্রথম গীত

(ললিত—একতালা ও দশকুশী)

শ্রীরূপবদনে, শ্রীশচীকুমার,
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥ ১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যো নাম সো হরি, কছু নাহি ভেদ,
(সো) নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥ ২ ॥

সবু উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি,
ঝকমকি চরণসমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে ॥ ৩ ॥

চৌদ্দ ভুবনমাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাঁকর বলবান্।
নামরস-পীযূষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান ॥ ৪ ॥

নিত্যমুক্ত পুন, নাম-উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নামবিরহ নাহি জানে ॥ ৫ ॥

সবুরস আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয়।
নামচরণে পড়ি', ভক্তিবিনোদ কহে,
তুয়া পদে মাগহুঁ নিলয় ॥ ৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥

হে নামধেয়! মুনিসকল তোমাকে গান করিয়া থাকেন। তুমিই জগতের রঞ্জক। তুমিই চিন্ময় অক্ষরাকৃতি। অনাদরের সহিত কিয়ৎপরিমাণে তোমাকে উচ্চারণ করিলেও জীবের সমস্ত উগ্রতাপ তুমিই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া থাক। তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় গীত

(ললিত—দশকুশী)

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার ॥ ১ ॥
জয় হরি কৃষ্ণ রাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানসরঞ্জন।

১১—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥ ২ ॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তি ধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥ ৩ ॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার ॥ ৪ ॥
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে ॥ ৫ ॥

(৩)

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে।
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ভগবন্নাম-দিবাকর! জগতে এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি তোমার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হন? তোমার আভাস যখন উদয় হয়, তখন প্রাতঃকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সৌরকরের ন্যায় তমসাচ্ছন্নরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার বল এতদূর যে, তুমি স্বল্পকালমধ্যে সেই আচ্ছাদন দূর করিয়া তত্ত্বান্ধপুরুষদিগের চক্ষু ভক্তিসাক্ষাৎকারের উপযোগী করিয়া দাও ॥ ৩ ॥

তৃতীয় গীত

(বিভাষ—একতালা)

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যাবিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়াবিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥ ১ ॥
হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যাতিমিরহর,
তোমার মহিমা কে বা জানে।
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চস্বরে সকল বাখানে ॥ ২ ॥
তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ॥ ৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান ॥ ৪ ॥
সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িণী মতি ॥ ৫ ॥
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥ ৬ ॥

(৪)

যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা লাভ করিয়াও ভোগ বিনা প্রারব্ধ-কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। কিন্তু হে নাম, বেদসকল কহিতেছেন,—তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ হইয়া যায় ॥ ৪ ॥

চতুর্থ গীত

(ললিত—দশকুশী)

জ্ঞানী জ্ঞানযোগ, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে ॥ ১ ॥

তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥ ২ ॥

কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥ ৩ ॥

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞানবন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভবক্ষয় ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে' কয়,
নামের নিশান ধর।
নাম-ডঙ্কাধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর ॥ ৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫)

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো !
কমল-নয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ! ॥ ৫ ॥

হে নামধেয় ! তোমার অঘদমন, যশোদানন্দন, নন্দসূনু, কমলনয়ন, গোপীচন্দ্র, বৃন্দাবনেন্দ্র, প্রণতকরুণ ও কৃষ্ণ ইত্যাদি অনেকস্বরূপে আমার রতি বিশেষরূপে সমৃদ্ধি লাভ করুক ॥ ৫ ॥

পঞ্চম গীত

(ললিত বিভাষ—একতালা)

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ ।
যশোদানন্দন, গোকুলরঞ্জন,
নন্দতনয় রসকূপ ॥ ১ ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্তহন,
শকটভঞ্জন গোপাল ।
মুরলীবদন, অঘবক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥ ২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেশীমর্দ্দন, ব্রহ্মবিমোহন,
সুরপতি-দর্পবিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপীবিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥ ৩ ॥

রাধিকারঞ্জন, রাসরসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদিগণ-অবতারী ॥ ৪ ॥

গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালিয়-শাতন, গোকুলরক্ষণ,
রাধাভজন-সুখশালী ॥ ৫ ॥

ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥ ৬ ॥

(৬)

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্তেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬॥

হে নাম! তোমার বাচ্য ও বাচকভেদে দুইটি স্বরূপ উদিত হইয়াছে; তথাপি আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি যে, বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপ অধিকতর করুণাময়; যেহেতু তোমার বাচ্যস্বরূপে জীব অপরাধী হইয়াও বাচকস্বরূপের উচ্চারণ দ্বারা উপাসনা করত সদানন্দ-সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ গীত

(বিভাষ—ঝাঁকি লোফা)

বাচ্য ও বাচক দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥ ১ ॥
বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥ ২ ॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥ ৩ ॥
কিন্তু জানিয়াছি, নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ ॥ ৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি'॥ ৬ ॥

অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥ ৭ ॥

বিগ্রহ-স্বরূপে বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥ ৮ ॥

ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥ ৯ ॥

(৭)

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম! গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥ ৭ ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি গোকুলমহোৎসব, পূর্ণস্বরূপ, রম্য-চিদ্ঘনসুখস্বরূপ এবং আশ্রিত লোকের আর্ত্তিসমূহ-বিনাশ-কারক। তোমাকে আমি বার বার নমস্কার করি॥ ৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সপ্তম গীত

(ললিত ঝিঁঝিট—একতালা)

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বার বার ॥ ১ ॥

গোকুলের মহোৎসব আনন্দসাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥ ২ ॥

তুমি কৃষ্ণ পূর্ণবপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান ॥ ৩ ॥

যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তার আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥ ৫ ॥

সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥ ৬ ॥

অতিরম্য চিদ্ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদে করে তুয়া গান ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে ॥ ৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৮)

নারদবীণোজ্জীবন-সুধোর্ম্মিনির্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদমুনির বীণা দ্বারা প্রকটতা লাভ করত সুধাতরঙ্গের নির্যাস-স্বরূপ মাধুরীপূর হইয়াছ। তুমি রসের সহিত আমার রসনায় অজস্র স্ফূর্ত্তি লাভ কর ॥ ৮ ॥

অষ্টম গীত

(মঙ্গল বিভাষ—একতালা)

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥ ১ ॥
অমিয়ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণযুগলে পিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥ ২ ॥
মাধুরীপূর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥ ৩ ॥

পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমে দেয় ঘন কোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
বল বল হরি বোল ॥ ৪ ॥

সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি, হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নামরস সবে পায় ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ॥ ৬ ॥

নাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম—৯

(বিভাষ)

যশোমতী-নন্দন, বরজবর-নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণধন, মদন-মনোহর,
কালিয়-দমন-বিধান ॥ ১ ॥

অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন স্থবাসা ॥ ২ ॥

ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়াল।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপাল ॥ ৩ ॥

যামুনতটচর, গোপীবসনহর,
রাসরসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥ ৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥ ১ ॥

বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায় ॥ ২ ॥

যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি' ॥ ৩ ॥

যদি নাম কিন্‌বে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই ॥ ৪ ॥

তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৫ ॥

বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ ॥ ৬ ॥

একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল ॥ ৭ ॥

দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা ॥ ৮ ॥

অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥ ৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥ ১০ ॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥ ১১ ॥

নাম—২

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ আমার মন।
(নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন)
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে' প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ ১ ॥
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
(ওহে) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন ॥ ২ ॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(ওহে) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন ॥ ৩ ॥
(কৃষ্ণ-রতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥ ৪ ॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(ষষ্ঠ গুটি)

নাম-প্রচার

আজ্ঞা-টহল

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥

১। 'নদীয়া'—নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে'—উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছায়। 'নিত্যানন্দ মহাজন'—শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নহে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥

২। টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—"হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণ-ভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন।" নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থসাধক 'নাম' হয়। যেহেতু, তাহাতে একটু অজ্ঞানতমঃ থাকিলেও ভক্তিপ্রতিকূল ভোগ-মোক্ষবাসনা-গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনামগানে সক্ষম হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তিমুক্তিফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনামচিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভোগ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় ভক্তিপ্রতিকূল-বাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা করত জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ, চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুকৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ ৩ ॥

৩। অপরাধ—দশটি। (১) বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-নিন্দা। (২) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বরজ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদজ্ঞান বা অনেক ঈশ্বরজ্ঞানজনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে এবং গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা। শ্রুতি-শাস্ত্র—বেদ, তদনুগত পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদ্গীতাশাস্ত্র, তন্মীমাংসাদর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত-তন্ত্রসকল এবং তত্তচ্ছাস্ত্রসমূহের বিশদব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজন-কৃত ভক্তিশাস্ত্রসমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রলিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্ব্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগ-মোক্ষরূপফলের আশা করেন, তিনি—নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না; কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবার জন্য নামমাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনামগ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন এবং জড়সম্পত্তিতে স্বকীয়বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ব-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, জড় জগৎ জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥ ৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ-জনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাব-মিশ্রিতবিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতাশূন্য হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূললিঙ্গদেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সার কথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নামকৃপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপ-গত নয়নের গোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নগর-কীর্ত্তন

নাম

[১]

গায় গোরা মধুর স্বরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গৃহে থাক বনে থাক, সদা 'হরি' ব'লে ডাক,

সুখে দুঃখে ভুল না'ক,

বদনে হরিনাম কররে॥ ১॥

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে,

এখনও চেতন পেয়ে,

'রাধামাধব' নাম বলরে॥ ২॥

জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,

ভক্তিবিনোদোপদেশ,

একবার নামরসে মাতরে॥ ৩॥

নাম

[২]

একবার ভাব মনে,

আশাবশে ভ্রমি' হেথা পা'বে কি সুখ জীবনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে, যাবে কোথা শরীর-পতনে ॥ ১ ॥
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ অন্য জনে ॥ ২ ॥
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণনাম-গানে ॥ ৩ ॥

নাম

[৩]

রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই ।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফির্ছে নেচে গৌর-নিতাই ॥
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই ।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই ॥
(কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে, পুলক হ'বে,
ঝর্‌বে আঁখি বলি তাই ।
(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলে, যখন ও নাম গাই ॥

নাম

[৪]

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥
একবার বল্ রসনা উচ্চস্বরে ।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা-জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥
(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে ।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনাঘাতন,
ব্রহ্মবিমোহন, উর্দ্ধকরে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম

[৫]

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে॥
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে॥
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে॥
(আমি-আমার ব'লে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে॥
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে॥
(নিরাশ ত' সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাই রে॥
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে॥
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম
[৬]

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে ।
নাচই ভাব-মুরতি গোরা রঙ্গে ॥
গাওত কলিযুগ-পাবন নাম ।
ভ্রমই শচীসুত নওদীয়া ধাম ॥
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

নাম
[৭]

হরে কৃষ্ণ হরে ।
নিতাই কি নাম এনেছে রে ।
(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ॥
(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দে'খে,
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে ।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে
(মধুর এই হরিনাম)
(এ নামাভাসে) অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে॥
(চিত্ত শীতল হবে)

ভজন-গীত

[১]

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ॥
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ॥
(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব ।
(যদি ভজন কর্‌বে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর সেন শিবানন্দ ।
(অজস্র স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

ভজন-গীত

[২]

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট ।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট ॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট ।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট ॥
(সরল ত' হ'লে না হে)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট।
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ ॥
(যতনে ছাড় ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট।
(সাধুসঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥
(একবার ভেবে দেখ হে)

শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনান্তে নিম্নলিখিত নাম উচ্চারণপূর্ব্বক হরিবোল দিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম হইয়া থাকে।

ভজন-গীত

[৩]

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরুকৃপাজলে নাশি' বিষয়-অনল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
রূপানুগ-বৈষ্ণবের পিয়া পদজল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

ভজন-গীত

[৪]

বোল হরি বোল (৩ বার)
মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বোল হরি বোল (৩ বার)
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
মানব-জন্ম পেয়ে, ভাই, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
সুখে থাক দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
সম্পদে বিপদে, ভাই, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৃহে থাক বনে থাক, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
অসৎসঙ্গ ছাড়ি', ভাই, বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
বৈষ্ণব-চরণে পড়ি' বোল হরি বোল ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)
গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)
গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমধ্বনি

প্রেম্‌সে কহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসপণ্ডিত কী জয়! শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম, রুদ্র-দ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী-গো-গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবন-রাধাকুণ্ড-যমুনাজী কী জয়! শ্রীতুলসী-দেবী কী জয়! শ্রীগঙ্গাজী কী জয়! শ্রীসুরভিকুঞ্জ কী জয়! শ্রীনামহট্ট কী জয়! শ্রীভক্তিদেবী কী জয়! শ্রীগায়ক, শ্রোতা, ভক্তবৃন্দ কী জয়!! পরে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীদশমূলের

'আস্বাদন-ভাষ্য'

মঙ্গলাচরণ

পঙ্গুর্ব্রমতি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্খো বেদার্থবিদ্ভবেৎ।
কৃপালেশেন যস্যাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরম্॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥
ভূষয়ন্তং পরাং বিষ্ঠাং সদানন্দরসাপ্লুতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ॥
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদাখ্যং পুরীগোস্বামিনং প্রভুম্।
বাসুদেবাশ্রয়ং বন্দে পরভক্ত্যা নরোত্তমম্॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥
রূপ-সনাতনৌ বন্দে ভট্টযুগ্মং পুনঃ পুনঃ।
শ্রীজীবং রঘুনাথঞ্চ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়কম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥
শ্রীচৈতন্যমহং বন্দে সাবধূতং প্রভুং বরম্।
সাদ্বৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং সস্বরূপকম্॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে দশটী মূলতত্ত্ব জগজ্জীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাকেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'দশমূলতত্ত্ব'-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই শিক্ষা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিভাগে বিভক্ত। বেদশাস্ত্র এই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'-তত্ত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-আকারে শ্রীগৌরসুন্দরোক্ত দশটী তত্ত্ব এই,—(১) আম্নায়বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, (২) কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব, (৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, (৪) তিনি অখিল-রসামৃতসমুদ্র, (৫) জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, (৬) তটস্থ-গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত, (৭) তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৮) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, (৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন ও (১০) শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-তত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র-শিক্ষিত সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার। নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়তত্ত্বের বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ ও প্রমেয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিচার। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিস্থিতি। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীবতত্ত্বের পরিস্থিতি। অষ্টম সিদ্ধান্তে তদুভয়ের সম্বন্ধ-বিচার। 'ভেদাভেদ'-শব্দে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।

আম্নায়—"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ। গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতিসকলকে আম্নায় বলা যায়। 'প্রমেয়-রত্নাবলী'র নিম্নলিখিত শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং, সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্। মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং, প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥" শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরতমবস্তু, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ হরিচরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। এই মধ্বকথিত নয়টি প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন॥ ১॥

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥" (মুণ্ডক ১।১।১)—বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সত্য-স্বরূপ অক্ষরপুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস-পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ, সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)—মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। 'ইতিহাস'-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। 'পুরাণ'-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। 'উপনিষৎ'-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। 'শ্লোক'-শব্দে ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। 'সূত্র'-শব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। 'অনুব্যাখ্যা'-শব্দে সেই সূত্রসম্বন্ধে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই 'আম্নায়'-শব্দে কথিত। 'আম্নায়'-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ। "স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥ প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান। শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥ স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য সত্য যেই কয়। লক্ষণা করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১৩২, মঃ ৬।১৩৫, ১৩৭)। গোস্বামীদিগের ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্ব্বোক্ত অনুব্যাখ্যার মধ্যে গণনীয়। অতএব বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্য-গ্রন্থাদি সমস্তই আপ্তবাক্য। এই সমস্ত আপ্তবাক্যের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে লিখিত আছে,—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ। মনুষ্যাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥ কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ। বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥ যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা। যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥ এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥" শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু-প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থের দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলেই মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়'-নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদ-সংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় (আ—ম্না+ঘঞ্)। যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" * ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর। সমস্ত ভাগ্যবান্ লোকই গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত আপ্তবাক্যরূপ আম্নায়কেই প্রমাণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিক্ষা। 'তত্ত্বসন্দর্ভে' (৯ম ও ১০ম) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—"অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্বাচ্য-বাচকতালক্ষণ-সম্বন্ধ-তদ্ভজনলক্ষণ-বিধেয়-তৎপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনাখ্যানা-

* বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের আদি শিষ্য বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মর্থানাং নির্ণয়ায় প্রমাণং তাবদ্বিনির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্টত্বাৎ সুতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি। ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাসু সার্ব্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।”

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাচ্যবাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ, তদ্ভজনলক্ষণ বিধেয় ও তৎপ্রেম-লক্ষণ প্রয়োজন—যাহা সূচিত হইয়াছে, সেই তিনটী অর্থ-নির্ণয়ের জন্য প্রমাণ নিরূপণ করিতেছি। মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু-স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরা-প্রাপ্ত সার্ব্ব-লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃতবচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্যস্বভাবসম্পন্ন বস্তু-বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণ-শাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণ দ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ দ্বারা শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস ও তৎসহ শ্রীশুকদেব এবং ক্রমে শ্রীবিজয়ধ্বজ, শ্রীব্রহ্মতীর্থ, শ্রীব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রমিত শাস্ত্র-নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয় কৃত ‘শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা’য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ। অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥" (শ্রীভাঃ ৭।৯।১৮)—হে নৃসিংহ! দাস আমি আপনার পাদনিলয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে রাগাদিমুক্ত হইয়া প্রিয়সুহৃৎ ও পরমদেবতা ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত আপনার লীলাকথা বর্ণনাপূর্ব্বক সুমহৎ দুঃখসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব ॥ ২ ॥

"কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ। পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্য্যমূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই। "ব্রহ্ম-রুদ্র-মহেন্দ্রাদি-দমনে রাসমণ্ডলে। গুরুপুত্রপ্রদানাদাবৈশ্বর্য্যং যৎপ্রকাশিতম্॥ নান্য-প্রকাশবাহুল্যে তদ্দৃষ্টং শাস্ত্রবর্ণনে। অতঃ কৃষ্ণপারতম্যং স্বতঃসিদ্ধং সতাং মতে॥" (শ্রীভক্তিবিনোদকারিকা)—শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনে ব্রহ্ম- রুদ্র-ইন্দ্রাদি-দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্রসমানয়নাদি-কার্য্যে যে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা অন্য বহুতরপ্রকাশে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। অতএব সাধুলোক বলেন যে,—কৃষ্ণের পারতম্য স্বতঃসিদ্ধ। "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরি॥" (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋঙ্ মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে সমর্থ, ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষুচীর্বসান আবরীবর্ত্তিভুবনেষ্বন্তঃ ॥” (ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্) —দেখিলাম এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন। এই বেদবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥” (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯ মন্ত্র)—যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডলে অবস্থিত। “তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥” (শ্রীগোপালোপনিষৎ, পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্র) —সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেই কৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে; তাঁহার নামই সংকীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই ভজন করিবে এবং তাঁহারই পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববশকর্ত্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্যকূর্ম্মাদি, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি, কারণার্ণবশায়ি-গর্ভোদকশায়ী ইত্যাদি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় যে সকল ধীর পুরুষ তাঁহার পীঠমধ্যে অবস্থিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখলাভে সমর্থ হন; অন্য কেহই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ হন না। “অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ, সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা॥” ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক ২।৫।১৪,১৫)—শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ ও পরিচয় দ্বারা গৌণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" (বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১)—শুদ্ধভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয় না। এইজন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি। (শ্রীগীঃ ৭।৭, ১৫।১৫)—হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। "মুখ্য গৌণবৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৬)—বেদসকল কোনস্থলে মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে অন্বয় বা সাক্ষাদ্-ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোনস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান-ব্যাখ্যার সহিত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁ'র রূপ॥ বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম। পূর্ণতত্ত্ব যাঁ'রে কহে, নাহি যাঁ'র সম॥ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁ'র দরশন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ জ্ঞানযোগমার্গে তাঁ'রে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁ'রে করে অনুভব॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬,৬৫,২৪-২৬)। "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৪০)—যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদিবিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৩॥

"শক্তিঃ স্বাভাবিকী কৃষ্ণে ত্রিধা চেত্যুপপদ্যতে। সন্ধিনী তু বলং সম্বিজ্ জ্ঞানং হ্লাদকরী ক্রিয়া॥ শক্তি-শক্তিমতো ভেদো নাস্তীতি সার-সংগ্রহঃ। তথাপি ভেদবৈচিত্র্যমচিন্ত্যশক্তিকার্য্যতঃ॥ সন্ধিত্যা সর্ব্বমেবৈতৎ নামরূপগুণাদিকম্। চিন্মায়াভেদতোঽভেদো বিশ্ববৈকুণ্ঠয়োঃ কিল॥ সম্বিদা দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্মায়াভেদতঃ ক্রমাৎ। চিন্মায়াভেদতঃ সিদ্ধং হ্লাদিন্যা দ্বিবিধং সুখম্॥ হ্লাদিনী শ্রী-স্বরূপা যা সৈব কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্করী। মহাভাব-স্বরূপা সা হ্লাদিনী বার্ষভানবী॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—শাস্ত্রে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে; বল (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া-(হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন,—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী-শক্তির কার্য্য। চিদ্‌গত-সন্ধিনী ও মায়াগত-সন্ধিনীভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। চিদ্‌গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্-ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্‌গত-হ্লাদিনী ও মায়াগত-হ্লাদিনীভেদে হ্লাদিনীশক্তি হইতে 'চিৎসুখ' ও 'মায়িক-সুখ' এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণপ্রিয়দাসী শ্রী-স্বরূপিণী। তিনি মহাভাবস্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ।" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)—সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ; অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না। যেহেতু তাহাও অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া-(হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা। চিচ্ছক্তিবিষয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা। সা চৈবাত্রাত্ম-শক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে॥" বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা,—

"অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা বা বৈষ্ণবে হ্যনুবর্ণ্যতে। মায়াখ্যয়া চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে॥" বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উহাই 'মায়া'-নাম্নী শক্তি বলিয়া কথিত। তটস্থ জীবশক্তিবিষয়ে,—

"ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা। জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাশ্চনেকধা॥" বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১ শ্লোক) যে 'ক্ষেত্রজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই 'তটস্থা' বলিয়া নিরূপিতা হইয়াছে। তাহাকেই 'জীবশক্তি' বলে। সে শক্তি হইতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। "বিরোধভঞ্জিকা-শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ। বর্ত্তন্তে যুগপদ্ধর্ম্মাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ॥ স্বরূপত্বমরূপত্বং বিভুত্বং মূর্ত্তিরেব চ। নির্লেপত্বং কৃপাবত্বমজত্বং জায়মানতা॥ সর্ব্বারাধ্যত্বং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যং নরভাবতা। সবিশেষত্বসম্পত্তিস্তথা চ নির্ব্বিশেষতা॥ সীমাবদ্‌যুক্তিযুক্তানামসীমতত্ত্ববস্তুনি। তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য-বিরোধভঞ্জিকা-নাম্নী একটি শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ্য ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট, অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শুষ্কতর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধাবীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আরোহণ করে। আম্নায়-বাক্যসকল অনেক। দুই-একটি এইস্থলে উদ্ধৃত হইল,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯)—ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন; তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (ঈশোপনিষৎ, ৫ম মন্ত্র)—সেই আত্মতত্ত্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান। 'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীব-শক্তি' নাম॥ 'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে। অন্তরঙ্গা 'স্বরূপশক্তি'—সবার উপরে॥ সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥ আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'। চিদংশে 'সম্বিৎ' যারে জ্ঞান করি' মানি॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫১-১৬০)॥ ৪॥

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥" (তৈত্তিরীয় ২।৭)—সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড তত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। "বেদার্থবৃংহণং যত্র তত্র সর্ব্বে মহাজনাঃ। অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্॥ সনকাদি-শিব-ব্যাস-নারদাদি-মহত্তমাঃ। শাস্ত্রেষু বর্ণয়ন্তি স্ম কৃষ্ণলীলাত্মকং রসম্॥ লব্ধং সমাধিনা সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপোদিতং শুভম্। অপ্রাকৃতঞ্চ জীবে হি জড়ভাববিবর্জ্জিতে॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদার্থবৃংহণরূপ শাস্ত্রে মহাজনসকল কৃষ্ণাশ্রিত শুদ্ধ রসকে অন্বেষণ করেন। শ্রীসনকাদি, শ্রীশিব, শ্রীব্যাস ও শ্রীনারদাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত শাস্ত্রে জড়ভাববিবর্জ্জিত শুদ্ধ জীবে সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ কৃষ্ণকৃপোদিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাত্মক রসকে বর্ণন করিয়াছেন। এবম্ভূত অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবই আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ আনেন নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত একটি শ্লোক এস্থলে আলোচ্য— "প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ, কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহামাধুরীষু প্রবেশঃ। কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ১৩০ শ্লোক)—হে ভ্রাতঃ!' প্রেমনামক পরমপুরুষার্থ কে শুনিয়াছিল? শ্রীহরিনামের মহিমা কে জানিত? শ্রীবৃন্দাবনের পরমমাধুরীতে কাহার প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্য্যমাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারূপা পরা শক্তিকেই বা কে জানিতেন? একমাত্র পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই সমস্ত তত্ত্ব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। রস দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পঞ্চপ্রকার। গৌণ রস সপ্ত প্রকার। পঞ্চ প্রকার মুখ্যরস রতিভেদে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীতে উদিত হয়। শান্তরতি সমা অবস্থায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া দেখে। সান্দ্র-অবস্থায় পরব্যোমনাথকে বিষয়রূপে লক্ষ্য করে। দাস্যরতি ঐশ্বর্য্যপরা হইলে পরব্যোমনাথকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে; কেবলা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে। সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিষয় বলিয়া জানে না। "সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড, সার। শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম মিছরি আর॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৭-১৭৯)। সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৩২)—শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই। তথাপি শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। "বিভাবাদ্যৈর্জড়োদ্ভূতৈ রসোঽয়ং ব্যবহারিকঃ। অপ্রাকৃতৈ-র্বিভাবাদ্যৈ রসোঽয়ং পারমার্থিকঃ॥ পরমার্থরসঃ কৃষ্ণস্তন্মায়াছায়য়া পৃথক্। জড়োদিতঃ রসং বিশ্বে বিতনোতি বহির্ম্মুখে॥ ভাগ্যবাংস্তং পরিত্যজ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মানন্দাদিকং স্বকম্। চিদ্বিশেষং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ তত্ত্বৌপনিষদং সাক্ষাৎ পুরুষং কৃষ্ণমেব হি। আত্মশব্দেন বেদান্তা বদন্তি প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রী দ্বারা পুষ্ট রতি যেস্থলে রস হয়, উহা ব্যবহারিক। অপ্রাকৃত বিভাবাদি-পুষ্ট রতি যেস্থলে রস হয়, উহা পারমার্থিক। পারমার্থিক রসের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। ছায়ারূপা মায়াতে সে রসের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং তাহা চিদ্রস হইতে পৃথক্। বহির্ম্মুখ জড়জগতে জড়ীয় রসেরই বিস্তৃতি। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্বগত-ব্রহ্মানন্দাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধুকে প্রাপ্ত হন। 'বৃহদারণ্যকে' "তত্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (আমি উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি), এই বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। বেদান্তে 'আত্ম'-শব্দ উল্লেখ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেই বর্ণন করিয়াছেন। "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি।" (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)— আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব,—জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পরম-অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীতি-বিশেষ হইলেও স্বরূপবিহীন। ভগবত্তত্ত্বেই সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবৎপ্রকাশ দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যপ্রধান প্রকাশ ও মাধুর্য্যপ্রধান প্রকাশ। ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতির সম্বন্ধে যে শান্তরস আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র। ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের সম্বন্ধে উপাসকের কেবল-দাস্যরসই উদিত হয়। ভগবদৈশ্বর্য্য এত অধিক ও জীবের ক্ষুদ্রতা এত অধিক যে, পরস্পরের মধ্যে একটী সম্ভ্রমবুদ্ধি না হইয়া আর উপায় নাই। সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্ভ্রমবুদ্ধিসত্ত্বে জীবের উচ্চরসের অধিকার হয় না। "ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ আমাকে ত' যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে॥ মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥ আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন। সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতিহীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥ সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম॥ প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ এই শুদ্ধভক্তি লৈঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৪।১৭-২৭)" ॥ ৫ ॥

"চিৎসূর্য্যঃ পরমাত্মা বৈ জীবাশ্চিৎপরমাণবঃ। তৎকিরণকণাঃ শুদ্ধাশ্চাস্মদর্থাঃ স্বরূপতঃ॥ অচিন্ত্যশক্তিসম্ভূত-তটস্থধর্ম্মতঃ কিল। চিৎস্বরূপস্য জীবস্য মায়াবশ্যঞ্চ সিধ্যতি॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ইতি যদ্ভগবদ্বাক্যং গীতোপনিষদি শ্রুতম্। জীবস্য তেন শক্তিত্বে সিদ্ধে ভেদো ন সিধ্যতি॥ জীবো মায়াবশঃ কিন্তু মায়াধীশঃ পরেশ্বরঃ। এতদাম্নায়-বাক্যাত্তু ভেদো জীবস্য সর্ব্বদা॥ ভেদাভেদপ্রকাশোঽয়ং যুগপজ্জীব এব হি। কেবলা ভেদবাদস্যাবৈদিকত্বং নিরূপিতম্॥ মায়াবশত্বধর্ম্মেণ মায়াবাদো ন সম্ভবেৎ। যতো মায়াঽপরাশক্তিঃ পরয়া জীবনির্ম্মিতঃ॥ মায়াবৃত্তিরহঙ্কারো জীবস্তদতিরিচ্যতে। মায়াসঙ্গবিহীনোঽপি জীবো ন হি বিনশ্যতি॥ মায়াবাদভ্রমার্ত্তানাং সর্ব্বং হাস্যাস্পদং মতম্। অদ্বৈতস্য নিষ্কলস্য নির্লিপ্তস্য চ ব্রহ্মণঃ॥ প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদো কথং স্যাতাং চ কুত্রচিৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাভেঽপি কথং নির্ভয়তা ভবেৎ॥ রজ্জুসর্প-ঘটাকাশ-শুক্তিরজত-যুক্তিষু। অদ্বৈতহানিরেব স্যাদযথোদাহৃতেষু বৈ॥ ব্রহ্মলীলা যদা মায়া তদা তস্যাঃ ক্রিয়া কথম্। কস্য বা স্পৃহয়া তস্যাঃ প্রবৃত্তিরূপজায়তে॥ ব্রহ্মেচ্ছা যদি তদ্ধেতুঃ কুতস্তন্নির্ব্বিকারতা। মায়েচ্ছা যদি বা হেতুর্দৌর্ভাগ্যং ব্রহ্মণো হি তৎ॥ মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং সর্ব্বং বেদবিরুদ্ধকম্। প্রাকৃতাং যুক্তিমাশ্রিত্য প্রকৃতার্থবিড়ম্বনম্॥ অচিন্ত্যশক্তিবিশ্বাসাজ্ জ্ঞানং সুনির্ম্মলং ভবেৎ। ব্রহ্মণি নির্ব্বিকারে স্যাদিচ্ছাশক্তির্ব্বিশেষতঃ॥ তদিচ্ছাসম্ভবা সৃষ্টিস্ত্রিধা তদীক্ষণশ্রুতেঃ। মায়িকা জৈবিকী শুদ্ধা কথং যুক্তিঃ প্রবর্ত্ততে॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। শ্রুতিবাক্যমিদং লব্ধ্বাঽচিন্ত্যশক্তিং বিচারয়॥ ভেদবাক্যানি লক্ষ্যাণি দ্বা সুপর্ণাদি-সূক্তিষু। তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যেষু চাভেদত্বং প্রদর্শিতম্॥ সর্ব্বজ্ঞবেদবাক্যানাং বিরোধো নাস্তি কুত্রচিৎ। ভেদাভেদাত্মকং তত্ত্বং সত্যং নিত্যঞ্চ সার্থকম্॥ একদেশার্থ-মাশ্রিত্য চান্যদেশার্থকল্পনম্। মতবাদপ্রকাশার্থং শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থনম্॥ কর্ম্মমীমাংসকানাং যদ্বিজ্ঞানং শ্রুতিনিন্দনম্। মূর্খত্বমেব তেষাং তন্ন গ্রাহ্যং তত্ত্ববিজ্ঞনৈঃ॥ বিভিন্নাংশো হি জীবোঽয়ং তটস্থশক্তিকার্য্যতঃ। স্বস্বরূপ-ভ্রমাদস্য মায়াকারাগৃহস্থিতিঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—পরমাত্মা চিৎসূর্য্য। জীবসকল তাঁহার কিরণ-পরমাণু। বিশুদ্ধ চিত্ত্বই জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অহংপদবাচ্য। পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-নিঃসৃত তটস্থ-শক্তিধর্ম্মে জীবের অণুত্বনিবন্ধন মায়াবশ্য ধর্ম্ম গঠন-সিদ্ধ। "অপরেয়মিতঃ" শ্লোকে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে,—জীব মায়াতীত কোন পরা শক্তি, অতএব পরমাত্মা হইতে নিতান্ত অভেদ বা ভেদ নয়। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ,—এই আম্নায়-বাক্যে জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য ভিন্নতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়; সুতরাং জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ অভেদ ও ভেদ, ইহাই সিদ্ধ। কেবলাভেদ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাদ অবৈদিক। মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদমতে জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্য তত্ত্ব। মায়াবশ বলিলে ইহাই স্থির হয় যে, 'মায়া'-শব্দশূন্য চিৎকণ জীব স্বীয় অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়া-কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার যোগ্য। মায়া অপরা শক্তি, কিন্তু জীব পরা শক্তিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। জড় অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময় পদার্থ। জীব মায়াযুক্ত হইলেও জীবত্ব-হানিরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হন না। মায়াবাদ একটি ভ্রম। সেই ভ্রমপীড়িত ব্যক্তিদিগের মত সম্পূর্ণরূপে হাস্যাস্পদ। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্লেপ। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ কিরূপে বা কাহাতে সম্ভব হয়? আবার অদ্বৈতসিদ্ধিতে জীবের নির্ভয়তাই বা কিরূপে হয়? রজ্জু-সর্প, ঘটাকাশ, শুক্তি-রজত উদাহরণসকল অযথা উদাহৃত হইয়া থাকে; তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধি দূরে থাকুক, অদ্বৈতহানিই হয়। মায়াকে যদি ব্রহ্মলীলা-প্রকৃতি বলিয়া মানা যায়, তাহাতে কেবল-অদ্বৈতত্ব থাকে না। তথাপি ভিক্ষাস্বরূপ মানিয়া লইলেও তাহার আবার ক্রিয়া কিরূপে হয়? কাহার ইচ্ছাতে সে-মায়ার ক্রিয়াপ্রবৃত্তি? যদি ব্রহ্মেচ্ছা তাহার প্রবৃত্তিহেতু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে নির্ব্বিকার হন? যদি ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিয়া মায়ার ইচ্ছা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপ আর একটি তত্ত্ব হইয়া উঠে এবং ইচ্ছাহীন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত করিয়া ফেলে; তাহা ব্রহ্মের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ একটি কল্পিত মত মানা যায়, তাহাও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অভাবে ব্রহ্মের শক্তিবশ্যতারূপ দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র, সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ। ইহাতে প্রাকৃত যুক্তি দ্বারা বেদের অপ্রাকৃত অর্থসকলের বিড়ম্বনামাত্র লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাস করিলে জ্ঞান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুনির্ম্মল হয়। ব্রহ্মে অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্ব্বিকারভাধর্ম্ম যেরূপ স্বীকৃত, সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিকারতা ও ইচ্ছাময়তা যুগপৎ সুন্দররূপে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য করে। "স ঐক্ষত"—এই বেদবাক্যে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে অচিন্ত্যশক্তি মায়িকী, জৈবী ও শুদ্ধ-চিদ্বিষয়িণীরূপ ত্রিধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস আর সন্দেহ-পরাহত হইবে না। "নাহং মন্যে" শ্রুতিতে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 'দ্বা সুপর্ণাদি' বাক্যে নিত্য-ভেদ ও 'তত্ত্বমস্যাদি'-বাক্যে নিত্য-অভেদ উপদিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ-বেদবাক্যে কোন স্থলে বিরোধ নাই। অতএব বেদের মত এই যে, যুগপৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-স্বরূপ-তত্ত্বই সত্য, নিত্য ও সার্থক। বেদের একদেশের অর্থ গ্রহণ করিয়া মতবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য দেশের অর্থ তদনুগত করিবার চেষ্টাই শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থন। কর্ম্মমীমাংসক-দিগের বিজ্ঞান-শ্রুতিতে অশ্রদ্ধাই তাহাদের মূঢ়তা। তাহা পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন না। অতএব বেদসিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরকোটি হইতে পৃথগ্‌ভূত বিভিন্নাংশ-তত্ত্বরূপ জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি। 'জীব শুদ্ধ চিৎ-পদার্থ, স্বভাবতঃ কৃষ্ণানুগত'—এই স্বরূপ-ভ্রম হইতে জীবের মায়া-কারাগারে অবস্থিতি। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥" (শ্রীগীঃ ৭।৪-৫)—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটী স্থূলজড় এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই তিনটী সূক্ষ্মজড়,—এই অষ্ট প্রকারে ভিন্নস্বরূপা আমার অপরা বা মায়াপ্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার একটী পরা প্রকৃতি জীবস্বরূপা, যদ্দ্বারা এই জগৎ পরিপূরিত। জীবের স্বরূপ এই যে,—জীব কৃষ্ণদাস ; কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ। যে শক্তি চিদচিদুভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও ভেদাভেদ-প্রকাশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদ নহে। "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯)—সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয়-স্থানই দেখিতে পান। "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্ত্বনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবতস্তদীয়জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ। তত্র প্রথমোঽন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীতো নিত্যভগবৎপরিকররূপো গরুড়াদিকঃ। অস্য চ তটস্থত্বং জীবত্বপ্রসিদ্ধেরীশ্বরত্বকোটাবপ্রবেশাৎ। অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী।" (শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ, ৪৭ সংখ্যা)—জীব অনন্ত। তাহারা বর্গদ্বয়ে বিভক্ত। এক বর্গ অনাদি হইতে ভগবদুন্মুখ, অন্যবর্গ অনাদি হইতে ভগবৎপরাঙ্মুখ। ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা ভগবদুন্মুখত্ব ও ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব হইয়াছে। ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীত নিত্য ভগবৎপার্ষদবর্গ, যথা গরুড়াদি। তাঁহারা ঈশ্বরকোটিতে প্রবিষ্ট হন নাই; ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, অতএব তটস্থ। দ্বিতীয় বর্গ ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব-প্রযুক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তাশূন্য, অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করত সংসারী করিয়াছে। "মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥ সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়। কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ। জীবতত্ত্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে। দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন। 'জীব'-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥ স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্ব্যূহ, অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার। এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্যসংসার' ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২ ; ২০।১০৮-১০৯, ১১৭, ৩০৮-৩০৯, ২৭৩ ; ২২।৯-১০) ॥ ৬ ॥

"সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নির্গুণো জীব এব হি ॥ চেতনঃ কৃষ্ণদাসোঽহমিতিজ্ঞানে গতে পরে। প্রকৃতের্গুণ-সংযোগাৎ কর্ম্মবন্ধোঽস্য সিধ্যতি ॥ কর্ম্মচক্রগতস্যাস্য সুখদুঃখাদিকং ভবেৎ। ষড়্গুণাব্ধিনিমগ্নস্য স্থূললিঙ্গ-ব্যবস্থিতঃ ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি অপরা বা জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ ; ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবদ্বৈমুখ্য দ্বারা যখন দুর্ব্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। তখন সুতরাং "আমি চেতন পদার্থ ও কৃষ্ণদাস"—এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতিগুণসংযোগবশতঃ জীবের কর্ম্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্ম্মচক্রগত জীবের স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর দ্বারা ষড়্গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমস্ত সুখদুঃখাদি উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধজীবের মায়াকবলিত দুরবস্থা। ইহা জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধবস্তু, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" (মুণ্ডক ৩।১।১)—ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য জগদ্রূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পিপ্পল-ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটি অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৭)—সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন। "পরেশবৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ। স্ব-স্বরূপ-ভ্রমঃ। বিষমকামঃ কর্ম্মবন্ধঃ। স্থূললিঙ্গাভিমানজনিত-সংসারক্লেশাশ্চ।" (শ্রীল ঠাকুর-কৃত 'আম্নায়সূত্র', ৩৫-৩৮)—পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের (জীবগণের) দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটিয়াছে। সেই কারণেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। স্বরূপভ্রমবশতঃ তাঁহাদের ভয়ঙ্কর কাম-কর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার-ক্লেশের কারণ। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)—জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। যদিও জড়ের মধ্যে জীব এত ক্ষুদ্র বটে, তথাপি তাহা অপ্রাকৃত বস্তু ও আনন্ত্যধর্ম্মের যোগ্য। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥" (শ্বেতাশ্বতর ৫।১০)—জীবের স্থূলশরীরই স্ত্রী-পুরুষ ও নপুংসক-লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্ম্মফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত বস্তু; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ হইলেও জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।" (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭)—ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশে জীবের সংসার-ভয়, বিপর্য্যয় (দেহে আত্মবুদ্ধি) ও অস্মৃতি (স্বরূপভ্রম) হইয়াছে। বিপর্য্যয়ভাবই স্ব-স্বরূপ-ভ্রম। জীব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিদ্বস্তু। তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশক্তিকর্তৃক প্রকটিত হইয়া সেইস্থান হইতে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগবজ্‌জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা সেই জ্ঞান-সংসর্গ-প্রসঙ্গে চিদভিলাষী হইলেন, তাঁহারা নিত্য ভগবদুন্মুখতা-প্রযুক্ত চিচ্ছক্তিবিলাসগত হ্লাদিনীবল প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপার্ষদরূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে অন্যপার্শ্বস্থিতা মায়াতে মোহিত হইয়া লোভ করিলেন, তাঁহারা মায়াকর্তৃক আহূত হইয়া মায়িক জগতে আকৃষ্ট হওয়ায় মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতারকর্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহা কেবল তাঁহাদের নিত্য-ভগবদ্‌বৈমুখ্যের ফল। মায়া-মধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিল। অবিদ্যালিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করাতে অবিদ্যা-বন্ধু কর্ম্মের চক্রে পড়িলেন। "নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ। নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥ কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১২-১৫)॥ ৭॥

"এবং পঞ্জরবদ্ধোঽয়ং জীবঃ শোচতি সর্ব্বদা। কদাচিৎ সৎপ্রসঙ্গেন তস্য মোক্ষো বিধীয়তে॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—স্থূললিঙ্গ-শরীরদ্বয় পঞ্জরস্বরূপ হইয়া চিন্ময় জীবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছে। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বদা শোক করিয়া থাকেন। কদাচিৎ ভাগ্যোদয়ে সাধুপ্রসঙ্গে তাঁহার মায়াবন্ধ দূর হয়। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া অনাদিকর্ম্মবাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও তাঁহার তটস্থ গঠন ও ধর্ম্ম বিগত হয় না। এই অবস্থায় নিসর্গজনিত মায়িক সংস্কার প্রবল হইলেও জীবের লীনপ্রায় চেতনস্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা অবশ্যই থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই স্বীয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বভাব ক্রমশঃ নিজ পরিচয় দিতে থাকে। সৎপ্রসঙ্গই একমাত্র সুযোগ। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)—যাঁহার কৃষ্ণে পরা ভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অধিকাররূপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধু-গুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদতাৎপর্য্য কথিত ও প্রকাশিত হয়। "সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ 'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৩,৪৫, ৫৪, ৩৩)। বহুজন্মের সুকৃতির ফল হইতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার ফলে ক্রমে ভজন, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর, কৃষ্ণরতি উদয় হয়। যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সেই জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এইজন্যই শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গকে সকল কল্যাণের মূল বলা যায়। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥" (শ্রীভাঃ ২।১০।৬)—জীব চিৎ-স্বরূপ; শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। অবিদ্যা-প্রবেশ তাঁহার পক্ষে বৈরূপ্য। তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি। "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽ-স্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ॥' (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)— এই জীব মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃতস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তমপুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥ জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬, ২৯)—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। এইজন্যই জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তিপ্রার্থনা করেন না, কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন। "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ১০৭ শ্লোক)—হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তবে তোমার দিব্য-কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তখন ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেননা, স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে দাসীর ন্যায় আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে; আর ধর্ম্মার্থকামসকল যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণসেবার জন্য আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপমুক্তি ও বস্তুমুক্তি। যাঁহারা ভজনবলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্তপর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। দেহটা যদিও মায়ার অধিকারে বটে, তথাপি তাঁহাদের আত্মা সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হন; তাঁহাদের এ অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে॥ ৮॥

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতমত প্রচার করেন। তাহাই এক-প্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি প্রকার; তাহার বিবরণ এই— (১) শ্রীরামানুজাচার্য্য 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য 'শুদ্ধদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য 'দ্বৈতাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। (ক) শ্রীরামানুজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (খ) শ্রীমধ্ব-মতে জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (গ) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ; অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (ঘ) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। "ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥ পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥ বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত' প্রমাণ। দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥ অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥ তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥ নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥ বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'। ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম॥ তাঁ'রে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ অপাদান, করণ, অধিকরণ, কারক তিন। ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার। হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১-১২৬, ১৩৮,১৪০ ; মঃ ৬।১৪৪, ১৫২) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়, ৩।১)—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে',—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে',—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল-নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার।

পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। "সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু তত্ত্ব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মেকং বিনিশ্চিতম্। নাবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং ন জীবনির্ম্মিতং কিল। অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ। সতত্ত্বে বিশ্ব এতস্মিন্ বিবর্ত্তো ন প্রবর্ত্ততে॥ অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরেশস্যেক্ষণাৎ কিল। মায়ানাম্ন্যপরাশক্তিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥ ভেদাভেদাত্মকং বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনশ্বরম্। ন তত্র জীবজাতানাং নিত্যসম্বন্ধ এব চ॥ ন ব্রহ্মপরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল। স্থূললিঙ্গাত্মকং বিশ্বং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—সমস্ত শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে একটি সনাতন-তত্ত্ব জানা যায়। তাহা এই যে,—এই বিশ্ব সত্য, অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু নয়। ইহা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, জীবনির্ম্মিত নয়। মিথ্যা বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম 'বিবর্ত্ত'। এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, অচিন্ত্যশক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই হইয়াছে, ইহাতে বিবর্ত্তের স্থল নাই। পরমেশ্বরের 'মায়া'নাম্নী অপরা শক্তি তদিচ্ছাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক। বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়। "নিত্যো নিত্যানাং" (কঠ ২।২।১৩)—এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের একদেশসম্মত, অন্যদেশ-বিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মত বেদের সর্ব্বদেশসম্মত সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত। এই জড়জগতে জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই। জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি-পরিণাম, বস্তু-পরিণাম নয়। এই স্থূললিঙ্গাত্মক বিশ্ব জীবের ভোগায়তন-মাত্র॥ ৯॥

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)। "অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥" (শ্রীচৈঃ চঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঃ ১৯।১৬৮)—সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণভক্তি। ভক্তির উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত সমস্ত-বাঞ্ছারহিতভাবে এবং অন্য দেবাদিতে পৃথগীশ্বরবুদ্ধিতে পূজা না করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার সহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান ও যোগমার্গে-ই সম্ভব; অতএব তাহা ভক্তি নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিতা আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তিলক্ষণে লক্ষিত হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটী ক্রিয়া-লক্ষণ ও সাধ্যাবস্থায় দুইটী ক্রিয়া-লক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ), পাপবাসনা ও পাপ তথা অবিদ্যা (পুণ্যবীজ), পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সকল ক্লেশনাশই সাধন-ভক্তির প্রথম লক্ষণ। (২) জগৎপ্রীণন, জগতের অনুরক্ততা, সমস্ত সদ্‌গুণ ও শুদ্ধসুখ প্রদান করাই দ্বিতীয় লক্ষণ। (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া সাধন-ভক্তির তৃতীয় লক্ষণ। (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় আসক্তিরহিত হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুর্লভতাই সাধন-ভক্তির চতুর্থ-লক্ষণ। (ক) সান্দ্রানন্দ-বিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্বই সাধ্যভক্তির নিত্য লক্ষণদ্বয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূঃ বিঃ ১।১২) বলেন,—"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥" "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ পঞ্চরাত্রবাক্যম্)—হে সুরর্ষে, শ্রীহরির উদ্দেশে যে সমস্ত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সাধন-ভক্তি বা উপায়-ভক্তি বলে; তাহাদ্বারা পরাভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি বা উপেয়-ভক্তি লাভ হয়। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥ 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪,৬২)—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞান-কর্ম্মাদিচেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল,—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে দৃঢ় ও অটল, তিনি ভক্তির উত্তমাধিকারী। যাঁহাতে কিঞ্চিদ্দৃঢ়, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। দৃঢ়তা নাই অথচ বিশ্বাস-প্রায় আছে অথবা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকেও ভয় হয়—এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি ভক্তির কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাধিকারমিশ্র ও কর্ম্মজ্ঞানাধিকারশূন্য। কর্ম্মজ্ঞানাধিকারশূন্য কনিষ্ঠাধিকারী সাধুসঙ্গে উত্তম হইবেন। কর্ম্মজ্ঞানাধিকারমিশ্র কনিষ্ঠাধিকারিগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত প্রবল সাধুকৃপায় উন্নত হইতে পারেন। "মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্ম্মাধিকারিতা।" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮২)—মৃদুশ্রদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার স্বল্পমাত্রও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মাধিকারিতাও অল্প অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডেও তাঁহার অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে। দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্ত্যধিকারীর লক্ষণ এইরূপ,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)—হে ভগবন্, কর্ম্মমার্গের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভক্ত্যনুকূল স্থানে স্থিত হইয়া সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রবণপথগত আপনার লীলাকথাকে নমস্কারপূর্ব্বক জীবন-নির্ব্বাহ করেন, হে অজিত, প্রায়ই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক ত্রিলোকের মধ্যে আপনি জিত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকেন। অনেক ভক্তিবাসনারূপ সুকৃতিবলে জীব ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাহা লাভ করিলে জড়বিষয়ে জীবন-নির্ব্বাহমাত্র-চেষ্টারূপে অন্যভক্তি উদিত হয়; কিন্তু বৈরাগ্য হয় না। "ভুক্তিমুক্তি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৫)—ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা-পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা অত্যন্ত বিরোধী। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—ইহাদের মধ্যে সাযুজ্যমুক্তি ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। তথাপি কৃষ্ণভক্তগণ সালোক্যাদি কোনপ্রকার মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" (শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)—নিষ্ঠার সহিত বৈধী ভক্তি আচরণ করাই শাস্ত্রের আদেশ। সাধন-ভক্তির অঙ্গ-সকল অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলে চৌষট্টি অঙ্গ হয়; যথা—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১১২-১২৬) সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা, গুরুসেবা, সাধু-পথাবলম্বন, সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, ভক্তিতীর্থে বাস, জীবন-নির্ব্বাহোপযোগী সংগ্রহ, হরিবাসর-সম্মান, ধাত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব—এই দশটী অঙ্গ অন্বয়ভাবে প্রারম্ভমাত্র। বহির্ম্মুখ-সঙ্গত্যাগ, অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, বহ্বারম্ভ পরিত্যাগ, ভক্তিশূন্যগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্রের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-বর্জ্জন, ব্যবহারে অকার্পণ্য, শোক-আদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেবাবজ্ঞা পরিত্যাগ, নিজ কার্য্যের দ্বারা অন্য জীবের উদ্বেগ দান না করা, সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দাশ্রবণ ত্যাগ,—এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে সাধন করিবে। গুর্ব্বাশ্রয়, দীক্ষা-শিক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী অঙ্গ ইহাদের মধ্যে প্রধান। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ, হরিনামাক্ষরধারণ, নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ, কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, ভগবৎস্থানে গমন, পরিক্রমা, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সংকীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, নৈবেদ্যাস্বাদন, পাদ্যাস্বাদন, ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, ঈক্ষণ, আরাত্রিক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎসবাদি দর্শন, কৃপাদৃষ্টি গ্রহণ ও প্রিয়বস্তুর উপহার, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, সর্ব্বদা শরণাপত্তি, তদীয় তুলসী, ভাগবত, মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবা, যথাসাধ্য সদ্‌গোষ্ঠীর সহিত মহোৎসব, কার্ত্তিকব্রত, জন্মদিনাদির যাত্রা, শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকদিগের সহিত ভাগবতার্থ-আস্বাদন, সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ—আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন ও মথুরাবাস। শেষ পাঁচটি অঙ্গের স্বল্প-সম্বন্ধ হইলেও ভাবভক্তির উদয় হয়। এইসকল অঙ্গমধ্যে কতক-গুলি কায়-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয় উপাসনা। অঙ্গসকল চৌষট্টি ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা নয় অঙ্গমাত্র। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" (শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)। "শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১১৮)—যিনি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধান-(জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া এই নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে। ভক্তিবিজ্ঞ পুরুষেরা কর্ম্মকে কোন অবস্থায় ভক্তির অঙ্গ বলেন না। কর্ম্মের কর্ম্মত্ব নাশ অর্থাৎ ভক্তিত্বের স্বরূপ ও ভক্তিনামপ্রাপ্তি না হইলে তাহা 'ভক্তি' বলিয়া পরিগণিত হয় না। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯) —কর্ম্ম নির্ব্বেদ হইলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকথায় যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য যদিও ভক্তি-প্রবেশের ঈষৎ উপযোগী বটে, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। তাহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রবল হইয়া চিত্তকে কঠিন করিলে সুকুমার-স্বভাবা ভক্তি সুখ পান না; অতএব সম্বন্ধ-তত্ত্বাববোধরূপ ভক্তি-আলোচনাই ভক্তির একমাত্র হেতু। অনাসক্তভাবে অনুকূলরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া যথাযোগ্য বিষয়সকল ভোগ করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, প্রেমভক্তিলহরী ১০ শ্লোক)—বৈধমার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুগুরুসঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়া সহজেই অনর্থনাশ হয়। ভাবও ঐ লোভের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়। রাগমার্গে কেবল আভাস ও কপটতাকে দূর করা আবশ্যক। তাহা থাকিলে বিষমবিকার ও অনর্থমাত্র ফল হয়; ভ্রষ্ট রাগকে রাগ মনে করে। অবশেষে বিষয়সঙ্গই প্রকারান্তরে বলবান্ হইয়া জীবের অধোগতি করিয়া দেয়। বৈধসাধনের মধ্যে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবা, বৈষ্ণবসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রের আদর, ভগবল্লীলাস্থলে বাস ও ভগবন্নামানুশীলনের সহিত স্বীয় সিদ্ধদেহে ব্রজবাসীর ভাব অনুসরণপূর্ব্বক মানসে ভাবমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন। তন্মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্ জন সাধুসঙ্গের সহিত ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিনাম আশ্রয়পূর্ব্বক ভাগবতসেবায় নিযুক্ত হন। নামাশ্রয়ে দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা নাই। নামাভাস ও নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন। সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামানুশীলনেই নামাপরাধ ক্ষয় হয়, অন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপায়ে হয় না। শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই, শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সান্তর নামানুশীলকই—বৈষ্ণব ; নিরন্তর নামানুশীলকই—বৈষ্ণবতর। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধ নাম হয়, তিনিই বৈষ্ণবতম। "অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥" "কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥ যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১, ১৬।৭২, ৭৪)। এইসকল সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবকে সম্মান করিবে। বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবে। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা বনবাসীই হউন, নিজ নিজ শ্রেণীতে সকলেই সমান। যাঁহার বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন। "শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, সাধনভক্তিলহরী ৪৩ শ্লোক)। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ-বৈষ্ণব অনাসক্ত-ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনামরসের সাধন করিবে। কৃষ্ণরুচি সফল হইলে বিষয়রুচি যখন সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজেকাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ এক প্রকার সহজবৈরাগ্যভাব উদিত হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না॥ ১০ ॥

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥ তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'। 'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল ॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা ॥ তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥ কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তা'র লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার, 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'। 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥ 'প্রেমফল' পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥ তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ এই ত' পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'। যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪)। "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১, প্রেমভক্তিলহরী ১ম শ্লোক)—কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপ অতিশয় মমতাময় গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা যায়। সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিদ্-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়াশক্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতাময় গাঢ় আর্দ্রভাব চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-বৃত্তিবিশেষ। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরমবৃত্তিরূপ চমৎকারভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিদ্গত প্রেমের হেয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছায়ামাত্র। শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়িভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। "সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৭-১৭৮)। ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহার উদয় হইলে যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। "এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়। প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়॥ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়। ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়॥ 'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে॥ সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান। নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥ কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি। কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।২০, ২২,২৫,২৮,৩১)। "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, ভাবভক্তিলহরী ১১ শ্লোক)—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলাসম্বন্ধ-স্থলে বাস ইত্যাদি অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়। রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতিতে যে সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে; অর্থাৎ প্রতিবিম্বরত্যাভাস ও ছায়ারত্যাভাস। প্রেম দুই প্রকার—কেবলপ্রেম ও মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগভক্তি-সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধিমার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে কেবল-প্রেমই সর্ব্বোত্তম ফল। প্রেমও—ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল। ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। "কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়। তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥ অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥ রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥ সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম। সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥ যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯-১৩, ৩৫)। "রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ 'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৪,১৪৮, ১৫১-১৫২,১৫৪)। বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি; যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপলক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধোদয়ে সামগ্রীসাহচর্য্যে রসতালক্ষণ প্রাপ্ত হয়। "পঞ্চাঙ্গে সদ্ধিয়ামন্বয়সুকৃতিমতাং সংকৃপৈকপ্রভাবাদ্রাগ-প্রাপ্তেষ্টদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্ধা। বেদাতীতা হি ভক্তি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

র্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা ক্ষিপ্রং প্রীতির্বিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌর-শিক্ষেব গূঢ়া ॥” (শ্রীভক্তিবিনোদকারিকা)—শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধু-সঙ্গ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চাঙ্গসাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাস্যে পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে শ্রীব্রজবাসীর ভাবানুগা শ্রীকৃষ্ণসেবারূপা বেদাতীতা রাগানুগা-নামে সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা-প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণন করিয়া এক্ষণে সাধকের চরম কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেছেন। যিনি আত্মমঙ্গলকামী সারগ্রাহী, তিনি অভেদাশা অর্থাৎ মুক্তিস্পৃহা, বেদোক্ত বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের পদরেণুরূপে অনুভব-পূর্ব্বক একমাত্র শ্রীহরিনামাবতারকে আশ্রয় করেন এবং শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামানন্দরস পান করিতে থাকেন। সম্বোধনাত্মক যে শ্রীহরিনাম, তাহাই বিরহকাতর সাধকের সুতীব্র অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করিয়া শ্রীআশ্রয়বিগ্রহসমন্বিত শ্রীবিষয়-বিগ্রহের শ্রীপাদ-পদ্মের সহিত শ্রীগুরুসেবককে সেবাপ্রণয়-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করায়। ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ হইতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তদন্তরঙ্গ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকবিরাজ - শ্রীনরোত্তম - শ্রীবিশ্বনাথ - শ্রীবলদেব - শ্রীমধুসূদন - শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র পরম সাধ্য ও সাধন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ গাহিয়াছেন,—“যোগশ্রুত্যুপপত্তি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্জ্জনবনধ্যানাধ্বসম্ভাবিত-স্বারাজ্যং প্রতিপাদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ। অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবরশ্যামশ্যামলধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥” (পদ্যাবলী, ১৮ শ্লোক)—অষ্টাঙ্গ-যোগ, বেদানুশীলন, নির্জ্জনবনে অবস্থানপূর্ব্বক ধ্যানাদি সাধন ও তীর্থ-পর্য্যটনাদি দ্বারা সম্ভাবিত স্বাধিকারোচিত স্বরূপানুভব লাভ করিয়া যদি জীবগণ মুক্ত হন, হউন; কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জের কন্দরে উদয়শীল শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীনামের সেবক। তাহাতে আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। “ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানামৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ। আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ॥” (পদ্যাবলী, ২৩ শ্লোক)—কোটি কোটি সংখ্যাধিক ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য ও নিখিল চেতন-পদার্থ যাঁহার অংশস্বরূপ, সেই পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবনস্বরূপ। ‘শ্রীভক্তিসন্দর্ভে’ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদী ও সহস্রনাম-ভাষ্যোদ্ধৃত পুরাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—“নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ। যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ ॥” (২৬৩ অনুচ্ছেদ)। যদি ভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থমার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র তদ্বিষয়ে রতিজনক নামসমূহ পাঠ করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্ববিধ পাপ, অতিপাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠানকারী এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন যে,—তাঁহার চিত্ত এতটা চঞ্চল যে, তাঁহার পক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠানই অসাধ্য; তাঁহার পক্ষে উপায় কি? তখন তাঁহার জন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার উপদেষ্টা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা। 'গোবিন্দে'তি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু॥" (২৬৩ অনুচ্ছেদ।)—তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা-প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা "গোবিন্দ" এই নাম উচ্চারণ করিবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রীনামভজনের প্রণালীসম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমাহৃত হইল,—"নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথমপরিচয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিসঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর প্রিয়শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থনির্ণয়ে লিখিয়াছেন;— অগ্নিপুরাণে,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে॥ তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ। শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা 'হরে কৃষ্ণে'তি-বর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া॥ অতএব শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'— এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরময় নামমালা গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—'হরি'-শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় 'হরি' বলিলেও সর্ব্বপাপ দগ্ধ হয়। ঐ হরিনাম চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহরূপ ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্যদ্বারা 'হরি' নাম হইয়াছে; অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করায় 'হরি' নাম; অথবা অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ শ্রবণ-কথন দ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন; অথবা স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্য-দ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন। 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে'-শব্দ প্রয়োগ, অথবা 'ব্রহ্মসংহিতা'মতে স্বরূপপ্রেম-বাৎসল্য দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'শব্দবাচ্য বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে 'হরে'। 'কৃষ্ণ'-শব্দার্থ আগম-মতে—'কৃষ্' ধাতুতে ণ প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ'-শব্দ হয়, তাহাই আকর্ষক ও আনন্দস্বরূপ। কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'কৃষ্ণ'-শব্দের সম্বোধনে 'কৃষ্ণ'। আগমে বলিয়াছেন,—হে দেবি! 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এইজন্য 'ম'কাররূপ কপাটযুক্ত 'রাম' নাম হয়। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদেবতা যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্য-রমমাণ, তিনিই 'রাম'-শব্দবাচ্য কৃষ্ণ। ভজন-ক্রিয়াবিচারে প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে। এই 'হরে কৃষ্ণে'তি নামাবলী প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন-স্মরণ করেন। কীর্ত্তন-স্মরণকালে নামার্থ দ্বারা অপ্রাকৃতস্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করিতে থাকেন। নিরন্তর অনুশীলন করিতে করিতে অতি-শীঘ্র সকল অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নামজল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদিত হন। নামগ্রহণকারী দ্বিবিধ, অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ। সাধক আবার দুই প্রকার—প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধে সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যা-দ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হইয়া পড়েন। প্রাথমিক সাধকদিগের অবিদ্যাপিত্তোপ-তপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে করিতে নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণরহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরম-আস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ বা পাপবাসনা ও ঐসকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তাহা কেবল দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গে সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা দ্বারাই ঘটিতে পারে। প্রাথমিক অবস্থাটী কাটিয়া গেলে নৈরন্তর্য্য-ক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই। সেইসকল কার্য্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ দ্বারা তাহারা নাম-সাধকের উপকার করে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত তদীয় সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যানাশ-প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্তবৈরাগ্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান আসিয়া চিত্তকে অতি নির্ম্মল করে। সমস্ত বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে।

নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে ঊর্দ্ধ-গতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হইয়া যায়।

ভজনে প্রবৃত্ত জনগণ দুইভাগে বিভক্ত হন অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা ভুক্তি-মুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও বহু যত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না। সারগ্রাহিগণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিশীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় হন বা সহজ-পরমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার-বস্তুতে আদর করিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি অতিশীঘ্র প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। বহুজন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে প্রেমোন্মুখী সাধনভক্তি উদিত হয়। শুদ্ধভক্তের কৃপায় সাধন-প্রণালী গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। মিশ্রভক্ত বা ভক্তাভাসের সঙ্গে ভজন-শিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন, একান্ত হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়া হৃদয়কে কপট করে। এই অবস্থায় সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারিভাবে বহু জন্ম অতীত করেন। কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা হইয়াছে; তাহা বড়ই কোমল; সর্ব্বদা লৌল্য দ্বারা পরিচালিত। তাঁহাদের সেই প্রকারই গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগম-মার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চনশিক্ষা হইয়া থাকে। অনেক-কাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গে নাম-ভজনে প্রবৃত্তি হয়। প্রথম হইতেই যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষের কৃষ্ণনামে অনন্যশ্রদ্ধা থাকে, তাঁহাদের পক্ষে প্রক্রিয়া পৃথক্। তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় নামতত্ত্ববিদ্ গুরুকে আশ্রয় করেন। নামতত্ত্ববিদ্ গুরুর অধিকার শ্রীমহাপ্রভু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। নাম-তত্ত্বে দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা না থাকিলেও নামতত্ত্বগুরু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্ব্বত্র লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশুদ্ধভক্ত-গুরুকৃপাতেই উদ্‌ঘাটিত হয়। গুরুকৃপাতেই নামাভাস-দশা দূর হয় এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়। নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যমাধিকারী। যেহেতু তাঁহারা নাম-স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন তাঁহাদের নামাভাস প্রায় হয় না। তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রেমারুরুক্ষু। কৃষ্ণে প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবে কৃপা এবং জ্ঞানলব-বিদগ্ধ ভগবচ্ছ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যবহার। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য-বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন। মধ্যমাধিকারী প্রেমারুরুক্ষু ভক্ত ত্রিবিধ বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহার দ্বারা অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় বা উত্তম ভক্ত হইয়া উঠেন। মধ্যমাধিকারী ভক্তই সঙ্গযোগ্য পুরুষ। প্রেমারুরুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নাম-সংখ্যা করিতে করিতে রাত্রি-দিবসে তিনলক্ষ নাম করেন। নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শয়নাদি-সময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া শেষে অসংখ্য নাম করিতে থাকেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শ্রীনামের অর্থ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নর-স্বভাবের যে-সকল অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে। নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ নামের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যরূপে উদিত হয়। যত নাম শুদ্ধরূপে উদিত হইয়া রূপ-সাক্ষাৎকৃতির সহিত ভজন হইতে থাকে, ততই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণ-সকল উদিত হন। নাম, রূপ ও গুণ—তিনের ঐক্যে যত বিশুদ্ধভজন হইতে থাকে, ততই সহজসমাধিযোগে অমলচিত্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সংখ্যাযুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় কীর্ত্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কৃষ্ণ-রূপ দৃষ্ট হয়, চিত্তে কৃষ্ণ-গুণগণ লক্ষিত হয় এবং সমাধিস্থ আত্মায় কৃষ্ণ-লীলা আসিয়া প্রস্ফুটিত হয়। সাধকের পাঁচটি দশা ইহাতে লক্ষিত হয়;—(১) শ্রবণদশা, (২) বরণদশা, (৩) স্মরণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দশা, (৪) আপনদশা, (৫) প্রাপণদশা। সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন ও সাধ্য-বিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে শ্রবণদশা বলা যায়। নামাপরাধশূন্য নামগ্রহণ-সম্বন্ধে যত কথা আছে তাহা এবং নামগ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগ্যতা-সমুদয় শ্রবণদশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি উদিত হয়। যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেম-গ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য পরমসন্তোষে শ্রীগুরুচরণে শুদ্ধভজনাঙ্গীকাররূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তি-সঞ্চার প্রাপ্ত হন; তাহারই নাম বরণদশা। স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি—এই পাঁচটি নাম-স্মরণের প্রক্রিয়া। নাম-স্মরণ, রূপ-স্মরণ, গুণ-ধারণা, লীলায় ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলা-প্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়ারূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপনদশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপ-সিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই সহজ-পরমহংস। পরে কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগমসময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজ-লীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরমফল॥ ১২॥

এই শ্লোকে দশমূলের সংক্ষেপ-মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সদ্বৈদ্য-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরিত নিজজন। তিনি যে দশমূল-পাচন নিত্যবদ্ধ জীবকুলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক জগতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান করিলে জীব অবিদ্যা-ব্যাধি হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি আলোচ্য,—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪২)। সাধনপর্ব্বের একটি রহস্য এই যে,—অপ্রাকৃত জ্ঞান,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি ও ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনটিই সমমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে থাকিয়া এই দশমূল-পাচন পান করিলে সাধক ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

শ্রীমদাচার্য্যদেবস্য পুরীগোস্বামিনঃ প্রভোঃ।
কৃপাদেশ-কৃপালেশ-সম্বলঃ পতিতোঽপ্যহম্ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদোক্তেঃ সারং সারং সমাহরন্।
কৃতবান্ দশমূলস্য ভাষ্যমাস্বাদনং শুভম্ ॥
গঙ্গায়াঃ পূজনং যদ্বদ্ গঙ্গাতোয়েন সিধ্যতি।
ভাষ্যেণাস্বাদনেনেদং মদ্গুরুপূজনং তথা ॥
শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদস্য গুরোর্বিরহবাসরে।
বাণেষুবেদ-গৌরাব্দে ভাষ্যং প্রকাশিতং মুদা ॥

সমাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিশিষ্ট

দশমূল-নির্য্যাস

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতাং-
স্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ
গৌরচন্দ্রং ভজে তম্॥

সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই-প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয় ঃ—শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদ-কান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্-গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভামাত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন্। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়া-শক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্য-যুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিজ্ঞাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-দৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্য-চরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারী-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধি-বশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতার-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত-গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবম্বিধ রূপসৌন্দর্য্য. যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-রসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয় ঃ—পূর্ব্ব তিনটি বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ,পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়ই চিৎস্বরূপ বটে,কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয় ঃ—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখন নরকাদি-ভোগ—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য ; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্মদ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত-প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই

---

* "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাসকরত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন; বিশুদ্ধা শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri.

একটি ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক-ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয় ঃ—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য ও কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদি-তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ ও অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ডে আমার নিত্য অবস্থান নয়; ইহা কারাগৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্যভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল ; এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন-পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্যভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা অবশ্য হইবে ; কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ, যাহাতে শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ * বর্জ্জন,

* অপরাধ দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নাম-পরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যত্নের সহিত অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, প্রাতিকূল্যভাবে গ্রাম্যবার্ত্তার অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী ভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে

---

(৫) নামের মহিমা কেবল স্তবমাত্র, এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন; কিছুতেই যায় না, কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নাম-গ্রহণ-মাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভ-দ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয় ঃ—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়; এই রসের নাম দাস্যরস। দাস্য-রসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়; ইহার নাম সখ্যরস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্যরস বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্য-ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাববিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরা শক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-করত জীব নির্ম্মল হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ (অনুভব) করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরমবিচিত্র ভাব। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রদত্ত ক্রম যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্যাদ্দৃঢ়েহয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪)

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয় ; ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম ; প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্য্যাস। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয় ; গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা ;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভজনদ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি ; তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের **প্রথমাঙ্গই—দশমূল-সেবন।** দশমূল-নির্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার * করিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম

* "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥" ইহার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন্, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসতৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা।

চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্যদেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূলজ্ঞান-দ্বারা অনুতাপকেই স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং তাঁহাকে ভক্তিসূচক একটি নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি

পরিপক্ব করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ; অমানি-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তচ্ছাস্ত্র-দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত * বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চ সংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

---

* এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র কয়েকটী পদ আলোচ্য ও তাহার অমৃতপ্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ২।১১৬-১১৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত

শ্রীভক্তিরত্নাকর

তিন টাকা আট আনা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

কল্যাণকল্পতরু

'পরিমল'-ভাষ্য সহিত

আড়াই আনা

অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্-এ,
ভক্তিসুধাকর-সম্পাদিত
শ্রীস্বামিটীকা-সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তিন টাকা

'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক-প্রণীত

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বার আনা

সচিত্র

শ্রীচৈতন্যদেব

তৃতীয় সংস্করণ—দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান—(১) মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ উয়ারী, ঢাকা (২) শ্রীগোড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা এবং (৩) 'গৌড়ীয়-মিশনে'র শাখামঠসমূহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতারী ও অবতার

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

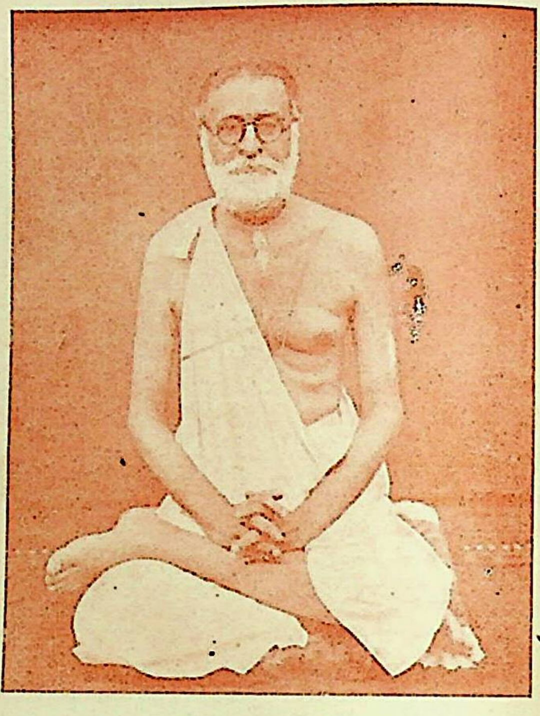

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতারী ও অবতার

মহামহোপদেশক
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-
বিরচিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত] [ছয় আনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশক—
শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্
পুরাণাপল্টন, রমণা, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্
পোঃ—ওয়ারী, ঢাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল
মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা, মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক স্বধামগত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয়-সংস্করণ 'বিশ্বকোষে'র জন্য কতিপয় বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব-পরিভাষার মধ্যে 'অবতার'-শব্দ-সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ রচনা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই গুরু-কার্য্যের ভার তাঁহার একটি অযোগ্যতম ভৃত্যাভাসের উপর ন্যস্ত করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা ও কৃপা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রৌতবিচার-অবলম্বনে নানাশাস্ত্র এবং প্রামাণিক ও মৌলিক গ্রন্থ-সমূহ আলোচনার পর ঐ প্রবন্ধটি রচিত হয়। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাণ্ডারের সংরক্ষক গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক তখন 'অবতার'-প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। উহা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বাঙ্গালা 'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয়-সংস্করণে তৃতীয়ভাগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় ১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই প্রবন্ধটি আরও বিস্তৃতভাবে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

অবতার-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়। একমাত্র শুদ্ধ-ভক্ত ও ভগবানের কৃপা-ব্যতীত তাহা কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় না। জড়-পাণ্ডিত্য ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শত শত গবেষণার দ্বারাও 'অবতার'-তত্ত্ব কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না বা পারেন নাই। বহুরূপিণী আধ্যক্ষিকতা হইতে অবতারতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল বিচিত্র অসম্মতের উদয় হইয়াছে, এই গ্রন্থে শাস্ত্র-যুক্তি-মূলে তাহা খণ্ডন করিয়া প্রকৃত শ্রৌত-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিচার ও তথ্যসমূহের তুলনামূলে প্রকৃত শ্রৌত-তথ্যের অনুসন্ধান করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অযোগ্য লেখকের কোন ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রন্থে ঘটিয়া থাকিলে তাহা সজ্জন পাঠকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া সার গ্রহণ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

উপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্যপুরাণরাগতীর্থ মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থের প্রুফ্‌সংশোধন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী,
১০ই ভাদ্র, ১৩৪৭, বঙ্গাব্দ,

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্করাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচী-পত্র

অধ্যায়	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম	অবতার কাহাকে বলে ?	১-৪
দ্বিতীয়	অবতারী	৪-৯
তৃতীয়	অবতারাবলী	৯-২৩
চতুর্থ	অবতার-তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা	২৪-৩০
পঞ্চম	অবতার-তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ	৩১-৩৩
ষষ্ঠ	অবতার-তত্ত্বের প্রামাণিকতা	৩৪-৪৪
সপ্তম	অবতারাবলীর ভুবনমঙ্গল কার্য্য	৪৪-৭২
অষ্টম	শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব	৭২-৭৭
নবম	আনুকরণিক অবতার-বাদ	৭৮-৮২
দশম	বিভিন্ন দেশের অবতার	৮৩-৮৮
একাদশ	শ্রীকৃষ্ণাবতারের অনাদিত্ব	৮৮-৯৩
দ্বাদশ	দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ	৯৩-৯৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অবতারী ও অবতার

প্রথম অধ্যায়

অবতার কাহাকে বলে ?

প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে এই প্রপঞ্চে বা বিশ্বে অবতরণকে 'অবতার' বলে। সর্ব্বকারণ-কারণ পরাৎপর-তত্ত্ব ভগবান্ বিশ্ব-মঙ্গলের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরের দ্বারা নূতনের ন্যায় জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে 'অবতার' বলে। নিত্য অস্তিত্ববান্ বা বাস্তব বস্তু যখন অবতরণ করেন, অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক গোলোক হইতে ভূলোকে আগমন করেন, তখনই তাঁহাকে 'অবতার' বলা যায়। নিত্য সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহেরই অবতার হয়। *

অবতারের সংজ্ঞা

---

* "পূর্ব্বোক্তবিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥"

—সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড ২।১

"অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি"

—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯ সংখ্যা

"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ"

—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—সংক্ষেপ ভাগবতামৃত-টীকা, অবতার-প্রকরণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৪।৭-৮) নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকদ্বয়ে অবতারের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

অবতারের কারণ

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অবতারের কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগীতার ঐ শ্লোকদ্বয়ের পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন,—

ধর্ম্মপরাভব হয় যখনে যখনে ।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে ॥
সাধুজন রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে ।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পা'য় করে বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে ।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৯—২১)

ভগবান্ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন বলিয়া তিনি প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রিত বা প্রাকৃত হইয়া পড়েন না। ভগবান্ ও তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ তৎপ্রেরিত ভক্তাবতার উভয়েই কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় জন্মপরিগ্রহ করেন না। ভগবান্ তাঁহার স্বরূপশক্তি-দ্বারাই আপনাকে জগতে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই আবির্ভাব সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বিক হয়,—

অবতারের জন্ম ও লীলা অপ্রাকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥

(গীঃ ৪।৬, ৯)

"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতারামীত্যর্থঃ।"—(শ্রীধরঃ)

স্বীয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া—স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই, ইহাই অর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—মূঢ় ব্যক্তিগণই অবতারে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। সেই সকল মূঢ়লোক রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায় তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান সকলই নিরর্থক হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

(গীঃ ৯।১১-১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥

(ভাঃ ১০।১০।৩৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাকৃত-শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, সেই সকল অনুপম গুণযুক্ত বীর্য্য মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী অবতারে দর্শন করিয়া লোক-সকল মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার যে প্রাকৃত-শরীর-রহিত অপ্রাকৃত অবতার, তাহা জানিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতারী

অন্যান্য অবতার যেরূপ তাঁহাদের নিত্যধাম হইতে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ শ্বেতবরাহ-কল্পের বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ দ্বাপরের শেষে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

অবতার ও অবতারী

অন্যান্য অবতারের সহিত প্রাকট্যাংশে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অবতার-মধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি কোন জাগতিক কার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি-বিনাশ বা অসুর-মারণাদির জন্য প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন না।

অবতারী

পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্য্য তাঁহার অংশের অংশ, কলা-বিকলা পুরুষাবতার-সমূহের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; তবে যে গীতাদি-শাস্ত্রে 'তিনি পৃথিবীর ভার হরণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ অঘ-বক-পূতনাদি অসুর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া যে শুনা যায়, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে ; স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাতে অংশাবতারগণও প্রবিষ্ট থাকেন ; তাঁহারাই পৃথিবীর ভার-হরণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কৃত কার্য্য স্বয়ং ভগবানে আরোপ করিয়া ঐরূপ কথা বলা হয়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপস্থ নিজ-পরিজন-সমূহের আনন্দ-বিশেষাত্মক চমৎকারিতা-বিধানের জন্য নিজ-জন্মাদি-লীলা-দ্বারা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করিয়া স্বেচ্ছায় কখনও কখনও সকল লোকের নেত্রগোচর হন। শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু স্বয়ং ভগবানের অবতারের হেতু বলিয়াছেন,—

"ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনাত্তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ-পরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদি-লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈ-বেত্যায়াতম্।"— (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৮ সংখ্যা)

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তা'তে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

(চৈঃ চঃ আ ৪.৮-১৬)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিশেষ। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণ-রূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

(ভাঃ ১।৩।২৭)

প্রজাপতিগণ, মহাবীর্য্যশালী মুনিগণ, মনুগণ, দেবতাবৃন্দ ও মানবগণ সকলেই শ্রীহরির অংশ-বিভূতি বলিয়া কথিত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণই অবতারী

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(ভাঃ ১।৩।২৮)

উপরি-উক্ত অবতারগণের কেহ কেহ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ-অবতার এবং অংশের অংশ-বিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্যপীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপদ্রুত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"এতে প্রোক্তা অবতারা মূলরূপী কৃষ্ণঃ স্বয়মেব।"

(ভাগবত-তাৎপর্য্য ১।৩।২৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ;
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন॥

(চৈঃ চঃ আ ২।৮৮-৯০)

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
অংশের অংশ যেই, 'কলা' তাঁ'র নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম॥
তাঁ'র এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁ'র অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, সেহো সর্ব্বজিষ্ণু॥

* * *

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি'।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥

* * *

অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'।
সকল সম্ভবে তাঁ'তে, যাঁ'তে অবতারী॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥

* * *

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥

* * *

আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

* * *

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ আ ৫।৪,৭৩-৭৫, ৭৮, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩৭, ১৪২)

তৃতীয় অধ্যায়

অবতারাবলী

শ্রীমদ্ভাগবতে বাইশটী অবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকারিকাতে অবতারগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—

১। নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি—ইঁহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। নারদ, ব্যাস ও বুদ্ধ—ইঁহারা ধর্ম্মসমূহের প্রকাশক অবতার।

৩। রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী ও বামন—ইঁহারা শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-প্রধান অবতার।

৪। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞান-প্রদর্শক অবতার।

৫। নারায়ণ, নর ও ঋষভ—ইঁহারা বৈরাগ্য-প্রদর্শক অবতার।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহানিধি এবং তাঁহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভুক্ত আছেন।

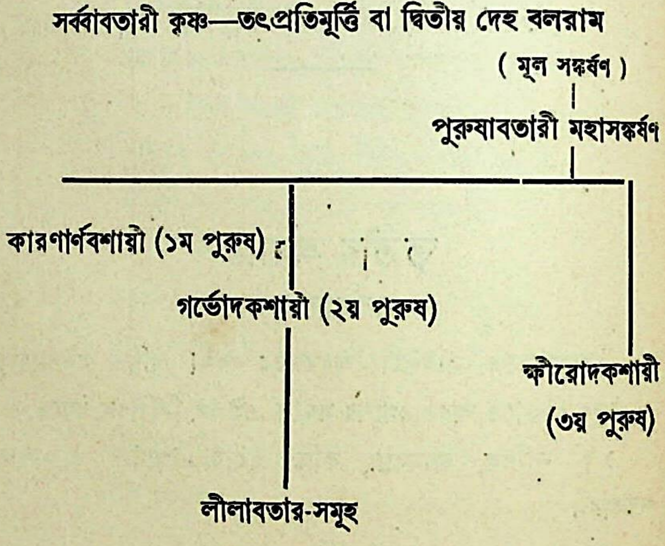

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্যপ্রকার অবতার হইলেও তাহা প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত—(১) পুরুষাবতার; (২) গুণাবতার, (৩) লীলাবতার, (৪) মন্বন্তরাবতার, (৫) যুগাবতার (৬) শক্ত্যাবেশাবতার।

ষড়্‌বিধ-অবতার

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।২৪৫, ২৪৬)

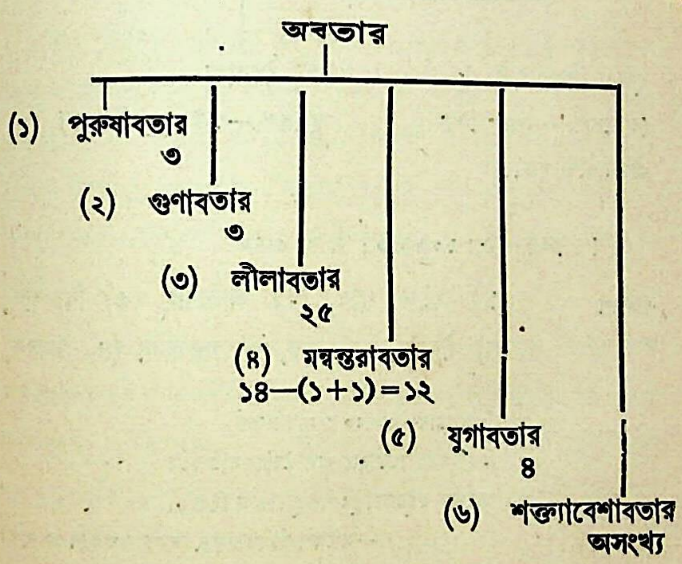

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরুষাবতার *

(১) কারণার্ণবশায়ী (মহৎস্রষ্টা বা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী)
(ভাঃ ২।৬।৪০, ১১।৪।৩, ব্রঃ সং ৫।১০-১৩)

(২) গর্ভোদশায়ী (সূক্ষ্মসমষ্টি বিরাটের অন্তর্য্যামী, ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা)।—(ভাঃ ১।৩।২-৩ ; ব্রঃ সং ৫।১৪)

(৩) ক্ষীরোদশায়ী (প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু)।—(ভাঃ ২।২।৮ ; ব্রঃ সং ৫।১৫)

গুণাবতার

১। ব্রহ্মা—ভাঃ ১।৩।২ ; ব্রঃ সং ৫।৪৯

(ক) হিরণ্যগর্ভ †
(সূক্ষ্মরূপ,—ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য-ভোগকারী)

(খ) বৈরাজ
(স্থূলরূপ,—সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত)

২। রুদ্র—ভাঃ ১০।৮৮।৩ ; ব্রঃ সং ৫।৪৫

একাদশ রুদ্র — (১) অজৈকপাৎ, (২) অহিব্রধ্ন, (৩) বিরূপাক্ষ, (৪) রৈবত, (৫) হর, (৬) বহুরূপ, (৭) ত্র্যম্বক,

---

* বিষ্ণুপুরাণ—৬।৮।৫৯ ও সাত্বত-তন্ত্র

† হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥
—সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, অবতার-প্রকরণ ১৯ সংখ্যা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৮) সাবিত্র, (৯) জয়ন্ত (১০) পিনাকী, (১১) অপরাজিত।

৩। বিষ্ণু—ভাঃ ১০।৮৮।৫ ; ব্রঃ সং ৫।৪৬ (ক্ষীরাব্ধিশায়ী নিগুর্ণ)

লীলাবতার

(১) চতুঃসন—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন—এই চারিটীতে এক অবতার।—(ভাঃ ১।৩।৬ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১)

(২) নারদ—চতুঃসন ও নারদের ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভাব ও অন্যান্য সকল কল্পে বিদ্যমানতা।—(ভাঃ ১।৩।৮ ; সং ভাঃ ঐ ১)

(৩) বরাহ—দুইবার আবির্ভাব—(ক) ব্রাহ্মকল্পের স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে ; (খ) ঐ কল্পেরই চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জল হইতে। প্রথমোক্ত বরাহ শ্যামবর্ণ ও চতুষ্পাৎ ; কার্য্য—পৃথিবী-উদ্ধার ; শেষোক্ত বরাহ শ্বেতবর্ণ ও নৃবরাহ ; কার্য্য—হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথিবী-উদ্ধার।—(ভাঃ ১।৩।৭, ২।৭।১, ৪।৩০।৪৯ ; সং ভাঃ ঐ ২-৮)

(৪) মৎস্য—দুইবার আবির্ভাব—(ক) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদিভাগে হয়গ্রীব-বধ ও বেদাহরণ ; (খ) চাক্ষুষ-মন্বন্তরের শেষে সত্যব্রতের প্রতি কৃপা। প্রতিমন্বন্তরেই মৎস্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় প্রতি-কল্পে ১৪বার আবির্ভাব।—(ভাঃ ১।৩।১৫, ২।৭।১২ ; সং ভাঃ ঐ ৯-১২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) যজ্ঞ—রুচি হইতে আকূতিতে অবতীর্ণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর-পালনকারী। মাতামহ মনুকর্ত্তৃক 'হরি'-নামে কথিত। (ভাঃ ১।৩।১২; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১৩)

(৬) নরনারায়ণ—ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে নর ও নারায়ণ-ঋষি-রূপে অবতীর্ণ; কার্য্য—মনের উপশান্তি শিক্ষা-দান। হরি ও কৃষ্ণ-নামে ইঁহাদের দুইটি সহোদর আছেন; এইজন্য ইঁহারা চতুঃসনের ন্যায় চারিটীতে একটি অবতার।—(ভাঃ ১।৩।৯; সং ভাঃ ঐ ১৪)

(৭) কপিল—দুই জন—(ক) সেশ্বর কপিল, কর্দ্দমঋষি ও দেবহূতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কপিলবর্ণ বলিয়া কপিল নাম—বাসুদেবের অবতার; আসুরী নামক ব্রাহ্মণের প্রতি সেশ্বর-সাংখ্য-তত্ত্বের উপদেষ্টা; (খ) বেদবিরুদ্ধ কুতর্কপূর্ণ নিরীশ্বর সাংখ্যের উপদেষ্টা অগ্নিবংশজ কপিল—জীব; ইনি অন্য আসুরীর প্রতি নিরীশ্বর সাংখ্যের উপদেশক; ইনি লীলাবতারের মধ্যে নহেন।—(ভাঃ ১।৩।১০, মঃ ভাঃ বঃ প্রঃ ২২০।২২)

(৮) দত্ত বা দত্তাত্রেয়—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্ররূপে অবতীর্ণ ব্রাহ্মণবেশী; অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির প্রতি আত্মবিদ্যার উপদেষ্টা।—(ভাঃ ১।৩।১১, ২।৭।৪; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১৬, ১৭)

(৯) হয়শীর্ষা—ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত; মধু ও কৈটভ-দৈত্যের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, সুবর্ণবর্ণ; শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ-কালে তাঁহার নাসাপুট হইতে বেদবাণীর আবির্ভাব।—(ভাঃ ২।৭।১১; সং ভাঃ ঐ ১৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১০) হংস—জল হইতে রাজহংসরূপে প্রকাশিত ; নারদের প্রতি ভক্তিযোগ এবং ভগবান্ ও জীবের স্বরূপ-প্রকাশক জ্ঞানের উপদেষ্টা।—(ভাঃ ২।৭।১৯ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ১৮)

(১১) ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অবতীর্ণ ; বিমাতার বাক্যবাণবিদ্ধ ধ্রুবের তপস্যা ও স্তুতিতে প্রসন্ন, ধ্রুবলোক-প্রদানকারী।—(ভাঃ ২।৭।৮, ১০।৩।৩২, ৪১ ; সং ভাঃ ঐ ১৯)

(১২) ঋষভ—অগ্নিধ্রের পুত্র নাভি ও মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ ; সর্ব্বগুণে গরিষ্ঠ হওয়ায় 'ঋষভ' নাম ; পরমহংসদিগের ধর্ম্মের উপদেষ্টা।—(ভাঃ ১।৩।১৩ ; সং ভাঃ ঐ ২০)

(১৩) পৃথু*—মুনিগণের দ্বারা মথ্যমান বেণের দক্ষিণ-বাহু হইতে আবির্ভূত ; স্বর্ণকান্তি। কার্য্য—অর্চ্চন বা পূজা-শিক্ষা-দান।—(ভাঃ ১।৩।১৪ ; সং ভাঃ ঐ ২০-২১)

(১৪) নৃসিংহ—ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থনের পূর্ব্বে অবতার, হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভাব ; কার্য্য—ভক্তবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর হৃদয়-বিদারণ ও প্রহ্লাদের আহ্লাদ-বিধান।—(ভাঃ ১।৩।১৮ ; সং ভাঃ ঐ ২২)

(১৫) কূর্ম্ম—দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন-কালে পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচলধারণকারী। পদ্মপুরাণের মতে যিনি মন্দরধৃক্, তিনিই ভূধারী

---

* চতুঃসন হইতে পৃথু পর্য্যন্ত ১৩টী অবতার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হন ; তন্মধ্যে বরাহদেবের চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে পুনরায় আবির্ভাব। সাধারণ-দৃষ্টিতে চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে পুনরায় হংসদেবের অবতার ; কিন্তু বিশেষ-দৃষ্টিতে প্রতি-মন্বন্তরে আবির্ভাব।

—সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হন ; কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির মতে ভূধারী কূর্ম্মেরই মন্দর-ধারণার্থ আবির্ভাব।—(ভাঃ ১।৩।৩৬ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ২৩)

(১৬) ধন্বন্তরি—ধন্বন্তরির ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে ও সপ্তম বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে দুই বার আবির্ভাব। প্রথম অবতারে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর-রূপে অমৃত-কমণ্ডলু-হস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তন ; দ্বিতীয়বার পূর্ব্বোক্তরূপে কাশীরাজের পুত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তন।—(ভাঃ ১।৩।১৭ ; সং ভাঃ ঐ ২৩)

(১৭) মোহিনী *—দুইবার আবির্ভাব—(১) দৈত্যমোহনার্থ, (২) দ্বিতীয়বার মহাদেবের প্রমোদার্থ।—(ভাঃ ১।৩।১৭ ; সং ভাঃ ঐ ২৩)

(১৮) বামন—ব্রাহ্মকল্পে ইঁহার তিনবার আবির্ভাব। ইনি ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বাস্কলি-দৈত্যের যজ্ঞে, তৎপরে বৈবস্বত-মন্বন্তরে ধুন্ধু অসুরের যজ্ঞে গমন করেন এবং তৃতীয় বারের বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ও অদিতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন ; অদিতিনন্দনরূপে বামনাকার প্রকাশ করিয়া স্বর্গের পুনর্গ্রহণ-মানসে বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করেন।—(ভাঃ ১।৩।৯ ; সং ভাঃ ঐ ২৪)

(১৯) পরশুরাম বা ভার্গব—ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবিদ্বেষী ক্ষাত্রনীতিকে নিরাস করিবার জন্য একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য-করণার্থ জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্ররূপে গৌরবর্ণ পরশুরামের আবির্ভাব ;

* ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী—এই চারি অবতার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাহারও মতে বৈবস্বত-মন্বন্তরের ১৭শ চতুর্যুগে, মতান্তরে ২২শ চতুর্যুগে আবির্ভাব।—(ভাঃ ১।৩।২০ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ২৫)

(২০) রাঘব রাম—বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৪শ চতুর্যুগের ত্রেতায় দশরথ-কৌশল্যার পুত্ররূপে নবদুর্ব্বাদল-কান্তি শ্রীরামের দেব-কার্য্য-সাধনার্থ আবির্ভাব ; কার্য্য—রাবণাদি অসুরবধ ও আদর্শ-রাজনীতি-প্রচার। –(ভাঃ ১।৩।২২ ; সং ভাঃ ঐ ২৬)

(২১) ব্যাস—মন্দবুদ্ধি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য পরাশর-সত্যবতীর পুত্ররূপে বেদকল্পবৃক্ষের শাখা-বিভাগার্থ অবতীর্ণ ; কোথায়ও সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কোথায়ও আবেশাবতাররূপে গণিত।—(ভাঃ ১।৩।২১ ; বিঃ পুঃ ৩।৪।৫ ; মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৩৪৬।১১ ; সং ভাঃ ঐ ২৭)

(২২) বলরাম—বসুদেব হইতে দেবকী ও রোহিণীতে আবির্ভূত, কর্পূরকান্তি নীলবসন পৃথিবীর ভার-অপহরণার্থ অবতীর্ণ।— (ভাঃ ১।৩।২৩ ; সং ভাঃ ঐ ২৮)

(২৩) কৃষ্ণ—বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে নবমেঘদ্যুতিশ্যাম-কলেবররূপে অবতীর্ণ ; দ্বিভুজ হইয়াও কখনও কখনও চতুর্ভুজ প্রকাশ করেন।— (ভাঃ ১।৩।২৩ ; সং ভাঃ ঐ ২৮)

(২৪) বুদ্ধ—কলির দুই হাজার বৎসর অতীত হইলে অসুর-মোহার্থ গয়া-প্রদেশের ধর্ম্মারণ্য-গ্রামে অজিন-পুত্রের বুদ্ধনামে আবির্ভাব ; পাটলবর্ণ (শ্বেতরক্ত), দ্বিভুজ ও শিখা-বর্জ্জিত রূপ ; সূত যখন ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, তখন বুদ্ধ তাঁহার নিকট ভবিষ্যদ্ অবতার ; বর্ত্তমানে তিনি অতীত অবতার।—(ভাঃ ১।৩।২৪ ; সং ভাঃ ঐ ২৯-৩০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২৫) কল্কি *—কলিযুগের অবসান কালে নৃপতিগণ দস্যু-প্রকৃতি হইয়া উঠিলে বিষ্ণুযশাঃ ব্রাহ্মণ হইতে কল্কির আবির্ভাব হইবে। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ কলিতে কল্কি ও বুদ্ধের আবির্ভাব; কোন কোন মতে প্রতিকলিতেই বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব।— (ভাঃ ১।৩।২৫ ; সং ভাঃ লীলা প্রঃ ৩১-৩২)

মন্বন্তরাবতার

(১) যজ্ঞ—পূর্ব্বে লীলাবতারের মধ্যেও গণিত হইয়াছেন।— (সং ভাঃ, মন্বন্তরাবতার প্রঃ ১)

(২) বিভু—স্বারোচিষীয় মন্বন্তরে বেদশিরা ও তুষিতার পুত্ররূপে আবির্ভূত। কুমার-ব্রহ্মচারী বিভুর নিকট ৮৮ হাজার মুনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত শিক্ষা করেন।— (ভাঃ ৮।১।২১-২২ ; সং ভাঃ, ঐ প্রঃ ২)

(৩) সত্যসেন—ঔত্তমীয় মন্বন্তরে ধর্ম্ম ও সুনৃতার পুত্র-রূপে আবির্ভূত। ইনি ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাচারী দুষ্ট-যক্ষ, রাক্ষস ও প্রাণি-পীড়ক জীবগণকে বিনাশ করেন।— (ভাঃ ৮।১।২৫-২৬ ; সং ভাঃ ঐ ৩)

(৪) হরি—তামসীয় মন্বন্তরে হরিমেধা ও হরিণীর পুত্ররূপে আবির্ভূত ; কুম্ভীর-মুখ হইতে গজেন্দ্রের মুক্তি-দাতা।—(ভাঃ ৮।১।৩০ ; সং ভাঃ ঐ ৪)

---

* বামন হইতে কল্কি পর্য্যন্ত আটটি অবতার ; বৈবস্বত-মন্বন্তরের চতুঃসন হইতে কল্কি পর্য্যন্ত পঁচিশটী অবতার প্রতিকল্পে প্রায়ই আবির্ভূত হন ; ইঁহারা কল্পাবতার-নামেও খ্যাত। (ব্রহ্মার একদিনের নাম কল্প)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) বৈকুণ্ঠ—রৈবতীয় মন্বন্তরে শুভ্র ও বিকুণ্ঠার পুত্ররূপে আবির্ভূত; রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশকারী।—(ভাঃ ৮।৫।৪-৫; সং ভাঃ মন্বন্তরাবতার প্রঃ ৫)

(৬) অজিত—চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে বৈরাজ ও সম্ভূতির পুত্র-রূপে আবির্ভূত; ইনি সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃত-আহরণ এবং কূর্ম্মরূপে মন্দরাচল পৃষ্ঠে ধারণ করেন।—(ভাঃ ৮।৫।৯-১০; সং ভাঃ ঐ ৬)

(৭) বামন—পূর্ব্বে লীলাবতার-প্রকরণে গণিত।—

(সং ভাঃ ঐ ৭)

(৮) সার্ব্বভৌম *—সাবর্ণীয় মন্বন্তরে দেবগুহ্য ও সরস্বতীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন; পুরন্দর-নামা ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়া বলিরাজকে অর্পণ করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।১৭; সং ভাঃ ঐ ৮)

(৯) ঋষভ—দক্ষ-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ ও অম্বুধারার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন; অদ্ভুত-নামা ইন্দ্র তাঁহার উপার্জ্জিত ত্রিলোক ভোগ করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।২০; সং ভাঃ ঐ ৯)

(১০) বিষ্বক্সেন—ব্রহ্ম-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে বিশ্বজিৎ ও বিষূচীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন; শম্ভু-নামা ইন্দ্রের সহিত সখ্য-বিধান করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।২৩; সং ভাঃ ঐ ১০)

---

* সার্ব্বভৌম হইতে বৃহদ্ভানু পর্য্যন্ত সাত জন সাবর্ণি প্রভৃতি মন্বন্তরের ভাবী সপ্ত অবতার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১১) ধর্ম্মসেতু—ইনি ধর্ম্ম-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে আর্য্যক ও বৈধৃতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং লোকত্রয় পালন করিবেন। (ভাঃ ৮।১৩।২৬ ; সং ভাঃ মন্বন্তরাবতার প্রঃ ১১)

(১২) সুধামা—ইনি রুদ্র-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে সত্যসহ ও সুনৃতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং রুদ্র-সাবর্ণি-মন্বন্তর পালন করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।২৯ ; সং ভাঃ ঐ ১২)

(১৩) যোগেশ্বর—ইনি দেব-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে দেবহোত্র ও বৃহতীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবরাজের কার্য্য সাধন করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।৩২ ; সং ভাঃ ঐ ১৩)

(১৪) বৃহদ্ভানু—ইনি ইন্দ্র-সাবর্ণীয় মন্বন্তরে সত্রায়ণ ও বিনতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মতন্তু বিস্তার করিবেন।—(ভাঃ ৮।১৩।৩৫ ; সং ভাঃ ঐ ১৪)

যুগাবতার

(১) শুক্ল (সত্যযুগে)
ভাঃ ১১।৫।২১-২৩

(২) রক্ত (ত্রেতাযুগে)
ভাঃ ১১।৫।২৪-২৬

(৩) শ্যাম (দ্বাপরে)
ভাঃ ১১।৫।২৭-২৯

(৪) কৃষ্ণ (কলিতে)
ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপরি উক্ত বিচার সাধারণ যুগাবতার-সম্বন্ধে। যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। প্রতিযুগেই তত্তৎ মন্বন্তরাবতার যুগাবতার-রূপে প্রকটিত হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেকালে যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তদ্রূপ যে কলিতে পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন, সেকালে সেই-যুগের কৃষ্ণবর্ণ অবতারও গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরেরই অব্যবহিত কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। (ভাঃ ১১।৫।৩২ ; মঃ ভাঃ দানধর্ম্ম ১৪৯।৭৫।৯২,)

শক্ত্যাবেশাবতার (অসংখ্য)

(১) মুখ্য (সং ভাঃ পূঃ খঃ আঃ প্রঃ ১৮ শ্লোক)
বা
সাক্ষাৎ-শক্ত্যাবেশাবতার
সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীব ব্রহ্মা, শেষ, অনন্ত ইত্যাদি

(২) গৌণ
বা
আভাস-শক্ত্যাবেশাবতার
কৃষ্ণের যাবতীয় বিভূতি (গীঃ ১০।৪১-৪২)

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

(সং ভাঃ পূঃ খঃ আঃ প্র ১৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানশক্ত্যাদি বিভাগের দ্বারা জনার্দ্দন যে-সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "আবেশ" বলে।

শক্ত্যাবেশাবতার মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার,—তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার এবং যে-স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার।

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি॥
'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মা'র আবেশাবতার-নাম॥
বৈকুণ্ঠে 'শেষ', ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি॥
শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ-বীর্য্যসঞ্চারণ'॥
'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ-শক্ত্যাভাসাবেশে॥
যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।৩৬৫-৩৭০, ৩৭২-৩৭৩)

যে সকল জীব—বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্, তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশ-সম্ভব বলিয়া জান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতার আর একপ্রকারে চতুর্ব্বিধ

(১) আবেশ
চতুঃসন, নারদ, পৃথু, মতান্তরে পরশুরাম, কল্কি প্রভৃতি

(২) প্রাভব *

(ক) অল্পকাল প্রকাশিত
মোহিনী, হংস ও শুক্লাদি যুগাবতার

(খ) দীর্ঘকাল প্রকাশিত
শাস্ত্র-প্রণয়নকর্ত্তা ; ব্যাস, ধন্বন্তরি, ঋষভ, দত্ত ও কপিল

(৩) বৈভব †
মৎস্য, কূর্ম্ম, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্ববিনাশক বলদেব ও যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার—এই একুশ জন

(৪) পরাবস্থ ‡
নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ ; ইঁহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর অধিক শক্তির অভিব্যক্তি

---

* যাঁহাদিগের রূপ হরিস্বরূপ ; কিন্তু যাঁহারা পরাবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত ন্যূন, তাঁহারা প্রাভব। † প্রাভবে যে পরিমাণ শক্তির প্রকাশ হয়, তদপেক্ষা বৈভবে অধিক পরিমাণ শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ‡ শাস্ত্রে চরম বা পূর্ণবিকশিত অবস্থাকে পরাবস্থা বলে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর্থ অধ্যায়

অবতার-তত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা

অবতার-তত্ত্বের মূল-কথা বিস্মৃত হইলেই অতিমর্ত্ত্য অবতার বা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে কুণ্ঠধর্ম্মাশ্রিত মনুষ্য বা পশু-পক্ষীর সহিত সমজাতীয়ত্বে বিচার করিবার একটা দুর্ব্বুদ্ধি ও কুযুক্তি নিসর্গ-বহির্ম্মুখ মানব-মেধায় দৃষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' বলিয়াছেন,—"যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার সীমা নির্দ্দেশ কর কেন ? তবে কি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না ?" কিন্তু কার্য্যকালে তিনি তাঁহার সেই পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সর্ব্বত্র পীতবর্ণ দর্শনের ন্যায় মৎস্য, কূর্ম্মাদি অপ্রাকৃত অবতারসমূহকে ঔপন্যাসিক কথা মনে করিয়াছেন ! সর্ব্বশক্তিমান্ ও ইচ্ছাময় পুরুষ বিশেষ বিশেষ কার্য্যার্থ তাঁহার তত্তৎ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত রূপ প্রকাশ করিতে পারেন না ;—এইরূপ অতিকল্পনা করিবার কি যুক্তি আছে ? বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার 'অলৌকিকতা'কে (?) বিশ্বাস করেন না। না-ই করিলেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না ; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমত্তায় যে অচিন্ত্যশক্তিমত্তা বলিয়া একটি ব্যাপার আছে, তাহা অলৌকিকতা হইতে স্বতন্ত্র। সর্ব্বশক্তিমানের অচিন্ত্যশক্তি-বলেই পরমেশ্বর যে কোন নিত্যসিদ্ধরূপে জগতে প্রকাশিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে পারেন। সাত্বত-শাস্ত্র নিরাকার বা নির্গুণ-বস্তুর প্রাকৃত-সাকার-রূপ বা সগুণ-রূপ-গ্রহণকে অবতার বলেন না। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-বলে তাঁহার নিত্যধামে অপ্রাকৃত পশু-রূপ; অপ্রাকৃত অর্দ্ধপশু-রূপ, অর্দ্ধনর-রূপ; অপ্রাকৃত বামন-নর-রূপ, অপ্রাকৃত অসভ্য নর-রূপ, অপ্রাকৃত সভ্যদ্বিভুজনর-রূপ, আবার অপ্রাকৃত চতুর্ভুজাদি ঐশ্বর্য্যময়-রূপ প্রকাশ করিয়া অবস্থান করেন। সেই সকল নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ যখন কৃপা-পূর্ব্বক জগতে প্রকটিত হন, তখন তাঁহাদিগকেই 'অবতার' বলে। অপ্রাকৃত নিত্যজগতে যাহা আছে, তাহাই প্রপঞ্চে প্রকাশের নাম 'অবতরণ'। নিত্যধামের বস্তু এ-জগতে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে অবতার বলিবার পরিবর্ত্তে বিকার বলাই সঙ্গত। যাঁহারা বলেন,—'ভগবান্ মায়ার সহিত মিশিয়া মায়াময় জীবগণের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে মায়িক জীব তাঁহাকে ধরিতে পারে না', তাঁহারা বস্তুতঃ অবতার স্বীকার না করিয়া বিকারেরই ভজনা করিয়া থাকেন।

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি

"মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্।

* * *

জ্ঞানাতীত মায়াতীত হ'য়ে ব'সে র'বে।

কি রূপেতে * * তোমার লাগ পা'বে॥"

অবতার ও বিকার-কল্পনা

উপরি-উক্ত কথাগুলি প্রকৃতপক্ষে অবতার-বিশ্বাসের কথা নহে, বিকারে অবতার-ভ্রান্তির কথা। মৎস্য-বিষ্ণু, কূর্ম্ম-বিষ্ণু, বরাহ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণু, নৃসিংহ-বিষ্ণু প্রভৃতি তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় স্ব-স্ব বৈকুণ্ঠ-ধামে বিরাজিত। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তত্তদ্-বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের নিত্য-অধিষ্ঠান সংরক্ষণ করিয়া তাঁহারা যখন আবার বিশ্বমঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সেই সকল নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত মৎস্য, কূর্ম্মাদি-রূপ জগতে অবতারণ করেন, তখনই তাঁহাদিগকে 'অবতার' বলে। ভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া থাকে না। অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি যুগপৎ গোলোকে ও ভূলোকে, বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে স্ব-স্ব-ধাম ও পার্ষদসহ অবস্থিত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন,—ইহাই অবতারের অবতারত্ব। গীতার "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া", "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্", "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" প্রভৃতি বাক্যগুলি ভুলিয়া অবতার-তত্ত্ব মুখে স্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা-মাত্র।

গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য-রূপেরই অবতার

বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চে যুগপৎ অবস্থিতি

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"ভগবানের মানুষী তনু-ধারণে আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি উপন্যাসের বিষয়ীভূত জন্তু।" এখানে জিজ্ঞাস্য এই—ভগবান্ কি কেবল মানুষকেই কৃপা করিবেন? পশুকে বা পশূচিত চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট বা পশ্বধম অনেক মনুষ্যকে কি কৃপা করিবেন না? পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যরূপে প্রপঞ্চে আসিতে পারেন, পশুরূপে আসিতে পারেন না, নর-জাতির মনীষা হইতে এইরূপ কল্পনা কি অযৌক্তিক অপস্বার্থপরতা

অবতার কি কাল্পনিক বা রূপক?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা নহে ? আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন পশু-ভাবে বিভাবিত থাকে, তখন আমাদিগকে সেইরূপ চিত্তবৃত্তি হইতে উত্তোলন করিবার জন্য করুণাময় ভগবান্ তত্তৎ-উপযোগী নিত্য-সিদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে এদেশে অবতীর্ণ হন। তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রিত হন না, তিনি অপ্রাকৃত পশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত-পশুজাতি-সামান্যে পরিগণিত হন না,—ইহাই তাঁহার পরমেশ্বরত্ব। পরমেশ্বরের কথা দূরে থাকুক, পরমেশ্বরের ভক্ত হনুমান্ পশুকুলে, গরুড়াদি পক্ষিকুলে, বিভীষণাদি রাক্ষসকুলে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত-পশু, প্রাকৃত-পক্ষী বা প্রাকৃত-রাক্ষসের সহিত সমজাতীয় নহেন।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষে ও মায়া-গুণে সংযুক্ত হয় না।

আলবন্দারু ঋষি বলিয়াছেন,—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈব-পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥

(আলবন্দারুকৃত-স্তোত্রে ১৫শ শ্লোক)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র-দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন ; কিন্তু রাজস ও তামস গুণ-বিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

প্রত্যক্ষবাদি-গণের বিবর্ত

যাঁহারা মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অবতারতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারাই অর্চ্চাবতার শালগ্রামকে মিউনিসিপ্যাল্-রাস্তার 'খোয়া'র সহিত সমান, বার্ক্ষার্চ্চাবতার তুলসীকে সাধারণ বৃক্ষের সহিত সমান বা ম্যালেরিয়া-নাশক উদ্ভিদবিশেষ মনে করার ন্যায় মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারকে উপন্যাস বা নবন্যাসের পশুশ্রেণীর অন্তর্গত মনে করিয়া গীতার (৪।৯ ; ৯।১২) বাক্যানুসারে সত্য হইতে বঞ্চিত হন।

পাশ্চাত্ত্য প্রত্যক্ষবাদ

পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদিগণও সাত্বত অবতারতত্ত্বের রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে Anthropomorphism, Zoo-morphism, Phytomorphism প্রভৃতির সহিত সমান মনে করেন। বঙ্কিম বাবু বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি কিংবা দয়ানন্দাদি আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নেতৃগণ নিজের দেশের গৌরব গান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিয়াও ন্যূনাধিক পাশ্চাত্ত্য বহির্ম্মুখ প্রত্যক্ষবাদেই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মনীষা উপন্যাস, নবন্যাস, প্রাকৃত সাহিত্য, প্রাকৃত সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকিলেই তাঁহারা অধিকার-লঙ্ঘনদোষে দোষী হইতেন না। পরমেশ্বরের সৃষ্ট জীব, জগতে যত বড়ই মনীষী হউন না কেন, পরমেশ্বরকে মাপিয়া লইতে পারেন না। মাতা না চিনাইয়া দিলে যেরূপ সন্তান পিতাকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তদ্রূপ ভগবৎ-কৃপারূপ মাতা পরিচয় করাইয়া না দিলে অবতারতত্ত্বকে কখনও বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেও যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে অবতার-তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা সুযুক্তিদ্বারা বিচার করিয়াছেন,—

অবতারতত্ত্বে অচিন্ত্য-শক্তি-মত্তা-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্ম-যাজকের অভিমত

"This most wonderful mystery, were it not a fact and revealed to us, might well be deemed an impossibility. How could the Godhead so descend? How could such contradictory terms be brought together in one person? The imagination of man, in its wildest flights, could not devise such a thing; and the more we know of God and of man, the morer emote would such a possibility seem. We might well ask, 'How shall this be done?' And the only answer is the angel's, "No word shall be impossible with God." (Luke i, 34, 37). The Almighty is not limited in His works to such things as we can understand. His action does not need to be seen and approved by us in advance. His wisdom is infinite to devise such a thing, His power is infinite to accomplish it, His goodness and love are infinite to decree it for our advantage. (Meditation on

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Christian Dogma by Right Rev. James Bellord D. D. 3rd Edition. Vol. I. P. 228).

তাৎপর্য্য—যদি এই বিস্ময়জনক রহস্য আমাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ইহার বাস্তবতা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইত। স্বয়ং ভগবান্ কি করিয়া ঐরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন ? দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি যত উর্দ্ধেই আরোহণ করুক না কেন, তাহা-দ্বারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে না ; ভগবানের স্বরূপ এবং মনুষ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমরা যতই জ্ঞান লাভ করিব, একই বস্তুতে এই দুই ভাবের সমাবেশের সম্ভাবনা ততই আমাদের নিকট সুদূর বলিয়া মনে হইবে। বাস্তবিকই আমাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, ইহা কিরূপে সম্ভবে ? ইহার একটি মাত্র উত্তর আছে, যাহা আমরা (লুক্ ১ম অ, ৩৪, ৩৭) (তদ্‌ধামস্থ) দূতের বাণী হইতে অবগত হই ; তাহা এই—'ভগবানের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।' সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্যাবলী আমাদের বুদ্ধির সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। আমরা অনুমোদন করিলে অথবা আমরা প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহার কোন কার্য্য সম্ভব হইতে পারিবে, তাহা না হইলে হইবে না ;—এইরূপ নহে। তিনি অনন্ত-জ্ঞান এবং অনন্ত-শক্তির আধার, তাঁহার করুণা অসীম এবং তিনি সকল মঙ্গলের নিদান। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এইরূপ আবির্ভাব অসম্ভব নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম অধ্যায়

অবতার-তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ

অবতার-তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে দশটী লীলাবতারের চিদ্বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সারগ্রাহিগণ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কাহারও প্রকাশ নাই, অতএব তিনি সর্ব্বরূপী। সমস্ত ভগবদাবির্ভাবই তাঁহা হইতে; অতএব তিনি সর্ব্বাবতার-বীজ। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্, তাঁহা অপেক্ষা আর পরতত্ত্ব নাই। সেই কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও করুণাময়। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া যে-সকল জীব মায়াবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গলসাধনে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্। মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব-প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ-প্রাপ্ত হইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাপ্ত ভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা-প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থ হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার হন। নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবে বামনাবতার,

অবতারাবলীর চিদ্বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে-সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই অবতার; সেই-সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর-লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; অতএব অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মায়িক দেহ ধারণ করত সময়ে সময়ে অবতার হইতে পারেন। অতএব অবতার-সকলকে ঐতিহাসিক সত্য বলিতে পারা যায়। সারগ্রাহী বৈষ্ণবমতে ইহা নিতান্ত অযুক্ত,। চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়া-রমণ অর্থাৎ মায়িক শরীর-গ্রহণ ও তদ্দ্বারা মায়িক কার্য্য-সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু ইহা তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ ও হেয়। তবে চিৎকণস্বরূপ জীবের তত্ত্ববিজ্ঞান-বিভাগে তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা সাধুদিগের ও কৃষ্ণের সম্মত। যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুর্লভ। কেবল কৃষ্ণকৃপাবশতঃই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। নির্ম্মল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহি-জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব-চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নরচরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগপূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মরূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় পরমাত্মা তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞানবিভাগে লীলা করেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিদ্বিলাস-রতি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না। অতএব অন্য সকল অবতার পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষের বীজস্বরূপ।"— (শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃতা 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা' ,অবতারলীলাবর্ণন, তৃতীয়াধ্যায়)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষষ্ঠ অধ্যায়

অবতার-তত্ত্বের প্রামাণিকতা

আধুনিক কালের প্রত্যক্ষবাদি-সম্প্রদায় হইতে কেহ কেহ বলেন, * "অবতারবাদের কথা বেদে নাই, গীতায়ই প্রথম দেখা যায়। জয়দেব ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই।" যাঁহারা এইরূপ বলেন,—তাঁহাদের অজ্ঞতাই দোষী। নিম্নলিখিত কএকটি বিচারে তাঁহাদের অজ্ঞতা লক্ষিত হয়—

বেদে অবতার-তত্ত্ব আছে কি?

১। 'বেদ' বলিতে তাঁহারা বর্ত্তমানে গ্রন্থভাণ্ডারে প্রকাশিত কএকটি পুঁথিমাত্রকেই মনে করেন। অসংখ্য-শাখাবিশিষ্ট বেদের অধিকাংশই লুপ্ত, এমন কি, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি মধ্যযুগীয় আচার্য্য-গণ যে-সকল শ্রুতি ও বেদশাখার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমানের সংগৃহীত গ্রন্থভাণ্ডারে বা প্রচারিত পুস্তকাদির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের অতি অল্পসংখ্যক কএকটি পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া "বেদে কোন নির্দ্দিষ্ট কথা নাই" প্রমাণ করিতে যাওয়া একদেশদর্শিতা মাত্র।

বেদ কি?

---

* ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন, 'প্রবাসী' পত্রিকা "শ্রীকৃষ্ণ—সারথি ও শিক্ষাগুরু" প্রবন্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। প্রাগ্‌বৈদিকযুগে অর্থাৎ বৈদিকযুগের পূর্ব্বে যে সকল আকরগ্রন্থ ছিল, তাহা হইতেই পরবর্ত্তি-কালের যুগোপযোগী ভাষায় পুরাণ, ইতিহাসাদি রচিত হইয়াছে। প্রাগ্‌বৈদিক যুগের পুরাণাদির আকর গ্রন্থগুলি অপ্রচলিত ও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের অভিমত বেদমত নহে,—কল্পনা করা অসমীচীন।

পুরাণের আকরগ্রন্থ

৩। বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চমবেদ; অতএব পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিকে 'অবেদ' বলা বেদবাণী-লঙ্ঘন। সামবেদের কৌথুমীয় শাখার ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩৷১৫৷৭) উক্ত হইয়াছে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্"—অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ—অথর্ব্ববেদ, বেদের মধ্যে "পঞ্চম" বলিয়া বিখ্যাত—ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছি। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ—ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্॥ ইত্যাদৌ। অন্যথা—"বেদান্" ইত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ।" ভবিষ্যপুরাণে,—

পুরাণাদি পঞ্চমবেদ

"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ পুরাণই পঞ্চমবেদ। ইতিহাস এবং পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হয়। মহাভারত যাহার পঞ্চম—এরূপ বেদসকল অধ্যাপন করাইয়াছিলেন—ইত্যাদি অনেকস্থলে পুরাণেতিহাসকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষ্য করিয়াই বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে মহাভারত যাহার পঞ্চম এমন বেদসকল—ইত্যাদিস্থলে মহাভারতের পঞ্চমত্বের নির্দ্দেশ হইত না। পরস্পর সমান-জাতীয়ের মধ্যেই সংখ্যা বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চমবেদ মহাভারতের অন্তর্গত গীতাতে যে অবতারের কথা স্পষ্টভাবে আছে, তাহা বেদে নাই বলা, বেদাজ্ঞা-লঙ্ঘন নহে কি ? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকার মধ্যে "শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু"—এইরূপ আছে। অতএব গীতা যে উপনিষৎ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ঈশতত্ত্ব, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণ যে গীতাশাস্ত্রকে উপনিষদ্রূপেই গণন করিয়াছেন, সেই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় 'বেদোক্ত বিষয় নহে' মনে করা অর্ব্বাচীনতা নহে কি ?

বেদের পূরণ হয় বলিয়াই 'পুরাণ' নাম ; অথবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম শাস্ত্র বলিয়াই তাহার নাম পুরাণ—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (মঃ ভাঃ আঃ ১।২৬৭) ইতি। "পূরণাৎ পুরাণম্" ইতি চান্যত্র। "ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি।"—(তত্ত্বসন্দর্ভঃ)। অর্থাৎ মহাভারত ও মনুস্মৃতিতে কথিত আছে,—ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে, অন্যত্র আছে—বেদের পূরণ হয় বলিয়া ইহার নাম পুরাণ। যাহা বেদ নয়, তাহাদ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। তবে পুরাণের কথা গ্রহণ করিতে এই সতর্কতা

'পুরাণ' নামের কারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবলম্বন করা উচিত যে, সাত্ত্বিক পুরাণ এবং নির্গুণ অমলপুরাণ-শ্রেণীর অন্তর্গত মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রামাণিকতাই গ্রাহ্য। রাজসিক ও তামসিক পুরাণ-সমূহ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল পুরাণের যতটুকু অনুগমন করিবে, ততটুকুই গ্রাহ্য। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং ভোগের অনুকূল যাহা নহে, পুরাণ ও বেদের মধ্যে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলাও একটা প্রবল অজ্ঞতা।

৪। বেদ মানব-সভ্যতার অতি আদিম অবস্থায় তদ্‌যুগোপযোগী অস্ফুট ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সাত্ত্বিক পুরাণ ও সাত্বততন্ত্র সেই অস্ফুট কথারই পূরণ ও বিস্তার করিয়াছে (তন্ত্র—'তন্‌' ধাতু বিস্তারে)। ইতিহাসের দিক্ দিয়াও আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বেদ আদিমযুগের গ্রন্থ বলিয়া তাহাতে অনেক কথাই অস্ফুট। সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বের দিক্ দিয়াও আলোচনা করিলে জানা যায় ;—বেদ, উপনিষৎ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পারমার্থিক রাজ্যের প্রাথমিক পাঠ ; শ্রীমদ্ভাগবত—চরম পাঠ। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতারের কথা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে গরুড়পুরাণাদি শাস্ত্র এবং শ্রীধরস্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব-প্রমুখ লোক-হিতকামী মহাপুরুষগণ বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবদবতারস্বরূপ, বেদ-পুরাণাদিও শাস্ত্রাবতার। ভগবান্ শাস্ত্ররূপেও অবতীর্ণ হন।

বেদ প্রথম পারমার্থিক পাঠ

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ (ভাঃ ১।৩।৪৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৪)

৫। শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে (২।৩।৪৮-৫৯) দেখাইয়াছেন যে, মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারের কথা বেদে স্পষ্ট-ভাবেই আছে এবং তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত-তত্ত্ব।

শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (৭।৪।৩।৫) কূর্ম্মাবতার; তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার; ঋক্ সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২।৫।১-৭) বামনাবতার; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রামভার্গবেয়; তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব কৃষ্ণের বিবরণ পাওয়া যায়।

অসংখ্য বৈদিক প্রমাণাবলী

'শতপথ ব্রাহ্মণে' মৎস্যাবতারের এইরূপ আখ্যায়িকা শ্রুত হয়,—

"মনবে হ বৈ প্রাতঃ। তস্য অবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিবৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কস্মান্মাং পারয়িষ্যসি ইতি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া, ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি। শশ্বদ্ হ ঝস আস। স হি জ্যেষ্ঠং বর্দ্ধতে। অথেতিথীং সমাং তদা ঔঘ আগন্তা। তন্মাং নাবমুপকল্প্য উপাসাসৈ স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি ইতি। * * * তমেবং ভূত্বা সমুদ্রম্ অভ্যবজহার স যতিথীং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎসমাং পরিদিদেশ ততিথীং সমাং নাবমুপকল্প্য উপাসাং চক্রে। স ওঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ তেনৈতম্ উত্তরং গিরিম্ অতিদুদ্রাব।”

তাৎপর্য্য—একদিন প্রাতঃকালে বৈবস্বত মনু হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হস্তের সন্নিকটে একটি অপূর্ব্ব মৎস্য উপস্থিত হইল। মৎস্য বলিল,—“তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমিও তোমাকে রক্ষা করিব।” মনু মৎস্যটিকে তুলিয়া একটি জলের জালায় রাখিলেন। মৎস্য ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন ধরিল না, তখন মৎস্যকে একটি খালে ফেলিলেন। খালেও যখন মৎস্য ধরিল না, তখন তাহাকে সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে এক জলপ্লাবন উপস্থিত হইল। মৎস্যের উপদেশে মনু নৌকার আশ্রয় লইলেন। মৎস্য নৌকার নিকট ভাসিতেছিলেন। তাহারই শৃঙ্গে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মৎস্য নৌকা লইয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। জল-প্রবাহে সমস্ত প্রজা নষ্ট হইল ; একমাত্র মনুই জীবিত রহিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৩।১) কূর্ম্মাবতারের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

“অন্তরতঃ কূর্ম্মং ভূতং সর্পন্তম্। তম্ অব্রবীৎ, মম বৈ ত্বন্মাংসা সম্ভূৎ। নেতি অব্রবীৎ, পূর্ব্বম্, এবাহম্ ইহাসম্ ইতি। তৎ পুরুষস্য পুরুষত্বম্। স সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ভূত্বা উদতিষ্ঠৎ।”

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাৎপর্য্য—প্রজাপতি জলের মধ্যে কূর্ম্মরূপী কাহাকেও বিচরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন,—'কূর্ম্ম! তুমি আমার ত্বক্ ও মাংস হইতে জন্মিয়াছ।' কূর্ম্ম বলিলেন,—'তাহা নহে; আমি পূর্ব্ব হইতেই আছি।' এ-জন্যই সেই পুরুষের নাম—'পুরুষ' (পুরা+আস) ইহা বলিয়া কূর্ম্মরূপী ভগবান্ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষমূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

কূর্ম্মাবতারের কথা 'শতপথ ব্রাহ্মণে' ও (৭।৫।১।৫) এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"স যৎ কূর্ম্ম নাম, এতদ্বৈ রূপম্ কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ। যৎ অসৃজতাকরোৎ তৎ যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ, তস্মাদ্ আহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইতি।"

তাৎপর্য্য—প্রজাপতি কূর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম—'কূর্ম্ম'। কশ্যপই 'কূর্ম্ম'; সেইজন্য প্রজাদিগের নাম—'কাশ্যপ্য'।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের নাম—'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ'; (১।১।৩৫)। তাহাতে বরাহাবতারের সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে,—

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তেন প্রজাপতিরশ্রাম্যৎ। কথমিদম্ স্যাদ্ ইতি। স অপশ্যৎ পুষ্করপর্ণং তিষ্ঠৎ সোঽমন্যত অস্তি বৈ তৎ যস্মিন্নিদম্ অধিতিষ্ঠতীতি। স বরাহরূপং কৃত্বোপন্যমজ্জৎ। স পৃথিবীম্ অধঃ আর্চ্ছৎ। তস্যা উপহত্যোদমজ্জৎ। পুষ্করপর্ণে অপ্রথয়ৎ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাৎপর্য্য—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে জলরূপে ছিল ; তজ্জন্য প্রজাপতি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন,—"কিরূপে জগৎ হইবে?" তিনি ঐ জলের মধ্যে একটি পদ্মপত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'তবে কিছু আছে, যাহার উপর ইহা অধিষ্ঠিত।' তখন তিনি বরাহরূপী হইয়া জলমগ্ন হইলেন এবং অধোদেশে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইলেন। উহাকে উদ্ধার করিয়া পদ্মপত্রে স্থাপন করিলেন।

'শতপথ ব্রাহ্মণে'ও (১৪।১।২।১১) এই বরাহাবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ইয়তী অগ্র আসীদ্ ইতীয়তী হ বা ইয়ম্ অগ্রে পৃথিবী আস প্রাদেশমাত্রী। তাম্ এমূষ ইতি বরাহ উজ্জহান সঃ অস্যাঃ পতিঃ প্রজাপতিঃ তেনৈব এনম্ এতন্মিথুনেন প্রিয়েন ধাম্না সম্বর্দ্ধয়তি, কৃৎস্নং করোতি।"

তাৎপর্য্য—ইহা আদিতে এই পরিমাণ ছিল। পৃথিবী পূর্ব্বে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ এক বিঘৎ পরিমাণ ছিল। 'এমূষ' নামক বরাহ ঐ পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ঐ বরাহ পৃথিবীর পতি,—প্রজাপতি। এই প্রিয়ধাম পৃথিবীর সহিত মিথুন হইয়া তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন।

ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে শ্রীবামনাবতার বা ত্রিবিক্রমাবতারের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।"
"ত্রীণি পদাঃ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য অতো ধর্ম্মাণি ধার্য্যন্।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'শতপথ ব্রাহ্মণে' (১।২।৫।১-৫) বামনাবতারের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে। ততো দেবা অনুব্যমিবাসু রথ হাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি।

তে হোচুর্হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজাম হৈতাং বিভজ্যোপজীবামেতি। তামৌক্ষৈশ্চর্ম্মভিঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চো বিভজমানা অভীয়ুঃ।

তদ্বৈ দেবাঃ শুশ্রুবুর্বিভজন্তে হ বা ইমামসুরাঃ পৃথিবীং প্রেত তদেষ্যামো যত্রেমামসুরা বিভজন্তে। কে ততঃ স্যাম যদস্যৈ ন ভজেমহীতি। তে যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্যেয়ুঃ।

তে হোচুঃ অনুনোঽস্যাং পৃথিব্যামাভজতাস্বেব নোঽপ্যস্যাং ভাগ ইতি। তেঽসুরা অসূয়ন্ত ইবোচুর্যাবদেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে তাবদ্বোঽদদ্ম ইতি।

বামনো হি বিষ্ণুরাস। তদ্দেবা ন জিহীড়িরে মহদ্বৈ নোঽদুর্যে নো যজ্ঞসম্মিতমদুরিতি।"

তাৎপর্য্য—দেবতাগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পর বিবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবতারা পরাজিত হইয়াছিলেন। অসুরেরা মনে করিল,—'পৃথিবী নিশ্চয়ই আমাদের!' পরে তাহারা বলিল,—'আইস, এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়া আমরা জীবনধারণ করি।' তাহারা বৃষের চর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া দেবতাগণ বলিলেন,—'অসুরগণ পৃথিবী ভাগ করিতেছে; চল আমরাও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই স্থানে যাই। উহার অংশ না পাইলে আমাদের কি হইবে? দেবতাগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে অগ্রণী করিয়া তথায় চলিলেন ও অসুরদিগকে বলিলেন,—"আমাদিগকেও পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদিগকেও ইহার অংশ প্রদান কর।" অসুরেরা অসূয়ার সহিত উত্তর করিল,—'বিষ্ণু যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, আমরা সেই স্থান মাত্র দিব।' বিষ্ণু 'বামন' ছিলেন। দেবতাগণ অসুরগণের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন না।

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নৃসিংহো বামনো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহং ইতোঽহমনন্তোঽহং।

নৈবৈতে জায়ন্তে ন ম্রিয়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ। সর্ব্ব এষ হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি।"

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—"তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি কৃষ্ণো রামঃ কপিল ইতি তস্য হ বা এতানি সর্ব্বাণি পূর্ণানি সর্ব্বাণ্য-মিতানি সর্ব্বাণ্যসংমিতান্যথাবরাঃ সর্ব্ব এবাপূর্ণাঃ সর্ব্ব এব বধ্যন্তে চাথ মুচ্যন্তে চ কেচনেতি।"

চতুর্ব্বেদশিখায় লিখিত আছে যে, বাসুদেব বলিয়াছেন—আমি সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, শ্রীরাম, পরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি এবং আমি এইরূপে শতধা সহস্রধা হইয়াছি; আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি এবং আমি অনন্ত। ইঁহারা জন্মেন না বা মরেন না এবং ইঁহাদিগের অজ্ঞান-বন্ধ বা মুক্তি কিছুই নাই। ইঁহারা সকলেই অজর, অমর ও পরমানন্দস্বরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই পরমাত্মার তিনটী রূপ, যথা—কৃষ্ণ, রাম ও কপিল। আবার ভগবানের এই সকল রূপ পূর্ণ, অপরিমিত ও অসংমিত। আর, জীব-সকলই অপূর্ণ; তাহারা অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে।

ইঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥ (চৈঃ চঃ ম ২০।২৬৪)

সপ্তম অধ্যায়

অবতারাবলীর ভুবনমঙ্গল কার্য্য

যাহারা অবতারে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকেই আরোহবাদী নাস্তিক বলা হয়। রাত্রিকালে কোটি কোটি বৈদ্যুতিক-শক্তি-প্রয়োগেও যেরূপ সূর্য্য-দর্শন অসম্ভব; কিন্তু প্রাতঃকালে স্বয়ং-প্রকাশ সূর্য্যের রশ্মিদ্বারাই সূর্য্যদর্শন সম্ভব, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ অবতারের কৃপারশ্মিতেই অবতারের অভিজ্ঞান-লাভ সম্ভব। বিদ্যুতালোকে রাত্রিকালে সূর্য্য-দর্শনের চেষ্টার ন্যায় জীব তাহার বিপুল মনীষা ও প্রতিভা দ্বারা অবতার-সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে না।

অবতার ও আরোহবাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আধুনিক কেহ কেহ বলেন,—'মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ভগবানের অবতার কেন বলা যাইবে ? তাঁহারা জগতের কি উপকার করিয়াছেন ? বামন কপটাচারে সরল বলিকে ছলনা করিয়া রসাতলে পাঠাইয়াছেন। পরশুরাম রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন ; সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার কোন পরিচয়ই তাঁহাতে পাওয়া যায় না। বলরামই বা জগতের কি মঙ্গল করিয়াছেন ? আর কৃষ্ণ ত' লম্পটাগ্রগণ্য, যত কিছু দুর্নীতি তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; তিনিই বা জগতের কি মঙ্গল করিলেন ?'

প্রত্যক্ষবাদ হইতেই এইসকল যুক্তি উপস্থিত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিপথগামী করিয়া থাকে ; কিন্তু প্রত্যক্ষ-বাদের মস্তকে লগুড়াঘাত করিবার জন্যই অধোক্ষজ বস্তুর অবতার। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের অভিমত এই যে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মৎস্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়-শক্তির অধিকতর প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ ও আরোহবাদের বিনাশ

যাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে বহুমানন করে, তাহা-দিগের ঐ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে শ্রৌতবিদ্যার বা বেদবাণীর একমাত্র উৎকর্ষ-প্রদর্শনের জন্যই ভগবান্ মৎস্যদেব স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরে জগতে অবতীর্ণ হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী মৎস্যাবতারের ভুবনমঙ্গল কার্য্যের বর্ণন করিয়াছেন ?

মৎস্যাবতারের ভুবনমঙ্গলকার্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোবিপ্রসুর-সাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ ॥

(ভাঃ ৮।২৪।৫-৬)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধুজন, বেদ, ধর্ম্ম ও অর্থের রক্ষার অভিলাষে পরমেশ্বর অবতার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট ও অপ-কৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও সাধারণ-বুদ্ধি হইতে যে গুণগত উচ্চাবচত্ব নির্ণীত হয়, সেইরূপ উচ্চাবচত্ব প্রাপ্ত হন না; কেননা, তিনি নির্গুণ।

মৎস্যাবতার-প্রসঙ্গ

সত্যব্রত রাজা কৃতমালানদীতে তর্পণ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি অপবিত্র-বোধে-মৎস্যকে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মৎস্যরূপী বিষ্ণু বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র মৎস্য নই—আমি পর-ব্রহ্ম", সুতরাং সত্যব্রত মৎস্যকেই নিজ কমণ্ডলুতে রাখিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁহার ব্যাপকতাধর্ম্ম দেখাইবার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে লাগিলেন। সত্যব্রত সেই মৎস্যকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমে বৃহৎ সমুদ্রেও মৎস্যের সঙ্কুলন না, তখন সত্যব্রত রাজা মৎস্যের প্রভাব দেখিয়া মৎস্যরূপে আবি-র্ভূত নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মৎস্যদেব বলিলেন,—"আজ হইতে সপ্তম দিবসে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রলয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রলয়-সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। যখন প্রবল বায়ু-বেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিতা হইবে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। আমি ব্রাহ্মী নিশার অবসান পর্য্যন্ত প্রলয়-সমুদ্রে বিচরণ করিব।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার পূর্ব্বক হয়গ্রীব নাম ধারণ করেন। ইহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হইয়াছিল, আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে হয়।—(ভাঃ ৮।২৪শ অধ্যায়)

মৎস্যাবতারে জুগুপ্সা বা বীভৎস-রতির অধিদেবত্বের এবং তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বীভৎস রতি দুইপ্রকার,—একটি 'প্রায়িকী', আর একটি 'বিবেকজা'। বদ্ধজীব তামস-ভাবাপন্ন হইলে মৎস্য-যোনি লাভ করে; ভার্গবীয় মনু বলেন,—

"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।"

মৎস্য সকল বস্তুই আহার করে বলিয়া যাহারা মৎস্যভোজী, তাহারা সর্ব্বমাংসভোজী; কিন্তু মৎস্যরূপী বিষ্ণু পাপজনিত কোন দেহ ধারণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অবতীর্ণ। (ব্রহ্মসূত্র মধ্বভাষ্য ২।৩।৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য) অধোক্ষজ বস্তুই মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বুঝিতে পারা যায় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি মৎস্যবৈকুণ্ঠে নিত্যলীলা করেন। সেখানে তাঁহার নিত্য-ভক্ত সত্যব্রত রাজাও আছেন। যাহারা ভগবদ্বস্তুকে অবজ্ঞা করিয়া প্রাকৃত মৎস্য মনে করে, তাহাদিগের নরকগমনের কথা সাত্বত শাস্ত্রে শ্রুত হয়।*

শ্রীমদ্ভাগবত এই মৎস্যবিষ্ণুর স্তবে বলিতেছেন,—

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং
মৃষা ভবেৎ সর্ব্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতা-
মদীদৃশো যদ্বপুরদ্ভুতং হি নঃ॥ (ভাঃ ৮।২৪।৩০)

হে পদ্মপলাশলোচন মৎস্যদেব! দেহ ও দেহীতে ভেদবিশিষ্ট অন্য দেবতার আরাধনা যেরূপ ব্যর্থ হয়, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও অন্তরাত্মস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবা তদ্রূপ ব্যর্থ হয় না, যেহেতু আপনি আমাদিগকে বিচিত্র মৎস্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো
হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-
র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ॥ (ভাঃ ৮।২৪।৫২)

---

* অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
—পদ্মপুরাণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপনি সর্ব্বলোকের সুহৃৎ, প্রিয়, নিয়ন্তা, আত্মা, হিতোপদেষ্টা, সত্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক ও বাঞ্ছিত-ফল-প্রদাতা। চিত্তে দুর্ব্বাসনা নিবদ্ধ থাকায় মূঢ়মতি লোক নিত্যবিরাজমান আপনাকে জানিতে পারে না।

শ্রুতিতেও এই মৎস্যাবতারের কথা—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং বেদাংশ্চ তস্মৈ প্রহিণোতি" প্রভৃতি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি,—যাহারা ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারকে অতিমর্ত্ত্য নিত্যতত্ত্বরূপে দর্শন করিতে না পারে, তাহারা মূঢ়মতি এবং দুর্ব্বাসনায় নিবদ্ধ কামক্রোধাদি-তাড়িত আধ্যক্ষিক-মাত্র; তাহাদের দুর্ব্বাসনাই ভগবানের অপ্রাকৃতস্বরূপ-দর্শনের পক্ষে যবনিকা। অতএব আমাদের যাহাতে সেই যবনিকা অপসারিত হয়, সেই জন্যই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অপ্রাকৃতকে আবৃতদর্শনে প্রাকৃত প্রমাণ করা বুদ্ধিমত্তা বা সুযুক্তির পরিচয় নহে। অপ্রাকৃত বস্তুর কৃপাশক্তি-প্রভাবেই বস্তুতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিলে তিনি আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া দিব্য-নয়ন প্রদান করেন, সেই চক্ষে তৎস্বরূপ-দর্শন হয়।

অবতার-তত্ত্বোপলব্ধির অন্তরায় কি?

অপ্রাকৃত পরমপুরুষ কূর্ম্ম-ভগবানের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীব্যাসদেব কূর্ম্ম-ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
কূর্ম্মাবতার-প্রসঙ্গ
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনান্তসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥
(ভাঃ ১২।১৩।২)

পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরের অগ্রভাগ ঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুন। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।

শ্রুতিতে কূর্ম্ম অবতারের কথা

শ্রুতি-বাক্যেও কেহ কেহ এই কূর্ম্ম-ভগবানের এবং কেহ কেহ শ্রীহয়গ্রীবাবতারের করুণার কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" (বৃঃ আঃ ২।৪।১০)—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ এবং পুরাণ—এই সমস্তই পূর্ব্বসিদ্ধ বিভুরূপ এই পরমেশ্বরের নিশ্বাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎপ্রতীতি হইতে জীবগণকে রক্ষা করেন। তদীয় শ্বাস-প্রশ্বাস-চিহ্নরূপে সমুদ্রের আগমাপায়ী স্রোতঃ অদ্যাপি স্তব্ধ হয় নাই। তাহাতে সমুদ্রস্থ রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরিয়া যায়। যখন মন্দর পতিত হইয়া যাইতেছিল, তখন ভগবান্ কূর্ম্মদেব তাঁহার কঠিন পৃষ্ঠদেশে তাহাকে রক্ষা করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগৎকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অধোক্ষজ কূর্ম্মদেবের শ্বাসবায়ু সদয় হইলে তাঁহার নিশ্বাস ও প্রশ্বাস জীবকে ত্যাগ ও ভোগ-স্পৃহা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার বাণীর সেবায় নিযুক্ত করে। মন্দরগিরির উপলখণ্ড কূর্ম্ম-ভগবানের পৃষ্ঠদেশকে ঘর্ষণ করিয়া যে কণ্ডূয়ন-সুখ উৎপাদন করে, তাহাতে তাঁহার নিদ্রালুতা উপস্থিত হয়, জীবও যখন ভগবানের অমন্দোদয়দয়ার নিদর্শন অবতারতত্ত্বকে তর্ক-চেষ্টা-দ্বারা ঘর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, তখন জীবে কাম-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় এবং জীব তমোভাবাপন্ন হইয়া নিদ্রালু হইয়া পড়ে। জীবকে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কূর্ম্মদেবের অবতার; তাই শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"কূর্ম্মাবতারের প্রকাশ ও তাঁহার লীলা বদ্ধজীবের হৃদয়ের কাম-কণ্ডূয়ন ও তমোভাবকে শান্ত করুক।" আধ্যক্ষিকতার দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হইলে কূর্ম্মদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। কূর্ম্মদেবের লীলার বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন, তাই তাঁহার লীলার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—অসুরগণ তাঁহার লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই, কারণ তাহারা ভোগরত। যে-সকল দেবতা ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করিয়া যথাযোগ্য ভোগ স্বীকার করেন, তাঁহারাই সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূত কূর্ম্মদেবের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীকে নারায়ণ-ভোগ্যা-জ্ঞানে নারায়ণকেই প্রদান করিয়াছিলেন। সমুদ্র-মন্থন-কালে হলাহল বিষ উত্থিত হইলে একমাত্র দেবাদিদেব সদাশিব সেই বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠনামে খ্যাত হইয়াছিলেন; কিন্তু অসুরগণ বারুণী-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুরা পান করিয়া মদোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেব ও দানবের মধ্যে অমৃত লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন ; কেন না, ভগবানের অপ্রাকৃত অবতারে অবিশ্বাসী অসুরগণ অমৃতের অধিকারী নহে। কূর্ম্ম-ভগবানের এই সকল লীলা জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলকর। এই জন্য কূর্ম্ম-ভগবানের লীলা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু কূর্ম্মাবতারের দ্বারা জীবের মঙ্গলের কথা উপসংহারে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

এতন্মুহুঃ কীর্ত্তয়তোঽনুশৃণ্বতো
ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ।
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং
সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্॥

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রীং ভাবগম্যং প্রপন্নান্
অথ তমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্।
কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি॥

(ভাঃ ৮।১২।৪৬-৪৭)

ভগবান্ কূর্ম্মদেবের অবতার-লীলা-কথা বারংবার কীর্ত্তন এবং শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের সমুদ্যম কখনও ব্যর্থ হয় না ; কারণ, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনই সমস্ত সাংসারিক ক্লেশের বিনাশক। যিনি ছলপূর্ব্বক যুবতীবেশে দানবদিগকে মোহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন অমৃত অসাধুগণের অপ্রাপ্য বলিয়া জানাইয়াছিলেন এবং উপাসনা-লভ্য স্বীয় চরণে শরণাপন্ন দেবতাগণকে তাহা পান করাইয়াছিলেন, ভক্তগণের প্রার্থনাপূরক সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

মৎস্য ও কূর্ম্মাদি অবতার সাধারণ মৎস্য-কূর্ম্মাদির ন্যায় তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের আহার্য্য বা ভোগ্যসামগ্রী-জাতীয় হইলে কিংবা তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের বহির্ম্মুখ শরীর-পোষণের ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজনীয়তা-মাত্র প্রদর্শন করিলে শ্রীশুকদেবের ন্যায় মহাপুরুষ কখনও মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের কথা-কীর্ত্তনকে সমস্তসংসার-ক্লেশ-নাশক ও পরম মঙ্গলপ্রদ নিত্য ভজনীয় ব্যাপার বলিয়া জানাইতেন না।

এই কূর্ম্মদেবতার অদ্ভুত-রসের অধিদেবত্ব এবং, তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বরাহ-অবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ ছিল, হিরণ্যকশিপুরই ভ্রাতা। 'হিরণ্য' অর্থে স্বর্ণ, 'অক্ষ' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল কাঞ্চনেরই অনুসন্ধান করে। যাহাকে ইংরাজী ভাষায় lucre-hunter বলে। আর হিরণ্যকশিপুর 'কশিপু' অর্থে শয্যা। হিরণ্যকশিপু—যে ব্যক্তি কনক ও কামিনী-সংগ্রহে ব্যস্ত। যাহারা কনক-সংগ্রহকেই জীবনের ধ্রুবতারা বিচার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অপ্রাকৃত বরাহদেবকে সাধারণ শূকরমাত্র-জ্ঞানে অবজ্ঞা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং তাঁহার লীলা অপ্রয়োজনীয় ও ঔপন্যাসিক গল্প বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন,—

দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং
প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া ।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ ॥

(ভাঃ ৩।১৮।২)

রসাতলে সর্ব্বজয়ী ধরাধারী বরাহরূপী শ্রীহরি তাঁহার দংষ্ট্রাগ্রভাগ-দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন এবং আরক্ত-নেত্রের দ্বারা দৈত্যের তেজোরাশি হরণ করিতেছেন, দেখিয়া হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য শ্রীবরাহরূপী ভগবান্‌কে উপহাস করিয়া বলিল,— ওহে ! এটা যে একটা জলচর শূকর !

তখন ভগবান্ শ্রীবরাহদেব বলিয়াছিলেন,—

শ্রীবরাহাবতার-প্রসঙ্গ

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মাদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্ ।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা
বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র ॥

(ভাঃ ৩।১৮।১০)

রে অভদ্র ! আমি বনস্থ মৃগ সত্য ; কিন্তু তোর ন্যায় কুক্কুরগণকেই অন্বেষণ করিতেছি। তুই ত' মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস্ ; বীর-পুরুষেরা কখনই তোর আত্মশ্লাঘার আদর করেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐশ্বর্য্যমদমত্ত অধনে ধনজ্ঞানকারী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বরাহদেবের অবতার। ভগবান্ বরাহদেব ঐরূপ ধনগর্ব্বিত এমন কি, তাঁহার বিদ্বেষী ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের মঙ্গলবিধান করেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তলঙ্ঘনকারী ভক্তাপরাধীর কোনও দিনই মঙ্গল হয় না। এই বরাহাবতারে ভয়ানক রসের অধিদেবত্ব এবং তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

নৃসিংহাবতার-প্রসঙ্গ

হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ কনক-কামিনীর ভোক্তৃত্বাভিমানী অসুর বিষ্ণুর অস্তিত্ব ও তাঁহার অবতার অস্বীকার করিয়া থাকে। কনক-কামিনীতে আসক্তব্যক্তিগণ দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তুর পূজাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানে, এতদ্ব্যতীত তাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। সংসার-বৃদ্ধি ও রজোগুণের ঈশ্বর ব্রহ্মাই নানারূপে ও নামে তাহাদের নিকট পরমেশ্বর বলিয়া বিবেচিত হন। তাহারা অক্ষজজ্ঞানে ও জাগতিক উপায়-সমূহদ্বারা আপনাদিগকে নিরাপদ করিতে চাহে। এই শ্রেণীর আদর্শই হিরণ্যকশিপু। ঐ দৈত্য অজেয়তা, অজরতা, অমরতা ও প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় আধিপত্য-লাভের জন্য মন্দরপর্ব্বতের গুহায় অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে, আবৃত বা অনাবৃত কোনস্থানে, দিবসে অথবা রাত্রিতে, কোন অস্ত্রে, শস্ত্রে, ভূমণ্ডলে বা নভোমণ্ডলে, নর বা পশু, চেতন বা অচেতন, সুর বা অসুর ও মহোরগগণ হইতে নিজ-মৃত্যু-সম্বন্ধে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভয়শূন্যতার বর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অক্ষজজ্ঞানে যতটা নিরাপদ জীবনবীমা করিতে হয়, হিরণ্যকশিপু তাহা নিজ-তপস্যা-বল ও লোকপিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা করাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহারই আত্মজ প্রহ্লাদ পিতার ঐ আরোহবাদের প্রতিবাদ করিয়া বিষ্ণুর অবতার-সিদ্ধান্ত ও তাঁহাতে নববিধা ভক্তির কথা অসুরবালকগণ ও পিতার নিকট প্রচার করায় নানাভাবে পিতার দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিলেন। ভগবান্ যে-কোন স্থানে, জীবের অচিন্ত্য যে-কোন নিত্য অপ্রাকৃত-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে পারেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর পরিকল্পনার অতীত অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ-পশুরাজ-মূর্ত্তিতে দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কনক-কামিনী-ভোগের অফুরন্ত-লালসার প্রতীক হিরণ্যকশিপুকে ঊরুর উপর স্থাপন ও নখাঙ্কুরদ্বারা তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নিত্যসিদ্ধভক্ত প্রহ্লাদের প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বিধান করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর যাবতীয় রক্ষা-কবচ ও জীবন-বীমার বিপুল সৌধ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবে ধূলিসাৎ হইল। ভগবান্ যে কনককামিনী-লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিন্তা ও ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট পুরুষোত্তম, তাহা প্রদর্শনের জন্যই নৃসিংহদেবের অবতার। তাই কনককামিনীলুব্ধ হিরণ্যকশিপুর চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তে নৃসিংহদেবের অবতারের প্রয়োজনীয়তা ও পরমকারুণিকতা স্থান পায় না। প্রজাপতিগণ নৃসিংহ-অবতারকে স্তব করিয়া "জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্ত্তেঽবতারঃ" (ভাঃ ৭।৮।৪৯) অর্থাৎ 'শ্রীনৃসিংহদেব সত্ত্বমূর্ত্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশ্বমঙ্গল অবতার'—বলিয়া জানাইয়াছিলেন। নৃসিংহদেব ভক্ত-বৎসল ও তিনি ভক্তের বিঘ্নবিনাশকারী অবতার। গণদেবতা—ভোগের বিঘ্নবিনাশক ; আর, নৃসিংহদেব ভক্তির বিঘ্নবিনাশক।

এই নৃসিংহদেবে বাৎসল্যরসের অধিদেবত্ব ও তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাই। প্রহ্লাদের প্রতি বাৎসল্য-রসে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব।

বামনদেব সরল দাতা বলিকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন ; বঞ্চক কিরূপে মঙ্গলময় ভগবানের অবতার হইতে পারেন ?—ইহা কাহারও কাহারও নিকট সমস্যার বিষয় হইয়াছে। ভগবান্ বঞ্চকগণেরও বঞ্চক-শিরোমণি। এ-জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ্যবস্তু বা কর্ম্মমার্গের বিচার লইয়া যাহারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চনাকারী তাহা-দিগকে পৃথিবীর খণ্ডবস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া আত্মসমর্পণকারীকে অখণ্ড নিত্যবস্তু প্রদানের আদর্শ-প্রদর্শনের জন্যই বামনদেবের অবতার। বামনদেব বলিরাজের নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। বলি আগে বুঝিতে পারে নাই যে, এই ভিক্ষুক সাধারণ ভিক্ষুক নহেন, তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত কামদেব। কিন্তু অসুরদিগের পুরোহিত শুক্রাচার্য্য অসুরগণের পুরের হিতের জন্য সর্ব্বস্বদানকারী বলিকে ঐরূপ দান করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

বামনাবতার-প্রসঙ্গ

"ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

(ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে মূঢ় ! তুমি বামন-মূর্ত্তিকে একটী ক্ষুদ্র নর মনে করিতেছ এবং ইনি ভিক্ষুক-সজ্জায় আসিয়াছেন বলিয়া ইঁহাকে বুঝিতে পারিতেছ না ; কিন্তু ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, ইঁহাকে দান করিতে গেলে তোমার সম্পত্তিতে কুলাইবে না। ইনি যখন পদ বিস্তার করিবেন, তখন দুই পদে সমস্ত গ্রহণ করিয়া লইবেন ; তুমি তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারিবে না। তুমি বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিয়া কিরূপে থাকিবে ?

বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি ; এখানে মাত্র একপাদ। আমার দৃষ্টি একপাদযুক্তা। বামনদেব বলিকে কেবলমাত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য দেখাইয়া সামান্য উপকার করিবেন না, বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। এখানে একটী স্থূল শরীর, আর একটী সূক্ষ্ম শরীর। এই দুইটীর যে ব্যোম, তাহা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ব্যোম বা চেতনের ব্যোম। যিনি ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, তিনি এই ত্রিপাদবিভূতির রাজ্যের অধিকারী হন। সর্ব্বস্ব দান করা সত্ত্বেও মস্তক অর্থাৎ অহমিকা দান না করিলে, ভগবানের পাদপদ্মের অকপট বলি (উপহার) না হইলে ত্রি-পাদ বিভূতির সন্ধান পাওয়া যায় না ; ইহা প্রদর্শনের জন্যই আধ্যক্ষিকের নিকট যিনি ক্ষুদ্র নর বলিয়া প্রতিভাত, তিনি তাঁহার বিক্রম প্রকাশিত করিয়া দুই-পদের দ্বারাই বলির সমস্ত জাগতিক সম্পদ্ গ্রহণ করিলেন এবং বলির অবনত মস্তকে তৃতীয় পদ বিন্যাস করিলেন।

যাঁহারা বলিয়া থাকেন—"বামন যদি করুণাময় ভগবানের অবতারই হইবেন, তাহা হইলে অকাতরে ত্রিভুবনদানকারী বলিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বন্ধন দুঃখভোগী এবং সুতলে স্থান প্রদান করিলেন কেন ? তাহার উত্তর ভগবান্ বামনদেবই প্রদান করিয়াছেন,—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥

(ভাঃ ৮।২২।২৪)

বামনদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্ ! যে অর্থবশতঃ লোকে মত্ত ও জড়বুদ্ধি হইয়া ত্রিজগৎ, এমন কি জগৎপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে, আমি যাহাদিগকে অনুগ্রহ করি তাহাদের সেই অর্থই অপহরণ করিয়া থাকি,—

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥
ক্ষীণরিক্থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥

(ভাঃ ৮।২২।২৮-৩০)

দানবদৈত্যদিগের অগ্রণী যশস্বী বলিরাজ দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন। অতএব তিনি ঐশ্বর্য্যাদিরহিত হইয়াও শ্রেয়োমার্গ হইতে চ্যুত হন নাই।

ধনশূন্য, স্বপদচ্যুত, শত্রুগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরুকর্ত্তৃক নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াও বলি এই সুব্রত সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কপটতাপূর্ব্বকই ধর্ম্ম বলিয়াছিলাম, তথাপি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।

বলিকে সুতল-প্রদানের কারণও ভগবান্ বামনদেব বলিয়াছেন,—

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ॥
তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সম্ভবন্তি মমেক্ষয়া॥
ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে।
ত্বচ্ছাসনাতিগা'ন্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি॥
রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্॥

(ভাঃ ৮।২২।৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫)

অতএব এই বলিকে আমি দেবগণের দুর্লভ পদ প্রদান করিলাম। ইনি আমার আশ্রিত এই সাবর্ণি মনুর অধিকার-কালে ইন্দ্র হইবেন।

ঐ ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি আমার পর্য্যবেক্ষণে যে স্থলে আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভব প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান নাই, বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত সেই সুতল নামক লোকে অবস্থান করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেখানে লোকপালগণও আপনাকে পরাভূত করিতে পারিবেন না, অন্যের কথা আর কি বলিব ? সেখানে আমার সুদর্শনচক্র আপনার আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী দৈত্যগণকে বিনাশ করিবে।

হে বীর ! আমি অনুচর ও উপকরণ-সমূহের সহিত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। আপনিও আমাকে তথায় সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে পাইবেন।

ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর কথা জাগতিক পণ্ডিত, মনীষিগণ কেন বুঝিতে পারেন না, তাহার কারণও শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো
যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্ত্যঃ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥

(ভাঃ ৮।২৩।২৯)

যে মর্ত্ত্যজীব ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার ইয়ত্তা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীস্থ ধূলিকণা গণনা করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতে উৎপন্ন কিংবা বর্ত্তমানে জাত কোন মনুষ্য তাঁহার মহিমার পারে গমন করিতে সমর্থ হইবেন বা হইয়াছেন কি ? মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষি এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই বামনদেবের অবতারে সখ্যরসের অধিদেবত্বের এবং তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব ও উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাই।

ঐল বংশে গাধির জন্ম। গাধির কন্যা সত্যবতীকে ঋচীক মুনি বিবাহ করেন। ঋচীক ও সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি। জমদগ্নির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুত্রই পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করায় পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ পরশুরাম-কর্ত্তৃক নিজ পিতার বধের প্রতিশোধার্থ ভগবদ্ধ্যাননিরত জমদগ্নিকে বিনষ্ট করায় পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বস্ত করিতে মনস্থ করেন এবং পরশু অর্থাৎ কুঠার গ্রহণ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণকে বিনষ্ট করেন। ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচারী হইলে পিতৃবধ হেতু করিয়া জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। পরশুরাম অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন। আগামী মন্বন্তরে ইনি বেদ-প্রবর্ত্তক হইবেন।

পরশুরামাবতার-প্রসঙ্গ

গাধির বংশে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বলিয়াছিলেন—'ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত।' ক্ষাত্রধর্ম্মের উপর ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিবে; কিন্তু ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপর কখনও ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি স্থাপিত হইতে পারে না। মস্তকহীন বাহুর কোন মূল্য নাই। বর্ত্তমান যুগে যেমন, সোভিয়েট্ রাশিয়া বলিতেছে—'ধর্ম্মমন্দির ভগ্ন করিয়া দাও, রাজনীতিই প্রবল হউক।' সেইরূপ নিরীশ্বর রাজনীতিকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎসেবানুকূল্যকারিণী রাষ্ট্রনীতির আবশ্যকতা-প্রচারের জন্যই পরশুরামের অবতার। বিষ্ণু স্বরাট্ বাস্তব বস্তু। তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতায় অহৈতুক আত্মসমর্পণই চিদ্বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনীতি।

এই পরশুরামাবতারে ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের অধিদেবত্বের এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও উপাদেয়ত্বের সাময়িক পরিচয় পাওয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহারা দশদিকে দর্শন ও তাহা ভোগ করিবার বাসনা করে, তাহাদিগের প্রতীক দশানন রাবণ। দশানন বিংশ হস্তে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল ভোগ করিবার রাজনীতিতে নিপুণ; ত্রিলোক ভোগ করিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় সে ভগবান্ বিষ্ণুর লক্ষ্মীকে হরণ (?) করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া ভগবান্ হইবার দুরাশা পোষণ করে। দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র সেই বিশ্বশ্রবা-তনয় দশাননকে বধ করিয়া বিষ্ণু-ভক্তিময় সুশাসিত রাজ্য পালন করিয়া থাকেন।

দাশরথি রামাবতার-প্রসঙ্গ

কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকে,—"রামচন্দ্র কাপুরুষ ছিলেন; তাই নিজ-পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণকারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এরূপ ব্যক্তি আবার কিরূপ ভগবানের অবতার? ভগবানের পত্নী আবার কিরূপে অপরের দ্বারা হৃত হয়?" এই আশঙ্কার উত্তর একদিন শ্রীচৈতন্যদেব মাতুরায় এক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন,—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা ।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯২-১৯৫, ২১১, ২১২)

সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল ; মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন ।

রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়া-সীতা তখন বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যদি ঐরূপ লীলা না করিতেন, তাহা হইলে লোক-শিক্ষার অনেক কিছু অসম্পূর্ণ থাকিত। ভোগী জীবের দুরাকাঙ্ক্ষা, আরোহবাদী রাবণের স্বর্গের সোপান-নির্ম্মাণের ব্যর্থতা ও ভোগিজীবের শেষ-পরিণতি সীতাহরণ-লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লোকানুকরণ করিয়া ভোগী জীবকে স্ত্রীজিত হইবার পরিবর্ত্তে অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্ত হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন,—একপত্নীব্রত হইয়াও স্ত্রৈণ হইলে অপর প্রবলতর ভোগী ব্যক্তি দুর্ব্বল ভোগীকে তাহার ভোগে বাধা দিয়া থাকে। বীর শের্ আফ্গানের পত্নী মিহিরুন্নিসা জাহাঙ্গীরের ভোগ্যা নূরজাহানরূপে পরিণত হইয়াছিল ; কিন্তু অপ্রাকৃত বীরকুলচূড়ামণি রঘুবীরের চিচ্ছক্তি সীতাদেবীকে কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শন করিতেও পারে নাই। এখানেই ভগবানের অবতারের অচিন্ত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব।

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপবাপিতায়াম্।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার॥

বৃক যেরূপ পালকের অসাক্ষাতে মেষশাবক অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ রাক্ষসাধম রাবণ বনমধ্যে রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে বৈদেহী সীতাদেবীকে অপহরণ (?) করিলে রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহে স্ত্রীসঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি লোকসমাজে বিস্তার করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন।

এই শ্রীরাঘব বা রামচন্দ্রের অবতারে শোকরতিতে করুণরসের অধিদেবত্ব, বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও পরম উপদেয়ত্বের পরিচয় পাই।

কংস দেবকীর ছয়জন পুত্রকে বিনষ্ট করিলে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবকীর সপ্তমগর্ভরূপে প্রকটিত হইলেন। এদিকে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট অনন্তদেবকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়াকে আদেশ করিলেন। যোগমায়া গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর সপ্তমগর্ভ 'মূলসঙ্কর্ষণ', সেই বস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি উৎপন্ন করেন বলিয়া 'রাম' এবং বলাধিক্য-হেতু 'বলদেব' নামে নিত্য অভিহিত হন।

৫—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাত্বত-শাস্ত্রের বিচারানুসারে প্রলম্বারি বলরাম সকল অবতারের অবতারী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তি বা দ্বিতীয় বিগ্রহ। বলদেব বা মূলসঙ্কর্ষণ হইতে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তি হইতে বৈকুণ্ঠের সমস্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রকাশ। তাঁহার জীবশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠে সমস্ত শুদ্ধজীবের অবস্থান। পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধাম ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময়-জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণসমুদ্রে সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তাঁহার ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূলনিমিত্ত-কারণ,—

"স ঐক্ষত" (ঐতঃ ১।১)* "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐতঃ ১।১।২) † ইত্যাদি। "ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০) ‡ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণকেই প্রকৃতির মূলকারণ বলা হইয়াছে। প্রকৃতি গৌণনিমিত্ত-কারণ মাত্র। সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টিজগতে প্রবিষ্ট-রূপে গর্ভোদশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক-জীবে প্রবিষ্ট-রূপে ক্ষীরোদশায়ী। সঙ্কর্ষণ কারণার্ণবশায়িরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, গর্ভোদশায়িরূপে নানা অবতারের সূতিকাধাম এবং ক্ষীরোদ-শায়িরূপে পৃথিবীর পালন-কর্ত্তা। ঋক্‌সূক্তের,—"ওঁ সহস্রশীর্ষা

---

* সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।

† তিনি ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

‡ আমার কটাক্ষ-চালিত্যা হইয়াই অর্থাৎ আমার নিয়ামকত্বে প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ” প্রভৃতি মন্ত্রে যিনি স্তুত হন, তিনিই গর্ভোদকশায়ী। (ভাঃ ১।৩।৪, ১১।৪।৪-৫ ; ব্রঃ সং ৫।১১ এবং চৈঃ চঃ আ ৫।৯৮—১০২ দ্রষ্টব্য)। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।১) ও শ্বেতাশ্বতর (৪।৬) “দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া” মন্ত্রে যিনি উদ্দিষ্ট, তিনি ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মা। বলরাম স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী— এই চারিরূপে সৃষ্টি-লীলাদি কার্য্য করেন। ‘শেষ’-সংজ্ঞক অনন্ত-রূপে সনকাদির নিকট ভাগবতকথা কীর্ত্তন এবং ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন এই সকল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।—(চৈঃ চঃ আ ৫।৮-১০ এবং ঐ ৫।১২১-১২৩)। শেষ দুই প্রকার— ভূধারী ও ভগবানের শয্যাদিরূপে অবতীর্ণ। ভূধারী শেষ সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার এবং শয্যাদিরূপে শেষদেব দাস ও সখা-অভিমানকারী। (সং ভাঃ ১৯ সং ও ভাঃ ১০।৩।২৫ দ্রঃ)

প্রলম্বারি-বলদেবের বিবিধলীলা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত আছে। বলদেবের মুষ্টিক-বধ (ভাঃ ১০।১৪), প্রলম্ব-বধ (ভাঃ ১০।১৮), দ্বিবিদবধ (ভাঃ ১০।৬৭), লাঙ্গলাগ্রভাগে হস্তিনাপুরী-আকর্ষণ (ভাঃ ১০।৬৮), রোমহর্ষণ-বধ (ভাঃ ১০।৭৮), বল্বল-বধ (ভাঃ ১০।৭৯) প্রভৃতি লীলায় অনেক মহতী শিক্ষা পাওয়া যায়।

প্রলম্ব-নামক এক অসুর গোপরূপ ধারণ করিয়া বলরাম ও কৃষ্ণের হরণেচ্ছায় তাঁহাদের সহিত মিলিয়া খেলা করিতে লাগিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ কৃষ্ণ প্রলম্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া ঐ কপট অসুরের বধেচ্ছায় তাহাকে বন্ধুভাবে স্বীকার করিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। সেই খেলায় জয়িগণকে পরাজিত ব্যক্তিগণ স্কন্ধে আরোহণ করাইতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাল্যলীলার চমৎকারিতা প্রদর্শনের জন্য পরাজিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে থাকিলেন। প্রলম্বাসুরের দুরভিসন্ধি ছিল,—বলদেবকে কৃষ্ণের অগোচরে লইয়া গিয়া সংহার করিবে; কিন্তু বলদেব তাঁহার বজ্রমুষ্টির আঘাতে প্রলম্বের প্রাণ সংহার করিলেন। প্রলম্বাসুর কপটতার প্রতীক। যাহারা ধর্ম্মযাজন করিবার ছলনায় সাধুগণের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য গোপনে ব্যস্ত থাকে এবং আচার্য্যের সত্যকথাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, তাহারাই প্রলম্বস্বরূপ। যাহারা শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শিষ্যাভিমানে তাঁহার বিরুদ্ধ অসৎশিক্ষা প্রচার করে, তাহারাও প্রলম্বের প্রতীক। বলদেবের কৃপায় সেই-সকল আসুরভাব বিনষ্ট হয়। যাঁহার অংশাংশ মৎস্যাদি অবতারসকল, সেই বলদেবকে যে-সকল কপটতাচ্ছন্ন ব্যক্তি জড়-জীব মনে করিয়া বিনাশ করিবার অভিসন্ধি করে, তাহাদের চেষ্টা হাস্যাস্পদ, সন্দেহ নাই। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা লইয়া, বলদেবকেই সংহার করিয়া কংসের উপকার করিবে, মনে করিয়াছিল। তাহাতে বাস্তবিকই হাস্যরসের উদয় হয়।

স্বয়ং-রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ও তাঁহার বিশ্রম্ভসখ্যাশ্রিত ব্রজ-গোপ-বালকগণের সহিত নিরন্তর শুভ্র হাস্যরসের রসিকবিগ্রহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুভ্রতনু শ্রীবলদেবে হাস্যরসের নিত্য অধিদেবত্ব এবং বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও পরম চমৎকারিতাপূর্ণ উপাদেয়ত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি।

মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ, ভগবান্ বলদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় আচার্য্যের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে কুণ্ঠিত ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মধ্বজিতার নিরর্থকতা-প্রদর্শনের জন্য বলদেব রোমহর্ষণকে বধ করিয়াছিলেন।

ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ॥
এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্ম্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ॥

(ভাঃ ১০।৭৮।২৫—২৭)

ব্যাসদেবের শিষ্য হইয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যেহেতু এই ব্যক্তি দম, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তাবর্জ্জিত এবং পাণ্ডিত্যাভিমান গ্রস্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার অধীত ইতিহাস-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল নটজনের অধীত শাস্ত্ররাশির ন্যায় কোনরূপ গুণের উৎপাদক না হইয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহাদি কার্য্যের নিমিত্ত-মাত্রই হইয়াছে। আমি এতাদৃশ ধর্ম্মধ্বজিগণের দমনার্থই ইহ-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহারা বিশেষভাবে আমার বধযোগ্য, যেহেতু সাক্ষাৎ পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও ইহারা অধিক পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলিযুগ সমাগত হইলে দেবদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের জন্য বুদ্ধ এইনামে অঞ্জন-(অজিন ?) পুত্ররূপে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।

বুদ্ধাবতার-প্রসঙ্গ

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহনায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ (ভাঃ ১।৩।২৪)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাগবত-তাৎপর্য্যে-- (১।৩।২৪) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে বুদ্ধাবতারের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

মোহনার্থং দানবানাং বালরূপী পথি স্থিতঃ।
পুত্রং তং কল্পয়ামাস মূঢ়বুদ্ধির্জিনঃ স্বয়ম্ ॥
ততঃ সংমোহয়ামাস জিনাদ্যানসুরাংশকান্।
ভগবান্বাগ্ ভিরুগ্রাভিরহিংসা-বাচিভির্হরিঃ ॥ ইতি

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

এই-সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবান্ বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সনাতন-শাস্ত্রে পূজিত ; কিন্তু তামসিক প্রকৃতির অসুরগণের মোহনের জন্যই তাঁহার অবতার। শ্রৌতপথের অনাদর ও অতিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধাবতার হন। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৌদ্ধ। কিন্তু, যাহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার না জানিয়া বেদ-বিদ্বেষী হন, অথবা কেবলমাত্র নিরীশ্বর অহিংসনীতির প্রচারক হইয়া অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম পরমেশ্বরের সেবা-বঞ্চিত হন, তাহারাই দেব ও বেদবিদ্বেষী অসুর। তাঁহাদিগের মোহনের জন্যই বুদ্ধের অবতার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাক্যসিংহ বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তির মূর্ত্তি-দর্শনে পার্থিব ভোগের প্রতি বিরক্ত হইয়া তপস্যাবলে শোক ও জরারহিত অবস্থাকে বহুমানন করিয়াছিলেন। এজন্য এই বুদ্ধাবতারে শান্তরসের অধিদেবত্বের এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও উপাদেয়ত্বের সাময়িক পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন্মাত্রবাদে চিৎ ও জড় কোন প্রকার বিলাসেরই উপলব্ধি নাই।

কল্কি অবতার-প্রসঙ্গ

কলির দোষসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সমস্ত সদ্‌গুণের হ্রাস এবং অসদ্‌গুণের প্রাবল্য হইবে। কলিযুগে ধনই মানবগণের জন্ম, আচার ও গুণের উৎকর্ষজ্ঞাপক হইবে এবং ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিষয়ক ব্যবস্থায় বলই কারণ হইবে। স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারে রতিকৌশল, ব্রাহ্মণত্ব-নির্ণয়ে সূত্রমাত্র ও বাক্‌চাপল্যই পাণ্ডিত্য-নির্ণয়ের কারণ হইবে। উদর-তুষ্টিই পুরুষার্থ, কুটুম্ব-পালনই দক্ষতার লক্ষণ, যশোলাভের উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি আদর্শ বহুমানিত এবং অদৈববর্ণাশ্রম ও পাষণ্ডধর্ম্মের প্রাধান্য হইলে এবং কলি শেষ-প্রায় হইয়া আসিলে 'শম্ভল'-নামক গ্রামে 'বিষ্ণুযশাঃ'-নামক ব্রাহ্মণের গৃহে ভগবান্ কল্কির আবির্ভাব হইবে। তিনি দেবদত্ত নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া অসিহস্তে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া কোটি কোটি রাজবেশধারী দস্যু নিহত করিবেন। তিনি নাস্তিক ও বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণকে বিনাশ করিয়া ভূ-ভার হরণ করিবেন। তখনই সত্যযুগের পুনঃসূচনা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে কল্কিদেবের আবির্ভাবের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্ম্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম-কর্ম্মাপনুত্তয়ে॥
শম্ভল-গ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥
(ভাঃ ১২।২।১৭-১৮

সাধুগণের কর্ম্মবিমোচন ও ধর্ম্মরক্ষার্থে চরাচরগুরু সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। শম্ভলনামক গ্রামবাসী সজ্জনপ্রবর বিষ্ণুযশাঃ নামক সদাশয় ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন।

এই কল্ক্যবতারে বীররসের অধিদেবত্ব এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও উপাদেয়ত্বের সাময়িক পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব

প্রহ্লাদ ভগবানের অবতার-তত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংহ-দেবকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
ত্রিযুগ কি? লোঁকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ! পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ (ভাঃ ৭।৯।৩৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইভাবে আপনি নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা, মৎস্য প্রভৃতি অবতারসমূহের দ্বারা ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্দ্রোহী-দিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ! আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কলিযুগে প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব মহাভাগবত, কিন্তু ভগবদবতার নহেন; কেন না, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না। এজন্য তাঁহার একটি নাম 'ত্রিযুগ' অর্থাৎ তিনযুগে আবির্ভাব-হেতু ত্রিযুগ। আর এক যুগে অর্থাৎ কলিযুগে তাঁহার অবতার নাই।"

কলিতে ভগবান্ অবতীর্ণ হন কি-না?

গোপীনাথ আচার্য্য তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"ভাগবত ও মহাভারত এই দুইটি প্রধান শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে জানা যায়, কলিতে স্বয়ংরূপে ভগবান্ আবির্ভূত হন। কলিযুগে নাম-প্রেম-প্রচারক পীতবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ অবতীর্ণ হন। কলিতে লীলা-বতার নাই বলিয়া ভগবানের নাম 'ত্রিযুগ' হইয়াছে। তদ্দ্বারা যুগাবতার বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অবতারীর অবতার নিষিদ্ধ হয় নাই,—

মহাভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণু-নাম।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাগবত-ভারত, দুই—শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে,—কলিতে সাক্ষাৎ-অবতার।
তুমি কহ,—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তা'র নাম॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে তোমার নাহিক বিচার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৯৪—১০০)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)

হে রাজন্! দ্বাপরযুগে এবম্বিধ মানবগণ জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ—অর্থাৎ গৌর; সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদপরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের শাস্ত্র-প্রমাণ

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥
(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ সহস্রনামে ১২ সং)

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত—এই চারিটি লক্ষণে গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম ও হরি-রহস্যালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি-অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।

যুগাবতার এবে শুন, সনাতন।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন॥
শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম॥
সত্যযুগে ধ্যানকর্ম্ম করায় 'শুক্ল' মূর্ত্তি ধরি'।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি'॥
কৃষ্ণ 'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত'বর্ণ ধরি'॥
'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
'কৃষ্ণ'বর্ণ করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩২৯-৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥

(ভাঃ ১১।৫।২৭,২৯)

দ্বাপরযুগে ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

হে ভগবন্! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণরূপী আপনাকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নরূপী আপনাকে নমস্কার এবং অনিরুদ্ধরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
'কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
'পীত' বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সংকীর্ত্তন ॥

* * *

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার॥
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৩৭-৩৩৯ ; ৩৫০-৩৫৩)

প্রাকৃত-শরীর-হীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে তুরধিগম্য ; অতুল, অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

'স্বরূপ-লক্ষণ' আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই তুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।
অবতারের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ॥
অবতার-কালে হয় জগতের গোচর।
এই তুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর॥
সনাতন কহে,—যা'তে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন॥
কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়।
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৫৪-৩৫৫ ; ৩৬১-৩৬৩)

গোস্বামিগণ ঐরূপ স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যের অবতারিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীগৌরাবতারের অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ আছে ; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবম অধ্যায়

আনুকরণিক অবতার-বাদ

বঙ্গদেশের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় এই যে, এস্থানে প্রেমকল্পতরু স্বয়ং ভগবান্ বাঙ্গালীর বেষে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের বাণী আপামর সকলের নিকট প্রচার করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গ-দেশে আবির্ভূত এই সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং ভগবানের অবতারের অবৈধ অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অব্য-বহিত পরেই অনেক কল্পিত অবতার সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে এই-সকল নকল অবতারের সংখ্যা-ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের আদিকবি, শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস পূর্ব্ববঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গে নকল অবতারের প্রাদুর্ভাবের কথা জানাইয়া অতিদুঃখে বলিয়াছেন,—

কলিযুগে বঙ্গদেশেই স্বয়ং অবতারীর অবতার

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব-বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনাকে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥

নকল অবতার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ?
রাঢ়ে আর এক মহা-ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্রকাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল'॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮১-৮৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে কথিত, "অচিরেই আমার আরও দুইটী অবতার হইবে"—এই বাক্যের সুযোগ লইয়া বঙ্গদেশে অনেক নকল অবতারের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে ; কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত ঐ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুই অবতার কি, তাহা জানিতে পারিয়াছেন—

আরো দুইজন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
'মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭-৪৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্চ্চামূর্ত্তি মৃন্ময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকেন, আর ভগবানের নাম শব্দাত্মক ; সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার—'অর্চ্চাবতার' ও 'নামাবতার'—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২)

অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন,—

গৌরাবতারের পুনঃপ্রকাশ

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১)

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা ও ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ প্রকাশ এবং তাঁহার গৌরহরি-নামের আরাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; ইহাতেই অবিলম্বে "দুই অবতারের আবির্ভাব" সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। তিনি গৌর-অর্চ্চা ও গৌর-নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনমুখেই অর্চ্চা-মূর্ত্তির অবতার হয় এবং শ্রীনামও সঙ্কীর্ত্তনেই সুষ্ঠুরূপে অবতীর্ণ হন।

বৈষ্ণবসাহিত্যে পরবর্ত্তী নকল অবতারগণের কথা।

এই সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পরেই আরও কত নকল অবতারের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা' নামক পুস্তকে এক দ্বিজ বাসুদেব আপনাকে 'গোপালদেব' বলিয়া প্রচার করিয়া ভাগবতের শৃগাল বাসুদেবের ন্যায় 'শৃগাল'-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র নামক একব্যক্তি আপনাকে রঘুনাথের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। মাধব নামক এক দেবল ব্রাহ্মণ চূড়া-ধারী হইয়া অবতার সাজিয়া বসিয়াছিল। *

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও (১৪শ তরঙ্গে) কতিপয় নকল অবতারের কথা জানাইয়াছেন,—

কেহ কহে,—অহে! ভাই বহির্ম্মুখগণ।
হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্ম করয়ে লঙ্ঘন॥

---

*চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্ কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে।
স্বস্যেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষাস্ত কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহম্।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধাত্ত্যক্তঃ কপীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধি, চূড়াং নিধায়।
মন্দং হ্যস্মিন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী স্থিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্ত বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

—শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি কৃত 'গৌরগণচন্দ্রিকা'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহির্ম্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান তা'রে।
রঘুনাথ সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে ॥
স্বমত রচিয়া যে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে কবীন্দ্র দেশেতে প্রচার ॥
কেহ কহে,—দেখিলাম মহাপাপিগণ।
আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ॥
কেহ কহে রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
'মল্লিক' খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে গোপাল কহায়।
প্রকাশি' রাক্ষসমায়া লোকেরে ভাঁড়ায় ॥

চতুর্ব্বেদশিখা, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের বিকৃত অনুকরণে পরবর্ত্তিকালে অসাত্বত 'মুণ্ডমালা' নামক এক অপ্রসিদ্ধ তন্ত্রে প্রকৃতি হইতেই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের উৎপত্তির কথা প্রচারিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অবৈদিক মতবাদ এবং বেদ, গীতা ও ভাগবতের বিরুদ্ধ কথা। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা প্রাকৃত, তাহা অবতার নহে,—তাহা বিকার। তবে প্রকৃতি অর্থে যেখানে ভগবানের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, তাহা স্বতন্ত্র।

তামসিক তন্ত্রের অবতারবাদ অবৈদিক ও প্রাকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দশম অধ্যায়

বিভিন্ন দেশের অবতার

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সাত্বত-শাস্ত্রকারগণ কেবল যে সনাতন ধর্ম্মের মধ্যেই অবতারের কথা স্বীকার করেন, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন,—'যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে অবতারের উদয় হইতে পারে।' "কেবল যে এই ভারতভূমিতেই তাঁহার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, তিনি দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হন। অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যেও উদিত হইয়া থাকেন। সেই-সকল শোচ্যপুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, ততটুকু ধর্ম্মের গ্লানি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে তিনি তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আলোচিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-করণার্থে ভগবান্ অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন; অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করা যায়।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'রসিকরঞ্জন' গীতাভাষ্য ৪।৭)

ভারতের বাহিরেও শক্ত্যাবেশ অবতারসমূহ অবতীর্ণ

অতএব যীশুখৃষ্টাদি অবতারগণকেও সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া বিচার করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাশ্চাত্যমতে অবতারবাদ

পাশ্চাত্যদেশে অবতারবাদের বিচার একমাত্র যীশুখৃষ্টকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। যীশুখৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মমতে ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে পিতৃরূপে উপাসনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে তদ্দেশীয় মতবাদের একটা অতি সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল,—

Incarnation—the usual theological term for the union of the divine nature with the human in the Divine Person of Christ.

Christ is the word used in the "New Testament" as the equivalent of the Hebrew word Messiah. Both words mean 'anointed.' * * *

In a secondary sense the word is applied to persons let apart by God for some special end.

Prior to the council of Nice (325 A. D.) various theological theories were promulgated by the Elconites to whom belonged the Nazarenes, the Corinthians and the Gnostics of the Pseudo Clementine type, by the Docetae and by the Gnostics proper. Some of these denied the Pre-existence of Christ and attributed his peculiar greatness to a supernatural endowment conferred upon him at his baptism, while others resolved his humanity into a phantom, and represented his person as composed of a spiritual Æon, these parties were, however, but short-lived.

* * *

The former denied the doctrine of the immanent Trinity. To them accordingly the higher nature of

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Christ was simply absolute Deity in self-manifestation. The Arians on the other hand represented Jesus as the first and loftiest of God's creatures. In their view, he was not therefore, truely God. * * * Both Sabellianism and Arianism were pronounced heretical and the eternal sonship of Christ was solemnly asserted. * * *

Notwithstanding the adoption of the creed, controversy was not by any means brought to an end.

['Chamber's Encyclopaedia Britanica,' under the Incarnation and Christ]

ধর্ম্মশাস্ত্রে 'অবতার' বলিতে খৃষ্টের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহার মর্ত্ত্যভাবের সমাবেশকে বুঝায়।

'নিউ-টেষ্টামেণ্টে' যে খৃষ্ট-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হিব্রু 'মেসেয়া' শব্দের প্রতিশব্দ। উভয় শব্দের অর্থই অভিষিক্ত।

গৌণ-অর্থে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই এই শব্দদ্বারা অভিহিত করা হয়।

৩২৫ খৃষ্টাব্দে আহূত নিসের সভার পূর্ব্বে খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইব্‌নাইট্‌গণ বহু মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ইব্‌নাইট্‌গণের মধ্যে নেজারিন্, সেরেন্‌থিয়ন্ ও তথাকথিত ক্লিমেন্-টাইন্ নস্‌টিক্ অন্তর্ভুক্ত। ডসিটি ও প্রকৃত নস্‌টিক্‌গণও এই সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দীক্ষাকালীন কোন অলৌকিক ক্ষমতা-প্রাপ্তির ফল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার মনুষ্যত্বকে একটা অপচ্ছায়া মাত্র গণ্য করিয়া তাঁহার বাস্তব সত্তাকে একটি চেতনময় বিগ্রহরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল মতাবলম্বীর দল অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

* * *

সেবেলিয়ান্‌গণ পরমেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির একত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে খৃষ্টের অলৌকিকত্ব পূর্ণ ভগবানের আত্মবিকাশ। আরিয়ান্‌গণ আবার যীশুকে ভগবানের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বোচ্চ সৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে তিনি বাস্তবিক ভগবান্ ন'ন।

* * *

এই উভয়দলই বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টের নিত্য পুত্রত্ব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল।

* * *

যীশুখৃষ্ট-সম্বন্ধে এই প্রকার নানা মতের প্রতিবাদ করিয়া একটা মতবাদ স্থাপিত হইলেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হয় নাই।

যীশুখৃষ্ট শক্ত্যাবেশাবতার। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণেরও অনেকে তাঁহাকে তনয়েশ্বর (God the Son) বলিয়াই পূজা করেন। যীশুখৃষ্টের স্বমুখের বাক্য হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ভগবানের আদেশ প্রচারার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যদেবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মত স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অভিমান করেন নাই। I and my Father are one. অর্থাৎ আমি ও আমার পিতা অভিন্ন, অথবা I am in my Father and the Father in me. অর্থাৎ 'আমি আমার পিতার মধ্যে এবং আমার পিতা আমার মধ্যে' প্রভৃতি বাক্যও কেবল ভক্ত ও ভগবানের বা শক্ত্যাবেশাবতারের সহিত শক্তিমত্তত্ত্বের অভিন্নতার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। তদ্দ্বারা তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার কার্য্যাবলীও তাহা প্রমাণ করে না। তিনি শক্ত্যাবেশাবতাররূপে জগতের আপেক্ষিক মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। নীতিবিহীন জগতে নৈতিক-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ জগতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ জগতে কৃতজ্ঞতার বাণী বিস্তার করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা, দীনতা, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, বিধিপর-ভক্তি প্রচার করিয়া তিনি দেশকালপাত্রানুযায়ী মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তিনি যে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত; স্বয়ং স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন নাই,—একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। শ্রীগীতোক্ত ভগবানের বাণীর সহিত যীশুর বাণীর পার্থক্য—

"I am not come of myself, but He that sent me is true whom ye know not. But I know Him; for I am from Him and He hath sent me. I am not alone, but I and the Father that sent me. As my Father hath taught me, I speak these things. Neither came I of myself, but He sent me. I said if that they may believe that thou hath sent me. The Father which sent me, He gave

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

me a commandment. Words that I speak unto you I speak not of myself; but the Father that dwellth in me. He doeth the works.

I am the resurrection and the life; I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me.

Verily, verily I say unto you the servant is not greater than his Lord; neither he that is sent greater than he that sent him".—John XIII—16.

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণাবতারের সুপ্রাচীনত্ব বা অনাদিত্ব

কেহ কেহ অত্যন্ত অজ্ঞতাবশতঃ বলিতে চাহেন যে, যীশু-খৃষ্টের অনুকরণেই কৃষ্ণের অবতার কল্পিত হইয়াছে। ইতিহাসও অকাট্য প্রমাণের দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। পাণিনি খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী; ইহা নিঃসংশয়। সেই 'পাণিনি'তে এইরূপ দুইটি সূত্র আছে,—

'বাসুদেবাৰ্জ্জুনাভ্যাং বুন্'—(৪।৩।৯৮)

'গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্'—(৪।৩।৯৯)

ভাষ্যকার পতঞ্জলি এখানে বলিতেছেন,—

"কিমর্থং বাসুদেবশব্দাদ্ বুন্ বিধীয়তে? ন গোত্র-ক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞিত্যেব সিদ্ধং, নহ্যস্তি বিশেষঃ বাসুদেব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শব্দাদ্ বুঞো বা বুনো বা। তদেব রূপং স এব স্বরঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনং। বাসুদেবশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতং বক্ষ্যামি ইতি, অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা, সংজ্ঞৈষা তত্র ভগবতঃ॥"

অর্থাৎ বাসুদেব যখন ক্ষত্রিয়, তখন 'বাসুদেবক' এই পদ 'বাসুদেব' শব্দের উত্তর 'বুঞ্' প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইতে পারিত; তজ্জন্য একটি বিশেষ সূত্র প্রণয়ন করিয়া সূত্রকার 'বুন্' প্রত্যয়ের কথা আনিলেন কেন? সাধারণতঃ 'বুঞ্' (ক) প্রত্যয়ের দ্বারা যে অর্থ বুঝায় 'বাসুদেব' শব্দ বলিলে সেই অর্থ বুঝাইবে না। বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তিনি ক্ষত্রিয় মাত্র নহেন। এখানে ক্ষত্রিয়-বাসুদেব-ভক্ত নহে, ভগবদ্-বাসুদেব-ভক্ত এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইজন্য 'বাসুদেবক'-পদের 'ক' 'বুঞ্' নহে, 'বুন্'। এখানে ভাণ্ডারকারও বলিয়াছেন যে,— "Vasudeva is to be taken here in His capacity of God, not as a mere *Kshatriya*". পাণিনি-সূত্রে শ্রীবাসুদেবের নামের সহিত শ্রীঅর্জ্জুনের নামও সংযুক্ত দেখা যায়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, পাণিনির যুগেও ভক্ত ভগবানের সহিত পূজিত হইতেন। ইহাই ভাগবত-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

পাণিনির সূত্র বিচার

এইসকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব যীশুখৃষ্ট কেন, বুদ্ধদেব অপেক্ষাও প্রাচীনতর। এ-সম্বন্ধে সাধারণ মনীষিগণও আরও অনেক অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন। মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেসনগরে ইংরেজী ১৯০৯ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ স্যার্ জন্ মার্সাল্ একটি শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি আবিষ্কার করেন। উহার কিয়দংশ এইরূপ—

দেব দেবস বাসুদেবস
গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইয়
হোলিওডোরেণ ভাগবতেন্
দিয়ন পুত্রেন তক্ষশিলাকেন
যোনদাতেন আগতেন্
মহারাজস অংত-লিকিতস
উপংতা সংকাশরাণো
কাশী পুতস ভাগ ভদ্রস
ত্রাতারস বসেন চণ্ডসেন রাজেন
বর্দ্ধমানস * * *

অনুবাদ—দেবতাগণের দেবতা বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এই গরুড়ধ্বজ মহারাজ অন্তলিকিতের নিকট হইতে সঙ্কাশরাজ কাশী-পুত্র 'ত্রাতার' ভাগভদ্রের অধীনস্থ চণ্ডসেন-রাজের সহিত সমাগত দীয়নপুত্র 'যোনাদাত' তক্ষশিলা-নিবাসী ভাগবত হিলিওডোর কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইল।

ইহা হইতে জানা যায়, এই শিলালিপি যে স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা একটি গরুড়ধ্বজ ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গকর্ত্তা গ্রীক্-নরপতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তলিকিতের রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে আগত দীয়নপুত্র হিলিওডোরাস্ নামক একজন ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীক্। এতৎ-সম্বন্ধে স্যার্ জন্ মার্সাল্ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"The memorial was a *Garudadhvaja* set up in honour of Vasudeva by Heliodorus, the son of Dion, a *Bhagavata*, who came from Taxila in the reign of the king Antialkidus.

—(*Sir John Marshal in the Journal of the Royal Asiatic Society for 1910, P. 1054*)

The inscription mentions a Maharaja or great King whose name it presents as Antalikita. In this we recognise the Greek name Antialkidus and we identify the person with an Indo-Greek king of the Punjab and those parts, well-known from coins for Antialkidus there have been proposed various initial dates ranging from B. C. 175 (Cunningham) to 135 (Wilson). The Characters of our inscription are referrable to any time during that period.

—(*Do P. 1088*)

এই শিলালিপির বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বার্ণেট্ সাহেব Royal Asiatic Societyর Journalএ এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"It is a document of the Vasudevic cult of which, as I have endeavoured to show, the chief feature was a *Bhakti* worship of *Krishna Vasudeva* as the *Bhagavan*, the Lord. Heliodorus is described as a *Bhagavat* 'Votary of the Lord' a title common in later documents."

—(*Ibid., pp. 10934*)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যেরূপ এক-জগদ্‌গুরুবাদ অর্থাৎ যীশু-খৃষ্টই একমাত্র জগদ্‌গুরু, ভবিষ্যতে আর কোন জগদ্‌গুরু হইতে পারেন না, বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা এক-অবতারবাদ অর্থাৎ খৃষ্টই একমাত্র অবতার ; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আর কোন অবতার হন নাই বা হইবেন না,—এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন,—'এক-জগদ্‌গুরুবাদ বা এক-অবতারবাদ স্বীকার করিলে বিভিন্নযুগে, বিভিন্নস্থানে ও বিভিন্নপাত্রে যে সকল অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণের পক্ষে অনেক বাধা হইয়া পড়ে। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ না পাইলে কেবল অতীতের আদর্শের দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনগঠন বা সমষ্টিগত ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর নয় ; তাই, সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ মহান্ত-গুরু এবং যুগে যুগে ভগবান্ ও ভক্তাবতারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই হয়, ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, না হয় নিজ ভক্তাবতার প্রেরণ করিয়া জীবের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

এক-বঅতারবাদ

সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচারে অধিকতর সুবৈজ্ঞানিক বিচার ও উদারতা লক্ষিত হয়। তাঁহারা জীবের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদবতারের চিদ্‌বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ স্বীকার করেন এবং তাঁহারা সকল দেশে, সকল কালে ও সকল পাত্রে ভগবদবতারের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বি-গণ হয়'ত অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বা শ্রীচৈতন্যাবতারের মহিমা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপলব্ধি করিতে পারেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যাবতারের পূজকগণ খৃষ্টকে তদ্দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী শক্ত্যাবেশাবতাররূপে শ্রদ্ধা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যীশুখৃষ্টের অবতারত্বের সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যে-সকল বিবদমান বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটিতেই অবতারের অনাবিল অপ্রাকৃতত্ব স্বীকৃত হয় নাই এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই বিবাদ কোনদিনই প্রশমিত হইবে না, বরং নূতন নূতন মতবাদের সমস্যার উদয় করাইবে। কিন্তু সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সকলেই বিষ্ণুর অবতারের অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অবতারের অপ্রাকৃতত্ব-সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ

যাঁহারা বলেন,—‘জয়দেব বা শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন।’ ইহা সত্য; তাঁহাদের মুখেও সরস্বতী কতকটা সত্য-কথা বলাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন; কিন্তু তিনি অবতারের মূলপুরুষ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতারী। কৃষ্ণের অংশের অংশ, তদংশ গর্ভোদকশায়ী হইতে যাবতীয় লীলাবতার প্রকাশিত হইয়াছেন, এজন্যই জয়দেব বলিয়াছেন,—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি-কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

উপরি-উক্ত শ্লোকে "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"—এই বাক্য দ্বারাই জয়দেব কৃষ্ণকে অবতারের অবতারী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকে সকল অবতারের অবতারী বলিয়া জানাইয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যদেব অবতার-তত্ত্বের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণযুক্ত বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,—তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ষট্-সন্দর্ভ ও শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর 'সিদ্ধান্তরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। মোটকথা, পূর্ণরূপে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিলে অবতার-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-উপলব্ধি হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে গুরু, ভক্ত, ভগবান্, শাস্ত্র—ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত অবতার বলিয়া স্বীকৃত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিম্নলিখিত অবতারসমূহের জন্মলীলাদি-কথা বিশেষভাবে যে যে শাস্ত্রে আছে, তাহার একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল—

লীলাবতার

চতুঃসন—ভাঃ ১।৩।৬ ; ২।৭।৫ ; ৩।১২ অঃ ; ব্রহ্মপুরাণ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

বরাহ—ভাঃ ১।৩।৭ ; ২।৭।১ ; ৩।১৮ অঃ ; ১০।৪০।১৮

নারদ—ভাঃ ১।৩।৮ ; ১৬অঃ ; ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

নরনারায়ণ—ভাঃ ১।৩।৯ ; ২।৭।৬ ; কালিকাপুরাণ ৩০শ অধ্যায়।

কপিল—ভাঃ ১।৩।১০ ; ২।৭।৩ ; ৩।২৪-৩৩ অঃ ; পদ্মপুরাণ।

দত্তাত্রেয়—ভাঃ ১।৩।১১ ; ২।৭।৪ ; ব্রহ্মাণ্ড ও আদিত্যপুরাণ ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৫-১৯ অধ্যায় ; মঃ ভাঃ অনুঃ ৯১অঃ ; মৎস্য-পুরাণ।

হয়গ্রীব—ভাঃ ২।৭।১১ ; ১০।৬।২২ ও ৪০।১৭ ; মঃ ভাঃ শান্তি-পর্ব্ব ৩৪৭ অঃ ও ১২২।৪৭

যজ্ঞ—ভাঃ ১।৩।১২ ; ২।৭।২ ; ৪।১ অঃ; ৮।১।১৮ ; ১০।৬।২২; গরুড় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

ঋষভ—ভাঃ ১।৩।১৩ ; ২।৭।১০ ; ৫।৩-৬ অঃ।

পৃথু—ভাঃ ১।৩।১৪ ; ২।৭।৯ ; ৪।১৫-২৩ অঃ ; পদ্মপুরাণ ; মহাসংহিতা (শ্রীমধ্বকৃত)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৎস্য—ভাঃ ১।৩।১৫ ; ২।৭।১২ ; ৮।২৪ অঃ ; ১০।৪০।১৭ ; শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ১ম কাণ্ড ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ; হরিবংশটীকা ; মৎস্য পুরাণ, পদ্মপুরাণ।

কূর্ম্ম—ভাঃ ১।৩।১৬ ; ২।৭।১৩ ; ৮।৭ অঃ ; ১০।৪০।১৮ ; কূর্ম্মপুরাণ।

ধন্বন্তরি—ভাঃ ১।৩।১৭ ; ২।৭।২১ ; ৮।৮-৯ অঃ।

মোহিনী—ভাঃ ১।৩।১৭ ; ৮।৮-৯ অঃ।

নৃসিংহ—ভাঃ ১।৩।১৮; ২।৭।১৪ ; ৭।৮-১০ অঃ ; ১০।৪০।১৯; নৃসিংহপুরাণ ; নৃসিংহতাপনী ; ব্রহ্মতর্ক।

বামন—ভাঃ ১।৩।১৯ ; ২।৭।১৭ ; ৮।১৭-২৩ অঃ ; ১০।৪০।১৯; বামনপুরাণ ; ঋগ্‌বেদ।

পরশুরাম—ভাঃ ১।৩।২০ ; ২।৭।২২ ; ৯।১৫-১৬ অঃ ; ১০।৪০।২০।

হংস—ভাঃ ২।৭।১৯

ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ—ভাঃ ২।৭।৮ ; ১০।৩।৩২, ৪১ ও ৬।২৫

ব্যাস—ভাঃ ১।৩।২১ ; ২।৭।৩৬ ; ১১।১৬।২৮ ; মঃ ভাঃ আদি-পর্ব্ব ৬২ অঃ ; ঐ শান্তিপর্ব্ব ৩৪৬।১১ ; বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।৫ ; কূর্ম্মপুরাণ ; ব্রহ্মতর্ক।

রাম—ভাঃ ১।৩।২২ ; ২।৭।২৩-২৫ ; ৯।১০-১১ অঃ ; ১০।৪০।২০ ; রামায়ণ।

কৃষ্ণ-বলরাম—ভাঃ ১।৩।২৩ ; ২।৭।২৬-৩৫ ; ১০ম স্কন্ধ ; মহাবরাহপুরাণ ; বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, চতুর্ব্বেদশিখা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুদ্ধ—ভাঃ ১।৩।২৪ ; ২।৭।৩৭ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ; সাহিত্যদর্পণ ; গীত-গোবিন্দ (জয়দেব) ; বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ১৭-১৮ অঃ ; অগ্নিপুরাণ ; বায়ুপুরাণ ; স্কন্দপুরাণ ; অমরকোষ প্রথম অঃ।

কল্কি—ভাঃ ১।৩।২৫ ; ২।৭।৩৮ ; ১২।২ অঃ।

মন্বন্তরাবতার

যজ্ঞ—(লীলাবতার মধ্যে কথিত) ভাঃ ৮।১।১৮

বিভু—ভাঃ ৮।১।২১-২২

সত্যসেন—ভাঃ ৮।১।২৫-২৬

হরি—ভাঃ ২।৭।১৫-১৬ ; ৮।১।৩০ ; মৎস্যপুরাণ।

বৈকুণ্ঠ—ভাঃ ৮।৫।৪-৫

অজিত—ভাঃ ৮।৫।৯-১০

বামন—লীলাবতার-মধ্যে কথিত।

সার্ব্বভৌম—ভাঃ ৮।১৩।১৭

ঋষভ—ভাঃ ৮।১৩।২০

বিষ্বক্সেন—ভাঃ ৮।১৩।২৩

ধর্ম্মকেতু—ভাঃ ৮।১৩।২৬

সুধামা—ভাঃ ৮।১৩।২৯

যোগেশ্বর—ভাঃ ৮।১৩।৩২

বৃহদ্ভানু—ভাঃ ৮।১৩।৩৫।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আঃ ২।১১২; ৫।১২৮,১৪২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবাদিরাজ তীর্থস্বামি-কৃতা

যুক্তিমল্লিকা

সানুবাদ

গুণসৌরভ

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-প্রতিবাদিবিমর্দ্দনকুশলসিংহ-মায়াবাদামৃত্র-
প্রশমনপটুপুঙ্গব-শ্রীমধ্বান্বয়কুলভূষণ-পূর্ণপ্রজ্ঞ-
শ্রীপুঞ্জালঙ্কার-পরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমদ্বাদিরাজ-স্বামিপাদ-কৃতায়া

যুক্তিমল্লিকায়াঃ প্রথমং

গুণসৌরভম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-সম্পাদিতম্

প্রভুপাদাশ্রিতেন কেনচিৎ সুধিয়া গৌড়ীয়ভাষায়ামনূদিতঞ্চ

কলিকাতা-নগর্য্যাং ১ উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোডস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠতঃ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সম্পাদকেন ভাগবত-রত্নোপাহ্বয়েন
শ্রীমৎকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণেন প্রকাশিতম্

তত্রৈব ২৪৩।২ অপার সার্কিউলার রোড্স্থিত-
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স্ ইত্যাখ্য-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিদ্যাভূষণেন মুদ্রিতঞ্চ
গৌরাব্দাঃ ৪৪৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপোদ্ঘাত

জগতে দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ দুইটী শব্দদ্বারা দৃশ্য-বস্তু-সমূহের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। বিশ্বকে কার্য্যজ্ঞানে যেখানে কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মের ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া সাধিত হয়, তাহাকেই 'নিমিত্ত-কারণ' এবং কর্ম্মাধারকে 'উপাদান-কারণ' বলা হয়। চেতনের ধর্ম্মে কর্ত্তৃত্বের বিশেষ যে-স্থলে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে যে-সকল উক্তি দ্বারা প্রতিবন্ধকগুলি নিরস্ত হইয়া থাকে, তাহাই যুক্তি। চিদ্ধর্ম্মের অবাধ-গতির সহচরীরূপে যুক্তি কুসুম-সদৃশ সুরভি-সম্পন্না। তজ্জন্য বিচার-রাজ্যে পথ-প্রদর্শিকা-রূপে যুক্তি সর্ব্বদা অগ্রগামিনী। ঘ্রাণ-লুব্ধ ভ্রমর সেই সৌরভের জন্য তাহার অনুগমন করে। এই প্রকার অভিযান জড়প্রবৃত্তির প্রতিষেধক হইয়া চিন্ময়ী ভূমিকায় সুষমা বিতরণ করে। এই গ্রন্থের নামকরণে গ্রন্থকার সেবা-পরা যুক্তিকে মল্লিকা-পুষ্পরূপে বর্ণন-পূর্ব্বক তাহার পাঁচটী সৌরভভেদ-বিস্তার-বাসনায় পাঁচটী মল্লিকা-মালিকা গুম্ফন করিয়াছেন।

মায়াবাদিগণ ভগবদ্‌বস্তুকে নির্গুণ বলিতে গিয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের প্রতি অবিচার করেন। জড়জগতের ত্রিগুণাতিরিক্ত বৈচিত্র্য তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতার আদরের বস্তু নহে। তজ্জন্য তাঁহারা ভগবদধিষ্ঠানকে বিচিত্রতা-শূন্য প্রতিপাদন করিতে ব্যগ্র। নিখিল-সদ্‌গুণ-সুরভির বিস্তার যে বিচারকে নৈর্গুণ্যময়ী ঐকদেশিক-সঙ্কীর্ণতা হইতে প্রসারিত করায়, তাদৃশী যুক্তি উদ্‌ঘাটিত হইলে ভগবানের গুণ-সৌরভ-রাশি নির্ব্বিশিষ্ট ক্লীবব্রহ্মবাদীর কুধারণা-নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাঁহার রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া বাস্তব সত্যের প্রতি আদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। ভাগবত-কথিত কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দবায়ুর দ্বারা সনকাদি-ঋষিগণের কেবলাদ্বৈতবীথি-পরিত্যাগ শ্রুত হয় এবং তাঁহাদের অধস্তন-সূত্রে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিল্বমঙ্গলেরও তদবস্থা-প্রাপ্তি। তদীয় তুলসী-সেবন নির্ব্বিশেষ জাড্য-অপনোদনে সমর্থ।

যুক্তিমল্লিকা-গ্রন্থে 'শুদ্ধিসৌরভ'-বিভাগে চিদ্বিচিত্রতা-বিলোপকামনার অপকর্ষতা-শোধন-মানসে কতিপয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। নির্ভেদ-বাদের অবিমৃষ্যকারিতা ও অযৌক্তিকতা-নিরাস-কল্পে 'ভেদসৌরভে'র আবাহন। জগন্মিথ্যাত্ব-বাদের পল্লবিত কুযুক্তিপ্রসার-বিধ্বংসন-মানসে যুক্তিমল্লিকার 'বিশ্বসৌরভ' প্রকটিত। অচিদ্‌বিলাস-গর্হণমুখে চিদ্বিলাস-বিনাশ-কামনার ধৃষ্টতাময় যে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে শক্তিপরিণামবাদ বিমর্দ্দিত হয়, সেরূপ অপকর্ম্মের দুর্গন্ধ-নাশার্থ সুরভি বিস্তার করাও একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। পঞ্চম 'ফলসৌরভে' জাগতিক পূতিগন্ধ-নিরাসকল্পে গন্ধহীনতার নির্ব্বিশিষ্ট প্রস্তাব এবং ফল্গু জাগতিক কুযুক্তিসমূহের অকর্ম্মণ্যতা-প্রদর্শনান্তে ফলসৌরভে মায়াবাদীর বিচারপদ্ধতির অভাব ও সত্যের অপলাপ-সমূহ যুক্তিমল্লীর সৌরভ-বিকাশে বিদূরিত হওয়ায় বিদ্বজ্জগতের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে। পাঠকগণ যুক্তি-মল্লিকার উপাদেয় সৌগন্ধে সনকাদি মুক্তপুরুষের ন্যায় মুক্ত-সমীরণের সুরভি লাভ করিয়া আত্মবিলাসবৈচিত্র্যে বৈকুণ্ঠ-সেবা-নিরত থাকিবার সুযোগ পাইবেন।

শ্রীচতুর্ম্মুখের অধস্তন বায়ুর অবতার শ্রীআনন্দতীর্থের বৃত্তিকুশলতায় বর্দ্ধমান-জ্ঞাতপুত্রের প্রচারিত নিরীশ্বর-নায়ক-পূজাবাদ ও সিদ্ধার্থের আবিষ্কৃত নিরীশ্বর সেবা-রহিত তপোবাদের কুযুক্তিসমূহ নিরস্ত হইয়াছে।

যিনি আনন্দতীর্থের প্রচণ্ডশক্তিশালী দ্বিতীয়স্বরূপ বলিয়া পরপক্ষীয় বাদ-সমূহ ধূলির ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছেন, শ্রীমধ্বের সেই ষোড়শাধস্তন পরিচয়ে পরিচিত, অষ্টমঠের অন্যতম সোদে-মঠস্বামী শ্রীবাদিরাজতীর্থ। ইনি রজতপীঠপুরের ১৩ ক্রোশ উত্তরে হুবিনকের-নামক গ্রামে কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন। তিনি সোদে-মঠীয় বাগীশতীর্থের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীমধ্বমতের অদ্বিতীয় প্রচারক হইয়াছিলেন। সার্দ্ধ ত্রিশত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ষপূর্ব্বে তাঁহার অভ্যুদয়-কাল। কেহ কেহ বলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সমসাময়িক। সেরূপ বিচার কতদূর সঙ্গত, তাহা কাল-বিচারকগণের বিবেচ্য। গুণসৌরভের পাঠকগণ গ্রন্থপাঠকালে তাঁহার বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-প্রচার ও বাদনিগ্রহে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইবেন। বাদিরাজ আনন্দতীর্থের সেবকসূত্রে হয়গ্রীব-বিষ্ণুর যে প্রচুর সেবা করিয়াছেন, তদনুকূলে একটী বর্ণনে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি হয়গ্রীবকে স্বীয় স্কন্ধে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহার মস্তকস্থিত ভর্জ্জিত-চণক-ভাণ্ডের দ্বারা নৈবেদ্য-সেবা বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুজদ্বয় হয়গ্রীবের পাদ-পীঠরূপে পরিণত হইয়াছিল। হয়গ্রীব-কথিত বেদশাস্ত্র যাঁহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া সমুর্ব্বর মস্তিষ্কে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তিনি "ব্রহ্মানুচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে" শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সেবোন্মুখতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রৌতপন্থী বাদিরাজ বেদানুকূলা যুক্তিপ্রতিভার উপচারসমূহকে উৎকৃষ্ট সম্ভারজ্ঞানে উপাসনা-বিরোধী বহু অবৈষ্ণবকে সৎপথে আনয়ন করেন। তিনি শৈবসিদ্ধান্ত ও জৈনমতের খণ্ডনবিষয়ে যে-সকল যুক্তি গুণসৌরভে আবাহন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ-বাদাদি মতসমূহকে নিরস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্যকার শবরস্বামীও তাঁহার বিচার অনুধাবন করিলে উত্তরমীমাংসার শোভা-নিরীক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন। নির্গুণবাদী সগুণব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দে যে-সকল অনুপাদেয়তা, হেয়তা, গুণাপকর্ষতার ছিদ্র লইয়া নিখিল সদ্‌গুণাকর অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত, উপমা-রহিত বিচিত্র-বিলাসপর বিষ্ণুর নিন্দনে অদৈব তাণ্ডবনৃত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা মধ্ব-বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে কিনা, তাহা তারতম্য-বিচারক সুধীগণের আলোচ্য বিষয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীউড়ুপীস্থ সোদে-মঠীয় গুরুপরম্পরা

(১) মধ্বাচার্য্য, (২) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (মধ্বশিষ্য ও মধ্বানুগ), (৩) বেদব্যাসতীর্থ, (৪) বেদবেদ্যতীর্থ, (৫) পরেশতীর্থ (৬) বামনতীর্থ, (৭) বাসুদেবতীর্থ, (৮) বেদব্যাস তীর্থ, (৯) বরাহতীর্থ, (১০) বেদাঙ্গতীর্থ, (১১) বিশ্ববন্দ্যতীর্থ, (১২) বিশ্বতীর্থ, (১৩) বিঠ্‌ঠলতীর্থ (১৪) বরদরাজতীর্থ, (১৫) বাগীশতীর্থ, (১৬) বাদিরাজতীর্থ, (১৭) বেদবেত্তৃতীর্থ, (১৮) বিদ্যানিধিতীর্থ, (১৯) বেদনিধিতীর্থ, (২০) বরদরাজতীর্থ, (২০) বিশ্বাধিরাজতীর্থ, (২১) বেদবন্দ্যতীর্থ, (২২) বিশ্ববেত্তৃতীর্থ, (২৩) বিশ্বনিধিতীর্থ, (২৪) বিশ্বাধীশতীর্থ, (২৫) বিশ্বেশতীর্থ, (২৬) বিশ্বপ্রিয় বৃন্দাবনাচার্য্য, (২৭) বিশ্বাধীশতীর্থ, (২৮) বিশ্বেন্দ্রতীর্থ (সোদে-মঠের বর্ত্তমান মঠাধীশ)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুক্তিমল্লিকার

গুণসৌরভের

বিষয়ানুক্রমিকা

বিষয়	শ্লোকাঙ্ক আদি	অন্ত
গ্রন্থকর্ত্তার উপাস্য-দেবতা শ্রীহয়গ্রীবের প্রণাম	১	১
শ্রীবেদব্যাসের নমস্কার	২	২
শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রণাম	৩	৩
গ্রন্থ-পাঠকগণকে আশীর্ব্বাদ	৪	৫
গ্রন্থকর্ত্তার বিনয়-প্রদর্শন দ্বারা স্বীয় নিরহঙ্কারত্ব প্রদর্শন	৬	৭
গ্রন্থকরণে হয়গ্রীব, মধ্বাচার্য্য, সরস্বতী এবং গুরুবর্গের দয়া-মাত্রেরই কারণত্ব বর্ণন	৬	৭
অন্যমতসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাধ্ব-মত গ্রহণের কারণ	৮	১১
মায়াবাদি-কথিত প্রমেয়সকল স্বীকার করিলে ব্রহ্মের মহানিন্দ্যত্ব প্রতিপাদন	১২	১৯
'মায়াবাদ' নাম দ্বারাই তন্মতের হেয়ত্ব প্রতিপাদন এবং 'তত্ত্ববাদ' নাম দ্বারাই মাধ্ব-মতের যাথার্থ্য প্রতীতি-হেতু তন্মত অঙ্গীকার	২০	২০
মায়াবাদীর ন্যায়ানুসারেই মাধ্ব-মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন	২১	২৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	শ্লোকাঙ্ক আদি	অন্ত
বৈদিক ও লৌকিক যুক্তিপূর্ণ বলিয়া যুক্তিমল্লিকা তার্কিকাদি জনগণের প্রিয়। তাৎকালিক মৎসর-জনগণ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ অনাদৃত হইলেও কালান্তরে ইহার আদর। গ্রন্থ-প্রচারে রাজভয় পরিহার! গ্রন্থের বিশুদ্ধতা হেতু গ্রন্থান্তর-করণে যুক্তিহীনতা দ্বারা তাহার অসারত্ব	২৪	৩২
পুরুষ-কল্পনামূলক মত-সমূহের অপ্রামাণ্য এবং পৌরুষেয় বচন-সমুহের মূলহীনতাপ্রযুক্ত তত্ত্বনির্ণয়ের অসামর্থ্য-হেতু অপৌরুষেয় বাক্য দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম-ব্যবস্থার কর্ত্তব্যতা	৩৩	৩৯
কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা ধর্ম্ম-নির্ণয়ে লৌকিক মর্য্যাদা-নাশ আশঙ্কা	৪০	৪৫
বেদের পৌরুষেয়ত্ব নিরাকরণ পূর্ব্বক অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন	৪৬	১৩১
চার্ব্বাক-মত নিরাস	১৩২	১৭৩
জীবগণের জ্ঞানানন্দাত্মক স্বরূপের সমর্থন	১৭৪	২১০
চার্ব্বাক-মতের প্রয়োজন নিরাস	২১১	২৩১
জৈন ও বৌদ্ধমত নিরাস	২৩২	৩০৯
বেদ-প্রামাণ্যের-স্বতঃত্ব সমর্থন	৩১০	৫০৯
মীমাংসক-মতবাদ খণ্ডন	৫১০	৫১৯
ঐক্যপর শ্রুতি সমূহের সাবকাশত্ব	৫২০	৫২৮
নির্গুণ-শ্রুতির গুণত্রয়পরত্ব	৫২৯	৫৩৬
নারায়ণের সর্ব্বোত্তমত্ব ও সর্ব্বগুণপূর্ণত্ব প্রতিপাদনে শ্রুতি-স্মৃতির উদাহরণ	৫৩৭	৫৮৬
তার্ক্কিক-কথিত অনুগত-একজাতি খণ্ডন	৫৮৭	৬০৪
ব্রহ্ম ও তদ্‌গুণসমূহের ভেদ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের অর্থ	৬০৫	৬৫৬
বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সারূপ্য	৬৫৭	৬৬৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	শ্লোকাঙ্ক	
	আদি	অন্ত
নির্গুণ ব্রহ্মের নিরাকরণ	৬৬৪	৬৮১
বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদনে মহাভারত এবং ভাগবতের প্রমাণ	৬৮২	৭১৪
ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদন	৭১৫	৭৩৪
ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদনে মহাভারত ও গীতা-প্রমাণ	৭৩৫	৭৫০
মায়াবাদীর অভিপ্রেত নির্গুণত্বে ব্যাহতি	৭৫১	৮০০
নির্গুণত্ব ও ঐক্যের বিরোধ প্রতিপাদন	৮০১	৮৫৩
নির্গুণ-পদের প্রকরণসিদ্ধ অর্থ-কথনে যুক্তি	৮৫৪	৮৬৩
"নিষেধার্থ গুণসমূহের শ্রুতিতে অনুবাদ"—এই মত খণ্ডন	৮৮৪	৯০৮
সগুণত্ব স্থাপন	৯০৯	৯৭১
মায়াবাদি-মতের বাক্য-সমূহের অখণ্ডার্থতা নিরাস	৯৭২	৯৮৯
নির্গুণবাদীর পরিহাস	৯৯০	৯৯৬
গুণ-গুণী ভাবাদি ঘটক-বিশেষ প্রতিপাদন	৯৯৭	১০১৩
সগুণবাদ উপসংহার	১০১৪	১০১৯

—:*:—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

যুক্তিমল্লিকা

গুণসৌরভ

শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীম-মধ্বান্তর্গত-রামকৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক-লক্ষ্মীহয়গ্রীবায় নমঃ।

ভক্ত্যা স্তুত্যা বিরক্ত্যা ভজদমলজনৌন্নত্যভূত্যর্পকায়
ক্ষিত্যামত্যল্পভৃত্যেষ্বপি কুজনকৃতৌদ্ধত্যভূত্যাজকায়।
কর্ত্রে ধর্ত্রেঽথ হর্ত্রে হয়মুখহরয়েঽমুত্র পাত্রে নমস্তে
তস্মৈ কস্মৈচিদস্মন্মনসি ধৃতকথা বিস্মৃতৌ স্মারকায় ॥ ১ ॥

যিনি ভক্তি, স্তুতি ও বৈরাগ্যসহকারে ভজনশীল-বিশুদ্ধ স্বভাব ভক্তগণের উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করেন এবং ক্ষিতিতলে অতি ক্ষুদ্র সেবকের প্রতিও উৎপীড়নকারী দুর্জ্জনগণের ঔদ্ধত্যের হেতুভূত সম্পদাদি বিনষ্ট করিয়া থাকেন, এবং যিনি আমার হৃদয় হইতে তদীয় কথা বিস্মরণ হইয়া গেলে পুনরায় (স্বপ্নযোগে) স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সেই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা এবং পরলোকেরও পালনকর্ত্তা হয়গ্রীব শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারং ভবাখ্যজলধের্ভুবনৈকসারং
স্বৈরং কৃতোরুবিধবেদপথপ্রচারম্।
আরঞ্জিতামরজনং সুখচিচ্ছরীরং
ধীরং স্মরামি হৃদি সত্যবতী-কুমারম্ ॥ ২ ॥

যৎ পূর্ব্বং ত্বমপূর্ব্বসিন্ধুমতরঃ সদ্বন্দ্যমধ্বাচলা-
ত্তুদ্‌যাতঃ শতযোজনং পরমদঃ শংসন্তি সন্তঃ ক্ষিতৌ।
চিত্রং জৈত্রভবচ্চরিত্রমধুনা যদ্বেদবার্ধিংতর-
ন্নিত্যং কোটিসহস্রযোজনমপি ত্বং রাজবদ্রাজসে ॥ ৩ ॥

ব্যাসায় ভবনাশায় শ্রীশায় গুণরাশয়ে।
হৃদ্যায় শুদ্ধবিদ্যায় মধ্বায় চ নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

যিনি ভবসাগরের পারদাতা, ভুবনে একমাত্র প্রধান পুরুষ, স্বেচ্ছাক্রমে বিবিধ বেদমার্গের প্রচারক, দেবগণেরও আনন্দদায়ক এবং চিদানন্দ-বিগ্রহ. সেই সত্যবতী-নন্দন ধীরবর ব্যাসদেবকে আমি হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥

হে সজ্জনবন্দনীয়! মধ্বদেব! আপনি যে ত্রেতাযুগে (হনুমদবতারে) মহেন্দ্র পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে উৎপতিত হইয়া শতযোজন বিস্তৃত দক্ষিণ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাই ক্ষিতিতলে সজ্জনগণ অদ্যাবধি আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন—পরন্তু হে জয়শীল! বর্ত্তমানে (মধ্বাবতারে) আপনি যে প্রত্যহ কোটিসহস্র যোজন অর্থাৎ অনন্ত বেদ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাজার ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন, আপনার এতাদৃশ চরিত্র পরম আশ্চর্য্যজনক ॥ ৩ ॥

আমি জীবের সংসারদশানিবর্ত্তক, সর্ব্বসদ্‌গুণবিভূষিত শ্রীপতি ব্যাসদেবকে এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, হৃদয়ের অভীষ্ট-দেবতা শ্রীমধ্বপাদকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশস্তে সুশ্রিয়ং দত্থাদায়ুর্ব্বায়ুসুতপ্রিয়ঃ।
ভূমিং তে বামনো দত্থাদরীন্ হন্তু নৃকেসরী ॥ ৫ ॥
ন বিত্তৈরুন্মত্তা ন চ কুহক দুর্ম্মন্ত্রবলিনো-
ন বা মিশ্রৈর্মিশ্রা ন চ কুজনসাচিব্যসহিতাঃ।
নদুঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং বিরসমুপজীব্যোদ্ধতধিয়ো
হয়গ্রীবং দেবং বয়মিমমুপাস্যৈব কৃতিনঃ ॥ ৬ ॥
হয়গ্রীবস্য মধ্বস্য বাণ্যাবিত্থা গুরোগু রোঃ।
কৃপয়া বাদিরাজোঽহং রচয়ে যুক্তিমল্লিকাম্ ॥ ৭ ॥
বৌদ্ধ-জৈনাগমৌ পূর্ব্বপক্ষৌ সর্ব্বাগমস্য হি।
ততঃ পরস্তাজ্জাতেষু মতেষু চ যথা ক্রমম্।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বপক্ষো যাবন্ মধ্বমতোদয়ঃ ॥ ৮ ॥

হে গ্রন্থ-পাঠক ! ভগবান্ শ্রীপতি তোমাদিগকে সম্পৎ প্রদান করুন, শ্রীরামচন্দ্র আয়ুঃ প্রদান করুন, শ্রীবামনদেব ভূসম্পৎ প্রদান করুন এবং শ্রীনৃসিংহদেব তোমাদের শত্রুগণের সংহার করুন ॥ ৫ ॥

আমরা অর্থবলে মত্ত হইয়া কিম্বা কোনরূপ দুষ্টমায়ামন্ত্রবলে বলবান্ হইয়া অথবা মিশ্র (লৌকিক ও বৈদিক উভয়মার্গাবলম্বী) ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া কিম্বা দুর্জ্জনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অথবা নীরস দুঃশাস্ত্ররূপ শস্ত্র অবলম্বনে উদ্ধত হইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি না পরন্তু এই হয়গ্রীব-দেবের উপাসনাতেই পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

হয়গ্রীবদেব, মধ্বাচার্য্য, বিদ্যাগুরু এবং সন্ন্যাসগুরু ইঁহাদের কৃপাবলে আমি বাদিরাজ নামক সরস্বতী, যুক্তি-মল্লিকা রচনা করিতেছি ॥ ৭ ॥

বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ, তদনন্তর সমুদিত মত-সমূহের মধ্যেও যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত পর পর মতের অপেক্ষায় পূর্ব্বপক্ষ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তে সিদ্ধস্তু সিদ্ধান্তো মধ্বস্যাগম এব হি।
নির্ণেতুং শক্যতে যুক্তাযুক্তপক্ষবিমর্শিভিঃ ॥ ৯ ॥
অস্মাদুত্তরপক্ষোঽন্যো যস্মান্নাদ্যাপি দৃশ্যতে।
তস্মাৎ স এব সিদ্ধান্ত ইতি নিশ্চিত্য চেতসা ॥ ১০ ॥
অবলম্ব্য মতং সর্ব্বোন্নতং শ্রুতিপুরস্কৃতম্।
ময়েত্থং যুক্তিরুচিনা ক্রিয়তে যুক্তিমল্লিকা ॥ ১১ ॥
ত্বং চণ্ডালঃ পশুর্ম্লেচ্ছশ্চোরো জারঃ খরঃ কপিঃ।
কুণ্ডো গোলক ইত্যাদ্যা যা নিন্দা লোকসম্মতাঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বজীবৈক্যবাদেষ্ব্যূর্হি পরাত্মনি ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মৈব হীন-যোনীস্তাঃ প্রাপ্য স্বৈনৈব পাপ্মনা।
সংসরেচ্চেদিয়ং সর্ব্বা গালীকস্য গলে বদ ॥ ১৩ ॥

স্বরূপ, মধ্বশাস্ত্র ইহাদের সকলের অন্তে সমুদিত বলিয়া ইহাই যে সমস্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-স্বরূপ তাহা যুক্তাযুক্তবিচারনিপুণ পণ্ডিতগণ অবশ্যই বুঝিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৮-৯ ॥

এই মধ্বমতের পর এ পর্য্যন্ত অন্য কোন মতের উদয় না হওয়ায় ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া বেদের প্রামাণ্য-প্রবর্ত্তক এই সর্ব্বোত্তম মতাবলম্বনে যুক্তিপ্রিয়তামুখে এই যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থ রচিত হইতেছে ॥ ১০-১১ ॥

পরমাত্মা ও সর্ব্ব জীবের ঐক্যমত স্বীকার করিলে লোকে বিবাদস্থলে পরস্পরের প্রতি—"তুমি চণ্ডাল, পশু, ম্লেচ্ছ, চোর, জার, গর্দ্দভ, বানর, কুণ্ড (জারজ), গোলক (স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কর্ত্তৃক পত্নীতে উৎপাদিত পুত্র)" প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ উক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে তৎসমুদয় বস্তুতঃ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাই যদি স্বকীয় পাপকর্ম্ম-ফলে হীনযোনি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্ধশ্চ বধিরো মূকঃ পঙ্গুঃ পণ্ডো বিনাসিকঃ।
ইত্যাদ্যা ব্যঙ্গতা-হেতোর্যা নিন্দা লোকসম্মতাঃ।
তাঃ সর্ব্বাশ্চ নিরাকারবাদে কিং ন স্যুরীশ্বরে॥ ১৪॥
বিদ্যা-বিনয়হীনস্ত্বং নির্দয়ো নির্ব্রতোঽশুচিঃ।
ঔদার্য্য-ধৈর্য্য-শৌর্য্যাদ্যৈর্হীন ইত্যাদিকাশ্চ যাঃ॥ ১৫॥
সদ্গুণাভাবতো নিন্দাস্তাস্তু নৈর্গুণ্যবাদিনাং।
মতেস্যুর্ব্রহ্মণি পরে সর্ব্বাঃ সর্ব্বস্য সম্মতাঃ॥ ১৬॥
যা চ গ্রামতটাকাদেরারামাদেঃ কৃতস্য হি।
মিথ্যাত্বকথনান্নিন্দা মৎসরগ্রস্তচেতসাম্।
সা সর্ব্বা সর্ব্বমিথ্যাত্ববাদে স্যাদেব মাধবে॥ ১৭॥

সংসারদশা গ্রস্ত হ'ন তাহা হইলে জীবের ঐ সংসারদশারূপ গলবন্ধন বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই নহে কি ?॥ ১৩॥

ইহলোকে জীবের অঙ্গবিশেষের হীনতাবশতঃ অন্ধ, বধির, মূক, পঙ্গু, নপুংসক, বিনাসিক প্রভৃতি নিন্দা হইয়া থাকে, ব্রহ্মকে নিরাকার বলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-হীনতাবশতঃ উক্ত নিন্দাসমষ্টি তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইল॥১৪॥

লোকের যৎকিঞ্চিৎ সদ্গুণের অভাব হইলে তাহাকে বিদ্যাহীন, বিনয়-হীন, নির্দ্দয়, আচারহীন, অশুচি, অনুদার, ধৈর্য্যহীন, শৌর্য্যহীন প্রভৃতি নিন্দা করা হয়, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও ঐ সমস্ত নিন্দা-ভাজন হইতে হয়॥ ১৫-১৬॥

কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অর্থব্যয় ও প্রয়াসপূর্ব্বক গ্রাম, তড়াগ, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলে ঈর্ষাপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ যদি ঐ সমস্তকে মিথ্যা বলে তাহা হইলে যেরূপ কর্ত্তার নিন্দা হয় সেইরূপ এই জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগৎকর্ত্তা শ্রীহরিরই নিন্দা হইয়া থাকে॥ ১৭॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অজ্ঞোসীতি তু যা নিন্দা সা মায়াশ্রয়তোক্তিতঃ।
ভগবত্যুচ্যতে কর্ম্ম বদ্ধত্বোক্ত্যা চ পাপিতা ॥ ১৮ ॥
ইত্থং বিচার্য্যমাণেভূদ্ যস্মান্মায়াবিনাং মতম্।
সর্ব্বঞ্চ লোকসম্মত্যা ভগবন্নিন্দনাত্মকম্ ॥ ১৯ ॥
অতো মায়াবাদমতান্নাম্নৈবাতিজুগুপ্সিতাৎ।
ভীতোঽহমভজং তত্ত্ববাদিনামেব পদ্ধতিম্ ॥ ২০ ॥
পরস্মাৎ পূর্ব্ব-দৌর্ব্বল্যে নিষেধাদ্বিধিবাধনে।
যতো মহাগ্রহস্তেষাং সর্ব্বেষাং বিদুষামপি ॥ ২১ ॥
তৎপূর্ব্ব-সর্ব্বরাদ্ধান্তসিদ্ধার্থানাং নিষেদ্ধরিম্।
পরে চ তত্ত্ববাদেঽস্মিন্ গরীয়সি ভরো মম ॥ ২২ ॥

মায়াবাদিগণের মতে ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হইয়া থাকে, তাহাদের মতে মায়া শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অতএব ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে তাঁহাকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় না কি? পরন্তু ব্রহ্মই অনাদি কর্ম্মবন্ধনবশতঃ সংসার দশাগ্রস্ত হ'ন ইহা বলিলে তাঁহাকে পাপীও বলা হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে মায়াবাদিগণের যাবতীয় মতই ভগবানের নিন্দাজনক হইয়া থাকে অতএব মায়াবাদটী নামমাত্রেই অতিশয় নিন্দিত বলিয়া আমি তাহা হইতে ভীত হইয়া তত্ত্ববাদিগণের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছি ॥ ১৯-২০ ॥

"পরবর্ত্তী মত অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী মত দুর্ব্বল হইয়া থাকে, বিধি অপেক্ষা নিষেধ বলবান্ হইয়া থাকে" এ বিষয়ে মায়াবাদিগণের এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রকারেরই সম্পূর্ণরূপ সম্মতি দেখা যায় অতএব এই তত্ত্ববাদ সমস্তের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎপরত্বান্নিষেদ্ধৃত্বাদন্তে সিদ্ধেঃ প্রভুস্তুতেঃ।
নাম্না চাত্যুল্লসন্ত্যাসীদ্বল্লী তে যুক্তিমল্লিকে ॥ ২৩ ॥
ন স্নেহান্ন চ বিস্নেহাদ্ যুক্ত্যাকৃষ্টেন কেবলং।
যতঃ কৃতাসি তত্তর্করসিকানাং মুদে ভব ॥ ২৪ ॥
হৃদ্যপদ্যরসস্নিগ্ধাং সদ্যো হৃদ্রোচনোদ্যতাম্।
বিদ্যামদ্যানবদ্যাং মে কো দ্বেষ্ট্যুদ্ধতপদ্ধতিঃ ॥ ২৫ ॥
অধুনা বিধুনা রুদ্ধং মধু নাসীন্মধুব্রত।
উদিতে মুদিতেঽব্জে স্বাদদিতের্বিদিতে সুতে ॥ ২৬ ॥

পরবর্ত্তী এবং সমস্ত মতের নিষেধক বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধায় আমি ইহাকেই আশ্রয় করিয়াছি ॥ ২১-২২ ॥

অয়ি যুক্তিমল্লিকে! তোমার মূল লতা (অর্থাৎ তোমার মূলীভূত আশ্রয় তত্ত্ববাদ) সমস্ত মতের পরবর্ত্তী, সমস্ত মতের নিষেধক, সমস্ত মতের সিদ্ধান্ত-স্বরূপ এবং প্রভু শ্রীহরির স্তুতিবর্ণনপর বলিয়া বিশেষতঃ "তত্ত্ববাদ" —এইরূপ নামবশতঃ পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় শোভমানা রহিয়াছে ॥ ২৩ ॥

অয়ি যুক্তিমল্লিকে! আমি স্বমতে (তত্ত্ববাদে) অনুরাগী হইয়া অথবা পরমতে বিদ্বেষী হইয়া তোমাকে প্রণয়ন করিতে উদ্যত হই নাই, পরন্তু স্বমতের যুক্তিসমূহের আকর্ষণেই তোমাকে প্রণয়ন করিতেছি, অতএব তুমি তর্করসিকগণের আনন্দ প্রদান করিও ॥ ২৪ ॥

হৃদয়গ্রাহী কাব্যরসপ্রবণ সস্নিগ্ধ এবং সদ্যঃই পাঠকগণের হৃদয়ানন্দ বিস্তারে সমুদ্যত বলিয়া মদীয় এই অনিন্দ্যনীয় গ্রন্থদর্শনে কোন উদ্ধত-স্বভাব ব্যক্তিও দোষারোপ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

হে ভ্রমর! বর্ত্তমানে চন্দ্রোদয়বশতঃ কমল মুদ্রিত হওয়ায় তন্মধ্যে মধু আবদ্ধ রহিয়াছে, অতএব তোমাদের মধুলাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু ভবিষ্যতে অদিতি-নন্দন সূর্য্যদেবের উদয় অবগত হইয়া কমল বিকশিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তার্ণে বৌকসি পার্ণে বা তাপসো ভূপ সোঽবসৎ।
তিথৌ তেঽতিথিরেতদ্বদ্বিদ্বান্ ক্বাগণ্যপুণ্যদঃ॥ ২৭॥
তুলয়া মলয়াদ্র্যুত্থচন্দনে নেন্ধনং খলঃ।
সমং সমন্তাৎ কুরুতাৎ গ্রন্থৌ গন্ধং করোতি কঃ॥ ২৮॥
সূক্তিরত্নস্বভাবাভা পূজ্যা ত্যাজ্যা ন কোবিদৈঃ।
গুণে মণের্হি মাৎসর্য্যং কার্য্যং নার্য্যৈঃ কদাচন॥ ২৯॥

হইলে তোমাদের মধুলাভ হইবে অর্থাৎ হে গ্রন্থ শ্রবণার্থিজনগণ বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের বিদ্বেষিব্যক্তিগণের প্রাবল্যবশতঃ গ্রন্থপ্রচারাভাবে তোমরা ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছ, যদি ভবিষ্যতে ইহার অনুকূল প্রচারকের আবির্ভাব হয় তখন তোমরা ইহার রসাস্বাদন করিবে॥ ২৬॥

জৈনাদিমতাবলম্বী তদানীন্তন রাজার উৎপীড়নে গ্রন্থকার এবং শ্রোতৃগণ উৎপীড়িত হইলে উক্ত রাজার প্রতি গ্রন্থকার বলেন, হে রাজন্! এই তাপসগণ তোমার রাজ্যমধ্যে বাস না করিয়াও জীবন-ধারণ করিতে পারিবে, যেহেতু পূর্ব্বহইতেই ইহারা বনমধ্যে তৃণ বা পর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে অভ্যস্ত, পরন্তু পুণ্য-তিথিতে এতাদৃশ বিদ্বান্ অতিথিলাভ তোমার পক্ষেই সম্ভব হইবে॥ ২৭॥

দুর্জ্জনগণ তুলাযন্ত্রের একদিকে চন্দনকাষ্ঠ এবং অপর দিকে সাধারণ কাষ্ঠ আরোপণ পূর্ব্বক সমভাবে পরিমাণ করিলেও উহাদিগকে বিদারণ করিলে চন্দনকাষ্ঠই সুগন্ধ প্রদান করে, সাধারণ-কাষ্ঠ সুগন্ধ বিতরণ করে না॥ ২৮॥

এই যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থে সুবচনরূপ রত্ন সকলের স্বাভাবিক কান্তি বর্ত্তমান আছে, অতএব পণ্ডিতগণের ইহা আদরণীয়ই হইবে, পরন্তু কখনও উপেক্ষণীয় হইবে না। যেহেতু সজ্জনগণের কখনও মহামূল্যমণির গুণের প্রতি বিদ্বেষশীল হওয়া উচিত নহে॥ ২৯॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদুষোঽবিদুষোপীষ্টা কং জনং রঞ্জয়েন্ন গীঃ।
ভ্রমরৈরমরৈশ্চার্থ্যং কুসুমং কোঽসুমাংস্ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥
বিদ্যাঽবিদ্যা-বিভাগজ্ঞঃ কিমজ্ঞঃ প্রাজ্ঞবদ্ভবেৎ।
অন্ধস্যেন্দুদয়েঽপ্যান্ধ্যমন্ধকারোদয়েপি হি ॥ ৩১ ॥
গৃহীতমর্থং যঃ পশ্চান্ন জহাতি স বৈ মহান্।
তৃণগ্রাহী মণির্মান্যঃ পৌর্ণমাসীবিধুঃ শশী ॥ ৩২ ॥
গৃহ্ণীয়াত্তিন্তিড়ীশাখাং শিগ্রুশাখাগ্রহেণ কিং।
জগৃহুস্তদ্বিদো বেদং বাদিবাক্যান্য-কোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥

সুরম্যবচন বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। সুরম্য পুষ্প ভ্রমর এবং অমর এই উভয়েরই প্রার্থনীয় বস্তু, কোন প্রাণীই ইহাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ৩০ ॥

অজ্ঞব্যক্তি কখন ও প্রাজ্ঞব্যক্তির ন্যায় বিদ্যার সদসদ্‌বিচারে সমর্থ নহে, অন্ধব্যক্তির চন্দ্রোদয়ে এবং অন্ধকারে উভয়কালেই অন্ধভাব সমানই থাকে ।৩১

যিনি একবার কোন বিষয় গ্রহণ করিলে পরে কখনও তাহা পরিত্যাগ করেন না; জগতে তিনিই উত্তম বলিয়া কথিত হ'ন। তৃণগ্রাহী মণি এবং শশধর পূর্ণচন্দ্র ইহারা উভয়েই লোকের মান্য হইয়া থাকেন। মণিপরীক্ষারপ্রণালী এই যে—যে মণি নিকটস্থ তৃণকে আকর্ষণ করিয়া স্বগাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখে পরন্তু পরিত্যাগ করেনা উহাই শ্রেষ্ঠমণি। চন্দ্রদেবও সেইরূপ নিজের সম্পূর্ণ অভ্যুদয়কালে পূর্ণিমাতিথিতেও আশ্রিত শশককে পরিত্যাগ করেন না ॥ ৩২ ॥

ঊর্দ্ধদেশ হইতে পতনশীল ব্যক্তি সারবান্ তিন্তিড়ী শাখাকেই অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিবে, অসার শিগ্রু (সজিনা) শাখা অবলম্বনে কোন ফল হয় না, অতএব অজ্ঞগণ দুষ্ট মত সকল গ্রহণ করিলেও বিজ্ঞজন বেদকেই আশ্রয় করিবেন ॥ ৩৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একস্য বাদিনো বাক্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থিতৌ।
তদ্ব্যত্যাসঃ কুতো ন স্যাদ্বাক্যৈস্তৎ প্রতিবাদিনাম্।
বহুত্বেন বলীয়াংসি বচনানীতি মে মতিঃ ॥ ৩৪ ॥
শুষ্কতর্কশতোদর্কাংস্তৈস্তৈরাপ্ততয়াদৃতান্।
অনেকদর্শনাচার্য্যান্ কথমেকো নিবারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
অসর্ব্বজ্ঞবচাংস্যেবং বিরুদ্ধানি পরস্পরং।
ন ধর্ম্মনির্ণয়ায়ালং তত্ত্বজ্ঞানস্য শঙ্কয়া।
তেষ্বেকস্য ন সার্ব্বজ্ঞ্যমন্যস্যেব প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৩৬ ॥

বেদবাক্য ব্যতীত-অন্য বাদিগণের বচনদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা হইতে পারে না, যেহেতু অন্য বাদিগণের বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ এবং প্রত্যেকেই সমবলবিশিষ্ট অতএব একজনের বাক্যকে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপক বলিয়া স্বীকার করিলে অন্য প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধবচন অনুসারে তাহা পুনরায় অসঙ্গত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মতেরই প্রতিবাদীর সংখ্যা অধিক অতএব সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রতিবাদিগণের মতকেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

একজনের পক্ষে অনেক দার্শনিককে নিবারণ করা সম্ভবপরও হয় না, যে হেতু প্রত্যেকেই প্রচুর তর্কবলসম্পন্ন এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুগত ব্যক্তিগণের নিকট আপ্ত বলিয়া আদৃত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

অসর্ব্বজ্ঞ-বাদিগণের বাক্য এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান জনক কিনা, এই সন্দেহ বশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাপনে সমর্থ হইতে পারে না। যদি বল, তন্মধ্যে বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তাহার বচন তত্ত্ব জ্ঞানজনক হইয়া থাকে, তাহার উত্তর এই যে অন্যান্য বাদিগণ যেহেতু অসর্ব্বজ্ঞ, এ অবস্থায় কেবল মাত্র বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধির প্রমাণ কি ? ॥ ৩৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্ষিত্যাদিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞো ন সর্ব্বস্যাপি সম্মতঃ।
যস্যাসৌ সম্মতস্তঞ্চ বুদ্ধো যুদ্ধে জিগীষতি ॥ ৩৭ ॥
দৈত্যান্ স বিপ্রলিপ্সুশ্চেদ্দেবাংশ্চানুজিঘৃক্ষতি।
অধর্ম্মমপি তত্তৃপ্ত্যৈ ধর্ম্মং বক্তীতি সংশয়াৎ ॥ ৩৮ ॥
কথং তদুক্তিমাত্রাচ্চ ক্রত্বাদেঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তনম্।
অতঃ পুংবাক্যতো ধর্ম্মঃ কথং নির্ণীয়তে বদ ॥ ৩৯ ॥
যস্তু যুক্ত্যৈব ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং বর্ণয়েদ্বুধঃ।
লাঘবাৎ স স কৃচ্ছ্রৈর্দ্ধ্যৈ পিবেদাচমনোদকম্ ॥ ৪০ ॥

যদি বল, ক্ষিতি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত সম্ভবপর নহে বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং বেদ সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বচন বলিয়া বেদদ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা হইবে—তাহা হইলে এরূপ অনুমান ও সঙ্গত হয় না, কারণ এ বিষয়েও সমস্তের সম্মতি নাই। কেবলমাত্র নৈয়ায়িকই এইরূপ অঙ্গীকার করেন পরন্তু বুদ্ধ তাহার প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥৩৭॥

যদি বল, বুদ্ধদেবের বাক্য প্রমাণ নহে কারণ তিনি অসুরগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য অধর্ম্মই বর্ণন করিয়াছেন তাহা হইলে তর্কস্থলে বুদ্ধগণও বলিয়া থাকে যে তিনি যেরূপ অসুরগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য অধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন সেইরূপ দেবগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য ধর্ম্ম বর্ণন ও করিয়াছেন, অতএব তাঁহার বচন প্রমাণ স্বরূপ। কাযেই এরূপ তর্ক দ্বারা নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না ॥ ৩৮ ॥

বিশেষতঃ প্রতিবাদিগণ এরূপ ও বলিতে পারে যে ঈশ্বর অন্যান্য পুরুষের তুল্য একজন পুরুষবিশেষ, অতএব কেবল তাঁহার বচন হইতেই কিরূপে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন হইতে পারে? কাজেই পুরুষবচনস্বরূপ বেদ হইতেও ধর্ম্মনির্ণয় অসম্ভব ॥ ৩৯ ॥

যাঁহারা কেবল মাত্র যুক্তিবলেই ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনরুক্তত্বযুক্ত্যা চ মন্ত্রাবৃত্তিং পরিত্যজেৎ।
পরোপকারযুক্ত্যা চ গচ্ছেৎ কামাতুরাঙ্গনাম্ ॥ ৪১ ॥
দেহবন্ধাদ্বহির্জীবান্ কুর্য্যাৎ কারাগৃহাদিব।
অনাদি নিত্যা বাগ্‌বাচ্যা ধর্ম্মসিদ্ধ্যৈ ততোঽখিলৈঃ ॥৪২॥
অস্মদাদিকৃতং কার্য্যং ব্যর্থং সার্থমনর্থকৃৎ।
দৃশ্যতে গেহকুড্যাদি কেনাপি ন কৃতা তু যা ॥ ৪৩ ॥
অনাদিতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসম্প্রদায়বলাগতা।
সা তু নার্থং ব্যভিচরেৎ কর্ত্তৃদোষবিবর্জ্জিতা।
কিং ক্বচিন্নাবকাশোঽস্তি নিত্যাকাশে শরীরিণাম্ ॥ ৪৪ ॥

লাঘব-যুক্তি-প্রদর্শনে শুদ্ধির জন্য একবার মাত্রই আচমন জল পান করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রের বারম্বার জপ করিলে উহাতে পুনরাবৃত্তি দোষ হয় এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা মন্ত্র জপ পরিত্যাগ করিতে পারেন। পরোপকার হইবে, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া কামপীড়িতা স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিতে পারেন, কারাগৃহ হইতে লোককে মুক্ত করিলে তাহার যেরূপ শান্তি হয়, সেইরূপ দেহবন্ধন হইতে জীবকে বহির্গত করিলে শান্তি হইবে এরূপ যুক্তিবলে তাঁহারা জীবহত্যা করিতে পারেন, অতএব এরূপ যুক্তিবলে ধর্ম্মনির্ণয় অসম্ভব বলিয়া ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য অনাদিসিদ্ধ নিত্য-বেদবচনকেই সকলের অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১-৪২ ॥

ইহলোকে আমরা গৃহ, প্রাচীর প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ করি, ঐ সমস্ত কার্য্য পদার্থ কখন সার্থক, কখনও নিরর্থক, কখনও বা অনর্থ-জনক হইয়া থাকে, পরন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তমান এই বেদাশস্ত্র ভ্রমপ্রমাদাদি কর্ত্তৃদোষশূন্য বলিয়া কদাচিৎও নিরর্থক অথবা অনর্থ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সা চ শ্রুতির্ভবেদেষা শ্রৌতবাদিপ্রবাদতঃ।
শ্রুতিনাম্না চ সর্ব্বৈশ্চ শ্রুতা যা সৈব হি শ্রুতিঃ ॥ ৪৫ ॥
ন ষড়্ভির্দর্শনাচার্য্যৈঃ কৃতো বেদো বিচারণে।
দ্বয়োরসংমতত্বেন চতুর্ণামপি সম্মতেঃ ॥ ৪৬ ॥
নাপীশ্বরকৃতো বেদো ভাট্টাদ্যৈস্ত্রিভিরুচ্যতে।
যেনৈকেনোচ্যতে তেন মুচ্যতে যুক্তিমার্গতঃ ॥
অশরীরস্তদীশস্তাং নৈব বক্তি কদাচন ॥ ৪৭ ॥

কারক হয় না, যেমন আকাশপদার্থ সর্ব্বদাই অবকাশদায়ক বলিয়া কখনও তাহার উক্ত ধর্ম্মের ব্যভিচার দেখা যায় না ॥ ৪৩-৪৪ ॥

শ্রৌতবাদিগণের প্রবাদ এই যে, শ্রুতি অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত এবং কর্ত্তৃশূন্য, যেহেতু ইহা অনাদিকাল হইতে সকলের শ্রুত সেই জন্যই ইহা শ্রুতি নামে কথিত। পরন্তু কাহারও কৃত এইরূপ প্রবাদ নাই, তাহা হইলে শ্রুতিনামের পরিবর্ত্তে পুরুষকৃত বলিয়া কৃতি এইরূপ নামই হইত।৪৫

বেদ ষড়্-দার্শনিক কর্ত্তৃক কৃত নহে, কারণ—ঐ ছয় জনের মধ্যে চার্ব্বাক্ ও বৌদ্ধের বেদে সম্মতিই নাই। অবশিষ্ট তার্কিক, মীমাংসক, সাংখ্যকার ও বৈদান্তিক এই চারিজনও পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, বেদ যদি ইহাদের কোন একজনের রচিত হইত, তাহা হইলে অপর ত্রয়ের ইহাতে শ্রদ্ধা থাকিত না, পরন্তু বেদ এই চারিজনেরই সম্মত, অতএব তাহাদের মধ্যে কাহারও সৃষ্ট নহে ॥ ৪৬ ॥

বেদ ঈশ্বরকৃতও নহে, কারণ মীমাংসক, সাংখ্যকার ও বৈদান্তিক এই তিন জনে তাহা স্বীকার করেন না, এক মাত্র যিনি স্বীকার করেন সেই নৈয়ায়িককেও প্রতিপক্ষের তর্কবলে পরাজিত হইয়া নিজ মত পরিত্যাগই করিতে হয়, যেহেতু, তাহার মতে ঈশ্বর অশরীরী, অতএব শরীরশূন্য পুরুষের পক্ষে বেদোচ্চারণ সম্ভবপর নহে ॥ ৪৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎকর্ত্তৃতা কথং তস্য ন হ্যণোশ্চোদনাদিনা।
নভোগুণস্যাস্য জন্ম কিন্তূচ্চারণতস্তব ॥ ৪৮ ॥
উৎপত্তয়ে ব্যক্তয়ে বা শব্দানাং সর্ব্ববাদিভিঃ।
বাচ্যৈব কিল তাল্বোষ্ঠপুটব্যাপারমূলতা ॥ ৪৯ ॥
সৃষ্ট্যাদৌ নিগমস্রষ্টুর্ন হি দেহোঽস্তি ভৌতিকঃ।
কিঞ্চেশমূলতামাদৌ শ্রুতীনাং ন দদর্শ সঃ ॥ ৫০ ॥
সন্দিগ্ধা কার্য্যতানাদৌ ততোঽপীশকৃতা ন সা।
গুণত্বমিব বাক্যত্বং নানিত্যত্বপ্রযোজকম্ ॥ ৫১ ॥

শব্দ অণু পরিমাণ বলিয়া ঘটাদি মহৎপদার্থের উৎপাদনে যেরূপ দণ্ড পরিচালনাদি কর্ত্তৃ-প্রযত্ন সম্ভব, সেইরূপ এই শব্দের উৎপাদনে কর্ত্তৃপ্রযত্ন সম্ভব হয় না, পরন্তু নৈয়ায়িক শব্দকে আকাশের গুণ এবং উচ্চারণ-জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

শব্দের উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তিবিষয়ে তালু ও ওষ্ঠপুটের ব্যাপারকেই কারণ বলিয়া সকলকে স্বীকার করিতে হয় ॥ ৪৯ ॥

পরন্তু সৃষ্টির আদিতে নৈয়ায়িকমতে ঈশ্বরের ভৌতিক দেহ থাকাও সম্ভবপর নহে, অতএব শরীর না থাকিলে তালু ও ওষ্ঠপুটাদির ব্যাপারাভাবে শব্দাত্মক বেদের উচ্চারণ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ সেই সৃষ্টির আদিকালে ঈশ্বর যে বেদোচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষও করেন নাই, অতএব সন্দিগ্ধবিষয় প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৫০ ॥

যদি বল, বাক্যমাত্রেরই একজন কর্ত্তা দেখা যায়, অতএব বেদবাক্যেরও একজন কর্ত্তা আছেন তিনিই ঈশ্বর, এরূপ কথাও সঙ্গত নহে—কারণ গুণত্ব পদার্থ যেরূপ নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধগুণেই বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়, সেইরূপ বাক্যত্ব ধর্ম্ম ও নিত্য এবং অনিত্য উভয়বিধবাক্যেই থাকিতে পারে, অতএব বেদবাক্য নিত্য, পরন্তু কার্য্য নহে ॥ ৫১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্তুষ্টুতিং নিত্যয়া বাচা চোদস্বেতৃগ্যতোত্রবীৎ।
প্রাদুর্ভাবজনেষ্টস্মাদৃচঃ সামানি জজ্ঞিরে ॥ ৫২ ॥
ঋক্‌সামাদেব ভাবে প্রাগ্ যজ্ঞঃ সোজ্ঞ কুতোভবৎ।
দেবাস্তেনাযজন্তেতি পূর্ব্বাং শ্রুতিমনুস্মর ॥ ৫৩ ॥
আদিসর্গেপ্যুপাধ্যায়ঃ পুত্রেহধ্যেতরি কেশবঃ।
ন কর্ত্তোক্তপ্রকারেণ যজ্ঞ-ভোক্তৃত্ব বিঘ্নবিৎ ॥ ৫৪ ॥
নিদ্রা-বিদ্রাবণে যস্থ ছন্দাংসি কিল বন্দিনঃ।
তং বেদং স কথং কুর্য্যাদ্দুর্গা স্যাৎ প্রাগ্‌বিনির্গতং ॥ ৫৫ ॥

"হে বিরূপ! (কোনও মুনিবিশেষের সম্বোধন) তুমি নিত্য বেদ বাক্যদ্বারা ভগবানের সুরম্যস্তব কর" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ও বেদের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে অতএব" দেবগণের কৃতযজ্ঞ হইতে ঋক্ এবং সাম সকল জাত হইয়াছিল" ইত্যাদি মন্ত্রে যে জন্মের উল্লেখ দেখা যায় উহা প্রাদুর্ভাব মাত্র পরন্তু উৎপত্তি নহে ॥ ৫২ ॥

হে অজ্ঞ! বেদসকল সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, ঐ যজ্ঞের পূর্ব্বে ঋক্ ও সামসমূহ না থাকিলে তাহাদের অভাবে "দেবগণ যাগ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রশ্রুতিতে যে যজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

যদি যজ্ঞের পূর্ব্বে বেদসকল বর্ত্তমান না থাকে তাহাহইলে বেদের অভাবে যজ্ঞই সম্ভবপর হয় না, যজ্ঞের অভাব হইলে নিজেও যজ্ঞভোক্তা হইতে পারেন না, এইরূপে নিজের যজ্ঞভোক্তৃত্বের বিঘ্ন জানিয়াই ভগবান সৃষ্টির প্রথমে পুত্র ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন পরন্তু বেদের সৃষ্টি করেন নাই ॥ ৫৪ ॥

সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, দুর্গাদেবী (লক্ষ্মীদেবী) বেদবচনসকলদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিলে পর সেই যোগনিদ্রা দূরীভূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যস্যাস্তি পুস্তকং হস্তে হয়াস্যস্য বিধেগুরোঃ ।
স চ বক্তাঽনাদিনিত্যসিদ্ধবুদ্ধিক্রমাৎ ক্রমং ॥
বর্ণানাং ক্রমশূন্যানামপি পশ্যেদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
নিত্যেশবুদ্ধ্যুপাধেস্তদ্বর্ণেষ্বৌপাধিকঃ ক্রমঃ ।
মঠাকাশ-ঘটাকাশক্রমবৎ স্যাদনাদিতঃ ॥ ৫৭ ॥
উপাধিনিত্যতায়াস্তু নিত্যতাপ্যস্য শোভতে ।
অনাদ্যজ্ঞানতোনাদি যথা সংসারবন্ধনম্ ।
যথা বা প্রতিবিম্বাত্মা জীবোনাদি শ্রুতৌ শ্রুতঃ ॥ ৫৮ ॥

হইয়াছিল, যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে বেদ বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে উহা দুর্গাদেবীর বদন হইতে কিরূপে বহির্গত হইয়াছিল। অতএব ইহা দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে ভগবান্ সৃষ্টিকালে বেদরচনা করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মার গুরু শ্রীহয়গ্রীব-দেবের হস্তে সর্ব্বদা বেদগ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তদীয় ধ্যানমন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, বর্ণসকল স্বভাবতঃ ক্রমশূন্য হইলেও সেই বেদবক্তা শ্রীহয়গ্রীবদেব অনাদি নিত্যসিদ্ধবুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বদা বেদমধ্যে সেই বর্ণসকলের ক্রম দর্শন করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

এক আকাশই যেরূপ মঠ ঘট প্রভৃতি উপাধি অনুসারে মঠাকাশ ঘটাকাশ প্রভৃতি ক্রম অনুসারে কথিত হয়, সেইরূপ ভগবানের নিত্য-বুদ্ধিরূপ উপাধিঅনুসারেই ক্রমশূন্যবর্ণ সকলের মধ্যেও অনাদিকাল হইতে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

অজ্ঞানরূপ উপাধি অনাদি বলিয়া জীবের সংসার বন্ধনও যেরূপ অনাদিরূপে স্বীকৃত হয়, অথবা বিম্বরূপী ভগবান্ অনাদি বলিয়া প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবও অনাদি ইহা যেরূপ শ্রুতি হইতে অবগত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ব্বং বুদ্ধ্যা গ্রহণতঃ পূর্ব্বত্বং বর্ণগং হি তৎ।
পশ্চাদ্বুদ্ধ্যা গ্রহণতঃ পরত্বং তচ্চ বর্ণগম্ ॥ ৫৯ ॥
পূর্ব্বং বুদ্ধ্যা পূর্ব্বতৈব কাচিদ্বর্ণেঽস্ত্যুপাহিতা।
পশ্চাদ্বুদ্ধ্যা পরত্বং চ বর্ণেষ্বস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
ন চেন্নদী-দীন-শব্দৌ ভিন্নভিন্নার্থকৌ কথং।
কথঞ্চ স্যাৎ পূর্ব্ববর্ণাৎ পূর্ব্ব ইত্যাদিকং বচঃ ॥ ৬১ ॥

হওয়া যায় তদ্রূপ ভগবানের বুদ্ধিরূপ উপাধি নিত্য বলিয়া বর্ণসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমও যে নিত্য ইহা সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

যে বর্ণ ভগবানের বুদ্ধিদ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়াছে, উহাই পূর্ব্ব এবং যে বর্ণ পরে গৃহীত হইয়াছে উহাই পরবর্ণ এইরূপে বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্ববুদ্ধি অনুসারেই যে কোন বর্ণে পূর্ব্বত্ব এবং পশ্চাদ্ বুদ্ধি অনুসারেই যে অন্যান্য বর্ণে পরত্ব ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥

বুদ্ধিদ্বারা বর্ণসকলের পূর্ব্বপশ্চাদ্গ্রহণেই পৌর্ব্বাপর্য্য ঘটিয়া থাকে এবং তদনুসারেই শব্দার্থেরও পার্থক্য হইয়া থাকে যেমন নদী এবং দীন শব্দে অক্ষরের সমানত্ব থাকিলেও কেবলমাত্র পূর্ব্বাপর বিন্যাস-ভেদেই অর্থের ভেদ হইয়াছে। যদি এরূপ কোন স্বাভাবিক নিয়ম থাকিত যে "দ"কার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং "ন"কার পরবর্ত্তী তাহা হইলে "নদী" এই শব্দে "ন"কার পূর্ব্বে এবং "দ"কার পরে বিন্যস্ত হইতে পারিত না। বিন্যাসভেদেই পৌর্ব্বাপর্য্যের আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন যেমন—"জলজ" এই শব্দে—প্রথমে "জ"কার, তাহার পর "ল"কার এবং তাহার পর পুনরায় "জ"কার রহিয়াছে, এস্থলে আমরা প্রথম "জ"কারকে শেষ "জ"কারের পূর্ব্ববর্ণের পূর্ব্ববর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। যদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথৈকস্যামীশবুদ্ধৌ পৌর্ব্বাপর্য্যং বিশেষতঃ।
বর্ণেষু তদ্বৎ স্বীকার্য্যং পৌর্ব্বাপর্য্যং সদোপধেঃ ॥ ৬২ ॥
ত্বয়াপি কালে মহতি যামাদীনামুপাধিজম্।
পৌর্ব্বাপর্য্যং কথং বার্য্যং কার্য্যং কুর্য্যর্যতোঽখিলং ॥ ৬৩ ॥
তবাপি তাল্বোষ্ঠপুট-মধ্যস্থাকাশ এব হি।
বর্ণোৎপত্তিস্ততঃ কো বা পূর্ব্বঃ কশ্চাপরো বদ ॥ ৬৪ ॥
ন হি তত্রাধরো বর্ণ এক ঊর্দ্ধশ্চ দেশতঃ।
পূর্ব্বকালোৎপন্নতৈব পূর্ব্বতা পরতা তথা ॥
পরকালোৎপন্নতৈব বর্ণে বাচ্যা ন চাপরা ॥ ৬৫ ॥

"ল"কার "জ"কারের পরবর্ত্তী এইরূপ স্বাভাবিক নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে আমরা এস্থলে—"ল"কারকে "জ"কারের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম না ॥ ৬১ ॥

যেরূপ ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য এবং এক হইলেও সৃষ্টিবুদ্ধি, পালন-বুদ্ধি এবং সংহারবুদ্ধি ইত্যাদি রূপে পৌর্ব্বাপর্য্য কথিত হইয়া থাকে সেইরূপ বর্ণের মধ্যে ও বুদ্ধিরূপ উপাধিবশতঃই পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হয় ॥ ৬২ ॥

কাল যদিও এক অখণ্ড পদার্থ তথাপি তন্মধ্যে তোমাকেও সূর্যো-দয়াদিরূপ উপাধিভেদে যাম প্রভৃতি কালের বিভাগ পূর্ব্বক তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা যামভেদে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসকল সম্ভবপর হয় না ॥ ৬৩ ॥

তুমিও বর্ণ সকলের উৎপত্তিস্থানভেদে পৌর্ব্বাপর্য্য বলিতে পার না, যেহেতু সমস্ত বর্ণই তোমার মতে তালু ও ওষ্ঠপুট মধ্যবর্ত্তী এক আকাশেই উৎপন্ন হয়, অতএব উৎপত্তির কালভেদেই তোমাকে পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে, আমরাও সেইরূপ অভিব্যক্তির কালভেদকেই পৌর্ব্বাপর্য্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবঞ্চ পূর্ব্বব্যক্তত্বং পূর্ব্বত্বং মে ভবিষ্যতি।
পরকালব্যক্ততায়াং পরো বর্ণো ভবিষ্যতি।
অতঃ সমং সমাধানং নিত্যা নিত্যত্ববাদিনোঃ ॥ ৬৬ ॥
যথেশো নিত্যয়া বুদ্ধ্যা সকৃৎ স্মৃষ্টশ্রুতে ক্রমং।
আকল্পান্তং তবেক্ষেত তথেক্ষেত সদা মম ॥ ৬৭ ॥
প্রমাণদৃষ্টঘটনা কার্য্যা সৈব যথামতি।
ন শক্যতে চেৎ সর্ব্বেশাচিন্ত্যশক্ত্যৈব সেৎস্যতি ॥ ৬৮ ॥
নেদংপূর্ব্বা যদা বুদ্ধিরাদ্যানাদিরধীশিতুঃ।
তত এব দ্বিতীয়াপি নেদং পূর্ব্বা বলাদ্ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥

কারণ বলিয়া থাকি, অর্থাৎ তোমার মতে যেমন যে বর্ণ পূর্ব্বকালে উৎপন্ন, উহা পূর্ব্ববর্ণ এবং যে বর্ণ পরবর্ত্তিকালে উচ্চারিত তাহা পরবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয় সেইরূপ আমরাও যে বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে অভিব্যক্তি, উহাই পূর্ব্ববর্ণ এবং যে বর্ণের পরবর্ত্তিকালে অভিব্যক্তি, উহাই পরবর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, অতএব বর্ণের নিত্যত্ববাদী এবং অনিত্যত্ববাদী উভয়েরই সমাধান একরূপই হইয়া থাকে ॥ ৬৪-৬৬ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদ সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উহা স্মরণ রাখিতেছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত যদি তোমার মতে সঙ্গত হইতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে বেদ স্মরণ রাখিতেছেন এইরূপ মদীয় সিদ্ধান্তই বা কিরূপে অসঙ্গত হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

যদিও উভয়পক্ষেই তর্ক সমান তথাপি যাহা প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহাই স্বীকার্য্য, পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণে বেদের নিত্যত্বই জানা যায়। সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তিবলেই সমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব এ স্থলে কোনরূপ অসম্ভাবনা নাই ॥ ৬৮ ॥

এ স্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে—ঈশ্বরের প্রথম বুদ্ধি দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনাদেঃ পৃষ্ঠলগ্নস্যাপ্যনাদিত্বং হি যুক্তিমৎ।
যাবদ্ যাবদ্ গজো গচ্ছেত্তাবৎ পুচ্ছঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭০ ॥
পূর্ব্বেবদং পূর্ব্বতাঽভাবে তদব্যবহিতোত্তরে।
ক্ষণ এব পরং যৎ স্যাত্তস্যেদং পূর্ব্বতা কথং ॥
মৎস্যস্যানাদিতায়াং ন কিং কূর্ম্মস্যাপ্যনাদিতা ॥ ৭১ ॥
অধোবধিবিহীনেন বিষ্ণোঃ পাদেন সংগতা।
জঙ্ঘাপ্যধো বধের্ভঙ্গং কিং ন কুর্য্যাদ্বৃহত্তনোঃ ॥
আদ্য দ্বিতীয়ভাবোঽপি তদ্বৎ স্যাদপ্যনাদিষু ॥ ৭২ ॥

যে বর্ণ গৃহীত হইয়াছিল উহা অনাদি হইতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়াদি বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত বর্ণসকলের অনাদিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঈশ্বরের প্রথম বর্ণবিষয়িণীবুদ্ধি যেরূপ সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্ত বলিয়া অনাদি, সেইরূপ যুক্তিবশতঃ দ্বিতীয়াদি-বর্ণবিষয়িণী বুদ্ধিও অনাদিই হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঈশ্বর-বুদ্ধি নিত্যকাল বর্ত্তমান বলিয়াই অনাদি, পরন্ত প্রথমদ্বিতীয়াদি গুণভেদে তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র—এই জন্যই ইহার অনাদিত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। হস্তীর গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুচ্ছও যেরূপ নিয়তভাবে অনুগত হয় সেইরূপ অনাদি প্রথম বর্ণবিষয়ণীবুদ্ধির পৃষ্ঠলগ্ন অর্থাৎ পশ্চাৎ-সংলগ্ন দ্বিতীয়াদি বর্ণ-বিষয়ণীর বুদ্ধিরও অনাদিত্ব যুক্তিবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৯-৭০ ॥

প্রথমবুদ্ধিপরিগৃহীত বর্ণ যদি অনাদি হয় তাহা হইতে তাহার ক্ষণ-কাল পরেই দ্বিতীয়বুদ্ধি দ্বারা যে বর্ণ পরিগৃহীত হয় তাহাও অনাদিই হইবে—যেহেতু ঈশ্বরবুদ্ধি অনাদি, বর্ণসকল তদ্দ্বারা অর্থাৎ সেই অনাদি-বুদ্ধি দ্বারা ক্ষণভেদে পরিগৃহীত হইলেও তাহাদের অনাদিত্বের হানি হয় না। ঈশ্বরের মৎস্যাবতার যেরূপ অনাদি সেইরূপ পশ্চাৎ অভিব্যক্ত কূর্ম্ম অবতারও অনাদি নহে কি? ॥ ৭১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনাদির্বীজসন্তানস্তথৈবাঙ্কুরসন্ততিঃ।
অতঃ ক্রমিকয়োশ্চানাদিত্বং তত্ত্বং রুণদ্ধি কঃ॥ ৭৩॥
অনাদি-বেদ বাদস্তন্মনো মোদায় ধীমতাম্।
অচিন্ত্যশক্তিং যো বক্তি প্রভোঃ স্বার্থপরায়ণঃ॥ ৭৪॥
তদ্বেদ পদরাশিস্থবর্ণমালাস্বনাদিতঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যং কেন বার্য্যমনাদীশধিয়ার্পিতং॥ ৭৫॥

বিশ্বরূপধারী ভগবানের পাদদেশ যেরূপ অধোভাগে অবধি-রহিত, সেইরূপ, তদীয় জঙ্ঘা যদিও সেই পাদদেশের উপরিভাগে বর্ত্তমান, তথাপি উহাও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অধোদেশে অবধিশূন্য হইয়া থাকে। উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গসকল সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাহাদের মধ্যেও যেরূপ প্রথমদ্বিতীয়ভাব এবং ঊর্দ্ধ নিম্নভাগ বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ বর্ণসকল অনাদি হইলেও তন্মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়াদি ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৭২॥

বীজপ্রবাহ যেরূপ অনাদি, অঙ্কুরপ্রবাহও সেইরূপ অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে। যদিও ইহাদের অভিব্যক্তি ক্রমিক তথাপি কেহই তাহাদের অনাদিত্বের নিষেধ করিতে পারে না॥ ৭৩॥

অনাদি বেদবাক্য স্বার্থপরায়ণ হইয়াই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ যদিও বৈদিকবর্ণসকল কালভেদে অভিব্যক্ত, তথাপি ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবেই তাহাদের অনাদিস্বরূপ স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে। ভগবানের এইরূপ অচিন্ত্য-শক্তি কীর্ত্তনহেতুই বেদবচন বিদ্বানগণের আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে॥ ৭৪॥

তাদৃশ অনাদিসিদ্ধ বৈদিক-পদরাশিস্থিত বর্ণসমূহের মধ্যে অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বুদ্ধি-অনুসারে যে পৌর্ব্বাপর্য্যভাব নিহিত হইয়াছে তাহা কেহই বারণ করিতে পারেন না॥ ৭৫॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণানামপ্যনাদিত্বং বুদ্ধেশ্চানাদিতা যদা।
কথং তদা বুদ্ধিসিদ্ধ-পৌর্ব্বাপর্য্যস্য সাদিতা।
নদীদং পূর্ব্ববতাং বুদ্ধেরনাদের্বুদ্ধিমান্ বদেৎ ॥ ৭৬ ॥
জ্ঞানসাধ্যা হরেরিচ্ছা যদানাদির্নিগদ্যতে।
জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপস্য সাদিতাস্য কথং বদ ॥ ৭৭ ॥
অগত্যা পঞ্চরাত্রাদৌ প্রমাণাভাবতো হরিঃ।
ন ব্যক্তীকুরুতে বুদ্ধিং শক্তামপি স্বকার্য্যবিৎ ॥ ৭৮ ॥

ভগবদ্বুদ্ধি যদি অনাদি বলিয়া সিদ্ধ হয় তাহা হইলে উক্ত বুদ্ধি পরিগৃহীত বর্ণসকলও অনাদিই হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ বুদ্ধি-দ্বারা-নিষ্পন্ন বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্যভাবও অনাদিই বলিতে হইবে, পরন্তু কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সেই অনাদিবুদ্ধিকে সাদি বলিতে পারেন না ॥ ৭৬ ॥

ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসকল সমস্তই অনাদি, তন্মধ্যে ইচ্ছা যদিও জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি নৈয়ায়িকগণ উহাকেও অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব যদি উক্ত জ্ঞানজন্য ইচ্ছাকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উক্ত জ্ঞানের বিষয়ীভূত (অর্থাৎ জ্ঞেয়) বর্ণসকলের অনাদিত্ববিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে?৭৭॥

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—বেদবাক্য যেরূপ অনাদি ঈশ্বর-বুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া অনাদিরূপে নির্ণীত, সেইরূপ পঞ্চরাত্রাদিও অনাদি ঈশ্বর-বুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া অনাদিরূপে গণ্য হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে—বেদবচনদ্বারাই লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থা নির্ণীত হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ কার্য্যাভিজ্ঞ ভগবান্ তাহাতেই অনাদি-বুদ্ধি অভিব্যক্ত করিয়া তাহার অনাদিত্ব সাধন করিয়াছেন, যদিও উক্ত বুদ্ধি পঞ্চরাত্রাদিরও অনাদিত্বসাধনে সমর্থ, তথাপি পঞ্চরাত্রাদির অনাদিত্ববিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাদৃশ বুদ্ধির প্রকাশ করেন নাই ॥৭৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতস্তৎকৃতশাস্ত্রস্য সাদিত্বেহস্ত্যতিসঙ্কটং।
অনাদিত্বে ত্বনায়াস ইতি মন্যামহে বয়ম্॥ ৭৯॥
ঈশেনোচ্চারিতং তচ্চ ব্রহ্মাদীনাং পরম্পরা।
অনুভূতং স্মরেন্নিত্যং ন করোতি স্বয়ং পুনঃ॥ ৮০॥
উচ্চারয়ন্ত্যুপাধ্যায়াঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদেব হি।
তদেবং প্রচরেদ্বেদঃ কর্ত্তারোহস্য ন কুত্রচিৎ॥ ৮১॥
নিমিত্তবুদ্ধেরজ্ঞানেহপ্যস্য জ্ঞানঞ্চ শোভতে।
তিরোহিতজবাপুষ্পসন্নিধানোত্থরক্তিমা॥
স্ফটিকাদৌ ন কিং সর্ব্বৈঃ স্ফুটসেবানুভূয়তে॥ ৮২॥

যদিও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিষয়ে তাদৃশ অনাদি-বুদ্ধি প্রকটীকৃত হয় নাই, তথাপি উহার ক্রম অনাদিসিদ্ধই বলিতে হইবে, অন্যথা, পঞ্চরাত্রাদিকে সাদি বলিলে ভগবদ্‌বুদ্ধিও সাদি হইয়া পড়ে, অতএব উহাকে অনাদি বলাই সহজসাধ্য॥ ৭৯॥

ব্রহ্মাদি-পরম্পরা অধ্যয়নকালে তাদৃশ ঈশ্বরোচ্চারিত বেদবাক্যসকল অনুভব করিয়া নিত্যকাল স্মরণ করিয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহারাও উহার সৃষ্টি করেন না॥ ৮০॥

উপাধ্যায়গণ গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রুত বেদবাক্যসকল স্মরণ করিয়া কেবলমাত্র শিষ্যসমীপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, পরন্তু ইঁহারা কখনও বেদকর্ত্তা হন না॥ ৮১॥

যদিও ঈশ্বরবুদ্ধি আমাদের অপ্রত্যক্ষ তথাপি তাদৃশ বুদ্ধিনিমিত্তক-বর্ণ-পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতে কোন আপত্তি নাই—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,—যদিও জবাপুষ্প কদাচিৎ আমাদের অপ্রত্যক্ষ থাকে তথাপি স্ফটিকাদিতে তাহার সন্নিধানজনিত রক্তিমবর্ণ স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে॥ ৮২॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন চেৎ কাব্যস্য কর্ত্তারঃ সর্ব্বেঽপি স্যুর্গৃহে গৃহে ॥ ৮৩ ॥
দ্বিকর্ত্তৃকত্বাৎ কাব্যস্যাপ্যস্তীশ্বরমতৌ স্থিতিঃ।
যাবৎ প্রচারঃ পশ্চাৎ স বুদ্ধিং তত্র ব্যনক্তি ন।
তদুৎপন্নমনিত্যঞ্চ পৌরুষেয়ং বচোখিলং ॥ ৮৪ ॥
পুরাণাদ্যা ত্বনিত্যা বাগ্ যদুৎপত্তেরনন্তরং।
ব্যক্তেব তত্র তদ্বুদ্ধি যতো মানাণুসারতঃ ॥ ৮৫ ॥

মীমাংসকগণ বেদবর্ণসকল নিত্য স্বীকার করিলেও উহার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অধ্যাপকগণকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণন করেন, পরন্তু তাঁহাদের এবিম্বধ উক্তি সঙ্গত নহে—কারণ, তাহা হইলে উপাধ্যায়গণ বেদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, পরন্তু কোথায়ও ঐরূপ প্রসিদ্ধি নাই। আর যদি পূর্ব্বসিদ্ধ গ্রন্থের পাঠমাত্রেই পাঠককেও গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সকলে মাঘাদি কাব্য পাঠ করিয়া থাকেন বলিয়া সকলকেই ঐ সকল কাব্যের কর্ত্তা বলা যাইতে পারে ॥ ৮৩ ॥

এখানে আপত্তি এই যে—মাঘ প্রভৃতি কবিগণের বুদ্ধি ঈশ্বরবুদ্ধির ন্যায় নিত্য নহে পরন্তু ত্রিক্ষণকালস্থায়ী, অতএব তাদৃশ বুদ্ধিকৃত কাব্যও ত্রিক্ষণকালের পর বিনষ্ট হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে,—মাঘ প্রভৃতি কবিগণ যেরূপ ঐসকল গ্রন্থের কর্ত্তা সেইরূপ ভগবানও সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া ঐসকল গ্রন্থের কর্ত্তা হইয়া থাকেন, অতএব কাব্যকর্ত্তার বুদ্ধি অনিত্য হইলেও ঈশ্বরের নিত্যবুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া কাব্যসকল আশু বিনষ্ট হয় না, যতকাল পর্য্যন্ত ঐ কাব্যের প্রচার আবশ্যক, ভগবান্ ততকাল পর্য্যন্তই তাহাতে নিজবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতঃপর তিনি যখন উহাতে নিজবুদ্ধি প্রকাশিত করেন না তখনই উহা নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উৎপন্ন পৌরুষেয়-বচন-মাত্রই অনিত্য বলিয়া সাধিত হইল ॥ ৮৪ ॥

পুরাণাদি বচন অনিত্য, যেহেতু উহাদের সৃষ্টির পর তদ্বিষয়ে ঈশ্বরবুদ্ধি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বতন্ত্রেচ্ছোপি ভগবান্ মানেসৌ মানবান্ কিল।
উক্ত ব্যবস্থা তৎস্বস্থা কর্ত্তা বক্তা ততঃ পৃথক্ ॥ ৮৬ ॥
তদেবেদং বাক্যমিতি প্রত্যভিজ্ঞাং প্রমাণয়ন্।
আচার্য্যোঽপীমমেবার্থমভিপ্রৈতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
তস্মাদনাদিসিদ্ধান্তশুদ্ধবুদ্ধিমতাং সতাম্।
প্রমাণে সত্যনাদিত্বং বিনোদেনৈব সিদ্ধ্যতি ॥ ৮৮ ॥

অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও উক্ত আছে যে,—"বেদার্থ-বোধক পুরাণ সকল প্রতিসর্গে নূতন ক্রম-অনুসারে রচিত হইয়া থাকে, পরন্তু উহার প্রতিপাদ্য বিষয় পূর্ব্বসর্গের অনুরূপই হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

বেদবচন নিত্য—এইরূপ প্রমাণ আছে বলিয়াই ভগবান্ তাহাতে নিত্য-বুদ্ধি প্রণিহিত করিয়াছেন এবং পুরাণাদি অনিত্য—এইরূপ প্রমাণ আছে বলিয়াই তিনি তাহাতে নিত্যবুদ্ধি প্রণিহিত করেন নাই। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ এইরূপ প্রমাণের অধীন হইয়া কার্য্য করেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, যদিও তিনি স্বতন্ত্র, তথাপি প্রমাণসকলের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্যই এইরূপ আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে পৃথগ্‌ভাবে ভগবানের পুরাণাদিকর্ত্তৃত্ব এবং বেদবক্তৃত্ব নিষ্পন্ন হওয়ায় সমস্ত বিষয় সুসঙ্গতভাবে নির্ণীত হইল ॥ ৮৬ ॥

আচার্য্য মধ্বপাদও "ইহা সেই পুরাতন বাক্য" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (অনুভব) প্রমাণানুসারেই বেদবাক্যের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন। যদি উহা নিত্য না হইয়া প্রতি ব্যক্তির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল হইত তাহা হইলে "ইহাই সেই বাক্য" এইরূপ অনুভব সঙ্গত হইত না ॥ ৮৭ ॥

অতএব বৈদিক সিদ্ধান্তাশ্রিত শুদ্ধচিত্ত সাধুগণের পক্ষে প্রমাণবলেই অনায়াসে বেদের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমাণে সতি শক্ত্যোথং ঘটয়েন্নিত্যতাং হরিঃ।
যত্র কুত্রাপি তাং শক্তিং চিত্রশক্তির্যুনক্তি ন।
গিয্য্যুদ্ধরণশক্তিং স কিং প্রযুঙ্ক্তে তৃণোদ্ধৃতৌ ॥ ৮৯ ॥
কিং চান্ত্যবর্ণস্যোৎপাদে প্রাঙ্ নষ্টৈর্ব্বর্ণরাশিভিঃ।
বুদ্ধ্যারূঢ়ৈঃ পদত্বং স্যাৎ প্রাক্সৃষ্টিস্তদ্বদ্ধৈব তে ॥ ৯০ ॥
বর্ণানিত্যত্ববাদোঽপি বর্ণনিত্যত্ববাদিনাম্।
প্রক্রিয়াং স্বক্রিয়া-সিদ্ধ্যৈ সংকরোতীতি মে মতিঃ ॥ ৯১ ॥

বিচিত্র-শক্তিময় ভগবান্ বেদের অনাদিত্ব বিষয়ে প্রমাণসদ্ভাবহেতুই নিজশক্তি অনুসারে তাহার অনাদিত্ব সাধন করিয়াছেন। যে কোন বস্তু-বিষয়ে সেই অনাদিত্ব-সাধিকা-শক্তির প্রয়োগ করেন নাই। তিনি গিরি উদ্ধারে যাদৃশ শক্তির প্রকাশ করেন তৃণ উদ্ধারে তাদৃশ শক্তির প্রকাশ করেন কি ? ॥ ৮৯ ॥

তোমাদের ন্যায়মতে কোনও একটী শব্দের উচ্চারণকালে যখন তাহার অন্তিমবর্ণটী উচ্চারিত হয় তখন পূর্ব্বোচ্চারিত বর্ণসকল বিনষ্ট হইয়া যায়, যেহেতু বর্ণমাত্র ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তোমরা স্বীকার করিয়া থাক। পরন্তু বর্ণসকল বিনষ্ট হইলেও উহারা বুদ্ধিতে অবস্থান করে বলিয়া পদের ঘটক হইয়া থাকে, অতএব তোমাদের মতে বর্ণের সৃষ্টি অনাবশ্যক কেবলমাত্র উহারা বুদ্ধিতে উদিত থাকিয়াই পদের ঘটক হইতে পারে, কাজেই আমার মতে অনাদিকাল হইতে সকল স্থিতই আছে, তাহারা কেবলমাত্র বুদ্ধিতে উদিত হইয়া পদ সৃষ্টি করিতেছে এ কথা বলিলে দোষ কি ? ॥ ৯০ ॥

বর্ণের অনিত্যবাদিগণও নিজ'মতসিদ্ধির জন্য আমাদের বর্ণ-নিত্যত্ব-বাদিগণের প্রক্রিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন—যেহেতু, তাহাদের মতে বর্ণসকল ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাদৃশ অনিত্যবর্ণাত্মক বেদ কেবলমাত্র ঈশ্বর-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিক্ষণস্থায়িবর্ণাত্মঃবেদস্বাকল্পবর্ত্তিতা ॥
ত্বয়াপীশ্বরবুদ্ধ্যৈবমঙ্গীকার্য্যা ময়ৈব ন ॥ ৯২ ॥
তবেশ্বরোপি সর্গাদৌ সৃজেদ্বেদং ন সর্ব্বদা ।
পশ্চাৎ স্ববুদ্ধিবিষয়ৈর্বর্ণৈঃ সোঽপি পদাবলিং ।
বৈদিকীমনুসন্ধত্তে ত্বৎপক্ষে সর্ব্বদা মম ॥ ৯৩ ॥
এবং পৌর্ব্বাপর্য্যবন্ত এতে বর্ণা ইতীশ্বরঃ ।
অনাদিনিত্যয়া বুদ্ধ্যা সদোল্লিখতি বৈদিকীম্ ॥ ৯৪ ॥
অনন্তপদমর্য্যাদাং ঘটয়েদ্ যোঽতিদুর্ঘটং ।
অনাদিনিত্যতৈবং বা ন কুচোদ্যেন বাধ্যতে ॥ ৯৫ ॥

বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়াই প্রলয়কালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে—এইরূপ স্বীকার করিতে হয়, পরন্তু কেবল আমরাই যে বেদের ঈশ্বরবুদ্ধিতে অবস্থান স্বীকার করি তাহা নহে। তোমার মতে যদি ঈশ্বরসৃষ্টির আদিতে বেদ সৃষ্ট করিয়া অনন্তর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নিজ-বুদ্ধি-বিষয়ীকৃত বর্ণসকল দ্বারা বৈদিকপদাবলীর অনুসন্ধান করিতে পারেন তাহা হইলে আমার মতে তিনি অনাদিকালই নিজবুদ্ধিস্থিত বর্ণসকলদ্বারা বৈদিকপদাবলীর সন্ধান করিতেছেন—একথা বলিতে আপত্তি কি? ॥ ৯১-৯৩ ॥

ভগবান্ দুর্ঘটন-ঘটন-পটীয়ান্, অতএব তিনি অনাদি-নিত্যবুদ্ধিবলে "এই বর্ণসকলের মধ্যে ইহা পূর্ব্বে, ইহা পরে" এইরূপে পৌর্ব্বাপর্য্যভাব নির্ণয়পূর্ব্বক বেদের অনন্ত পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, অতএব অসঙ্গত আক্ষেপবচন দ্বারা বেদের অনাদিত্ব বাধিত হইতে পারে না ॥ ৯৪-৯৫ ॥

বেদের কর্ত্তারূপে এ পর্য্যন্ত কাহারও কথা অবগত হওয়া যায় না, উপাধ্যায়গণ কেবলমাত্র চিরকাল গুরুপরম্পরানুগত্যক্রমে ইহার উচ্চারণই করিতেছেন, পরন্তু কেহই বেদ সৃষ্টি করেন নাই, বেদব্যাস পুরাণ সকলই রচনা করিয়াছেন পরন্তু বেদ রচনা করেন নাই, কেবলমাত্র তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উচ্চারয়ন্ত্যুপাধ্যায়াস্তেঽপি স্বাধ্যাপকানুগাঃ ॥ ৯৬ ॥
পুরাণকৃচ্চ বেদানাং ব্যাসকৃন্ন তু কারকঃ।
যো বেদব্যাসনাম্নৈব বিখ্যাতো মুনিমণ্ডলে ॥ ৯৭ ॥
গূঢ়কর্ত্তৃকবাক্যঞ্চ ধ্রুবং কর্ত্তৃপ্রসিদ্ধিমৎ।
অভূত্বা ভাবিকার্য্যত্বাদপূর্ব্বগৃহকূপবৎ ॥ ৯৮ ॥
অনাদিত্বং হি গময়েদ্ যত্রাধ্যেতৃপরম্পরা।
অভূত্বা ভাবিনী সা ন ততঃ কর্ত্তৃন্নুমাপি ন ॥
অতোঽকর্ত্তৈব কোঽনন্ত বাক্কর্ত্তারং নিগূহয়েৎ ॥ ৯৯ ॥
কর্ত্তৃপ্রসিদ্ধ্যভাবেন তদ্বেদোঽয়মকর্ত্তৃকঃ ॥ ১০০ ॥

প্রচারই করিয়াছেন, অতএব মুনিগণমধ্যে তিনি বেদব্যাস নামেই প্রসিদ্ধ, বেদকর্ত্তা নামে প্রসিদ্ধ হ'ন নাই ॥ ৯৬-৯৭ ॥

বেদের কর্ত্তৃরূপে কাহারও নাম অবগত হওয়া যায় না বলিয়াই উহা যে অপৌরুষেয় হইবে এমন নহে, কারণ, এমন অনেক পৌরুষেয় গ্রন্থ আছে যে তাহাদের কর্ত্তার নাম জানা যায় না—এরূপ পূর্ব্বপক্ষও সঙ্গত হয় না, কারণ যে সকল গ্রন্থে কর্ত্তার নাম উল্লেখ নাই তাহাদের পক্ষেও পৌরুষেয়ত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন—কোথাও পূর্ব্বে গৃহ ও কূপাদি দেখি নাই, পশ্চাৎ যদি ঐ স্থানে তাহা দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তা কাহাকেও না জানিলেও যেরূপ উহা কোন ব্যক্তির রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়, সেইরূপ তাদৃশ গ্রন্থাদিও পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, অতএব ইতোমধ্যে কোন পুরুষ ইহার রচনা করিয়াছেন এইরূপ অনুমান করা যায়। পরন্তু বেদ পূর্ব্বে ছিল না ইদানীং দেখা যাইতেছে এরূপ বস্তু নহে, কিন্তু নিত্যকাল উহার অস্তিত্বহেতু তাহার পৌরুষেয়ত্ব অনুমান অসম্ভব ॥ ৯৮ ॥

শিষ্য-পরম্পরা কেবলমাত্র বেদের অনাদিত্বই প্রতিপাদন করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কন্যাকুমারী কন্যাত্বং যথা ভর্ত্তুরভাবতঃ।
লেভে শ্রুতিকুমারীয়ং তথা কর্ত্তুরভাবতঃ।
অকৃতত্বং ধ্রুবং লেভে যা নিত্যেতি শ্রুতৌ শ্রুতা॥ ১০১ ॥
পিপীলিকা-লিপিশ্চাপি তৈরষ্ঠৈভ্রর্মতঃ কৃতা।
বাধে ব্যভিচরেদর্থং ন ত্বনাদিরিয়ং শ্রুতিঃ॥ ১০২ ॥

আসিতেছেন, অতএব বেদ পূর্ব্বে অনুৎপন্ন থাকিয়া পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়াছেন এরূপ জানা যায় না বলিয়া তাহার কর্ত্তার অনুমান অসম্ভব; অতএব ভগবান্ বেদের কর্ত্তা নহেন। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তাঁহার বেদকর্ত্তৃত্ব কেহ গোপন করিত না। অতএব কর্ত্তার প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া বেদ কর্ত্তৃশূন্য ॥ ৯৯-১০০ ॥

দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বরের নিকট কন্যাকুমারী ক্ষেত্র নামে স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথায় কন্যারূপিণী দুর্গাদেবী হস্তে বরণ মালিকা গ্রহণ পূর্ব্বক অপরিনীতা অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। এ বিষয়ে কিংবদন্তী এই যে, শ্রীরামচন্দ্র যে সময়ে সীতান্বেষণে সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন তখন দুর্গাদেবী তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিবার অভিলাষে হস্তে মাল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরন্তু রামচন্দ্র তাঁহার সমীপগত না হওয়ায় বরণ করিতে পারেন নাই, তদবধি তিনি ঐ বরণ মাল্য হস্তে গ্রহণ করিয়াই আছেন। সেই কুমারী দুর্গাদেবী যেরূপ পতির অভাবে কন্যাত্ব লাভ করিয়াছেন তদ্রূপ চিরকাল নিত্যরূপে অবগতা এই শ্রুতিকুমারীও কর্ত্তার অভাবেই অকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন॥ ১০১ ॥

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, বেদবাক্য যদি কর্ত্তৃশূন্য হয় তাহা হইলে উহা পিপীলিকা-সমূহের ভ্রমণকালে রেখাপাতে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় উহার ন্যায় নিরর্থকই হইতে পারে; তাহার উত্তর এই যে পিপীলিকা-কৃত অক্ষরসমূহ যদি কোন শব্দাকারে বিন্যস্ত হয় তাহাহইলে নিরর্থক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চ সব্যাপ্তবর্ণানাং লিপিঃ সাহনুমাপিকা।
বাক্যং তৈঃ কুরুতে তজ্জ্ঞস্ততঃ পুংবাক্যমেব তৎ ॥ ১০৩ ॥
লিপিকারকদোষেণ দুর্লিপ্যা দুষ্টবর্ণধীঃ।
তেনাযোগ্যার্থকং বাক্যং ততশ্চামানতা ক্বচিৎ ॥ ১০৪ ॥
অনাদিতস্তু যদবাক্যং শৃণোত্যেবাখিলো জনঃ।
স্বয়ং পুনর্ন কুরুতে শ্রাবকাশ্চ সুরর্ষয়ঃ ॥ ১০৫ ॥
যস্য স্বরাশ্চ নিয়তাঃ ক্রমাশ্চ নিয়তাঃ সদা।
ফলঞ্চ দৃশ্যতে যস্য তদ্ধি মানং মহত্তরং ॥ ১০৬ ॥

হয় না, কিন্তু তাদৃশ না হইলেই উহা নিরর্থক হয়, পরন্তু অনাদিকালযাবৎ এই শ্রুতিবাক্যসকল নিরর্থক হয় নাই, কিন্তু অর্থের বোধকই হইয়া আসিতেছে ॥ ১০২ ॥

বিশেষতঃ পিপীলিকা-লিপিও স্বরূপতঃই অর্থ বোধক হয় না, পরন্তু উহার বিন্যাসভঙ্গীদর্শনে পুরুষ কোনও একটী অর্থের অনুমান করিয়া পশ্চাৎ ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই একটী অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব উহা পুরুষবাক্যই বলিতে হইবে। উহা নিরর্থক হইলেও পুরুষকৃত বলিয়াই নিরর্থকত্ব বলিতে হইবে ॥ ১০৩ ॥

লিপিরচনাকারী পিপীলিকাদির দোষে কোনস্থলে দুষ্টলিপি রচিত হইলে তজ্জন্য দর্শকপুরুষের ঐ দুষ্ট-বর্ণ-বিষয়িণী বুদ্ধির উপস্থিত হয় এবং পশ্চাৎ ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণে অনর্থবোধক বাক্যের সৃষ্টি হয় ও তাহা-হইলেই তাদৃশ বাক্যের অপ্রামাণ্য ঘটিয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

পরন্তু এই শ্রুতিবাক্য অনাদিকালযাবৎ সকলে কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়াই আসিতেছেন, কেহই স্বয়ং ইহার সৃষ্টি করেন নাই, পরন্তু ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য দেবর্ষিগণই ইহার অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহার স্বর ও ক্রম সর্ব্বদা নিয়তভাবেই বর্ত্তমান আছে, এবং ফলও উপলব্ধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দোষাভাবাদমানত্ব শঙ্কাঽস্যাং কিংকৃতাবদ ॥ ১০৭ ॥
স্বোক্ত্যাশ্বাসায় যাং ব্যাসঃ সূত্রে সূত্রে জগৌ হরিঃ ॥
তাং শ্রুতিং কোঽপরঃ কুর্য্যান্মানং বা কিং ততোঽধিকং ॥১০৮॥
অনাদ্যুপাধ্যায়পারম্পর্য্যেণৈব নিরীশিতুঃ।
নিয়তৈকপ্রকারত্বং নিত্যত্বং তচ্চ নেতি ন ॥ ১০৯ ॥
সোঽনাথানাং যতঃ পন্থাস্তস্মাদগতিকা গতিঃ।
সনাথাস্তু বয়ং দ্বেধাপ্যনাদিত্বং প্রচক্ষ্মহে ॥ ১১০ ॥

হইতেছে অতএব ইহা প্রকৃষ্ট প্রামাণ্যযুক্ত, এ অবস্থায় এই নির্দ্দোষ বেদ-শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যশঙ্কা কে করিতে পারে ? ॥ ১০৫-১০৭ ॥

স্বয়ং নারায়ণাবতার ব্যাসদেব নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের প্রতিসূত্রে যে শ্রুতিকে প্রমাণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, অন্য কোন্ পুরুষ তাদৃশ শ্রুতিনির্ম্মাণে সমর্থ এবং এই শ্রুতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ অন্য কি হইতে পারে ? ॥ ১০৮ ॥

নিরীশ্বর ভাট্টমতাবলম্বিগণ অনাদি উপাধ্যায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে নিয়ত-তুল্যপ্রকারনিবন্ধন (অর্থাৎ অনাদিকাল যাবৎ গুরুপরম্পরাক্রমে ইহা এক প্রকারেই বর্ত্তমান আছে বলিয়াই) ইহার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, আমরাও তাহা অস্বীকার করি না, অনাথ (নিরীশ্বর) গণের পক্ষে বেদের নিত্যত্ব স্থাপনের জন্য উহাই (অর্থাৎ অনাদি উপাধ্যায়-পরম্পরায় নিয়ততুল্য-প্রকারত্বই) একমাত্র পন্থা বলিয়া উহাকেই অগতির গতি বলিতে হইবে, পরন্তু আমরা সনাথ অর্থাৎ সেশ্বরবাদাবলম্বী বলিয়া দুই প্রকারেই (অর্থাৎ অনাদি ঈশ্বরবুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া এবং অনাদি গুরুপরম্পরাক্রমে নিয়ত তুল্যপ্রকারবিশিষ্ট বলিয়া এই দুই কারণেই) ইহার নিত্যত্ব বলিয়া থাকি ॥ ১০৯-১১০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবঞ্চ বিমতো বেদো মানমিত্যনুমীয়তে।
অবদ্যাঽমূলবাক্যত্বাদাপ্তবাক্যবদেব হি।
অবদ্যাঽমূলতা চাস্য নিত্যত্বাদ্গগনাদিবৎ ॥ ১১১ ॥
কর্ত্তৃপ্রমিতিশূন্যত্বান্নিত্যত্বং চাস্য সিদ্ধ্যতি।
তদ্বদেব ততো বেদঃ সিদ্ধো ধর্ম্মানুশাসনং ॥ ১১২ ॥
অন্যথা ধর্ম্মসিদ্ধির্নেত্যস্তি তর্কোঽতিকর্কশঃ ॥ ১১৩ ॥
কারীর্য্যা বীক্ষ্যতে বৃষ্টিঃ পুত্রেষ্ট্যা পুত্র জন্ম চ।
কৃষাবিবাঙ্গ-বৈকল্যাৎ ক্বচিচ্চ বিকলং ফলং। ১১৪ ॥
অনৃতত্বাদয়ো দোষাঃ সন্দিগ্ধা সিদ্ধমূর্ত্তয়ঃ।
নামানন্বং ততোমুষ্য সাধয়েয়ুঃ পরোদিতাঃ ॥ ১১৫ ॥

প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যবিষয়ে বিবাদগ্রস্ত বেদকে আমরা নির্দ্দোষ মূলক বলিয়াই আপ্তবাক্যের ন্যায় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, বেদ নিত্য বলিয়াই আকাশাদি নিত্যপদার্থের ন্যায় নির্দ্দোষমূলকও হইয়া থাকে। যেহেতু ইহার কর্ত্তা বলিয়া কাহারও জ্ঞান হয় না সেই জন্যই গগনাদির ন্যায় ইহার নিত্যত্বও প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব এইরূপে ধর্ম্মানুশাসন বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধি হইল, অন্যথা কোনরূপ ধর্ম্মেরই সিদ্ধি হয় না ইহাই আমাদের পক্ষে অনুকূল প্রধান তর্ক হইতেছে ॥ ১১১-১১৩ ॥

কারীরীযাগ (বৃষ্টি উৎপাদক যজ্ঞবিশেষ) হইতে বৃষ্টি-উৎপত্তি এবং পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ হইতে পুত্রোৎপত্তি দেখা যায়, যদিও কোনস্থলে উহারা নিষ্ফলও হইয়া থাকে তথাপি ঐ সকল স্থলে কৃষিকর্ম্মের অঙ্গ বৈকল্য দোষের ন্যায় যাগের অঙ্গবৈকল্য-দোষকেই নিষ্ফলতার কারণরূপে কল্পনা করিতে হয়, অতএব বেদবচনসমূহের অনৃতত্ব (মিথ্যাত্ব দোষ) বলা যায় না ॥ ১১৪ ॥

যে স্থলে বেদোক্তক্রিয়াজন্য ফলোৎপত্তি দেখা যায় সে স্থলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলৌ যুগে কলহিনাং ষণ্ণাং ষন্মার্গবর্ত্তিনাম্।
তদ্বলং দ্বাপরাচার্য্যব্যাসবাচাং চ যদ্বলং ॥ ১১৬॥
অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ।
তদুক্তৌ কস্য ন শ্রদ্ধা যদুচ্ছিষ্টং জগত্রয়ং ॥ ১১৭ ॥
বেদো ন মানমিতি তু দ্বৌ চত্বারোঽস্য মানতাম্।
মন্বতে তদ্বহোরেব তন্মতেনুগ্রহং বুধাঃ ॥ ১১৮ ॥

অনৃতত্ব প্রভৃতি দোষ অসিদ্ধই হইয়া থাকে, যে স্থলে ফলোৎপত্তি দেখা যায় না সে স্থলে সন্দিগ্ধরূপে অনৃতত্ব প্রভৃতি দোষের অবকাশ হইয়া থাকে (অর্থাৎ সে স্থলে ফলের অনুৎপত্তি দেখিয়া ক্রিয়ার অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়াছে অথবা বেদের বাক্যই মিথ্যা, এইরূপ সন্দেহ হইয়া সন্দিগ্ধরূপে পাক্ষিক-ভাবে বেদের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ও অবকাশ লাভ করিয়া থাকে) অতএব যেহেতু কোনও স্থলে একেবারেই অসিদ্ধ, কোনও স্থলে বা সন্দিগ্ধরূপে গৃহীত তাদৃশ হেতু-দ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য অনুমান করা যাইতে পারে না। নিশ্চিতহেতুই অনুমানের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

দ্বাপরযুগাচার্য্য ব্যাসদেব নিজ উক্তিসমর্থনের জন্য যাহাকে বলস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন, এই কলিযুগে পরস্পর কলহগ্রস্ত ষণ্মার্গাবলম্বী ষড়্-দার্শনিকেরও উক্ত বেদবাক্যকেই বলরূপে অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ১১৬ ॥

ভগবান্ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই ত্রিভুবন তাঁহারই উচ্ছিষ্ট স্বরূপ, অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদিত বিষয়সকল অবলম্বনেই অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও যাবতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতাদৃশ বেদব্যাসের বচনে কে শ্রদ্ধা না করিতে পারেন ? ॥ ১১৭ ॥

বুদ্ধ ও চার্ব্বাক এই দুইজন বেদের অপ্রামাণ্য এবং নৈয়ায়িক, মীমাংসক, সাংখ্য ও বৈদান্তিক এই চারিজন প্রামাণ্য স্বীকার করেন, অতএব পণ্ডিতগণ বহুজন-স্বীকৃত পন্থাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছন্দাংস্যনন্তানি কিল গ্রন্থৈস্তৈস্তে কৃতোন্নকঃ।
কোহন্ধোরন্ধ্রোনুসন্ধত্তে সিন্ধোরগ্রে পরাক্রমং ॥ ১১৯ ॥

কলৌ কিল ষড়াচার্য্যা বেদস্তু ত্রিযুগোৎসবঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যা যন্মূলাশ্চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ১২০ ॥

দ্বিপাত্ত্রিপাচ্চতুষ্পাচ্চ তত্র ধর্ম্মোত্র চৈকপাৎ।
ধর্ম্মানুশাসনং তদ্বা বাদিবাগ্ বা বিচার্য্যতাম্ ॥ ১২১ ॥

ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকালীনং বাক্যং ন কিল ধর্ম্মবাক্।
কলাবধর্ম্মকলিলে ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতঃ কিল ॥ ১২২ ॥

উক্ত দার্শনিক ছয়জনের প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্প, পরন্তু বৈদিক ছন্দ অনন্ত, অতএব বেদবচন অপেক্ষা তাহাদের গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায়। অন্ধ ব্যতীত অন্য কে সিন্ধুর সম্মুখে কূপের পরাক্রম অধিক বলিয়া বর্ণন করিতে পারে? ॥ ১১৯ ॥

দার্শনিক ছয়জন কলিকাল জাত, পরন্তু বেদ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়েই অভ্যুদয় লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি ক্রিয়া তদবলম্বনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১২০ ॥

সত্যাদি যুগত্রয়ে ক্রমে চতুষ্পাদ, ত্রিপাদ ও দ্বিপাদরূপে ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল, পরন্তু এই কলিযুগে একপাদ ধর্ম্মমাত্র অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব তাদৃশ যুগত্রয় হইতে প্রবর্ত্তমান বেদবচন অথবা কলিযুগে সঞ্জাত ষড়্-দার্শনিক-মতবাদ ধর্ম্মানুশাসনরূপে গৃহীত হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞজনের বিচার্য্য বিষয় ॥ ১২১ ॥

ধর্ম্মপ্রাবল্যযুক্ত যুগত্রয়ে প্রবর্ত্তমান বেদবাক্য ধর্ম্মানুশাসন নহে, পরন্তু অধর্ম্মপ্রাবল্যগ্রস্ত কলিযুগের ষড়্দার্শনিকই ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা, ইহা বস্তুতঃই রহস্যজনক ॥ ১২২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অদ্যাপি মধ্যস্থগিরা পূর্ব্বশাসনতোপি বা।
নৃণাং কলহশান্তিঃ স্যাত্তাদৃগ্বেদস্তু কস্য ন ॥ ১২৩ ॥
ছন্দস্ত্বয়স্ময়াদীনীত্যাদ্যৈঃ শব্দানুশাস্তিকৃৎ।
অমানয়দ্ধি যন্মার্গং মানং কস্য ন সা শ্রুতিঃ ॥ ১২৪ ॥
তস্মাদ্বেদার্থকুশলো বেদধর্ম্মং কলাবপি।
ন বেদ যো বেদমার্গং ন স বেদ শুভাশুভে ॥ ১২৫ ॥
বৈদিকৈঃ কিল গায়ত্রীমন্ত্রাদ্যৈর্মন্ত্রিতেষবঃ।
অস্ত্রীভবন্তিস্ম রাজ্ঞাং কস্তচ্ছাস্ত্রং ন মানয়েৎ ॥ ১২৬ ॥
যৎস্বাধ্যায়ৈঃ কিলাদ্যাপি ব্যাধ্যাদ্যৈর্নাস্ত্যুপদ্রবঃ।
ধর্ম্মস্য বেদনাদেব স বেদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অদ্যাপি লোকমধ্যে মধ্যস্থ (উদাসীন, নিরপেক্ষ) ব্যক্তির বচন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-অনুসারে বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। অতএব বেদবাক্য মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) ঈশ্বরের বচন এবং পুরাতন অনুশাসন বলিয়া কাহার না আদৃত হইতে পারে ॥ ১২৩ ॥

শব্দানুশাসনকার পাণিনি—"ছন্দস্ত্বয়স্ময়াদীনি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা স্বয়ং যে বেদমার্গকে সমাদর করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবচনকে কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিতে পারে? ১২৪ ॥

অতএব কলিযুগেও বেদার্থ-কুশল ব্যক্তিই ধর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। যাঁহার বেদমার্গে জ্ঞান নাই তিনি শুভাশুভ অবগত নহেন ॥ ১২৫ ॥

পুরাকালে বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রাদিদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজগণের বাণসমূহ অস্ত্ররূপে পরিণত হইত, এতাদৃশ প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্রকে কে সম্মান না করিতে পারে ॥ ১২৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্ববন্ধুষু কৃতস্নেহঃ স্যাদ্ধি রাগাদিদোষতঃ।
পান্থেষু তু কৃতঃস্নেহো ধর্ম্মং শ্রুত্বৈব তন্মুখাৎ ॥ ১২৮ ॥
তথা স্বস্বকৃতে শাস্ত্রে সর্ব্বস্য স্যাদ্দুরাগ্রহঃ।
সর্ব্বৈরকৃতশাস্ত্রেঽস্মিন্ ধর্ম্মসিদ্ধ্যৈ পরং রতিঃ ॥ ১২৯ ॥
সুবিত্তস্যৈব চোরোঽস্তি দুর্ব্বিত্তস্য ন তস্করঃ।
অমানশ্চেৎ স্বতো জীর্ণং কুতো বেদমচূচুরৎ ॥ ১৩০ ॥
হয়গ্রীবমুখোদ্গীর্ণা সা বাণী ধর্ম্মশাসনম্।
অতস্তদুদিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৩১ ॥
চার্ব্বাকস্য ন বাক্ চার্ব্বী কুর্ব্বীতাত্মবধঃ যতঃ।
অপৈক্ষকমানতা বাক্যিং রক্ষেদাত্মপ্রমাণতাম্ ॥ ১৩২ ॥

যাহার সম্বন্ধে মন্ত্রপাঠ করিলে অদ্যাপি ব্যাধিপ্রভৃতি উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, ধর্ম্মের বেদন অর্থাৎ জ্ঞাপনহেতুই তাদৃশ বেদকে বেদ বলা হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১২৭ ॥

নিজের আত্মীয়ের সদ্‌গুণ না থাকিলেও অনুরাগ প্রভৃতি কারণ-বশতঃও স্নেহ জন্মিয়া থাকে, পরন্তু পথিকের প্রতি যে স্নেহ জন্মে উহা কেবলমাত্র তন্মুখে ধর্ম্মবচন শ্রবণ করিয়াই ঘটিয়া থাকে, এইরূপ নিজ-প্রণীত শাস্ত্রে স্নেহবশতঃ সকলেরই দুষ্ট আগ্রহ জন্মিয়া থাকে পরন্তু যে বেদশাস্ত্র কাহারও কৃত নহে তাহাতে কেবল-মাত্র ধর্ম্মসিদ্ধি হয় বলিয়াই লোকের আগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১২৮-১২৯ ॥

চোর ব্যক্তি উত্তমবিত্ত অপহরণ করে, নিকৃষ্টবিত্ত গ্রহণ করে না, বেদ যদি স্বভাবতঃ জীর্ণ প্রামাণ্যহীন বস্তু হইত, তাহা হইলে পুরাকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে দৈত্য উহাকে অপহরণ করিত না, হয়গ্রীবদেব-মুখনির্গত সেই বেদবাণীই ধর্ম্মানুশাসন, অতএব তদুক্ত অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম এবং তদ্-বিপরীত অনুষ্ঠানই অধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১৩০-১৩১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিষ্যপ্রমায়ৈ বাগ্‌বাচ্যা সা শোচ্যা মানতা ন চেৎ।
ন প্রযোজ্যা ন তৈঃ পূজ্যা মূকো লোকায়তো ভবেৎ॥ ১৩৩॥
কিঞ্চ প্রত্যক্ষমেবৈকং মানমিত্যাদিরূপিণী।
বাক্‌ চ প্রমাপিকা চেৎ স্যাদ্বাক্যার্থপ্রচ্যুতিস্তদা॥ ১৩৪॥
যদ্যপ্রমাপিকা সা স্যাদ্বাক্যার্থপ্রচ্যুতিস্তদা॥
অর্থাযাথার্থতঃ প্রাহুরমানত্বং যতো বুধাঃ॥ ১৩৫॥

চার্ব্বাকের বচন কোনরূপেই সুচারু নহে, যেহেতু তাদৃশ বচন নিজেরই ব্যাঘ্যাত জন্মাইয়া থাকে, কারণ চার্ব্বাক একমাত্র ইন্দ্রিয় সকলকেই প্রমাণ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহার বচন নিজেরই প্রামাণ্য রক্ষা করিতে পারে না॥ (যেহেতু বাক্যপদার্থটী-ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত, যদি ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্তই অপ্রমাণ হয় তবে তাহার নিজের বচনও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত বলিয়া অপ্রমাণ)॥ ১৩২॥

শিষ্যের শাস্ত্রজ্ঞান উৎপাদনের জন্য গুরুকর্ত্তৃক বাক্য উচ্চারণ আবশ্যক, যদি ঐ বচন প্রমাণ না হয় তবে শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাদৃশ অপ্রমাণ-বচন চার্ব্বাকও প্রয়োগ করিতে পারেন না, তদীয় শিষ্যগণও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, অতএব শিষ্যের নিকট চার্ব্বাক মূকই হইয়া থাকেন॥ ১৩৩॥

"প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ"—এতাদৃশ বাক্য যদি প্রমাণজনক হয়, তাহা হইলে "প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ" এই বাক্যেরই অর্থচ্যুতি ঘটিয়া থাকে॥ ১৩৪॥

পক্ষান্তরে—উক্ত বাক্যকে যদি প্রমাজনক বলিয়া স্বীকার না কর তাহা হইলেও বাক্যার্থের চ্যুতিই হইয়া থাকে। যেহেতু পণ্ডিতগণ অযথার্থ বাক্যকেই অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন॥ ১৩৫॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতস্তস্ছাস্ত্রমানত্বে জিতং ত্বৎপ্রতিবাদিভিঃ।
ত্বচ্ছাস্ত্রামানতায়াঞ্চ জিতং ত্বৎপ্রতিবাদিভিঃ॥ ১৩৬॥
ত্বদ্বাক্যার্থোঽস্তি চেন্মানমাগমোঽপি বলাদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বাক্যার্থো ন চেন্মানমাগমোঽপি বলাদ্ভবেৎ॥ ১৩৭॥
চিত্রং পক্ষদ্বয়েপ্যেকং পতিতং দূষণং তব।
তং ত্বাং পতিতপঙ্ক্তিস্থং সন্তো হন্ত হসন্তি তে।
অথর্ব্বগর্ব্বচার্ব্বাক-দুর্ব্বাক্যং নোর্ব্বকুর্বত॥ ১৩৮॥
কথা বৃথৈব জল্পাদৌ তব কৈতব-শীল তৎ।
যন্নাস্তি যুক্তিরুক্তিস্তে গর্জৎ স্বপ্রতিবাদিষু॥ ১৩৯॥
অক্ষৈকমানতাবাদী কো বা দীনো ন বাদকৃৎ॥ ১৪০॥

যদি তোমার শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত শব্দাত্মকশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার-হেতু শব্দ-প্রামাণ্যবাদী আমাদের জয়ই হইল, পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বল তাহা হইলেও প্রতিবাদিস্বরূপ আমাদেরই জয়॥ ১৩৬॥

উভয় প্রকারেই তোমার মতে বাক্যার্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন তুল্য-দোষ ঘটিয়া থাকে, ইহাই পরম আশ্চর্য্যজনক। সাধুগণ তোমাকে এইরূপে পতিত-শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, হে অখণ্ডগর্ব্বশালিন্! চার্ব্বাক! কোন সজ্জনই তোমার বাক্য সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না॥ ১৩৭-১৩৮॥

হে কপটশীল, যেহেতু প্রতিপক্ষের গর্জ্জনকালে তোমার পক্ষে অনুমান বা আগম প্রমাণ কিছুই নাই, সেইজন্য জল্পাদিবিচারস্থলে তোমার বাক্য নিরর্থকই হইয়া থাকে॥ ১৩৯।

কেবল প্রত্যক্ষমাত্রের প্রামাণ্যবাদী কোন্ ব্যক্তি বিচারক্ষেত্রে দুর্ব্বল নহে?॥ ১৪০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তেহক্ষস্তীক্ষ্ণকটাক্ষস্তান্ প্রতিবক্ষ্যতি কাং কথাম্।
অতস্ত্বৎক্রিয়য়া সর্বা বিরুদ্ধা প্রক্রিয়া তব ॥ ১৪১ ॥
অথ প্রত্যক্ষদৃষ্টেহর্থে যদা বাক্যং প্রযুজ্যতে।
তেন বোধোহপি ন স্যাচ্চেদ্ধীনা স্যাদ্বক্তৃতৈব তে ॥ ১৪২ ॥
স্যাচ্চেৎ প্রমাত্বং চাবশ্যং তস্যেত্যাসীদ্ধি মানতা।
তত্র প্রযুক্তযুক্তেশ্চ তদ্বদেব প্রমাণতা ॥ ১৪৩ ॥
প্রত্যক্ষস্যৈব মানত্বে যুক্তিশ্চেৎ কথ্যতে ত্বয়া।
অনুমানং তদা মানং যদি যুক্তির্ন কথ্যতে।
অনুমানং তদা মানং রাজাজ্ঞা নহি তে বচঃ ॥ ১৪৪ ॥

বাক্যপ্রামাণ্য স্বীকার না করিলে বিচারস্থলে প্রতিবাদীর প্রশ্নে তোমার কোন বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব, প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যবাদী তোমার সে সময়ে তাহাদের সম্মুখে কেবলমাত্র নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতে হয়, পরন্তু তোমার সেই তীব্র কটাক্ষ তাহাদিগকে কোন উত্তর দিতে পারে কি ? অতএব তোমার কার্য্যদ্বারাই তোমার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ হইতেছে অর্থাৎ তুমি বাক্যপ্রমাণ অস্বীকারপূর্ব্বক পুনরায় বিচারক্ষেত্রে বাক্যপ্রয়োগ করায় নিজ কার্য্যদ্বারাই •নিজমতের প্রতিকূল আচরণ করিতেছ ॥ ১৪১ ॥

আরও দেখ—কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টবিষয়সম্বন্ধে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলে তদ্দ্বারা শ্রোতার যদি উক্ত বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞানও না জন্মে তাহা হইলে তোমার বক্তৃতা নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ১৪২ ॥

যদি ঐ বাক্য হইতে শ্রোতার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যই হইয়া থাকে এবং সেই জ্ঞানের জনক বলিয়া বাক্যের প্রামাণ্যও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ ঐ বাক্যের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ ॥ ১৪৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাপি হার্দগুহাবোধঃ প্রত্যক্ষেণৈব জায়তে।
তস্তোক্তৃণাঞ্চ পাতৃণামনুমানং পরায়ণম্ ॥ ১৪৫ ॥
তস্মাৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমানাং মানতা ধ্রুবা ॥ ১৪৬ ॥
যদ্যদৃষ্টং ন তর্হ্যেকঃ পোষ্যোঽন্যঃ পোষকঃ কুতঃ।
ধনভাবাভাবতশ্চেত্তয়োরপি নিয়ামকম্।
কিং দৃষ্টমেব যৎকিঞ্চিৎকুতাদৃষ্টং বিচারয় ॥ ১৪৭ ॥

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এ বিষয়ে যদি কোনরূপ যুক্তি বল তাহা হইলে অনুমান ও প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যদি যুক্তি প্রদর্শন করিতে না পার তাহা হইলেও অনুমানের প্রামাণ্যসিদ্ধই হইয়া থাকে। বিনাযুক্তিতে—"কেবলমাত্রই প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে" ইহা বলিলেই তোমার কথা স্বীকার করা যায় না, কারণ তোমার বাক্য রাজশাসন নহে ॥ ১৪৪ ॥

হৃদয়গুহাস্থিত অর্থাৎ জঠরমধ্যবর্ত্তী পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষসাধ্য নহে, অতএব অন্নভোজনকারী এবং ক্ষীরাদিপানকারী ব্যক্তিগণের জঠর মধ্যস্থ ঐ দ্রব্যাদি যে যথাবিধি পরিপক্ক হইয়া শরীরের পোষক হইবে এ বিষয়ে অনুমান ভিন্ন অন্য গতি নাই ॥ ১৪৫ ॥

অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ) ইহাদের তিনেরই প্রামাণ্য নিশ্চিত হইল ॥ ১৪৬ ॥

যদি অদৃষ্ট নামে কোনও পদার্থ না থাকে তাহা হইলে জগতে একজন পোষ্য (পালনীয়) এবং অপর ব্যক্তি তাহার পোষক (পালনকর্ত্তা) এইরূপ বৈষম্যের হেতু কি? যদি বল—ধনসদ্ভাববশতঃই পালনকর্ত্তৃত্ব এবং ধনের অভাব হেতুই পালনীয়ত্ব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে একজনের ধনের সদ্ভাবও অপরের তদভাবের প্রতি কোন্ দৃষ্ট-হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে অথবা অদৃষ্ট কোন পদার্থ তাহার কারণ বল দেখি? ১৪৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্ট-দেহেন্দ্রিয়াদীনামিচ্ছা যত্নাদিকস্য চ।
উভয়ত্রাপি সাম্যেন স্যাদদৃষ্টং নিয়ামকম্ ॥ ১৪৮ ॥

অতো যৎ সদসত্ত্বাভ্যাং ধন্যো কোঽপ্যন্যস্তু নির্ধনঃ।
অদৃষ্টঞ্চ তদেষ্টব্যং দৃষ্টবৎ কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ১৪৯ ॥

তদ্ধেতুশুভকর্ম্মাদেরত্রাদৃষ্টস্য সর্ব্বথা।
করণায়ান্যদেহেষু নিত্যোঽন্যোপ্যস্তি দেহভৃৎ ॥ ১৫০ ॥

কার্য্যস্য নির্ণিমিত্তত্বমুন্মত্তো বক্তুমর্হতি।
তৃপ্ত্যর্থং কো ন ভুঞ্জীত সুখার্থং ন যতেত কঃ ॥ ১৫১ ॥

দৃষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি উভয়েরই সমান অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের প্রতি কোন্ অদৃষ্টপদার্থ ই নিয়ামক হয় ॥ ১৪৮ ॥

অতএব যাহার সদ্ভাববশতঃ এক ব্যক্তি ধনী এবং তদভাববশতঃ অপর ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে সেই অদৃষ্টকেও কার্য্য-বৈলক্ষণ্য-দর্শনে দৃষ্ট-পদার্থের ন্যায় হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৪৯ ॥

ইহলোকে পূর্ব্বোক্ত শুভঅদৃষ্ট বা অশুভঅদৃষ্টের জনক কোন শুভাশুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় নাই, অতএব তাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দেহাতিরিক্ত একজন দেহী বর্ত্তমান আছেন, তিনি নিত্য এবং তিনিই পূর্ব্বজন্মগতশরীরে শুভাশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৫০ ॥

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, ভোজনব্যতীত তৃপ্তিসাধন কিম্বা যত্নব্যতীত সুখলাভ হয় না বলিয়াই সকলে ভোজন ও যত্নরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বোক্ত ধনিত্বনির্ধনত্বের প্রতিও তোমাকে অবশ্যই কারণ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু দৃষ্ট কোন কারণ নাই, অতএব অদৃষ্টরূপ কারণের সিদ্ধি হইল ॥ ১৫১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপি চাব্যঙ্গকুণপে মরণং নাম কিং তব।
পূর্ব্বদৃষ্টাঙ্গনেত্রাদেঃ পশ্চাদপি চ দর্শনাৎ ॥ ১৫২ ॥
স্পর্শানুমেয়নীরূপশ্বাসেনাশ্বাসবান্ ভবান্।
মক্ষিকা মৎকুণাদৌ তে যস্য দৃশ্যা স্থিতিশ্চ ন ॥ ১৫৩ ॥
তস্মাদ্দেহান্যজীবাত্মা তত্র নাস্তীতি সা মৃতিঃ।
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেৎ মৃত্যা মৃতিস্তব ॥ ১৫৪ ॥
অতো যোগবিশেষেণ যথা তাম্বুলরক্তিমা।
তথা যোগবিশেষেণ জড়স্যৈব প্রমাতৃতা।
ইতি যো বক্তি তস্যাপি কুণপোঽভবদুত্তরম্ ॥ ১৫৫ ॥

যদি তুমি দেহব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না কর তাহা হইলে বল দেখি—এই যে অবিকৃত শবদেহটী রহিয়াছে, ইহার মরণ হইয়াছে ইহা তুমি কিরূপে বলিতে পার? কারণ পূর্ব্বেও ইহার শরীরস্থ নেত্রাদি অবয়ব যেরূপ দেখিয়াছি, সম্প্রতি অবিকল সেইরূপই বর্ত্তমান আছে ॥ ১৫২ ॥

নিঃশ্বাসের সদ্ভাব এবং অসদ্ভাবদ্বারাই জীবিত ও মৃতের পার্থক্য সাধিত হইবে, একথাও তুমি বলিতে পার না, যেহেতু নিঃশ্বাস বায়ু প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা কেবলমাত্র তাহার অনুমানই হইয়া থাকে, পরন্তু তোমার মতে অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকৃত হয় নাই, বিশেষতঃ মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতিতে যে নিঃশ্বাস বর্ত্তমান আছে তাহা স্পর্শাদ্বারাও অবগত হওয়া যায় না ॥ ১৫৩ ॥

অতএব ঐ শবদেহে বর্ত্তমানে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অসদ্ভাব হইয়াছে, ইহারই নাম মৃত্যু একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য, অন্যথা তোমার মতে মৃত্যুরই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ মরণ বলিয়া কোন পদার্থই সিদ্ধ হয় না ॥ ১৫৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথিব্যপ্তেজসাং যোগো জীবদ্দেহেঽপি নাপরঃ।
স সর্ব্বঃ কুণপেপ্যস্তি বাদী নঃ কুণপোঽভবৎ ॥ ১৫৬ ॥
অতীন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং নাস্তি গোলকং তূভয়ত্র চ।
আত্মাদৃষ্টে ন কুত্রাপি কিং ন্যূনং কুণপস্য তৎ ॥ ১৫৭ ॥
পূর্ণো জীবার্হযোগোঽস্মিন্নানাক্রিম্যাত্মকে ক্রমাৎ।
তস্মাদ্দেহস্বামিজীবস্যাভাবোত্র ধ্রুবো ভবেৎ ॥ ১৫৮ ॥
শবস্য নবরন্ধ্রেষু বায়োশ্চাস্তি গতাগতম্।
ভস্ত্রান্তরপি যো বাতি তস্য যাত্রা তু কুত্র ন ॥ ১৫৯ ॥

অতএব যাহারা বলে যে—'তাম্বূল, গুবাকচূর্ণ প্রভৃতি বস্তুসংযোগে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব রক্তিমার সৃষ্টি হয় সেইরূপ ভূতসমূহের যোগবিশেষ হইতেই জড়শরীরে জ্ঞানসৃষ্টি হইয়া থাকে;—তাহাদিগকে ঐ মৃতশরীরই এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া থাকে যে—(হে মূঢ় !) জীবদ্দেহে ক্ষিত্যাদি ভূতসমুদয়ের যে সংযোগ, এই শরীরেও অবিকল তাহাই বর্ত্তমান আছে। অতএব এ বিষয়ে বাদী (চার্ব্বাক্) স্বয়ংই শব হইয়া থাকেন অর্থাৎ শবতুল্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

তোমার মতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নামে কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ নাই, তাদৃশ অধিষ্ঠান জীবদ্দেহে ও মৃতদেহে সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে। আত্মা ও অদৃষ্ট তুমি স্বীকারই কর নাই। অতএব জীবদেহ অপেক্ষা শবদেহে কোন্ পদার্থ ন্যূন তাহা বল দেখি, যাহার জন্য উহাকে শব বলা যাইতে পারে ॥ ১৫৭ ॥

ঐ শবদেহ ক্রমশঃ নানাবিধ ক্রিমিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে জীবত্বসম্পাদক সংযোগবিশেষের অভাব হইয়াছে, একথা বলিতে পার না,পরন্তু তাদৃশ সংযোগ সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান আছে। অতএব ইহাতে দেহস্বামী জীবাত্মারই অভাব হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ১৫৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পশ্য নির্জ্জীবদেহেন জীবসিদ্ধিরভূদহো ॥ ১৬০ ॥
রক্তিমা রত্নধাত্বাদিপার্থিবেষু স্বভাবতঃ।
বর্ত্ততে স তু যোগেন তজ্জাতীয়েঽপি দৃশ্যতাম্॥ ১৬১ ॥
জ্ঞানন্তু পঞ্চভূতাত্মজড়বর্গে ন কুত্রচিৎ।
অতো জড়স্বভাবো ন তদ্যোগেঽপি জড়ে কথং ॥ ১৬২ ॥
জবাকুসুমযোগেঽপি রূপবত্যেব রক্তিমা।
নীরূপবায়ৌ কিং রক্তশতযোগেঽপি রক্তিমা ॥ ১৬৩ ॥
নান্ধানাং শতমপ্যন্ধ পশ্যতীতি ন কিং শ্রুতং ॥ ১৬৪ ॥

বায়ুর অভাববশতঃ মরণ বলিতে পার না, শবদেহের নব রন্ধ্রযোগে সর্ব্বদা বায়ুর চলাচল হইতেছে, যে বায়ু ভস্ত্রামধ্যে (কর্ম্মকারগণের চর্ম্ম-থলিকা মধ্যে) পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহার অগমন কোথায় বল দেখি ॥ ১৫৯ ॥

কি আশ্চর্য্য দেখ—এই নির্জ্জীব-দেহদ্বারাই জীবসিদ্ধি হইয়াছে ॥১৬০॥

পূর্ব্বোক্ত তাম্বুলাদিসংযোগজনিত দৃষ্টান্ত এস্থলে সঙ্গত হয় না। যে হেতু—রত্নধাতু প্রভৃতি পার্থিবপদার্থে স্বভাবতঃই রক্তিমা আছে অতএব রক্তিমা পার্থিবধর্ম্ম বলিয়া তজ্জাতীয় পার্থিব পদার্থান্তরেও দ্রব্যসমুদয়ের সংযোগে রক্তিমা উৎপন্ন হইতে পারে, পরন্তু পঞ্চভূতাত্মক জড়সমুদয়ে কুত্রাপি জ্ঞান পরিদৃষ্ট হয় নাই বলিয়া জ্ঞানকে জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিতে পার না, কাযেই তাদৃশ জড়পদার্থের সংযোগেও কোনরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৬১-১৬২ ॥

জবাকুসুম সংযোগেও রূপবিশিষ্ট স্ফটিকাদিতেই রক্তিমা দৃষ্ট হইয়া থাকে, রূপহীনবায়ুতে শত শত রক্ত দ্রব্য সংযোগে ও রক্তিমা জন্মে না। হে অন্ধ! শত অন্ধ একত্র হইলে ও তাহাদের যে দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয় না ইহা কি তোমার অবগতি নাই, পরন্তু একজন মাত্র চক্ষুষ্মান্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চক্ষুষ্মতা তু সংযোগে তস্যাপি স্যাদ্‌গতাগতং।
এবং জ্ঞানবতা যোগে দেহে যাত্রা ন চেন্ন চ॥ ১৬৫॥

স চ স্বভাবতো জ্ঞানী স্যান্ন কৃত্রিমবোধবান্‌।
কিং চিত্রলিখিতং নেত্রং কঞ্চিদর্থং প্রপশ্যতি॥ ১৬৬॥

অতো জড়স্য জীবত্বং জড়ো বক্তি ন পণ্ডিতঃ।
জীবস্তজ্জড়দেহান্যো মান্যো যং দেহিনং বিদুঃ॥ ১৬৭॥

জাতমাত্রশিশোরম্বা-স্তনপানেষ্ট-হেতুতা।
প্রাগ্‌ভবেষ্বনুভূতৈতজ্জাতীয়স্য নিদর্শনাৎ॥
অনুমেয়া সা চ দেহজীবৈক্যে শক্যতে কথং॥ ১৬৮॥

অন্যস্যৈবানুভূতিঃ স্যাত্ততোন্যস্যানুমা ভবেৎ।
নিত্যদেহান্যজীবস্য পক্ষে তু ক্ষেমগেতি সা॥ ১৬৯॥

ব্যক্তির সংযোগেই তাহাদের গমনাগমন সাধিত হয় এইরূপ জ্ঞানবা জীবের সহিত যোগ হইলেই এই দেহের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং উক্ত সংযোগের অভাবেই সমস্ত কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে॥ ১৬৩-১৬৫।

সেই জীব স্বভাবতঃই জ্ঞানবান্‌ পরন্তু কৃত্রিম জ্ঞানবান্‌ নহেন। চিত্রাঙ্কিত নয়ন দ্বারা কোন বস্তু দর্শন হয় কি?॥ ১৬৬॥

অতএব জড়দেহেরই জীবত্ব, একথা জড়ব্যক্তিই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ ইহা বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ জীব জড়দেহের অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার্য্য, যাহাকে পণ্ডিতগণ দেহী বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন॥ ১৬৭॥

মাতৃস্তন্যপানে সন্তানের শরীররক্ষণাদি ইষ্ট সাধন হয় ইহা পূর্ব্বজন্মে অনুভূত বলিয়াই তজ্জাতীয় জাতমাত্র শিশু ইহ জন্মেও মাতৃস্তন্য নিজ-হিতজনক ইহা অনুমান করিয়া স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে পরন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতোঽস্বাস্তনপানং তন্ন শিশোরেব পুষ্টয়ে।
জীবদেহান্যতাযুক্তিমান্যতাপুষ্টয়েপ্যভূৎ ॥ ১৭০ ॥

ভুক্তেঃ প্রাগ্ ভোক্ষ্যমাণান্ন ব্যক্তাবিষ্টস্য হেতুতা।
অনুমেয়ানুভূতান্ন জাতীয়ত্বে ন কেবলং ॥ ১৭১ ॥

অতোনুমানমানত্বমনঙ্গীকুর্ব্বতস্তব।
নিত্যোপবাসান্মৃত্যুঃ স্যাদিত্যুৎপশ্যতি যৌক্তিকঃ ॥ ১৭২ ॥

জড়দেহাত্মতা জীবে জড়াকারেণ চাকৃতিঃ।
যচ্ছেদভেদবেধাগ্নিদাহাদ্যৈঃ স্ববধপ্রদা ॥
তদ্বুধাস্তাং ন মন্যন্তে মনঃ খেদায় যৎ সদা ॥ ১৭৩ ॥

দেহ ও জীবের ঐক্য বলিলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না, তোমার মত স্বীকার করিলে একজনের পূর্ব্বানুভূতবিষয়ে অপরের অনুমান হইতে পারে। পরন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্যজীবস্বীকারপক্ষে এ বিষয় সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৬৮-১৬৯ ॥

অতএব ঐ মাতৃস্তন্যপানক্রিয়া কেবলমাত্র শিশুরই পুষ্টিজনক নহে, পরন্তু জীব যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ তাদৃশ অনুমানেরও পুষ্টিসাধন করিতেছে ॥ ১৭০ ॥

এই অন্ন যে হেতু আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভুক্ত অন্নের সমজাতীয় অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্নতুল্য হিতকারী হইবে "আমরা ভোজনের পূর্ব্বেই এইরূপ অনুমান করিতে পারি বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব অনুমান প্রমাণ অস্বীকার করিলে নিত্য উপবাসে তোমার মৃত্যুই সম্ভবপর, ইহা যুক্তিপরায়ণগণ দেখিতেছেন ॥ ১৭১-১৭২ ॥

জড়দেহই জীবের স্বরূপএবং জড়দেহের আকারই জীবের আকৃতি ইহা স্বীকার করিলে দেহের ছেদন, ভেদন-দাহ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা নিজেরই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুখজ্যোতিঃস্বরূপাত্মচিতাং সাকারতাং স্তুমঃ।
যা মোক্তনানাভোগানাং ভোক্তৃত্বায় শ্রুতৌশ্রুতা।
সদা দ্রষ্টৃত্ব বক্তৃত্ব সৌন্দর্য্যাদিগুণায় চ ॥ ১৭৪ ॥

প্রমাণসত্ত্বচিন্তাস্তু শ্রুতিরেবনিকৃন্ততি।
যুক্তিস্তু নিত্যচৈতন্যাকারং সৎকুরুতেতরাং ॥ ১৭৫ ॥

অণূনামণুরাকারো যথা নিত্যোস্ত্যনাদিতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়াস্তথা জীবাঃ সাকারাঃ সন্তু সন্ততং ॥ ১৭৬ ॥

পরিতো মণ্ডলাকারাৎ পারিমাণ্ডিল্যসংজ্ঞিতাং।
কথয়ন্তি মহাত্মানঃ পরমাণুষু চাকৃতিং ॥ ১৭৭ ॥

বধ অঙ্গীকার করিতে হয়, পরন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই চিত্তের খেদজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন ॥ ১৭৩ ॥

আমরা জ্ঞানানন্দবিগ্রহাত্মকরূপে জীবের সাকারত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকি, মুক্তিকালীন নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর ভোগের জন্য এবং দ্রষ্টৃত্ব, বক্তৃত্ব ও সৌন্দর্য্যাদিগুণসিদ্ধির জন্য শ্রুতিতে তাদৃশ সাকারভাব অবগত হওয়া গিয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

সাকারত্ব পক্ষে প্রমাণচিন্তা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনই ঐ চিন্তা দুর করিয়া থাকে। যুক্তি অর্থাৎ অনুমান ও জীবের নিত্য চৈতন্যাকৃতি বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছে ॥ ১৭৫ ॥

নৈয়ায়িক মতে অনাদিকাল হইতেই পরমাণু সমূহের যেরূপ অণু পরিমাণ বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ চিন্ময় সাকার জীব সকল ও নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকুক ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

পরমাণু সর্ব্বদিকেই মণ্ডলাকৃতি বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে পারিমাণ্ডল্য নামক পরিমাণ বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন ॥ ১৭৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথা জালমরীচিস্থা বর্ত্তুলাস্ত্রাসরেণবঃ ।
ততোঽপ্যত্যন্তসৌক্ষ্ম্যেণ বর্ত্তুলাস্তেঽপি রেণবঃ ॥ ১৭৮ ॥
হস্তাদিঃ ক্বচিদাকারঃ ক্বচিদাকৃতিরীদৃশী ।
পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটস্যেতি ন কিং শ্রুতং ॥ ১৭৯ ॥
অতো নিত্যচিদাকারো যুক্তিসিদ্ধো ন বার্য্যতে ॥ ১৮০ ॥
সর্ব্বাবকাশদাত্রী চ ব্যাপ্তা চ বিরলাঽকৃতিঃ ।
নভস্যস্তি ন চেদীশব্যাপ্তেঃ কিং স্যান্নিদর্শনং ॥ ১৮১ ॥
দূরস্থৈর্নীলিমা চাস্য দৃশ্যতে সর্ব্বলৌকিকৈঃ ।
বায়োশ্চ শীতস্পর্শস্যাঽধারাকারোঽনুমীয়তে ॥ ১৮২ ।

গবাক্ষরন্ধ্রপথে সমাগত সূর্য্যরশ্মিমধ্যে বর্ত্তুলাকার অতিক্ষুদ্র একরূপ পদার্থ লক্ষীভূত হয়, উহার নাম ত্রাসরেণু, পরমাণুসকল উহা অপেক্ষা ও অতিসূক্ষ্ম এবং বর্ত্তুলাকার সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

মনুষ্যাদিপ্রাণিগণ হস্তপদাদি আকৃতিবিশিষ্ট, পরমাণুপ্রভৃতি পারিমাণ্ডল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ঘটের উদর নিম্নভাগে স্থূল আকৃতি যুক্ত, অতএব পদার্থভেদে আকৃতির পার্থক্য তুমি অবগত নহে কি? অতএব জীবেরও নিত্য চিন্ময়াকৃতি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনিবার্য্য জানিবে ॥ ১৭৯-১৮০ ॥

যদি বল, জগতে আকাশাদি আকৃতিশূন্যবস্তুও দেখা যায়—তাহা সঙ্গত নহে যেহেতু সমস্ত বস্তুর অবকাশদায়ক সর্ব্বব্যাপী মহৎপরিমাণই আকাশে বর্ত্তমান আছে। যদি বল আকাশে পরিমাণ (আকৃতি) নাই, তাহা হইলে আকাশ বলিয়া পদার্থই থাকিতে পারে না, কারণ নিরাকার বস্তু নাই, অথচ সর্ব্বব্যাপী আকাশ স্বীকার না করিলে ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব বিষয়ে অন্য কি দৃষ্টান্ত হইবে ॥ ১৮১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতরেষান্তু ভূতানামাকারঃ সর্ব্বসাক্ষিগঃ।
পুংপশোস্তব যচ্ছৃঙ্গং নিরাকারং তদেব তৎ॥ ১৮৩॥
যে জীবান্ বৈদিকংমন্যা জ্যোতীরূপান্ বদন্তি তে।
কিং নোরীচক্রুরেতেষাং সূক্ষ্মদীপসমাকৃতিং॥ ১৮৪॥
বয়ন্তু জ্যোতিষস্তস্য জ্যোতীরূপমুখং করৌ।
চরণাবুদরাদীংশ্চ বদামোহত্র কিমদ্ভুতং॥ ১৮৫॥
ত্বং তু ব্রূষে জড়াকারং বয়ং ত্বজড়তাশ্রয়ে।
জড়াদ্বিলক্ষণাকারং ব্রূমো যুক্তিঃ কিমত্র ন॥ ১৮৬॥
পাঞ্চভৌতিকদেহেহস্মিংস্তেজসোপ্যস্তি রূপিতা।
সা শুদ্ধতেজো মাত্রস্যাপ্যস্তি চেৎ কা ক্ষতিস্তব॥ ১৮৭॥

বিশেষতঃ দূরে থাকিয়া সকলেই আকাশের নীলরূপ দর্শন করিতেছেন, বায়ুর শীতস্পর্শও সকলেরই উপলব্ধ বিষয়, অতএব স্পর্শবিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রই সাকার বলিয়া বায়ুরও আকৃতি অনুমান-গম্য হইয়াছে। এতদ্ ভিন্ন ক্ষিতি, জল, তেজঃ এই ভূতত্রয়ের আকৃতি সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষই হইতেছে অতএব কেবলমাত্র নরপশুরূপী তোমার শৃঙ্গই নিরাকার পদার্থ॥১৮২-১৮৩॥

যে সকল বৈদিকাভিমানিগণ (মায়াবাদিগণ) জীবকে জ্যোতিঃস্বরূপ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে ও জীবের সূক্ষ্মদীপতুল্য আকার অঙ্গীকৃতই হইয়া থাকে, পরন্তু আমরাও সেই জ্যোতিঃস্বরূপ জীবেরই অতিরিক্ত জ্যোতির্ম্ময় মুখ, হস্ত, চরণ এবং উদরাদি স্বীকার করিতেছি মাত্র, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে ?॥ ১৮৪-১৮৫॥

তুমি জীবের জড়াকৃতি বলিয়া থাক পরন্তু আমরা চৈতন্যাশ্রয় জীবের জড়বিলক্ষণ চিন্ময়াকৃতি অঙ্গীকার করিতেছি, আমাদের এ বিষয়ে যুক্তির অভাব নাই॥ ১৮৬॥

পাঞ্চভৌতিক এই জড়দেহে ও তেজঃপদার্থের রূপ বর্ত্তমান আছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপ্য-তৈজস-বায়ব্য-মাত্রদেহাশ্চ কিঞ্চন ।
অতঃ পিণ্ডসমাকারং পিণ্ডভোক্তুর্ন কল্পয় ॥ ১৮৮ ॥
সুখরূপাশ্চ তে সর্ব্বে জ্ঞানরূপাশ্চ সর্ব্বদা ।
অনাদিনিত্যাঃ সত্যাশ্চ চিদ্রূপাবয়বা যতঃ ॥ ১৮৯ ॥
ন চেজ্জ্যোতির্ম্ময়াকারসুভগস্য হরেরিমে ।
প্রতিরূপাঃ কথং জীবা ভবেয়ুরিতি চিন্ত্যতাং ॥ ১৯০ ॥
পুরুরূপস্য জীবোঽয়ং রূপং রূপং প্রতি প্রতি ।
প্রতিরূপো বভূবেতি শ্রুতির্গর্জতি শাশ্বতী ॥ ১৯১ ॥

অতএব শুদ্ধ তেজোমাত্রপদার্থের রূপ স্বীকার করিলে তোমার ক্ষতি কি ? ১৮৭ ॥

বরুণ-লোকে জলীয় দেহ, অগ্নিলোকে তৈজস দেহ, বায়ুলোকে বায়ব্য দেহ এইরূপ পৃথক্ দেহ ও জীবের অবগত হওয়া যায় । অতএব পিণ্ড-ভোক্তা (শ্রাদ্ধ-ভোজী) জীবের এই হস্তপদাদি দেহ পিণ্ডাতিরিক্ত দেহান্তর স্বীকার করা উচিত যেহেতু পরলোকগত জীবের তাদৃশ-দেহ স্বীকার না করিলে শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিতি, পিণ্ডগ্রহণ ও ভোজনাদিব্যাপার সম্ভব-পর হয় না ॥ ১৮৮ ॥

যেহেতু জীব চিন্ময় অবয়ববিশিষ্ট সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদা সুখ ও জ্ঞানরূপী এবং অনাদি নিত্য-সত্য-বস্তু ॥ ১৮৯ ॥

জীব যদি জ্যোতিঃস্বরূপ না হইবে তাহা হইলে উহারা কিরূপে জ্যোতির্ম্ময় পরমরমণীয়বিগ্রহ শ্রীহরির প্রতিবিম্বস্বরূপ হইতে পারে ইহা চিন্তা করা উচিত ॥ ১৯০ ॥

'বহুরূপবিশিষ্ট শ্রীহরির রূপের প্রতিবিম্বরূপে এই জীব উৎপন্ন হইয়াছে,' নিত্য শ্রুতিবচন ইহা গর্জ্জন সহকারে বলিতেছেন ॥ ১৯১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তচ্ছ্রুতিস্মৃতিহর্ষায় মনঃকর্ষায় পশ্যতাং।
ভুক্ত্যৈ চ মৌক্তভোগানাং সত্যৈবেয়ং ব্যবস্থিতিঃ॥ ১৯২॥
বৃত্ততা চতুরস্রত্বাদ্যাকারস্তদচেতনে।
চেতনেষ্বেব হস্তাঙ্ঘ্রি-শ্রোত্রনেত্রাদিকাকৃতিঃ॥ ১৯৩॥
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেল্লিঙ্গকলেবরে।
জড়ান্তরাদৃষ্টরূপং কুতো জাতং বিচার্য্যতাম্॥ ১৯৪॥
প্রকৃত্যংশা হি তে সর্ব্বে সা চ সূক্ষ্মাণুরূপিণী।
ন তস্যাশ্চ তদাকারো বিকৃতৌ স্থূলরেণুতা॥
ভবেৎ পরং পুমাকারে পুংরূপাণুস্থিতির্গতিঃ॥ ১৯৫॥

অতএব আমাদের সত্যব্যবস্থা অনুসারে অর্থাৎ জীবের চিন্ময়বিগ্রহ-স্বীকারে শ্রুতি ও স্মৃতি সকলের হর্ষবর্দ্ধন, জ্ঞানিগণের চিত্তাকর্ষণ এবং মুক্তিকালীন ভোগ্যবস্তু সকলের ভোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৯২॥

অচেতন পদার্থে বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকৃতি এবং চেতনেরই হস্ত, পদ, কর্ণ ও নেত্রাদি আকৃতি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, অন্যথা লিঙ্গশরীরে ইতর জড়বস্তু-বিলক্ষণ-রূপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা বিচার কর॥১৯৩-১৯৪

সেই সকল লিঙ্গশরীর প্রকৃতিরই অংশ, সেই প্রকৃতি ও সূক্ষ্ম পরমাণুরূপিণী, পরন্তু ঐ লিঙ্গশরীর প্রকৃতির ন্যায় আকারযুক্ত নহে, যদি বলা প্রকৃতিরই বিকার হইতে তাদৃশ আকারবিশিষ্ট লিঙ্গদেহ উৎপন্ন তাহা হইলেও সূক্ষ্মপরমাণুরূপা প্রকৃতির বিকার হইতে স্থূলরেণুরই উৎপত্তি হইতে পারে; হস্তপদাদি সম্ভবপর হয় না। পরন্তু পুরুষাকৃতি অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে পুরুষের প্রতিকৃতি স্বীকার করিলেই তাহার হস্তপদাদি সম্ভাবসিদ্ধ হয় অতএব লিঙ্গশরীর পুরুষেরই প্রতিরূপ ইহাই একমাত্র স্বীকার্য্য॥ ১৯৪॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাকারসর্ব্বজীবাঙ্গবেষ্টনেনেষ্টহেতুতাং।
গতাস্তে তৎসমাকারাস্তদ্দেহত্বঞ্চ লেভিরে ॥ ১৯৬ ॥
তল্লিঙ্গদেহতা চৈষাং তত্তদ্রূপাণুমাপনাৎ ॥ ১৯৭ ॥
অতাদৃশাস্তাদৃশাশ্চ বাহ্যদেহাঃ স্যুরংহসা।
অতো ন লিঙ্গতৈতেষাং সোঽনাদিঃ সাদয়স্ত্বিমে ॥ ১৯৮ ॥
রেতসো বিন্দুমাত্রেণ বাহ্যো দেহশ্চ জায়তে।
ন তস্যাপি স্বতোরূপমজীবং চেদ্রজো হি তৎ ॥ ১৯৯ ॥
সাক্ষীন্দ্রিয়গণৈর্যোগে বাহ্যেন্দ্রিয়গণোঽপ্যসৌ।
পৃথক্ পৃথগ্‌জ্ঞানদঃ স্যান্নোচেন্নির্হেতুকো ভবেৎ ॥ ২০০ ॥

লিঙ্গশরীরসকল বিবিধ সাকারস্বরূপ দেহের আবরণরূপে তত্তৎসম আকৃতি ও তদীয় দেহত্ব লাভ করিয়াছে। ঐ লিঙ্গ-দেহ স্বরূপ-দেহের ভোগের হেতু হইয়া থাকে ॥ ১৯৬ ॥

লিঙ্গদেহ অনুসারেই স্বরূপদেহের অনুমান করা যায় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ-দেহ বলা হয়, পরন্তু বাহ্যদেহ পাপবশতঃ সদৃশ বা বিসদৃশ হইতে পারে, অতএব উহাকে লিঙ্গ বলা যায় না। সেই লিঙ্গ দেহ অনাদি, পরন্তু এই স্থূল-দেহ সাদি পদার্থ ॥ ১৯৭-১৯৮ ॥

বিন্দুপরিমাণে রেতঃপদার্থ হইতে এই বাহ্যদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ রেতঃ পদার্থের স্বভাবতঃ করচরণাদি রূপ থাকে না, যদি উহাতে জীব প্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা বিনষ্টই হইয়া যায় ॥ ১৯৯ ॥

বাহ্যইন্দ্রিয়গণও সেই স্বরূপদেহগত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃই বাহ্য-বিষয়ে বিবিধজ্ঞানউৎপাদনে সমর্থ হয়, অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে জড়বাহ্যইন্দ্রিয়গণ কারণ শূন্য হইয়া পড়ে, পরন্তু চেতন-কারণ-ব্যতীত ইহাদের স্বতঃজ্ঞান উৎপাদন সম্ভব হয় না ॥ ২০০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতঃ স্বভাবতঃ সর্ব্বে সাকারা জীবরাশয়ঃ ।
তৎকঞ্চুকোপমা তত্তল্লিঙ্গমূর্ত্তিশ্চ তাদৃশী ॥ ২০১ ॥
ক্বচিত্তু কর্ম্মণা বাহ্যা ভিন্নাকারা চ জায়তে ॥ ২০২ ॥
জড়ান্তরাদৃষ্টরূপং তনূনামেবমাগতং ।
ইতি মন্যেন চেদন্যে জড়াশ্চ স্যুঃ শরীরবৎ ॥ ২০৩ ॥
অতঃ স্বভাবরূপস্যাভাবে রূপপরম্পরা ।
নির্নিমিত্তা ভবেত্তস্মাৎ সাকারা জীবরাশয়ঃ ॥ ২০৪ ॥
কঞ্চুকেস্তি তণুচ্ছায়া ন ত্বকঞ্চুকবাসসি ।
ততঃ স্বাভাবিকাভাবে ন স্যুরৌপাধিকা অপি ॥ ২০৫ ॥

অতএব সমস্ত জীবই স্বভাবতঃ সাকার এবং তদীয় কঞ্চুক (আবরণ) তুল্য লিঙ্গদেহ সকলও তাদৃশ আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্যদেহ কোনস্থলে কর্ম্মবশতঃ ভিন্নাকৃতিও উৎপন্ন হয় ॥ ২০১-২০২ ॥

এইরূপ হেতুপরম্পরাবশতঃই জীবশরীরে জড়ান্তর বিলক্ষণ- আকৃতি উপলব্ধ হয়, অন্যথা ঐ আকৃতিকে কারণশূন্য বলিলে ঘটপটাদিরও তাদৃশ হস্তপদাদি উৎপন্ন হয় না কেন? ২০৩ ॥

যদি স্বভাবতঃ জীবের স্বরূপগত রূপ না থাকে তাহা হইলে লিঙ্গ-দেহ এবং স্থূলদেহগতরূপ-পরম্পরা হেতুশূন্য হইয়া পড়ে, অতএব জীব স্বরূপতঃ সাকার ॥ ২০৪ ॥

কঞ্চুক অর্থাৎ দেহাবরণই (জামা প্রভৃতিই) দেহের অনুরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্য বস্ত্র সেরূপ হয়না। অতএব জীবের স্বাভাবিক রূপ স্বীকার না করিলে ঔপাধিক অর্থাৎ লিঙ্গ ও স্থূলশরীরগত রূপের ও সম্ভব হইত না ॥ ২০৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

স্যাদ্ধি স্ফটিকলৌহিত্যং স্বতো লোহিতসন্নিধৌ ।
স্বেন রূপেণ নিষ্পত্তিং মুক্তিমাহ ততঃ শ্রুতিঃ ॥ ২০৬ ॥
যুক্তিশ্চোপাধিকৈ রূপৈঃ স্বাভাবিকমসাধয়ৎ ॥ ২০৭ ॥
যস্তু বস্তু নিরাকারং বক্তি তত্ত্বং ন বেত্তি সঃ ।
চিত্তাচিত্তাশ্রয়ং তত্ত্বমিত্থমিত্যতিনির্ম্মলং ॥ ২০৮ ॥
গুরুশ্চার্ব্বাকবিদ্যায়া গুরুর্মে নাকিনাং গুরুঃ ।
অতস্তৎকৃপয়া শ্রৌতমতস্থিতিরপীরিতা ॥ ২০৯ ॥
ক্ষীরম্ভোৎসেচনং কো বা নিরুণদ্ধ্যাজ্ঞয়া জনঃ ।
বস্ত্রেণাপি গ্রহঃ প্রোক্তো রাজমন্দিরসর্পিষঃ ॥ ২১০ ॥

স্বাভাবিক লোহিতবস্তুর সান্নিধ্যবশতঃই স্ফটিকে লৌহিত্য দৃষ্ট হয়, শ্রুতিও স্বরূপপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন ॥ ২০৬ ॥

ঔপাধিকরূপদর্শনে অনুমানদ্বারা ও স্বাভাবিকরূপের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০৭ ॥

বস্তু নিরাকার হইতে পারে একথা যে বলে তাহার বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানই বর্ত্তমান নাই। পরন্তু চেতন ও অচেতন বস্তুমাত্রই পৃথক্ পৃথক্ আকার-বিশিষ্টই হইয়া থাকে। অতএব এপর্য্যন্ত আমাদের প্রণালীক্রমে সমস্ত বিষয়ই সুন্দররূপে মীমাংসিত হইল ॥ ২০৮ ॥

বৃহস্পতি চার্ব্বাকবিদ্যার গুরু, পরন্তু সর্ব্বদেবগণের গুরু ভগবান্ শ্রীহরি আমার গুরু হইয়া থাকেন, তাঁহারই কৃপায় এই শ্রৌতমতের স্থিতিবর্ণন করিতেছি ॥ ২০৯ ॥

যদি কোন প্রতিবাদী প্রশ্ন করে যে—যেহেতু চার্ব্বাক্ দেহাতিরিক্ত জীবই স্বীকার করিতেছে না, এ অবস্থায় তোমার এইস্থানে জীবের সাকারত্ব স্থাপনের কি আবশ্যক ছিল, পরন্তু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই হইত। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের উত্তর—কোন্ ব্যক্তি আজ্ঞা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

নিরঙ্কুশঃ কামভোগঃ ফলং কিল ভবন্মতে।
তচ্চ তক্ষকমৌলিস্থরত্নাহরণযত্নবৎ ॥ ২১১ ॥
ধর্ম্মাঙ্কুশস্য ছেদেঽপি ধনাভাবাঙ্কুশস্য ন।
তস্য নির্ম্মূলনায়াস্তি ধর্ম্মঃ কোঽপি ন তে মতে ॥ ২১২ ॥
ধনিনাং পরিচর্য্যা বা চৌর্য্যং বা কার্য্যতে ত্বয়া ॥ ২১৩ ॥

দ্বারা দুগ্ধের উৎসেচন নিবারণ করিতে পারে না অর্থাৎ উত্তপ্ত দুগ্ধ যখন কটাহ হইতে উৎসিক্ত হইয়া পড়িয়া যায় তখন যেরূপ উহা কাহারও আদেশমাত্রেই নিবৃত্ত হয় না তদ্রূপ আমিও জীবের সাকারত্ব কিজন্য স্থাপন করিলাম তাহা প্রতিবাদীর প্রশ্নমাত্রেই বলিতে প্রস্তুত নহি। যদি কোন শিষ্য প্রশ্ন করে তাহা হইলে উত্তর এই যে রাজা দরিদ্রকে ঘৃত প্রদান করিতে চাহিলে যেরূপ নিকটে পাত্র না থাকিলেও বস্ত্রপাতিয়াই তাহার সেই ঘৃত গ্রহণ করা উচিত অন্যথা রাজা স্বতন্ত্র বলিয়া কালান্তরে তাহার সেরূপ ইচ্ছা না থাকিতে পারে, সেইরূপ আমি যেহেতু এই বিষয়টী এখানে বলিতেছি, সেই জন্য তোমাদের এখানেই তাহা গ্রহণ করা উচিত, অন্যথা আমি স্বতন্ত্র বলিয়া কালান্তরে তাহা না বলিতেও পারি ॥ ২১০ ॥

তোমার মতে নিরঙ্কুশ অর্থাৎ যথেচ্ছকাম উপভোগই পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, পরন্তু উহা তক্ষকের মস্তকস্থিত রত্নাহরণ-চেষ্টার ন্যায় দুঃখজনকই হইয়া থাকে ॥ ২১১ ॥

যদিও তোমার মতে ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশ নাই বলিয়া পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক কাম উপভোগ করিতে কেহ বাধক নাই, তথাপি ধনাভাব (দারিদ্র্য) রূপ অঙ্কুশ বর্ত্তমানথাকায় লোকে ধনাভাব নিবন্ধন যথেচ্ছ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়না। সেই দারিদ্র্যকে দূর করিতে পারে এরূপ ধর্ম্মও তোমার মতে স্বীকৃত হয় নাই ॥ ২১২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তচ্চ বন্ধাদিনির্ব্বন্ধৈর্ম্মৃতিভীতি গতাগতৈঃ।
তেষাং দুঃখার্ণবে মঙ্‌ক্তুন্‌ভূদ্রন্তুং ন কর্হিচিৎ ॥ ২১৪ ॥
অতস্তেনৈব মজ্জেরন্‌ ভবচ্ছাস্ত্রমহোদধৌ ॥ ২১৫ ॥
ধনিনস্তু মদেনান্ধাঃ প্রবর্ত্তন্তে ন তে মতে ।
তেষাঞ্চ ন ফলায়ালং তব শাস্ত্রপ্রচোদনা ॥ ২১৬ ॥
বহুভুক্তাবজীর্ত্তিঃ স্যাদ্বহুপানে মহোদরম্‌।
বহুস্ত্রীভোগতো রোগা যদ্দৃশ্যন্তে পদে পদে ॥ ২১৭ ॥
কিং ন ভারায় মহতে বহুদারপরিগ্রহঃ।
পরস্পরবিরোধাদ্যৈঃ পত্যুর্ম্মৃত্যুপ্রদা হি তে ॥ ২১৮ ॥

উক্ত ধনাভাব দূর করিবার জন্য তোমাকে ধনিজনের সেবা অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, পরন্তু চৌর্য্যকর্ম্মে কারাবন্ধন ও মৃত্যুভয়হেতু এবং ধনিজনসেবায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণহেতু তোমার মত কেবলমাত্র লোককে দুঃখসাগরেই নিমজ্জিত করিয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখপ্রদান করিতে পারে না ॥ ২১৩-২১৪ ॥

অতএব দরিদ্রগণ কিছুতেই তোমার শাস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিবেনা, ধনিগণ স্বভাবতঃই ধনমদান্ধ হইয়া ভোগে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা তোমার শাস্ত্র শ্রবণ করিতে কোন আবশ্যক মনে করিবেন না; বিশেষতঃ তোমার শাস্ত্রের আদেশানুসারেও তাঁহাদের যথেচ্ছ-কাম উপভোগের সম্ভাবনা নাই ॥ ২১৫-২১৬ ॥

যেহেতু ধনবলে বহুভোজন করিতে পারিলেও তাহার পরিণামে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে, প্রচুর পান করিলে উদর রোগ হইতে দেখা যায় এবং বহুস্ত্রীসম্ভোগে পদে পদেই রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ২১৭ ॥

বহু স্ত্রীবিবাহ মহাভারস্বরূপ, তাহারা পরস্পর বিবাদাদিদ্বারা পতির মৃত্যুরই কারণ হইয়া থাকে ॥ ২১৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরস্ত্রীভোগতঃ কিং ন শিরশ্ছেদাদিকং ভয়ং ॥ ২১৯ ॥
দুঃখোজ্ঝিতং সুখং প্রার্থ্যং ন তু দুঃখান্বিতং সুখং।
দুঃখোদর্কসুখেত্যল্পে কো নূন্মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২২০ ॥
তস্মান্মহানর্থসার্থসংকুলাঃ সুখবিপ্লুষঃ।
ন প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যৈ স্যুঃ নিবৃত্ত্যৈ স্যুঃ পরং বিদাং ॥ ২২১ ॥
অজ্ঞাস্তু রাগতো ভোগে প্রবৃত্তাঃ পূর্ব্বমেব হি।
ন তে শাস্ত্রমপেক্ষন্তে নাপি ধর্ম্মাঙ্কুশাদ্ভয়ং ॥
রাগোদ্রেকাখ্যদুপ্রেক্ষ্য রুক্ষহর্য্যক্ষরক্ষিণাম্ ॥ ২২২ ॥
অতো নিষ্ফলমেবাভূচ্ছাস্ত্রং তে ক্লীবশস্ত্রবৎ ॥ ২২৩ ॥
কস্তেঽধিকারী স্বস্থাত্মা মত্তস্যাপ্যস্তি মৃত্যুভীঃ।
বিষয়স্য বিচারশ্চ যুক্তিতঃ স্যান্ন শক্তিতঃ ॥ ২২৪ ॥

পরস্ত্রীভোগে শিরশ্ছেদাদিভয় ও বর্ত্তমান আছে ॥ ২১৯ ॥

অতএব দুঃখসম্পর্কশূন্যসুখই মনুষ্যের প্রার্থনীয়, দুঃখমিশ্রিত সুখ কেহ ইচ্ছা করে না। পূর্ব্বোক্ত সকলস্থলেই সুখ অতি অল্প এবং তাহার পরিণামে দুঃখই অধিক বলিয়া উন্মত্ত ব্যক্তিও তাহাতে প্রবৃত্ত হয়না ॥২২০॥

অতএব মহাদুঃখসমূহসঙ্কুল কণিকামাত্রসুখে কোন বিবেচকব্যক্তিই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, পরন্তু বিজ্ঞগণ তাহা হইতে বিরতই থাকেন ॥২২১॥

যাহারা মূর্খ তাহারা পূর্ব্বহইতেই ভোগে প্রবৃত্ত আছে, অতএব তোমার শাস্ত্রের জন্য তাহাদের কোন আবশ্যক নাই এবং তাহাদের ধর্ম্মভয়ও নাই, তাহারা চিরকালই রাগ প্রকোপগ্রস্ত ॥ ২২২ ॥

অতএব নপুংসকব্যক্তির শস্ত্র যেরূপ নিষ্ফল অর্থাৎ সামর্থশূন্য বলিয়া সে যেরূপ শত্রুর প্রতি শস্ত্রচালনে সমর্থ নহে, সেইরূপ তোমার শাস্ত্রও নিষ্ফলই হইয়া থাকে ॥ ২২৩ ॥

মত্তব্যক্তিরও মৃত্যুভয় আছে, অতএব তোমার শাস্ত্রোক্ত উপদেশের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অক্ষংস্ত্বাত্তব লীলায়ৈ ন পক্ষান্তরশিক্ষণে।
তচ্চ যুক্ত্যাখ্যশস্ত্রেণ নান্যেনেতি মতির্ম্মম ॥ ২২৫ ॥
অক্ষাণুকুলঃ স্যাদর্থস্তদ্বিরুদ্ধস্তু নেত্যপি ॥ ২২৬ ॥
তথা সর্ব্বত্রদৃষ্টত্বাদিতিযুক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি।
যুক্তেরমানতা যস্য তস্য নির্বিষয়ং মতং ॥ ২২৭ ॥
কিঞ্চ দৃষ্টং সমস্তঞ্চ দৃষ্ট্যাসিদ্ধ্যেন্ন শাস্ত্রতঃ।
অদৃষ্টং নাস্তি চেত্তর্হি বিষয়স্তে বিষং পপৌ ॥ ২২৮ ॥

অনুষ্ঠান করিলে পরিণামে নানাবিধ দুঃখফলই লাভ হয় বলিয়া কোন স্বস্থচিত্তব্যক্তি কিছুতেই ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, বিষয়ের বিচার যুক্তিঅনুসারেই হইয়া থাকে, কেবল শারীরবল দ্বারা হয় না ॥ ২২৪ ॥

তোমার প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র পরস্ত্রীদর্শনাদি লীলাসম্পাদনেই সমর্থ পরন্তু বিপক্ষবাদীকে কিছুমাত্র শিক্ষা দিতে পারে না, বিপক্ষশিক্ষার জন্য যুক্তিশস্ত্রেরই আবশ্যক মনে করি ॥ ২২৫ ॥

চার্ব্বাকগণ বলে যে—"বিষয়মাত্রই প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষের অগ্রাহ্য কোন বিষয় নাই—যেহেতু সর্ব্বত্র এরূপ নিয়মই দেখা যায়" যাহা হউক এইমত নিজমতসমর্থনের জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বত্র এতাদৃশ দর্শনরূপ যুক্তিকেই অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অতএব যাহারা যুক্তি অর্থাৎ অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করে তাহাদের মতে কোন বিষয়সিদ্ধিই হইতে পারে না ॥ ২২৭ ॥

প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় প্রত্যক্ষদ্বারাই সিদ্ধ হয়, শাস্ত্র হইতে নহে, অদৃষ্ট-বিষয় তোমার মতে স্বীকারই নাই, অতএব তোমার শাস্ত্রের বিষয় বিষই পান করিয়াছে অর্থাৎ তোমার শাস্ত্রের কোন বিষয়ই সম্ভবপর হয় না ॥ ২২৮ ॥

যদি বল ধর্ম্মাভাবই মদীয় শাস্ত্রের বিষয়, তাহা তোমার প্রত্যক্ষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্মাভাবোঽপি তত্ত্বং চেৎ প্রত্যক্ষেণৈব সিদ্ধ্যতি।
অতত্ত্বং যদি তর্হ্যাসীদ্ধর্ম্মো নিষ্কণ্টকো মম ॥ ২২৯ ॥
নাপি ধর্ম্মে প্রমাণস্যাভাবঃ শাস্ত্রেণ বোধ্যতে ॥ ২৩০ ॥
সোঽপি তত্ত্বং যদি তদা প্রত্যক্ষেণৈব সিদ্ধ্যতি।
অতত্ত্বশ্চেদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমকণ্টকমভূন্মম ॥ ২৩১ ॥

ইতি চার্ব্বাকবাদঃ ॥ ০ ॥

এবং চার্ব্বাকমর্য্যাদা সর্ব্বাপ্যার্য্যৈর্বিগর্হিতা।
জিনবুদ্ধাগমাত্মধ্ব-শোধনায়াধুনা যতে ॥ ২৩২ ॥
যদীদং ন তদা তন্নেত্যাজ্ঞা রাজ্ঞঃ পরং ভবেৎ।
সমানং নোভয়োর্মানমনুমা"নন্নু"মা"ঙ্ক"মা ॥ ২৩৩ ॥

দ্বারাই সিদ্ধ হয়, আর যদি ধর্ম্মাভাব, তোমার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম নিষ্কণ্টকই হইয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রমাণের অভাব তোমার শাস্ত্রে দর্শিত হয় নাই যদি উহাই অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক প্রমাণাভাবই তোমার শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় বল তাহা হইলে উহাও তোমার প্রত্যক্ষসিদ্ধই হইতে পারে, শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। আর যদি ধর্ম্মবিষয়ক প্রমাণাভাব তোমার শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় না হয় তাহা হইলে আমার শাস্ত্র নিষ্কণ্টকই হইল ॥ ২৩০-২৩১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রণালীতে যাবতীয় চার্ব্বাকমত সজ্জনগণকর্ত্তৃক দূষিত হইল, সম্প্রতি জিন ও বুদ্ধশাস্ত্রাদি মার্গসংশোধনের জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে ॥

(বৌদ্ধমতে বৃথা পশুহিংসার ন্যায় যজ্ঞে পশুহিংসাও নিষিদ্ধ)।

"যেরূপ বৃথা পশু-হিংসা হইতে পারে না সেইরূপ যজ্ঞাদিতেও পশুবধ হইতে পারে না" তোমার এতাদৃশ বচন রাজাজ্ঞা তুল্য, যেহেতু ইহাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নচেৎ সুরাবৎ ক্ষীরঞ্চ কিমপেয়ং ন তে মতে।
দ্রবদ্রব্যত্বতো হেতোস্ততো মূলাণুগৈব সা ॥ ২৩৪ ॥
মূলং নাতীন্দ্রিয়েঽধ্যক্ষং স্বস্ববাক্যস্ত কস্ত ন ॥ ২৩৫ ॥
প্রাচাং বাচস্তু শোচন্তে দেহঃ কারাগৃহং কিল।
অতো যুক্ত্যাঽপি নার্থস্তে যৎ সা হিংসাং প্রশংসতি ॥ ২৩৬ ॥

কোন যুক্তি নাই, প্রত্যক্ষ বা আগমপ্রমাণ উভয়েরই সমান, কারণ প্রত্যক্ষধর্ম্মাদি বিষয়প্রতিপাদনে অসমর্থ, আগম বা শাস্ত্র আমার হইলে উহা তোমার অস্বীকার্য্য, তোমার হইলে আমার অস্বীকার্য্য, অতএব পূর্ব্বোক্তবিষয়ে প্রত্যক্ষ বা আগম প্রমাণ হইতে পারে না। "যদি বল—"যজ্ঞীয় পশুহিংসা অধর্ম্মজনক, যেহেতু ব্রাহ্মণহত্যার ন্যায় উহাও হিংসাই হইয়া থাকে" এইরূপ অনুমান প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্রবলশূন্য কেবল-অনুমানকে প্রমাণ বলা যায় না, যেহেতু তাদৃশ কেবল অনুমান প্রমাণ হইলে সর্ব্ববিষয়েই এক একটা অনুমান প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ॥ ২৩৩ ॥

অন্যথা—"মদ্যের ন্যায় দুগ্ধও অপেয়, যেহেতু উহাও মদ্যতুল্য দ্রব বস্তু" এইরূপ অনুমান দ্বারা তোমার মতে দুগ্ধকেও অপেয় বলা যাইতে পারে। অতএব যে কোন একটা হেতুকল্পনা দ্বারা অনুমান করিলেই উহা প্রমাণ হয় না, পরন্তু উহা প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্রমূলক হইলেই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় পরন্তু এস্থলে অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুহিংসা পাপজনক এই অতীন্দ্রিয়বিষয়ে প্রত্যক্ষ তোমার অনুমানের মূল হইতে পারে না। যদি বল আমার শাস্ত্রই আমার অনুমানের মূল হইবে—তাহাও সঙ্গত নহে যেহেতু—নিজ বাক্য কখনও নিজের প্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যেকের মতেই নিজ নিজ যথেষ্ট বচন আছে ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

প্রাচীন ব্যাসবাল্মীকাদিবচন তোমার প্রমাণ হইতে পারে না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

তন্মানিনোপ্যমানস্য কথংকারং মিথঃ কথা ॥ ২৩৭ ॥
কিঞ্চ যুক্ত্যেকভক্তশ্চেৎ কথং মাংসং নিষেধসি ॥ ২৩৮ ॥
ভূতেভ্যোঽন্যন্নবৈ মাংসে নান্যদন্নেঽপি দৃশ্যতে।
একং ত্যাজ্যং ভোজ্যমন্যদিত্যেতৎ কেন তে মতে ॥ ২৩৯ ॥
হিংসা-দোষেণ যৌক্তস্য যজ্ঞাবজ্ঞা চ তে কথং ॥ ২৪০ ॥
জিনমন্দিরনির্ম্মাণে তদ্‌ যাত্রায়াঞ্চ কোটিশঃ।
ভূ-শোধাদ্যৈঃ পাদঘাতৈর্হিংসাস্তে মখবন্ন কিং ॥ ২৪১ ॥

যেহেতু তুমি উহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায় উহারা শোকগ্রস্ত, যদি যুক্তিপ্রমাণ বল তাহা হইলে—উহা হিংসাকে প্রশংসাই করিয়া থাকে, যেহেতু—এই শরীর কারাগৃহ স্বরূপ, দেহঘাতদ্বারা ইহার মধ্য হইতে জীবকে মুক্তি প্রদান করিলে উহা কারাগৃহ হইতে আবদ্ধ ব্যক্তির মোচনের ন্যায় উত্তম কার্য্যই হইয়া থাকে ॥ ২৩৬ ॥

অতএব প্রমাণহীন কেবলমাত্র অহঙ্কারাশ্রিত তোমার সহিত বিচার কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ তুমি যদি একমাত্র যুক্তিরই ভক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে মাংসভক্ষণনিষেধ করিতে পার না, যেহেতু অন্নমধ্যে যেরূপ পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, সেইরূপ মাংসমধ্যেও পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এ অবস্থায় একটী ভোজ্য এবং অপরটী কিরূপে পরিত্যাজ্য হইতে পারে? ২৩৭-২৩৯ ॥

হিংসা দ্বারা পাপ জন্মে—এই যুক্তিবলে তুমি যজ্ঞনিন্দা করিতে পার না, জিনমন্দিরনির্ম্মাণকালে ভূমিপরিষ্কারাদি কর্ম্মে এবং তদীয় যাত্রাকালে পদাঘাতে যজ্ঞাপেক্ষা কোটিগুণ প্রাণিহিংসা হইয়া থাকে, শঙ্খ প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া আমাদের শঙ্খধারণকে তুমি নিন্দা করিয়া থাক, পরন্তু উহা শোভা পায় না যেহেতু—তুমি স্বয়ংও শরীরস্থ মক্ষিকাদি তাড়নার জন্য ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া থাক, উহাই প্রাণীর অঙ্গ ॥ ২৪০-২৪২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্হিহস্তস্য যা শঙ্খে গর্হা সাপি ন শোভতে ॥ ২৪২ ॥
লবণং ভক্ষ্যতে চেৎ স্যাচ্ছুক্তিরূপাস্থিভক্ষণং।
জলীকৃত্য স্বীকৃতিশ্চেদস্থিক্ষালনবারিণঃ ॥ ২৪৩ ॥
কর্ত্তা সর্ব্বস্য কার্য্যস্য কস্মাদীশো বিসৃজ্যতে ॥ ২৪৪ ॥
স্বভাবাদেব সর্ব্বঞ্চ জগৎ স্যাৎ সচরাচরং।
কিমীশ্বরেণেতিবদন্ প্রষ্টব্যঃ প্রতিবাদিনা ॥ ২৪৫ ॥
স্বভাবোঽপি জড়শ্চেৎ স্যাদন্য প্রের্য্যো ঘটাদিবৎ।
জানাতীচ্ছতি পশ্চাচ্চ গচ্ছতীতি ন কিং শ্রুতং ॥ ২৪৬ ॥
অজড়োঽপ্যস্বতন্ত্রশ্চেদ্ প্রাগুক্তং দূষণং স্মর।
স্বাতন্ত্র্যে তু কিমীশেনাপরাদ্ধং লঘুমূর্ত্তিনা ॥ ২৪৭ ॥

লবণের সঙ্গে শুক্তি (ঝিনুক) চূর্ণ মিশ্রিত থাকে, অতএব লবণ-ভক্ষণে শুক্তিরূপ অস্থিভক্ষণই করিয়া থাক, যদি বল লবণকে দ্রব করিয়া নিম্নস্থ অস্থিকণা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলেও উহা অস্থিপ্রক্ষালন-জলেরই পান করা হয় ॥ ২৪৩ ॥

ঈশ্বরই সমস্তকার্য্যের কর্ত্তা, তাঁহার অস্বীকারে হেতু কি বল দেখি? যদি বল স্বভাব হইতেই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি বলিয়া ঈশ্বর স্বীকারে আবশ্যক নাই তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—স্বভাব যদি জড়পদার্থ হয় তাহা হইলে ঘটাদি জড়পদার্থের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই থাকে, স্বয়ং অপরকে পরিচালন করিতে পারে না, পরন্তু কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান, অতঃপর তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা এবং তৎসম্পাদন হইয়া থাকে ইহা শুন নাই কি? এ সমস্ত জড়বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর হয় কি? ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

যদি স্বভাবকে চেতন এবং অন্যের অধীন বল তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার পরিচালক একজন ঈশ্বর স্বীকারই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বস্বভাবাৎ স্বয়ং চেৎ স্যাত্তর্হ্যাত্মাশ্রয়দূষণম্।
স্বকারণস্বভাবাচ্চেৎ স্বভাবস্তে গুরুঃ পতেৎ ॥ ২৪৮ ॥
তদাকারণচক্রস্থঃ কর্ত্তাপ্যাবশ্যকোঽস্য হি।
মহী মহীধরাদেশ্চ যঃ কর্ত্তা স মহেশ্বরঃ ॥ ২৪৯ ॥
নচেৎ কুলালকার্বাস্থা নাপেক্ষ্যেরন্ স্থলে স্থলে।
অন্যথা দৃষ্টহানিঃ স্যাদদৃষ্টস্য চ কল্পনা ॥ ২৫০ ॥

করিতে হয়, আর যদি তাহাকে চেতন এবং স্বাধীন বল তাহা হইলে এক ঈশ্বর স্বীকার করিতে দোষ কি? পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন চেতন ও স্বাধীন অনন্ত স্বভাব কল্পনা অপেক্ষা আমার মতে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা এক ঈশ্বর স্বীকারেই লাঘব হয় ॥ ২৪৭ ॥

আরও বল দেখি—যে স্বভাব হইতে কার্য্য জন্মে ঐ স্বভাব কাহার, যদি নিজের অর্থাৎ ঐ কার্য্যেরই স্বভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় বল তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে যেহেতু নিজের উৎপত্তির পূর্ব্বে নিজের স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে না বলিয়া এরূপ উক্তিই দোষযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি বল নিজের কারণের স্বভাব হইতে কার্য্য জন্মে তাহা হইলে নিজের কারণ হইতে কার্য্য জন্মে এইরূপ বলিলেই হয় আবার তাহার স্বভাব বলিয়া গৌরব স্বীকারের আবশ্যক কি? ॥ ২৪৮ ॥

যদি কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর তাহা হইলে কারণ-সমষ্টি মধ্যে একজন কর্ত্তারও আবশ্যক, অতএব পৃথিবী, পর্ব্বতাদির যিনি কর্ত্তা তিনিই ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত, যদি কর্ত্তৃব্যতীত কেবল স্বভাব হইতেই কার্য্য সম্ভব হয় তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তার আবশ্যক থাকে না। কার্য্য হইলেই তাহার একজন কর্ত্তা আবশ্যক ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি অদৃষ্ট বিষয়, অতএব তোমার মত স্বীকার করিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

যত্নেন সাধ্যতে মোক্ষো যদি তর্হি স্বভাববাক্ ।
অভাবমাপ নো চেত্তে ব্রতচর্য্যা বহির্যযৌ ॥ ২৫১ ॥
জড়স্বভাবকর্ম্মাদি প্রের্য্যং স্যাদজড়েন হি ।
কিং কুঠারঃ স্বয়ংগচ্ছেদ্ ঘটো বা জলমাহরেৎ ॥ ২৫২ ॥
স্বভাবস্য তিরস্কারঃ পুরস্কারশ্চ পাবকে ।
দৃশ্যতে মণিমন্ত্রাদ্যৈর্ন ততস্য স্বতন্ত্রতা ॥ ২৫৩ ॥
স্বানিষ্টস্য হি কর্ম্মাদেঃ প্রেরকো ন স্বয়ং জনঃ ।
অতস্তৎ প্রেরণায়ান্যো মান্যঃ কোঽপি মনীষিণা ॥ ২৫৪ ॥

দৃষ্টবিষয়ের হানি এবং অদৃষ্টবিষয়ের অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

তোমার মতে মুক্তি যদি ব্রতচর্য্যাদি যত্নসাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বভাব হইতেই কার্য্য হয় এরূপ কথারই অভাব ঘটে, পক্ষান্তরে মুক্তিকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে ব্রতচর্য্যাদির নির্ব্বাসন হইয়া থাকে ॥ ২৫১ ॥

স্বভাব, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ জড় ইহারা চেতনবস্তুর প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না, কুঠার কখনও স্বয়ং বৃক্ষছেদনে কিম্বা ঘট স্বয়ং জল আহরণে প্রবৃত্ত হয় কি ? ॥ ২৫২ ॥

মণিবিশেষের বা মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অগ্নির স্বভাব (দাহকত্ব) অবরুদ্ধ হয়, পুনরায় বিজাতীয়মন্ত্র বা মণিসংযোগে ঐ অবরুদ্ধশক্তির উত্তেজনা দেখা যায়, অতএব স্বভাবের স্বাধীনতা নাই ॥ ২৫৩ ॥

অতএব পূর্ব্বযুক্তিবলে স্বভাব ও কর্ম্মাদি চেতন-পরিচালিত স্বীকার করিতে হয়, চেতনজীব স্বয়ং নিজের অনিষ্টজনক কর্ম্মাদির প্রেরক নহে, অতএব জীবব্যতীত অন্য একজন চেতনকে কর্ম্মাদির প্রেরক স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৫৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন হি পুণ্যস্য লঘুতা পাপস্য গুরুতাপি বা।
যতুন্নয়েল্লাঘবাদ্বা গৌরবাদ্বাপ্যধো নয়েৎ ॥
অতঃ শিলাদিদৃষ্টান্তোপ্যুক্তের্ভারায় কেবলং ॥ ২৫৫ ॥
সর্ব্বস্য কর্ত্তা তত্রাপি কিং ন কর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ২৫৬ ॥
যঃ স্তম্ভসম্ভবো ডিম্ভং হিরণ্যকশিপোরপাৎ।
সোঽন্তর্য্যামী মম স্বামী কস্য ন স্যাদ্বিচারয় ॥ ২৫৭ ॥
শিলা যদি স্বসম্বন্ধেন জলে নয়তি পূরুষং।
স্থলে কস্মান্ন নয়তি সমে যা নীয়তে নরৈঃ ॥ ২৫৮ ॥
অশ্মা যস্মান্নতেঽপ্স্বেব তির্য্যক্ পর্য্যক্ চ গচ্ছতি।
অতঃ স্বতঃ কৃতিস্তস্য ন জলে নাপি চ স্থলে ॥ ২৫৯ ॥

পুণ্যপদার্থ লঘু অতএব উহা লোককে উর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিয়া থাকে এবং পাপপদার্থ গুরু বলিয়া পদবদ্ধশিলার জন্য লোককে নিম্ন-দিকেই চালিত করে তোমার এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু পুণ্য লঘু এবং পাপ গুরু এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, অতএব শিলাপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র তোমার বাক্যেরই ভার উৎপাদন করিয়া থাকে, পরন্তু উক্ত শিলাদিমধ্যেও সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান্ আছেন বলিয়া তিনিই অধোদেশে পরিচালনাদি করিয়া থাকেন। যিনি স্তম্ভমধ্য হইতে প্রকাশিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে বালক প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন আমার সেই প্রভু কাহার অন্তর্য্যামী নহেন বল দেখি? ॥ ২৫৫-২৫৭ ॥

শিলার যদি নিজেরই অধোদেশে পরিচালনের ক্ষমতা থাকে তাহা জলের ন্যায় স্থলেও কেন পাদবদ্ধশিলা পুরুষকে নিম্নদেশে ভূমধ্যে পরি-চালনা করে না, পরন্তু সমপ্রদেশে মনুষ্যই ঐ শিলাকে পরিচালিত করিয়া থাকে। যেহেতু শিলা জলমধ্যে কেবলমাত্র নিম্নদিকেই প্রবৃত্ত হয় পরন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদীশ-গৌরবাৎ স্বীয় গৌরবাচ্চ নয়েদধঃ ।
যতঃ স গৌরবং ধর্ম্মং চক্রে পতনকারণং ॥ ২৬০ ॥
যদা স ধর্ম্মসামর্থ্যং রুণদ্ধি ন তদা পতেৎ ।
ন মগ্নো মন্দরঃ কস্মান্মহীবানাপ্সু মজ্জতি ॥ ২৬১ ॥
যদ্দত্তবরতো বার্ষু নলহস্তার্পিতাঃ শিলাঃ ।
উন্মমজ্জুঃ স দৌর্জ্জন্যং কস্য কস্য ন ভর্জয়েৎ ॥ ২৬২ ॥
বিষমারোহতীশস্য সত্বাদেব ন তু স্বতঃ ।
কিং বিষাদো বিষাদাসীচ্ছিশোস্তস্য শিবস্য বা ॥ ২৬৩ ॥

ইতস্ততঃ গমন করিতে পারে না, সেইজন্যই জল বা স্থল কোথায়ও তাহার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব নাই বলিতে হইবে ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

অতএব উক্ত শিলা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের গুরুত্ব এবং স্বকীয় গুরুত্ববশতঃ অধোদেশে চালিত করে, যেহেতু ভগবান্‌ই গুরুত্বধর্ম্মকে নিম্নদেশে পরিচালনের কারণ বলিয়া নিয়ম-বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬০ ॥

যৎকালে তিনি উক্ত গুরুত্বধর্ম্মকে অবরুদ্ধ করেন তখন বস্তু নিম্নদেশে গমন করে না, সেই জন্যই ভগবান্ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরপর্ব্বতের গুরুত্ব-ধর্ম্ম হরণ করায় উহা জলমগ্ন হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমানেও এই পৃথিবী নিম্নবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডগর্ভোদকে মগ্ন হইতেছে না ॥ ২৬১ ॥

যে ভগবানের (রামচন্দ্রের) প্রদত্ত বরবশতঃ নলবানরকর্ত্তৃক সেতু-বন্ধনার্থ শিলা জলোপরি বিন্যস্ত হইয়া নিমগ্ন হয় নাই, তিনি কাহারই বা দুর্জ্জনতা বিনাশ না করিয়া থাকেন ॥ ২৬২ ॥

বিষপান করিলে ঐ বিষ যে শরীরের উর্দ্ধদেশে সঞ্চারিত হয় উহাও নিজের শক্তিবশতঃ নহে পরন্তু ভগবানের শক্তিই তাহাকে উর্দ্ধে চালিত করে। যদি বিষের নিজেরই ঐরূপ সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু দত্তবিষভক্ষণে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূতনাপ্রদত্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতো দৃষ্টং সমস্তঞ্চ দৃষ্টাচ্চেশ্বরতো ভবেৎ।
অদৃষ্টমীশ্বরা দেবেত্যাসীৎ সর্ব্বধুরন্ধরঃ ॥ ২৬৪ ॥
তস্মাৎ পঙ্কে পঙ্কসমে যস্যানৈকান্ত্যচোদনা।
বেদনাসৌ পুমাঞ্ছাস্ত্রমর্য্যাদামার্য্যগর্হিতঃ ॥ ২৬৫ ॥
রত্নপ্রভা স্বভাবশ্চেৎ কুতো নাস্তি শিলান্তরে।
ততস্তত্রৈব সা ভূয়াদিত্যত্রাস্তি নিয়ামকঃ ॥ ২৬৬ ॥
নার্য্যৈশ্চ বার্য্যঃ কার্য্যেঽসৌ হর্য্যৈশ্বর্য্যৈর্য্যবীর্য্যবান্।
নির্দ্দৈবমৃদ্ধ্যেতং বিদ্বান্ কোঽস্ত্যাদস্ত্যাদ্ধি বৌদ্ধবৎ ॥ ২৬৭ ॥

বিষপানে এবং শঙ্কর সমুদ্রমন্থনে কালকূটবিষপানে বিষাদযুক্ত হ'ন নাই কেন ॥ ২৬৩ ॥

অতএব দৃষ্ট যাবতীয়কার্য্যই কুম্ভকার প্রভৃতি দৃষ্টকর্ত্তা এবং ঈশ্বর এই উভয় হইতে হইয়া থাকে, পরন্তু অদৃষ্টকার্য্যের কেবল ঈশ্বরই কর্ত্তা, এইরূপে ঈশ্বরই সমস্ত কর্তৃরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ২৬৪ ॥

শিলা, বিষ প্রভৃতিস্থলে ঈশ্বরকর্তৃত্বের যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছিল, মদীয় যুক্তিঅনুসারে, তত্তৎস্থলেও ঈশ্বরকর্তৃত্ব সাধিতই হইল। অতএব তাদৃশ দোষপ্রদর্শকব্যক্তি শাস্ত্রমর্য্যাদা অবগত নহে বলিয়া সজ্জনসমাজে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই ॥ ২৬৫ ॥

রত্নের ঔজ্জ্বল্য যদি শিলার স্বভাব হয় তাহা হইলে সমস্তশিলাতেই ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য নাই কেন ? অতএব শিলাবিশেষেই ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য হইবে এইরূপ নিয়মকর্ত্তা একজন আছেন ॥ ২৬৬ ॥

শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রেরিত হইলেই ঐ স্বভাবাদিবীর্য্যশালী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ইহা আর্য্যজনসম্মত, কোন পণ্ডিতব্যক্তিই বৌদ্ধের ন্যায় ঈশ্বরপরিচালনারহিত স্বভাবপ্রভৃতিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না ॥ ২৬৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চাচেতনমাত্রস্থ স্বভাবোঽন্যনিয়ম্যতা ।
অতো ভবৎস্বভাবেন প্রভুরাবির্বভূব মে ॥ ২৬৮ ॥
স চ স্বেচ্ছানুসারেণ তত্তদ্বস্তু তথা তথা ।
তনুতে তেষু চাপ্যেকমুচ্চং নীচং করোতি চ ॥ ২৬৯ ॥
স্বতন্ত্রস্থ চ তস্যেচ্ছা নিয়োক্তুং নৈব শক্যতে ।
অরাজকমিদং রাষ্ট্রং ন চেন্নষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ২৭০ ॥
নরেষু কশ্চিন্মূকোঽস্তি বাচালোঽপ্যস্তি কশ্চন ।
সোঽয়ং নরস্বভাবো ন তবাপি চ মমাপি চ ॥ ২৭১ ॥
কর্ম্মাপি চেদ্‌গতং তর্হি স্বভাবানাঙ্ঘ্র্যুপসর্পণম্ ।
ক্কচিৎ স্বভাবঃ কর্ম্মাপি ক্কচিচ্চেৎ কলহো ভবেৎ ॥ ২৭২ ॥

অন্যকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াই অচেতনবস্তুমাত্রের স্বভাব, অতএব তুমি যে স্বভাবের কথা বলিয়াছ উহাও অচেতন বলিয়া তাহার পরিচালক রূপেই আমার প্রভু সিদ্ধ হইলেন ॥ ২৬৮ ॥

তিনি নিজ ইচ্ছানুসারেই ভিন্নভিন্নবস্তুকে ভিন্নভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের উচ্চনীচভাবের বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২৬৯ ॥

তিনি স্বাধীন, তাহার ইচ্ছাপরিচালনে অন্যের শক্তি নাই, তাহাকে স্বতন্ত্র স্বীকার না করিলে এই জগতে রাজ্য অরাজক হইয়া নষ্ট হইয়া যাইত ॥ ২৭০ ॥

মনুষ্যমধ্যে কেহ মূক কেহ বাক্‌পটু, ঐ মূকত্ব বা বাচালত্ব মনুষ্যস্বভাব নহে, ইহা উভয়মতসিদ্ধ। অন্যথা যাবতীয় মনুষ্যই মূক বা বাচাল হইত, অতএব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নধর্ম্ম ভগবানেরই নির্দ্দিষ্ট ॥ ২৭১ ॥

যদি বল কেবল স্বভাব কারণ নহে, পরন্তু কর্ম্ম ও কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমার পক্ষে কেবল মাত্র স্বভাবের চরণাশ্রয় রহিত হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ কর্ম্মাপি রাজা চেজ্জড়তা তস্য কিং কৃতা।
জননে মরণে বাপি কিং কর্ত্তা তস্য নেষ্যতে ॥ ২৭৩ ॥
অতোঽবশ্যং জড়ত্বাদ্যং স্বভাবানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
যতোঽভূন্নিরবদ্যোঽসৌ কথং সিদ্ধ্যেন্ন সিদ্ধরাট্ ॥ ২৭৪ ॥
যদি তত্তৎকৃতং কর্ম্ম ত জ্জন্মমরণাদিকং।
অন্য-চৈতন্যসাচিব্যশূন্যমেব করোতি তে ॥ ২৭৫ ॥
তর্হি হন্তা ন কোঽপ্যাসীৎ স্বস্বকর্ম্মহতে জনে।
অতো হিংসা-দোষবাদো গতো যস্তে মতে মতঃ ॥ ২৭৬ ॥
অথ কর্ত্ত্রন্তরাপেক্ষং কর্ম্মাপি কুরুতে তব।
তর্হি সর্ব্বস্য কর্ত্তারমাক্ষিপেৎ কঞ্চনেশ্বরম্ ॥ ২৭৭ ॥

গেল। পরন্তু কোনও স্থলে স্বভাব কারণ কোনও স্থলে বা কর্ম্ম কারণ এইরূপ অনিয়মবশতঃ কলহই সম্ভবপর হইয়া থাকে ॥ ২৭২ ॥

কর্ম্ম যদি স্বয়ংই প্রভু হয়, তাহা হইলে তাহার জড়তাসম্পাদন কে করিলেন? আর স্বয়ং প্রভু হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশই বা কি জন্য হইয়া থাকে, অতএব একজন কর্ত্তা স্বীকার্য্য নহে কি? ॥ ২৭৩ ॥

অতএব যিনি স্বভাব এবং কর্ম্মের জড়ত্ব প্রভৃতি হেয়ধর্ম্মবিধান করিয়াছেন, সেই স্বতঃসিদ্ধ সম্রাট্ অনিন্দনীয় পরমেশ্বর কিরূপে অসিদ্ধ হইতে পারেন ॥ ২৭৪ ॥

যদি জীবকৃত কর্ম্ম অন্যচেতনের সাহায্যব্যতীতই জীবের জন্মমরণাদি নিষ্পাদন করে তাহা হইলে জীবমাত্রই নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারাই হত হইয়া থাকে, কেহই কাহারও বিনাশক হয় না, অতএব প্রাণিহিংসা বলিয়া তোমার মতে যাহার নিন্দা করা হইয়াছে, সেই হিংসা-দোষের প্রস্তাবই হয় না ॥ ২৭৫-২৭৬ ॥

পক্ষান্তরে তোমার মতে কর্ম্ম যদি অন্য কর্ত্তার সাহায্য অপেক্ষাসহ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরীশ্বরান্ ভাট্টসাংখ্য-প্রাভাকরমতানুগান্।
চিত্রমেকপ্রহারোঽয়ং যুক্ত্যা ত্রীনপ্যখণ্ডয়ৎ ॥ ২৭৮॥
তস্মাজ্জড়ানুসরণং ত্যক্ত্বা ভজ মহাপ্রভুম্।
স্বভাবকালকর্ম্মাদেঃ সর্ব্বস্যাস্য নিয়ামকম্ ॥ ২৭৯॥
একস্য পাপমন্যস্যনাংহঃ স্যাদিতি চোহ্যতে।
দারাগুরূণাং পাপায় ন তথা গৃহমেধিনাম্ ॥ ২৮০ ॥
যুক্তিস্তু তত্র ব্যর্থৈব বিবেকোঽতো বিধের্বলাৎ।
তত্রাংহস্তদ্ যত্র তত্ত্বে প্রাচাং বাচো ন চেন্ন চ ॥ ২৮১ ॥

কারে কার্য্যসম্পাদক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ত্তা একজন ঈশ্বরেরই উত্থাপন হইয়া থাকে ॥ ২৭৭ ॥

এবম্বিধ একটিমাত্র বিচার-প্রহারদ্বারা যুক্তিযোগে নিরীশ্বর ভাট্ট, সাংখ্য এবং প্রাভাকরমতাবলম্বিত্রয়েরই আশ্চর্য্যরূপে খণ্ডন করা হইল ॥ ২৭৮ ॥

অতএব জড়বস্তুর অনুসরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাব কাল কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তের নিয়ামক মহাপ্রভুকে আশ্রয় কর ॥ ২৭৯ ॥

গোপীসঙ্গ অথবা প্রলয়ে গোবিপ্রাদিবিনাশ যেরূপ ঈশ্বরের পাপজনক নহে, সেইরূপ পরস্ত্রীসঙ্গ বা গোব্রাহ্মণহত্যায় অন্যেরও পাপ হয় না এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্মবিশেষে কাহারও পাপ হয় কাহারও পাপ হয় না এরূপ দেখা যায়, স্ত্রীপরিগ্রহ সন্ন্যাসিগণের যেরূপ পাপজনক, গৃহস্থগণের পক্ষে সেইরূপ হয় না ॥ ২৮০ ॥

অতএব তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিতযুক্তি ব্যর্থ হইল, পরন্তু বিধিবাক্য (শাস্ত্রবচন) অনুসারেই পাপপুণ্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তি-শাস্ত্রকারগণ যে কার্য্যে পাপ হইবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেই পাপ হইবে, যে কার্য্যে পাপ নাই বলিয়াছেন, তদনুষ্ঠানে পাপ হইবে না ॥ ২৮১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরবদ্যতয়া যস্য শ্রুত্যাদ্যৈঃ স্তূয়তেতরাম্।
কৃত্বাপি ন স কর্ম্মাণি লিপ্যতে জগদীশ্বরঃ ॥ ২৮২ ॥
নাপি কারয়িতুঃ পাপং কর্ত্তৃবদ্‌যুক্তিতো ভবেৎ।
মঙ্‌ক্তুর্জলেষু যদ্দুঃখং কিং তন্মজ্জয়িতুঃ প্রভোঃ ॥ ২৮৩ ॥
বিধেঃ পাদানুসরণে বিধিতাতস্য কিং ভয়ং।
করণাৎ প্রেরণাদ্‌যস্য ন ভীরিতি স গর্জ্জতি ॥ ২৮৪ ॥
যতো বিধির্নিষেধো নৄন্ বিদধাতি নিষেধতি।
তাভ্যাং বন্ধো হি বদ্ধানাং মুক্তানাং স্যাৎ কথং বদ ॥ ২৮৫ ॥

বেদপ্রভৃতি শাস্ত্রসকল যাঁহাকে অনিন্দিতপুরুষ বলিয়া নিরন্তর স্তুতি করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বর পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানেও পাপলিপ্ত হ'ন না ॥ ২৮২ ॥

নিন্দিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীব যেরূপ পাপগ্রস্ত হয় সেইরূপ ভগবান্ ও লোককে সেই পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করেন বলিয়া তাঁহারও পাপ হয় না কেন ? এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু যুক্তিঅনুসারে বিচার করিলে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠাতার যেরূপ পাপ হয়, পাপে নিয়োগকর্ত্তা পুরুষের তাদৃশ পাপ হয় না। রাজা যদি শাস্তিরূপে কোন পুরুষকে জলে নিমগ্ন করেন তাহা হইলে সেই নিমগ্নপুরুষের যেরূপ দুঃখ হয়, রাজার সেরূপ দুঃখ হয় কি ? ॥ ২৮৩ ॥

যদি বল যুক্তিব্যতীত শাস্ত্রবিধিঅনুসারেই তাদৃশ স্থলে ভগবানের পাপ হইবে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ংই বিধির জনক বলিয়া তাঁহার ভয় কি ? কিন্তু পরন্তু শ্রুতিই সগর্জ্জনে বলিতেছেন যে—ভগবান্ স্বয়ং পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিম্বা পাপকর্ম্মে লোকের প্রেরণদ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হ'ন না ॥ ২৮৪ ॥

যেহেতু বিধি এবং নিষেধ লোককেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যস্তু প্রস্তূয়তে শ্রুত্যা নিত্যমুক্ততয়া প্রভুঃ।
স নির্দোষো বিজয়তে হয়গ্রীবাভিধো হরিঃ ॥ ২৮৬॥
ব্রতস্থা হস্তবিন্যস্তসূত্রাত্তে সূতকাংহসা।
ন লিপ্যতে কিল স্ত্রী চ হন্তেশো লিপ্যতে কিল ॥ ২৮৭॥
কাভীঃ স্বগুণসম্বদ্ধসূত্রসপ্তশতীপতেঃ।
কণ্ঠোপকণ্ঠে নৃহরেস্ত্রিসূত্রী সূত্রিতস্য চ ॥ ২৮৮॥
অস্ত্যাবশ্যকধর্ম্মস্য প্রত্যবায়োঽকৃতৌ স্মৃতৌ।
মুক্তে মুক্তত্বতোঽসৌ ন ততস্তচ্চাঘবারকম্ ॥ ২৮৯॥

থাকে সেইজন্য বদ্ধজীবেরই বিধিনিষেধবন্ধন সম্ভবপর, মুক্তপুরুষের তাহা হইতে কিরূপে বন্ধন হইতে পারে বল দেখি? ॥ ২৮৫॥

শ্রুতি নিত্যমুক্ত প্রভুরূপে যাঁহার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই হয়গ্রীব শ্রীহরি সর্ব্বদা নির্দ্দোষরূপে বিজয়লাভ করিতেছেন ॥ ২৮৬॥

(জৈনগণের এরূপ নিয়ম আছে যে—তাহাদের স্ত্রীগণ কোন ব্রতাবলম্বিনী হইয়া হস্তে মঙ্গলসূত্রবন্ধন করিলে ঐ সূত্রের ধারণকালপর্য্যন্ত তাহাদের রজোদর্শন হইলেও তন্নিবন্ধন অশৌচ হয় না ইহাই উদাহরণরূপে বলিতেছেন) তোমার স্ত্রীগণও যদি ব্রতাবলম্বিনী হইয়া হস্তে সূত্র বন্ধন করিলে তদ্দ্বারাই রজোদর্শনজনিতপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রভুর কি ঐ সূত্রতুল্য-ক্ষমতাও নাই যে নিজকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিবেন ॥ ২৮৭॥

তোমাদের স্ত্রীগণ যদি তন্তুবায়নির্ম্মিত একটী মাত্র সূত্রধারণেই পাপে লিপ্ত না হয় তাহা হইলে ব্যাসদেবকৃত শাস্ত্ররূপ সপ্তশতী সূত্রশালী এবং কণ্ঠসমীপে ত্রিসূত্র যজ্ঞোপবীতধারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবের পাপে ভয় কি? ॥ ২৮৮॥

সংসারিজীবের পক্ষে বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাদেবাস্মদীশোঽপি সর্ব্বস্মাচ্চ ন লিপ্যতাম্।
একত্রবারকং কস্মান্নাপরত্র নিবারকম্॥ ২৯০ ॥
মুক্তত্বঞ্চ সদাক্লেশবর্জ্জিতত্বেন সিদ্ধ্যতি ॥ ২৯১ ॥
তচ্চ জন্মজরামৃত্যু-ক্ষুত্তৃড়াদিবিবর্জ্জনাৎ।
অনুমীয়তে শ্রিয়া সাকং সর্পতল্পপরায়ণে ॥
নারায়ণে পয়ঃসিন্ধৌ কৃতধাম্নি ত্রিধাম্নি নঃ ॥ ২৯২ ॥
যুগে যুগে পরক্লেশহত্যৈ চাবতিতীর্ষতি।
অনুত্তীর্ণঃ স্বয়ং পঙ্কাৎ পরং তারয়তীহ কঃ ॥ ২৯৩ ॥
নিত্যমুক্তা চ সা ভার্য্যা নিত্যমুক্তঃ পতিশ্চ সঃ।
বাহুভ্যামেব বন্ধোঽস্তি ন তয়োর্ভববন্ধনম্॥ ২৯৪ ॥

মুক্তজীব বন্ধরহিত বলিয়াই তাহার তাদৃশ অননুষ্ঠানে পাপ হয় না, অতএব মুক্তত্ব অর্থাৎ মুক্তাবস্থজীবের পাপনিবারক হইয়া থাকে ॥ ২৮৯ ॥

অতএব এই যুক্তিঅনুসারেই ঈশ্বর ও সর্ব্বত্র পাপে অলিপ্ত থাকেন, একস্থলে যদি মুক্তত্ব পাপনিবারক হয় তাহা হইলে অন্যস্থলে অর্থাৎ ভগবানের পক্ষে সেরূপ হইবে না কেন? ॥ ২৯০ ॥

যেহেতু তিনি নিত্যকালক্লেশবিবর্জ্জিত সেই জন্য তাঁহার মুক্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৯১ ॥

ধামত্রয়বর্ত্তী প্রভু নারায়ণ প্রলয়কালেও লক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীর-সমুদ্রে অনন্তশয্যায় বিরাজমান থাকেন এবং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাপ্রভৃতি শূন্য ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়, অতএব তিনি যে নিত্যকাল ক্লেশশূন্য ইহারও অনুমান হইয়া থাকে ॥ ২৯২ ॥

তিনি যুগে যুগে পরক্লেশনিবারণের জন্য অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, ইহা হইতেই নিজের ক্লেশাভাব বুঝা যায়। যে ব্যক্তি নিজেই পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হয় নাই, সে অন্যকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারে কি? ২৯৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনাদ্যোর্ভবাদ্যোঽস্তি ভবো হ্যেষ পুনর্ভবঃ ॥ ২৯৫ ॥
পত্যা তেন কুতোঽপত্যশতবত্যভবন্ন সা।
সৎসু দারেষু নাভেঃ স পুত্রং কস্মাদজীজনৎ ॥ ২৯৬ ॥
অতঃ স ভরণাদ্ভর্ত্তা সা ভার্য্যা ভ্রিয়তে যতঃ।
তত্তয়োর্নিত্যসুখিনোর্ন সংসারোস্ত্যদুঃখিনোঃ ॥ ২৯৭ ॥
দুঃখমেব হি সংসারো দুঃখ-হেতুত্বতো পরং।
উপচারেণ সংসারো ন দুঃখং নাপি দুঃখদা ॥ ২৯৮ ॥
সা ভার্য্যা কেন সংসারো যদি স্ত্রীত্বেন সংস্থতিঃ।
তর্হি পুংস্ত্বাচ্চ সংসার ইতি মুক্তির্গতা তব ॥ ২৯৯ ॥

পত্নী লক্ষ্মীদেবী নিত্যমুক্তস্বরূপিণী, ভগবান্ নারায়ণ ও নিত্যমুক্ত স্বরূপ, তাঁহাদের উভয়ের বাহুবন্ধনই আছে পরন্তু সংসারবন্ধন নাই ॥২৯৪॥

পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের নামই ভব অর্থাৎ সংসার বলা হয়, পরন্তু লক্ষ্মী-দেবী ও নারায়ণ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাদের সংসার-দশা প্রভৃতি কিছুই নাই ॥ ২৯৫ ॥

তাঁহারা যদি সংসারী হইতেন তাহা হইলে লক্ষ্মীদেবী স্বামিদ্বারা শত পুত্রবতী হইতেন, ভগবান্ নারায়ণ ও তাদৃশ পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিতেন না ॥ ২৯৬ ॥

অতএব নারায়ণ কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর ভরণ অর্থাৎ পোষণ করেন বলিয়া ভর্ত্তা এবং লক্ষ্মীদেবী পোষিত হ'ন বলিয়া ভার্য্যা সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা নিত্যকাল সুখমগ্ন এবং সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত ; অতএব তাঁহাদের সংসার নাই ॥ ২৯৭ ॥

দুঃখকেই প্রকৃতপক্ষে সংসার বলা হয়, প্রাকৃতশরীরাদি ঐ দুঃখের হেতু বলিয়া তাহাদিগকেও গৌণভাবে সংসার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ লক্ষ্মীদেবী দুঃখস্বরূপও নহেন অথবা দুঃখের হেতুস্বরূপও নহেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলত্রাণীব মিত্রাণি ভবায়েহহ ভবন্তি হি।
মুক্তৌ চেন্মিত্রসম্পত্তিঃ শ্রীসম্পত্তিঃ কুতো ন তে ॥ ৩০০ ॥
রাগাভাবেন যা শান্তিঃ সা দেবী দেবয়োঃ সমা।
অতঃ কলত্রশূন্যস্য গুরোর্ব্বাক্যে ভরং ত্যজ ॥ ৩০১ ॥
উন্নয়োর্জ্জিতধর্ম্মেণ ভার্য্যাঞ্চ সহধর্ম্মিণীং ॥ ৩০২ ॥
সততোধ্ব´গতির্নৃণাং মহাক্লেশকরী তব।
মুক্তৌ স্যাচ্চেৎ সুখকরী ভার্য্যা কেন ভয়ঙ্করী ॥ ৩০৩ ॥

অতএব তাহাকে সংসাররূপিণী কিরূপে বলিবে? যদি বল তিনি স্ত্রীত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টা বলিয়াই সংসাররূপিণী, তাহা হইলে পুংস্ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া পুরুষকেও তাহা বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে তোমার মতে মুক্তিরই সম্ভব হয় না ॥ ২৯৮-২৯৯ ॥

ইহলোকে ভার্য্যার ন্যায় আত্মীয়গণও সংসার-হেতু হইয়া থাকে, পরন্তু তোমার মতে মুক্তিদশায় আত্মীয়গণের অবস্থান স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব ভার্য্যার অবস্থানে দোষ কি ॥ ৩০০ ॥

যদি বল আত্মীয়দর্শনে রাগ উৎপন্ন হয় না পরন্তু স্ত্রীদর্শনে রাগ উৎপন্ন হয় অতএব মুক্তিদশায় স্ত্রীলোকের অবস্থান নিষিদ্ধ, তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই যে—লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীনারায়ণ নিত্যকালরাগমুক্ত বলিয়া তাঁহাদের একত্র অবস্থান দোষজনক নহে, অতএব তুমি ভার্য্যাহীন গুরুর বাক্যে আশ্বাস পরিত্যাগ কর ॥ ৩০১ ॥

ভার্য্যা যেহেতু সহধর্ম্মিণী সেইজন্য তাহাকেও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মে উন্নতি-ভাগিনী কর ॥ ৩০২ ॥

তোমার মতে পুরুষের নিত্যকাল ঊর্দ্ধগতির নামই মুক্তি, পরন্তু উহা অতি ক্লেশকর কার্য্য, যদি তাহাকেই মুক্তিসুখ বলিয়া মনে করিতে পার, তাহা হইলে তৎকালে স্ত্রী কিজন্য দুঃখকরী বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩০৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃথা বেদেষু দেবেষু সৎসু যজ্ঞাদিকারিষু।
ন মৎসরং কুরু মহাদোষমীষৎ পরাকুরু ॥ ৩০৪ ॥
অতো·বৈদিকমর্য্যাদৈবাঙ্গীকার্য্যা বিবেকিনা।
বৈদিকানান্তু কলহো বেদার্থা স্ফুর্ত্তিতঃ পরং ॥ ৩০৫ ॥
ক্বচিৎ সদসতোশ্চৈকীভাবঃ স্থানৈক্যতো ভবেৎ।
সুরাসুরাঃ সুধার্থে প্রাঙ্‌নৈকীভূতাঃ কিমম্বুধৌ ॥ ৩০৬ ॥
ত্যক্তৈক্যকমত্যন্নপেক্যান্নিঘ্নন্তি বলিনোঽবলান্।
যথা পুরন্দরঃ পূর্ব্ব-দেবান্ দেবর্ষিহর্ষকৃৎ ॥ ৩০৭ ॥

অতএব বেদ, দেবগণ এবং যাজ্ঞিক প্রভৃতিসজ্জনগণের প্রতি নিরর্থক মাৎসর্য্যভাব ধারণ করিওনা, পরন্তু কিঞ্চিৎপরিমাণেও ঐ মহাদোষ পরিত্যাগ কর ॥৩০৪ ॥

অতএব বিবেকিগণের সর্ব্বতোভাবে বৈদিকমর্য্যাদা অবলম্বনই একমাত্র কর্ত্তব্য, যদি বল তোমাদের বৈদিকগণের মধ্যেও পরস্পর কলহ দেখা যায় তাহার উত্তর এই যে—বেদার্থের সম্যক্ প্রকাশ না হইলেই ঐরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে॥ ৩০৫ ॥

যদি বল—তোমরা পরস্পর বিবাদগ্রস্ত হইলেও আমার মত খণ্ডন-কালে সকলে মিলিত হইয়াছ কেন? তাহার উত্তর এই যে—স্থলবিশেষে সৎ এবং অসদ্গণের ঐক্য দেখা যায়—পূর্ব্বকালে সুধার জন্য দেবতা এবং অসুরগণ সমুদ্রমন্থনে ঐক্যভাব প্রাপ্ত হ'ন নাই কি? ॥ ৩০৬ ॥

পরন্তু একত্র সমাবেশেও যদি একমত না ঘটে তাহা হইলে সমুদ্র মন্থনাবসানে ইন্দ্র যেরূপ দেব ও ঋষিগণের আনন্দ উৎপাদন সহকারে অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন সেইরূপ বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলপক্ষ বাধিত হইয়া থাকে ॥ ৩০৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিপক্ষী সদৃক্ষঃ স্যাৎ প্রাচো নীচো ন বৈ ভবেৎ।
কালাত্যয়াপদিষ্টস্য নো চেৎ সৎপ্রতিপক্ষতা ॥ ৩০৮ ॥
মহত্বঞ্চ গুণেনৈব নাকারেণ ধনেন বা।
সাবকাশৈক্যবাক্যানি বাধতে কিং ন ভেদবাক্ ॥ ৩০৯ ॥
মানত্বস্য স্বতস্তেন সানাহৃতত্বং বদেৎ ক্বচিৎ।
দোষশ্চ বেদেনাহনাদৌ বাধোপ্যন্যার্থতৈব তৎ ॥ ৩১০ ॥

সমানবলযুক্তব্যক্তিই প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে, নীচব্যক্তি শ্রেষ্ঠব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয় না, অন্যথা বিচারস্থলে একজনের মত অপরের মতের বাধক হইতে পারে না, পরন্তু সমবলশালী বলিয়াই গণ্য হইতে পারে, অতএব মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত তত্ত্ববাদীর সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষ বলিয়াই গণ্য নহে ॥

যদি বল মায়াবাদীও বহুগ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়া তত্ত্ববাদীর সমান এবং প্রতিপক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে—তাহা হইলে উত্তর এই যে—গুণের দ্বারাই মহত্ত্ব নির্ণীত হয়, আকৃতি বা, ধনদ্বারা হয়না, দেখ—নিরবকাশ এক ভেদবাক্যদ্বারাই সাবকাশ বহু অভেদবাক্য বাধিত হইতেছে, অতএব সযুক্তিক গ্রন্থপ্রণয়নহেতু তত্ত্ববাদিগণের মহত্ত্ব এবং যুক্তিহীনগ্রন্থকর্ত্তৃত্বহেতু মায়াবাদিগণের হীনত্বই নির্ণীত হইয়া থাকে, বৈদিকমাত্র বলিয়াই উহারা তত্ত্ববাদীর তুল্য হইতে পারে না ॥ ৩০৯ ॥

শ্রুতিগত-ভেদবাক্যে যে ভেদতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা মিথ্যাভূত বলিতে পারনা, যেহেতু অনাদি বেদবচনে কোনরূপ দোষ নাই, তজ্জনিত জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যও আমাদের উভয়েরই সম্মত, অতএব বেদবাক্য কখনও অতত্ত্বজ্ঞাপক হইতে পারেনা, যেস্থানে বেদবচনে আপাততঃ প্রত্যক্ষ অনুমানাদির বাধ অর্থাৎ বিরুদ্ধভাব দেখা যায় তথায়ও অন্য অর্থকল্পনা হইয়া থাকে, পরন্তু সর্ব্বথা মিথ্যাবচন সম্ভবপর হয়না ॥৩১০॥

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য কাহাকে বলে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

দোষাত্বপ্রতিরুদ্ধেন জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষিণা ।
স্বতস্ত্বং জ্ঞানমানত্বনির্ণীতি-নিয়মো হি নঃ ॥ ৩১১ ॥
অতো দূরস্থবৃক্ষাদিজ্ঞানে জ্ঞাতেঽপি যৎ পুনঃ ।
প্রামাণ্যং সংশয়স্তত্র তদস্মাকং মতে ভবেৎ ॥ ৩১২ ॥
যতো দূরত্বদোষেণ স্বগৃহীতেন কুণ্ঠিতঃ ।
ন নিশ্চিনোতি প্রামাণ্যং তত্র জ্ঞানগ্রহেঽপি সঃ ॥ ৩১৩ ॥
দেশস্থ বিপ্রকর্ষো হি দূরত্বং স চ সাক্ষিণা ।
গৃহীতুং শক্যতে যস্মাদাকাশোঽব্যাকৃতো হ্যসৌ ॥ ৩১৪ ॥
কাচাদি-দোষং চৈকত্র তৎকার্য্যানুমিতং পুনঃ ।
যদান্যত্রানুসন্ধত্তে জ্ঞানমাত্রগ্রহী তদা ॥ ৩১৫ ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণকালে বিষয়গতদূরত্বাদিদোষদ্বারা বিষয়জ্ঞানে বাধা উৎপন্ন না হইলে বিষয়জ্ঞাতা জীব যদি ঐ জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন তাহাহইলেই উক্তজ্ঞানকে স্বতঃপ্রমাণ বলা হইয়া থাকে ॥৩১১

অতএব দূরস্থবৃক্ষাদিবিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেও পুনরায় উক্তবিষয়ের প্রামাণ্যবিষয়ে যে সন্দেহ হয় উহা আমাদের মতে সঙ্গতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশস্থলে বিষয়জ্ঞাতা জীববিষয়ের দূরত্বদোষ দ্বারা বাধিত হওয়ায় জ্ঞানের প্রামাণ্যই নির্ণয় করিতে পারেন না বলিয়া সন্দেহ সঙ্গতই হইয়া থাকে ॥ ৩১২-৩১৩ ॥

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে জীব অভ্যন্তরে থাকিয়া বস্তুগত দূরত্বদোষগ্রহণ কিরূপে করিতে পারেন তাহার উত্তর এই যে—দূরত্বশব্দের অর্থ দেশব্যবধান, উহা যেহেতু অব্যাকৃত আকাশস্বরূপ সেইজন্য উহাই জীবের গ্রাহ্য, আকাশ যে জীবের গ্রাহ্য উহা অন্যত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৩১৪ ॥

যদি পুরুষের নেত্রাদিতে কোনরূপ পীড়া দোষ জন্মে তাহা হইলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপর্য্যয়েঽপি দূরত্বপূর্ব্বদোষানুদর্শনাৎ ।
উদাস্তে চতুরঃ সাক্ষী প্রামাণ্যগ্রহণে কিল ॥ ৩১৬ ॥
তদা রাগাদিদোষেণ কলুষং চঞ্চলং মনঃ ।
গৃহ্লাতি তত্র প্রামাণ্যমর্থগ্রহণকাতরঃ ॥ ৩১৭ ॥
সমীপস্থপদার্থানাং চক্ষুরাদিন্দ্রিয়ৈঃ শুভৈঃ ।
গ্রহণে জ্ঞানযাথার্থ্যগ্রহে তস্যাগ্রহো মহান্ ॥ ৩১৮ ॥
স্বতঃ প্রামাণ্যবাদে তন্ন কাপ্যনুপপন্নতা ।
যথানুভূতসর্ব্বার্থবাদিনাং তত্ত্ববাদিনাম্ ॥ ৩১৯ ॥
ন চেত্তণ্ডুলপানীয়বস্ত্রভার্য্যাসুতাদিষু ।
গৃহস্থিতেষু গৃহিণো নবেষু স্যান্ন নির্ণয়ঃ ॥ ৩২০ ॥

নিকটস্থ কোন বস্তুর অযথার্থগ্রহণ হইলেই সেই দোষের জ্ঞান হইয়া থাকে, অতঃপর পুরুষ অন্য কোন বস্তুগ্রহণকালেও ঐ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া মনে করেন না ॥ ৩১৫ ॥

শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলেও চৈতন্য-বিশিষ্টবিবেকশীলজীব উহার প্রামাণ্য গ্রহণ করেনা, যেহেতু—দূরত্বাদিদোষ বা নেত্রাদিদোষবশতঃ বিষয়জ্ঞানে ভ্রম ঘটিয়া থাকে, ইহা তিনি অবগত আছেন, পরন্তু বিষয়-গ্রহণে উৎসুক রাগাদিদোষকলুষিত চঞ্চলমনই তাদৃশ শুক্তিরজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং পশ্চাৎ জীব উহার অনুসরণ করিয়া থাকে ॥৩১৬-৩১৭ ॥

পরন্তু নির্দ্দোষ-নেত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা সমীপপদার্থগ্রহণ এবং তদ্বিষয়ক-জ্ঞানের যাথার্থ-অবধারণেই জীবের অতিশয় আগ্রহ হইয়া থাকে, ইহাই তাহার স্বভাব ॥ ৩১৮ ॥

অতএব যথানুভূতবিষয়বাদী-তত্ত্ববাদিগণের মতে জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য স্বীকারে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই ॥ ৩১৯ ॥

অন্যথা যদি জ্ঞানকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার না কর তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিশুঃ কিং জাতমাত্রস্বা স্তনং সন্দিহ্য চুম্বতি।
পশুশ্চ নবঘাসাদৌ ন বিশ্বসিতি কিং বনে ॥ ৩২১ ॥
অনানুভবিকী সর্ব্বত্রাপি সন্দিগ্ধতা নৃণাং।
বিনোন্মত্তঃ শিরঃ পিত্তি-পিশাচগ্রস্তচেতনান্ ॥ ৩২২ ॥
অনভ্যাস-দশাপন্ন সমীপস্থে ন সংশয়ঃ।
ন তত্র তদ্ধীমানত্বেপ্যস্তি কস্যাপি সংশয়ঃ ॥৩২৩॥
এবং চার্থেষ্বসন্দেহান্ মানত্বেঽপি ন সংশয়ঃ।
যতস্তৎ সংশয়োপ্যর্থসংশয়ে পর্য্যবস্যতি ॥ ৩২৪ ॥

হইলে—গৃহস্থিত তণ্ডুল, জল, বস্ত্র, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিবিষয়কজ্ঞানেও সন্দেহ হইতে পারে—অর্থাৎ গৃহে এই সমস্ত দ্রব্য বর্ত্তমান আছে এ অবস্থায় তুমি ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র গমনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া ইনি আমার স্ত্রী অথবা অন্য কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পার ॥ ৩২০ ॥

জাতমাত্র শিশু যে মাতৃস্তন্য পানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও সন্দেহ বশতঃ নহে, পরন্তু স্তন্যপান আমার ইষ্টসাধক এইরূপ যথার্থজ্ঞানেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞানবশতঃ পশুগণও বনে নূতন তৃণের ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩২১ ॥

অতএব উন্মত্ত, মস্তকে পিত্তদোষগ্রস্ত এবং পিশাচগ্রস্তজীব ভিন্ন অন্যসকলজীবেরই বস্তুবিষয়ে যথার্থজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে, জ্ঞানবিষয়ে সন্দেহ কাহারও অনুভবসিদ্ধ নহে ॥ ৩২২ ॥

যে বস্তু পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, তাদৃশ বস্তু নিকটস্থ হইলেও তদ্‌বিষয়ে কোন সংশয় হয় না এবং তদ্‌বিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়েও কাহারও সন্দেহ উৎপন্ন হয় না ॥ ৩২৩ ॥

এইরূপে বস্তুবিষয়ে অসন্দেহ-হেতু বস্তুবিষয়কজ্ঞানেও কোনরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অযোগ্যং মনসোমানত্বং চেত্তৎ সংশয়ঃ কুতঃ।
স্বাযোগ্যগন্ধে সন্দেহশ্চক্ষুষা কস্য জায়তে ॥ ৩২৫ ॥
উপনীতস্ব নির্ণীতিকন্যা ধন্যান্বমন্যত।
দোষাভাবাদ্বিরুদ্ধার্থ-কোটেরাটোপমোটনাৎ ॥ ৩২৬ ॥
অতঃ সাংশয়িকত্বাখ্যহেতোরেতাদৃশস্থলে।
অসিদ্ধত্বান্ন মান্বত্বপরতন্ত্বপ্রসাধকঃ ॥ ৩২৭ ॥

সন্দেহ হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানবিষয়কসন্দেহ হইলে উহা বস্তুবিষয়ক সন্দেহেই পরিণত হয় ॥ ৩২৪ ॥

(বস্তুবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্য সাক্ষী জীবের গ্রাহ্য, প্রথমতঃ উক্ত প্রামাণ্য মন দ্বারা গৃহীত হয়, পশ্চাৎ সাক্ষী উহা গ্রহণ করেন ইহাই সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি প্রামাণ্য মনের গ্রাহ্য ইহাই নির্ণয় করিতেছেন)

বস্তুবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্য যদি মনের গ্রাহ্য না হইত অর্থাৎ "ইহা যথার্থ বস্তু" এইরূপ নিশ্চয় যদি মন দ্বারা না হইত, তাহা হইলে কোন বস্তুবিষয়ে সন্দেহও মনের দ্বারা হইত না, যেহেতু যে বস্তুটী যাহার গ্রহণ-যোগ্য সেই বস্তুতে তাহারই সন্দেহ হইতে পারে, অন্যের তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। গন্ধ নাসিকারই বিষয় পরন্তু চক্ষুর বিষয় নহে, এই জন্যই কোন বস্তুর গন্ধবিষয়ে চক্ষুদ্বারা দর্শনমাত্রেই সন্দেহ জন্মে না, পরন্তু নাসিকা দ্বারা সামান্যরূপে আঘ্রাণ করিলেই "ইহা সুগন্ধ কিনা" এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে ॥ ৩২৫ ॥

প্রথমতঃ "ইহা অমুক বস্তু" এইরূপে বস্তুর জ্ঞান উপস্থিত হইলে উহা দূরত্বাদিদোষশূন্য বলিয়া এবং অপ্রামাণ্যজনক কোনরূপ কারণ না থাকায় সাক্ষী জীব তখন উহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ "আমি অমুকবস্তুবিষয়কজ্ঞানবিশিষ্ট" এরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩২৬ ॥

অতএব আমাদের প্রণালীঅনুসারে কোনস্থলেই আত্মার বস্তু-জ্ঞান–

৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দূরস্থে সংশয়োপ্যস্তি দোষশ্চ ভ্রমকারণং ।
যতোঽণুত্বভ্রমো নৃণাং মহত্যর্থেঽপি জায়তে ॥ ৩২৮ ॥
তত্র তদ্দোষরোধেন প্রামাণ্যং প্রাক্ ন গৃহ্যতে ॥ ৩২৯ ॥
বিশেষদর্শনাভাবাদ্দ্বিকোটিস্মৃতিমান্ জনঃ ।
তদর্থী তত্র সন্দিগ্ধে মনসা ন তু সাক্ষিণা ॥ ৩৩০ ॥
বিকল্পরূপং হি মনো যত আহুঃ পুরাতনাঃ ।
যতশ্চ সংশয়ঃ সাক্ষিবেদ্যে দুঃখঃ সুখেষু ন ॥ ৩৩১ ॥

বিষয়ে সংশয়জনকহেতুর অসিদ্ধিবশতঃ "বস্তুজ্ঞানবিষয়কজ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য নাই, পরন্তু উহার প্রামাণ্য অন্য হইতে নির্দ্ধারিত হয়" এইরূপ নৈয়ায়িকমতের সমর্থক-হেতুই অসিদ্ধ হইল ॥ ৩২৭ ॥

দূরস্থ বস্তুতে সংশয় জন্মিতে পারে, দূরত্বাদি-দোষই উক্ত ভ্রমের কারণ, যেমন দূরস্থ বৃহদ্বস্তুতেও দূরত্বদোষবশতঃই লোকের অণুত্ব ভ্রম ঘটিয়া থাকে ॥ ৩২৮ ॥

উক্তস্থলে দোষপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রথমতঃ প্রামাণ্য গৃহীত হয় না ॥ ৩২৯ ॥

কোন বস্তুবিষয়ে বিশেষ দর্শন না হইলেই লোকের দ্বিধা বুদ্ধি অর্থাৎ "ইহা এইরূপ কিনা" এবম্বিধ বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। পরন্তু জ্ঞানার্থী ব্যক্তি মনদ্বারাই তথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন, সাক্ষীজীবদ্বারা তাদৃশ সন্দেহ করেন না ॥ ৩৩০ ॥

সংশয় মনেরই কার্য্য, এই জন্যই প্রাচীনগণও মনকে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আত্মার কখনও সন্দেহ হয় না, যেহেতু আত্মার গ্রাহ্যবিষয় সুখদুঃখে কখনও সন্দেহ হইতে দেখা যায় না ॥ ৩৩১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানং গৃহ্ণংস্তদা সাক্ষী নির্দ্দোষং চেদিয়ং প্রমা।
ইতি সামান্যতঃ প্রামাণ্যঞ্চ গৃহ্ণন্নিবর্ত্ততে ॥
অত্র সাংশয়িকত্বাখ্য-হেতুঃ স্যাৎ সিদ্ধসাধনঃ ॥ ৩৩২ ॥
তত্র সাংশয়িকত্বেঽপি কুতোঽন্যত্র তদগ্রহঃ।
দূরস্থে চঞ্চলং চক্ষুর্ন হি পাত্রস্থিতোদনে ॥ ৩৩৩ ॥
ক্বচিজ্ জ্ঞানত্বজাতীয়ে দোষজেঽব্যভিচারিণি।
সর্ব্বত্র ব্যভিচারিত্ব-শঙ্কাপঙ্কোঽপি নোচিতঃ ॥ ৩৩৪ ॥
অনুমানত্বজাতীয়ে দোষজেঽব্যভিচারিণি।
কিং প্রামাণ্যানুমানাচ্চ তচ্ছঙ্কীত্বং নিবর্ত্তসে ॥ ৩৩৫ ॥

এখানে আপত্তি করিতে পার যে সংশয় যদি আত্মার কার্য্য নহে তাহা হইলে সন্দিগ্ধবস্তুবিষয়কজ্ঞান আত্মার কি প্রকারে হইয়া থাকে। তাহার উত্তর এই যে—তাদৃশ দূরত্বাদিদোষবিশিষ্টবস্তুজ্ঞানকালে "যদি ইহা নির্দ্দোষ হয় তাহা হইলে প্রমাণ হইবে" এইরূপে আত্মা সামান্যভাবেই জ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এতাদৃশ স্থলে আমিও সংশয়কে যথার্থজ্ঞান অনুৎপত্তির হেতু স্বীকার করি; অতএব তুমি যে সংশয়কে হেতু বলিয়াছ উহা সিদ্ধসাধন-দোষযুক্তই হইল ॥ ৩৩২ ॥

দূরস্থবস্তুজ্ঞানের সন্দিগ্ধত্বের ন্যায় নিকটস্থ বস্তুজ্ঞানের সন্দিগ্ধত্ব হয় না কেন এরূপ বলিতে পার না। দূরস্থ বস্তুতে চক্ষুর চাঞ্চল্য ঘটে বলিয়া পাত্রস্থিত অন্নে তাহার চাঞ্চল্য দেখা যায় না ॥ ৩৩৩ ॥

কদাচিৎ কোন জ্ঞানে দোষবশতঃ সংশয় হইলেও যাবতীয় অব্যভিচারী (যথার্থ) জ্ঞানে ব্যভিচার বা দোষের আশঙ্কা উচিত নহে ॥ ৩৩৪ ॥

কোন একটী অনুমান দোষগ্রস্ত হইলে তুমি অব্যভিচারী অর্থাৎ নির্দ্দোষ অনুমানমাত্রেই দোষাশঙ্কা করিয়া প্রামাণ্যনিশ্চয়ে বিরত হও কি? ॥ ৩৩৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

যদি ব্যাপ্ত্যাদিদার্ঢ্যেন শঙ্কাং ধিক্‌কুরুতে ভবান্ ।
তর্হি নির্দোষতাদার্ঢ্যাৎ সাক্ষীহক্ষোভয়েদ্ধি তান্ ॥ ৩৩৬ ॥
তৎসন্নিকৃষ্টদৃষ্টেযু ন প্রামাণ্যগ্রহে ভয়ং ।
প্রামাণ্যগ্রহণে শক্তিঃ সাক্ষিণঃ স্বেন তেজসা ॥ ৩৩৭ ॥
নিরোধনাশমাত্রায় নদীরুদ্ধেন নৌরিব ।
পরীক্ষাপেক্ষ্যতে ক্বাপি তদভাবে স্বয়ং পটুঃ ॥
ন হি রাজপথে গন্ত্রা গমনে নৌরপেক্ষতে ॥ ৩২৮ ॥
নিরোধকোপি কার্য্যস্থাভাবং সম্পাদয়েৎ পরং ।
তদভাবস্থাপি কার্য্যে কারণত্বং ন শোভতে ॥ ৩৩৯ ॥

যদি বল অনুমানস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানপ্রভৃতির (অর্থাৎ কার্য্যকারণের নিয়ত সম্বন্ধরূপনিয়মাদির) দৃঢ়তাবশতঃই আমি সন্দেহকে অতিক্রম করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রত্যক্ষস্থলে ও নির্দোষবিষয়ে দৃঢ়তাবশতঃই সাক্ষিজীব সংশয়াশঙ্কা অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৩৩৬ ॥

অতএব সন্নিকৃষ্টবিষয়ের জ্ঞানস্থলে প্রামাণ্যনির্দ্ধারণে কোনরূপ শঙ্কা নাই ; সাক্ষিজীবের স্বসামর্থ্যবলেই প্রামাণ্য গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩৭ ॥

সাক্ষিজীব প্রামাণ্যগ্রহের প্রতিবন্ধকস্থলেই তাদৃশ প্রতিবন্ধকনাশের জন্য পরীক্ষার আবশ্যক মনে করেন, অন্যথা প্রতিবন্ধকশূন্যস্থলে স্বয়ংই প্রামাণ্যগ্রহণে সমর্থ, মনুষ্য স্বয়ংই গমনে সমর্থ, পরন্তু যদি কোথায়ও গমন প্রতিবন্ধকনদী উপস্থিত হয় তাহা হইলে তথায়ই নৌকার অপেক্ষা করিয়া থাকে। রাজপথে কাহারও নৌকার অপেক্ষা করিতে হয় না ॥ ৩৩৮ ॥

প্রতিবন্ধক কার্য্যোৎপত্তির অভাব জন্মাইয়া থাকে, পরন্তু সে জন্যই প্রতিবন্ধকাভাবকে কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি কারণ বলা সঙ্গত হয় না ॥ ৩৩৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রুণদ্ধি যদ্ধি সামগ্রীসত্ত্বেপ্যভিমতং ফলং।
বুধৈস্তদেব সর্ব্বত্র প্রতিবন্ধকমুচ্যতে ॥ ৩৪০ ॥
উষ্ণস্পর্শভরেণোগ্রঃ শক্তো দগ্ধুং হি পাবকঃ।
মন্ত্রাদিপ্রতিবদ্ধস্তু ন দহেদন্যদা দহেৎ ॥ ৩৪১ ॥
যৎ প্রাগভাবাদুদয়ন্ ঘটো ন স্বনিরোধকৃৎ।
যতস্তন্তুবিনাশেন পটনাশে ন তন্তুষু॥
তদ্রোদ্ধৃতা যতশ্চেশো নিত্যঃ ক্ষ্মাপাভরোধকৃৎ ॥ ৩৪২ ॥

কার্য্যের যাবতীয় কারণ উপস্থিত থাকাসত্ত্বেও যাহা দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি বাধিত হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ উহাকে কার্য্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪০ ॥

উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট উগ্রঅনলদাহসমর্থ হইয়াও মন্ত্রাদিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে দাহ জন্মাইতে পারে না, মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে দাহ জন্মাইয়া থাকে ॥ ৩৪১ ॥

নৈয়ায়িকগণ—"যে অভাব পদার্থটী কার্য্যোৎপত্তির কারণস্বরূপ সেই অভাবের বিরোধিপদার্থ কার্য্যপ্রতিবন্ধক" এইরূপ প্রতিবন্ধক লক্ষণ করিয়া থাকেন। যেমন—অগ্নির নিকটে মণি না থাকিলেই দাহকার্য্য হইয়া থাকে বলিয়া মণির অভাবই দাহকার্য্যের কারণ, অতএব সেই মণির অভাবের বিরোধিপদার্থ অর্থাৎ মণিই দাহকার্য্যের প্রতিবন্ধক। পরন্তু এতাদৃশ লক্ষণে দুইস্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ অর্থাৎ অলক্ষ্যস্থলেও লক্ষণের সঙ্গতিরূপ দোষ এবং একস্থলে অব্যাপ্তি অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলেও লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে।

অতিব্যাপ্তি দোষের একটী ক্ষেত্র এই—ঘট নিজে নিজের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক নহে, পরন্তু এই অপ্রতিবন্ধক ঘটপদার্থেও তোমার লক্ষণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতো ন কারণীভূতা ভাবস্য প্রতিযোগিতা।
প্রতিবন্ধকতা কিন্তু পূর্ব্বোক্তৈব সতাং মতা ॥ ৩৪৩ ॥
মণ্যাদির্মুখ্যতো রোদ্ধা তস্যৈবাদর্শিলক্ষণং।
হেতোর্বিঘটকাদৃষ্টং ত্বমুখ্য তন্ন লক্ষিতং ॥ ৩৪৪ ॥

সঙ্গতি হইয়া থাকে। যেহেতু ঘটাভাব (ঘটের প্রাগভাব) ঘটোৎপত্তির একটী কারণ, ঘটাভাবের বিরোধী পদার্থ-ই ঘট।

অতিব্যাপ্তির আর একটী দৃষ্টান্ত—তন্তুসত্তা পটনাশের বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক নহে যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে তন্তু থাকিতেও পটনাশ হইয়া থাকে পরন্তু তোমার লক্ষণ অনুসারে তন্তুপটনাশের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

যথা—পটনাশের কারণ তন্তুর অভাব, তাহার বিরোধী তন্তু।

অব্যাপ্তিদোষের দৃষ্টান্ত—কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুর সত্তাই পৃথিবীর পতনের প্রতিবন্ধক। পরন্তু এই লক্ষ্যস্থলে তোমার লক্ষণের সঙ্গতি হয় না। যেহেতু—তুমি যে অভাবটী কার্য্যের কারণস্বরূপ সেই অভাবপদার্থের বিরোধিপদার্থকে উক্তকার্য্যের প্রতিবন্ধক বলিয়াছ সেই হেতু এস্থলে ভূপতনকার্য্যের কারণস্বরূপ বিষ্ণুর অভাবের বিরোধী বিষ্ণুপদার্থকে ভূপতনকার্য্যের প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে পরন্তু ত্রৈকালিকসত্তা-নিবন্ধন বিষ্ণুর অভাবই সম্ভবপর নহে ॥ ৩৪২ ॥

অতএব তোমার মতে যে লক্ষণ করা হইয়াছে উহা সঙ্গত নহে, পরন্তু—"কার্য্যের কারণসমুদয় উপস্থিতসত্ত্বে যদ্দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি বাধিত হয় উহাই প্রতিবন্ধক" সজ্জনগণের এই লক্ষণই সম্মত ॥ ৩৪৩ ॥

যে দৈববশতঃ কার্য্যের কারণসমূহের সংগ্রহই হয় না, সেই দৈবকেও কার্য্যপ্রতিবন্ধক বলা হয়, পরন্তু তোমার লক্ষণানুসারে দৈবকে প্রতিবন্ধক বলা যায় না, যেহেতু তুমি কারণসমূহের সংগ্রহের পর যদ্দ্বারা কার্য্য বাধিত হয় তাহাকেই প্রতিবন্ধক বলিয়াছ—এইরূপ দোষ বলিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিবন্ধকমণ্যাদেরভাবো যদি কারণং।
কারণাভাবতস্তর্হি কার্য্যাভাবো ভবিষ্যতি ॥ ৩৪৫ ॥
প্রতিবন্ধকতাপ্যত্র মণ্যাদের্ভণ্যতে কুতঃ ॥ ৩৪৬ ॥
দণ্ডাখ্যকারণাভাবাদ্ যত্র কার্য্যং ন জায়তে।
প্রতিবন্ধেন নির্ব্বন্ধঃ তত্র কো বক্তি মানবঃ ॥ ৩৪৭ ॥

পার না, কারণ—মণি প্রভৃতির সত্তাই দাহাদিকার্য্যে সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক বলিয়া তাদৃশ প্রতিবন্ধকের লক্ষণই আমি করিয়াছি। পরন্তু দৈবপরম্পরা-সম্বন্ধে কার্য্যপ্রতিবন্ধক দৈবদ্বারা কারণের অভাব, কারণের অভাব হইতে কার্য্যের অভাব এইরূপে দৈবের প্রতিবন্ধক ভাব গৌণ অতএব দৈবস্থলে আমার লক্ষণ করা হয় নাই ॥ ৩৪৪ ॥

যেস্থলে দাহকার্য্যের সমস্ত কারণ থাকিতেও মণির অবস্থানের জন্য দাহ ঘটে না সে স্থলে—"প্রতিবন্ধক বশতঃ দাহ হইতেছে না" এইরূপই সকলে বলিয়া থাকে।" কারণের অভাববশতঃ দাহ হইতেছে না" এ কথা কেহই বলে না।

পরন্তু তুমি যদি মণির অভাবকেও দাহের কারণ বল তাহা হইলে দাহের কারণস্বরূপ মণির অভাবের অভাব মণিই তথায় বর্ত্তমান বলিয়া "কারণের অভাবে দাহকার্য্য হইতেছে না" এইরূপ বলা উচিত পরন্তু সেইস্থলে মণিকে দাহকার্য্যের কারণের অভাব না বলিয়া দাহকার্য্যের প্রতিবন্ধক বলা হয় কেন ? ॥ ৩৪৫-৩৪৬ ॥

যে স্থলে দণ্ডরূপকারণের অভাবে ঘট উৎপন্ন হইতেছে না সে স্থলে—"প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে না" এরূপ কথা কে বলিয়া থাকে ? (পরন্তু কারণের অভাবে কার্য্য হয় নাই এ কথাই বলিয়া থাকে) ॥ ৩৪৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণাভাব-হেতুশ্চ কশ্চিৎ স্যাৎ প্রতিবন্ধকঃ।
সত্যেব কারণে শক্তিস্তম্ভকোঽপ্যস্তি কশ্চন ॥ ৩৪৮ ॥
মণ্যভাবস্য হেতুত্বে তদভাবাত্মকো মণিঃ।
ন হেত্বভাব-হেতুত্বাৎ প্রতিবধ্নাত্যদৃষ্টবৎ ॥ ৩৪৯ ॥
কার্য্যাভাবো যতঃ স্বাভাবাখ্যহেতোরভাবতঃ।
সতি তস্মিন্নভূত্তেন শক্তিস্তম্ভকতা গতা ॥ ৩৫০ ॥
কারণাভাবমাত্রেণ কার্য্যাভাবস্য সিদ্ধিতঃ।
শক্তিস্তম্ভকতা কেন কল্প্যা কল্পকসংসদি ॥ ৩৫১ ॥

কোনওস্থলে কারণসমূহের বিঘটক অর্থাৎ কারণসংগ্রহের অভাবজনক দৈবাদিকে কার্য্যপ্রতিবন্ধক কোনওস্থলে বা কারণসংগ্রহসত্ত্বেও দাহাদি শক্তির স্তম্ভনজনক মণিপ্রভৃতিকে প্রতিবন্ধক বলা হয় ॥ ৩৪৮ ॥

তুমি মণিকে সাক্ষাদ্‌ভাবে দাহকার্য্যের প্রতিবন্ধক স্বীকার কর পরন্তু তাহা হয় না, যেহেতু—মণির অভাব দাহকার্য্যের কারণ, মণি আবার সেই মণির অভাবের অভাব বলিয়া কারণের অভাবরূপে পরম্পরাক্রমেই অদৃষ্টের ন্যায় মণি ও দাহকার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে ॥ ৩৪৯ ॥

যে স্থলে মণির সত্তানিবন্ধন দাহকার্য্য জন্মে না, সেস্থলে তোমার মতে দাহকার্য্যের হেতুভূত মণির অভাবের অভাব মণির সত্তাবশতঃ "কারণের অভাবে কার্য্য হইতেছে না" একথা বলা যায়। মণির অভাব হইলে দাহস্থলে "কারণের সত্তাবশতঃ কার্য্য হইতেছে" এরূপ ও নির্দ্দেশ করা যায়, অতএব মণির দাহশক্তিস্তম্ভনকথা বৃথা হইয়া থাকে ॥ ৩৫০ ॥

অতএব মণির উপস্থিতিকালে দাহ না জন্মিলে কারণের অভাবে কার্য্য হয় না ইহাই সিদ্ধ হইল বলিয়া পণ্ডিতসমাজে শক্তিস্তম্ভনের কথা কেহই কল্পনা করিতে পারে না ॥ ৩৫১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বথা কারণাভাবাদ্ভিন্নঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধকঃ।
ন চেদ্দণ্ডাভাবতশ্চ প্রতিবন্ধকতা ভবেৎ॥ ৩৫২ ॥
তস্মাচ্ছঙ্কাপনোদায় পরীক্ষাপেক্ষণং ক্বচিৎ।
তদভাবে সহজ্ঞানৈঃ প্রামাণ্যঞ্চ সবীক্ষতে ॥ ৩৫৩ ॥
অথ প্রামাণ্যানুমিতেঃ পূর্ব্বং প্রামাণ্যসংশয়ঃ।
সর্ব্বত্রাপ্যস্তি তে নৈতৎ সাক্ষিণা বীক্ষ্যতে কথং॥ ৩৫৪ ॥
অতোনুমানাত্তত্তদ্ধি প্রামাণ্যমনুমীয়তে।
ইত্যক্ষিণী নিমীল্যৈব বদন্তং প্রতিচোদ্যতে ॥ ৩৫৫ ॥
অনানুভবিকঃ সোঽয়ং সংশয়ঃ কেন কল্প্যতে।
প্রামাণ্যগ্রহণোপায়া ভাবাদিতিমতং যদি ॥ ৩৫৬ ॥

কারণের অভাব এবং প্রতিবন্ধকবস্তু সর্ব্বথা পৃথক্ পদার্থ। অন্যথা ঘট-কার্য্যে দণ্ডাভাবকে কারণাভাব না বলিয়া প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে॥

অতএব বিষয়গ্রহণ-কালে কোনস্থলে সন্দেহ হইলে তাহার অপনয়নের জন্যই পরীক্ষার আবশ্যক হয়। সন্দেহের অভাবস্থলে সাক্ষিজীব বস্তুবিষয়কজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রামাণ্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৩৫৩॥

যে সকল নৈয়ায়িক বস্তুতত্ত্ববিচার না করিয়া নিমীলিত-নেত্রেই বলিয়া থাকেন যে—"সর্ব্বত্রই বস্তুবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যানুমানের পূর্ব্বে প্রামাণ্যবিষয়ে সন্দেহ থাকে বলিয়া সাক্ষিজীব বস্তুদর্শনমাত্র প্রামাণ্যনির্ণয় করিতে পারেন না, পরন্তু অনুমানদ্বারাই তত্তৎস্থলে প্রামাণ্য অনুমিত হইয়া থাকে" তাহাদের প্রতি উত্তর বলা হইতেছে॥ ৩৫৪-৩৫৫ ॥

বস্তুদর্শনের পর তদ্বিষয়ে সন্দেহ কাহারও অনুভূত নহে বলিয়া কে এতাদৃশ সংশয়ের কল্পনা করিয়া থাকে? যদি বল বস্তুদর্শনের পর সংশয় উপস্থিত হয় এবং অতঃপর অনুমানদ্বারা নিশ্চয় জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, সেইজন্যই সংশয় কল্পনা করিতে হয়, সংশয়কল্পনাব্যতীত প্রামাণ্যগ্রহণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদা তেঽন্যোন্যাশ্রয়াখ্যমহাদোষো ভবিষ্যতি।
সংশয়ানুপপত্ত্যৈব প্রামাণ্যেক্ষণশিক্ষণং ॥ ৩৫৭ ॥
ন চেদ্ ঘটত্বতদ্বত্ত্বতৎপ্রকারকতাদিকং।
উপনীতমনীতং বা সাক্ষাৎ কুর্য্যাদ্ধি সাক্ষ্যসৌ ॥ ৩৫৮ ॥
যদ্যস্তিসংশয়স্তেঽয়ং তদৈবাস্য পরাভবঃ।
পরাভূতে সতি হ্যস্মিন্নীক্ষণং স্যাদ্দুরীক্ষণং ॥ ৩৫৯ ॥
প্রামাণ্যবীক্ষণা-ভাবাদেব সংশয়কল্পনা।
এবঞ্চ কথমন্যোন্যসংশ্রয়স্থাং জিহাসতি ॥ ৩৬০ ॥
পৃথুবুধ্নোদরত্বাদেবিশেষস্য প্রদর্শনাৎ।
কথং সমীপস্থঘট-পটাদ্যর্থেষু সংশয়ঃ ॥
যন্মূলো জ্ঞানমানত্ব-সন্দেহস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬১ ॥

উপায় নাই—তাহা হইলে তোমার মতে অন্যোন্যাশ্রয় নামক মহাদোষের অবতারণা হইয়া থাকে। যেহেতু প্রামাণ্যগ্রহণ হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না, অতএব সংশয়ের উপপত্তির জন্য প্রামাণ্যগ্রহণের নিরাকরণ করিতে হয়, অন্যথা ঘটত্ব জাতি, ঘটত্বজাতিবিশিষ্টত্ব, জ্ঞানবিষয়ে ঘটত্ব-প্রকারতাদি সমস্তই উপনীত বা অনুপনীত সর্ব্বঅবস্থায়ই সাক্ষীগ্রহণ করিতে পারে। পরন্তু প্রামাণ্যগ্রহণের অভাব না হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না, আবার সংশয়ব্যতীত প্রামাণ্যগ্রহণের অভাব হইতে পারে না বলিয়া উভয়সঙ্কটরূপ অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ তোমার মতে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৫৬-৩৬০ ॥

সমীপস্থ 'ঘটপটপ্রভৃতিপদার্থের অধোভাগের ও উদরের স্থূলত্বাদি যাবতীয় ধর্ম্মবিশেষের দর্শনের পর তাহাতে এবং তদ্বিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়ে তোমার কিরূপে সন্দেহ হয় বল দেখি? ॥ ৩৬১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথা প্রামাণ্যানুমানাৎ প্রামাণ্যস্য বিনির্ণয়ঃ।
তথা ঘটত্বপ্রত্যক্ষাদ্ ঘটত্বস্যাপি নির্ণয়ঃ ॥ ৩৬২ ॥
শঙ্কাধানং যথা তত্র মূলদার্ঢ্যান্ন তে মতে।
তথা নির্দ্দোষাক্ষজন্য-জ্ঞানদার্ঢ্যাদিহাপি ন ॥ ৩৬৩ ॥
তস্মাৎ প্রামাণ্যশঙ্কায়া বীজং ভর্জ্জিতমত্র তে।
নির্বীজা সা লতাগর্ভস্রাবেণৈব গতাভবৎ ॥ ৩৬৪ ॥
দোষশঙ্কাকৃতোপ্যেষু ন স্যাৎ প্রামাণ্যসংশয়ঃ।
সমীপস্থঘটাদ্যর্থজ্ঞানেষু কুত এব সা ॥ ৩৬৫ ॥
তৎসন্নিকৃষ্টদৃষ্টার্থজ্ঞানমানত্বসংশয়ঃ।
অজানতাং জানতাং বা নাস্তি চক্ষুষ্মতাং সতাম্ ॥ ৩৬৬ ॥

তুমি যেরূপ প্রামাণ্যের অনুমান দ্বারা প্রামাণ্যনির্ণয় হয় বল সেইরূপ আমিও ঘটত্বধর্ম্মের প্রত্যক্ষদ্বারাই ঘটত্বজ্ঞানের নির্ণয় বলিয়া থাকি ॥৩৬২॥

তোমার মতে যেরূপ সেই অনুমানের মূলের দৃঢ়তাবশতঃ অর্থাৎ হেতু-প্রভৃতির নির্দ্দোষত্বশতঃ প্রামাণ্যবিষয়ে পশ্চাৎ কোন শঙ্কার উদয় হয় না, সেইরূপ আমার মতে প্রত্যক্ষেই নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানের দৃঢ়তা বশতঃ শঙ্কা থাকিতে পারে না ॥ ৩৬৩ ॥

অতএব প্রামাণ্যসন্দেহবিষয়ে তুমি যে অনুমানবীজ বলিয়াছিলে উহা সর্ব্বতোভাবে ভর্জ্জিত হওয়ায়, প্রামাণ্যসন্দেহ-লতা উৎপত্তিতেই বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ৩৬৪ ॥

বস্তুবিষয়ক-দোষশঙ্কাবশতঃই বস্তুজ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহণে সংশয় হইবে এরূপও বলিতে পার না, যেহেতু সমীপস্থিত ঘটাদিবিষয়জ্ঞানে দোষাশঙ্কা কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৩৬৫ ॥

অতএব পণ্ডিত বা অপণ্ডিত কোন চক্ষুষ্মান্ সাধুব্যক্তিরই সমীপস্থ দৃষ্টবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় হইতে পারে না ॥ ৩৬৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নায়ং ঘট ইতি প্রোক্তে ভবত্যেবেতি যৎ পুনঃ ।
ভবন্তি প্রতিবক্তারস্তত্র কিং কারণং বদ ॥ ৩৬৭ ॥
যদ্যর্থে তত্র বিশ্বাসস্তর্হি তেন চ সাক্ষিণা ।
গ্রহণে ন তরাং তস্য বিঘ্নো দ্বৈমাতুরো হ্যসৌ ॥ ৩৬৮ ॥
কিঞ্চ বিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যে কর্ম্মণি কর্ম্মিণাম্ ।
প্রামাণ্যনিশ্চয়োবশ্যং নিঃশঙ্কায়ৈ প্রবৃত্তয়ে ॥ ৩৬৯ ॥
স চেৎ স্বতো ন তর্হি স্যাদনবস্থাখ্য দূষণং ॥ ৩৭০ ॥

যদি কোনব্যক্তি প্রবঞ্চনাসহকারে "ইহা ঘট নহে" এরূপ বলে, তাহা হইলে অন্য সকলে—"ইহা ঘটই" এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। যদি তাহাদের ঐঘট দর্শনকালে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হয় তাহা হইলে এরূপ প্রতিবাদ সম্ভব হয় কি ? ॥ ৩৬৭ ॥

যদি সেই বস্তুবিষয়ে সন্দেহ না থাকে তাহা হইলে এবং সাক্ষি-জীব উহা নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে প্রামাণ্যের প্রতি আর বিঘ্ন কি আছে? যেহেতু—প্রামাণ্য দ্বৈমাতুর অর্থাৎ মাতৃদ্বয়রক্ষিত বলিয়া স্বয়ংই বিঘ্ননাশে সমর্থ হয়, (সন্দেহাভাব এবং সাক্ষীকর্ত্তৃক গ্রহণ এই উভয়মতরূপিণী জননীরক্ষিত বলিয়া তাহার কোন বাধা হয় না) ॥ ৩৬৮ ॥

আরও দেখ—বহুবিত্ত ও প্রয়াসসাধ্যকর্ম্মে লোকের যদি প্রামাণ্য-নিশ্চয় না থাকে তাহা হইলে নিঃশঙ্কভাবে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে ?

যদি সেই জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া অনুমানদ্বারা প্রামাণ্য বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই অনুমানের প্রামাণ্যের জন্য পুনরায় অনুমান করিতে হয় এবং তাহার প্রামাণ্যনির্ণয়ের জন্য পুনরায় অনুমান করিতে হয় এইরূপে উত্তরোত্তর কেবল অনন্ত অনুমান কল্পনা-রূপ অনবস্থা-দোষেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদ্যর্থনিশ্চয়াদেব প্রবৃত্তিরিতি মন্যসে।
তর্হি প্রামাণ্যসন্দেহস্থলেপ্যর্থস্য নিশ্চয়াৎ ॥ ৩৭১ ॥
আবশ্যকাৎ প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্ যত্র প্রামাণ্যসংশয়ঃ।
তত্রাপ্যুপান্তগমনে কিং ন স্যাদর্থনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭২ ॥
অতঃ প্রামাণ্য-নির্ণীত্যৈ প্রবর্ত্তেত ন কশ্চন ॥ ৩৭৩ ॥
যদ্যর্থনিশ্চয়াশ্বাসঃ প্রামাণ্যস্য বিনিশ্চয়ে।
অনবস্থা তর্হি সুস্থা নিঃশঙ্কাসু প্রবৃত্তিষু ॥ ৩৭৪ ॥
কিং চার্থনিশ্চয়ব্যাপ্তঃ প্রামাণ্যস্যাপি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭৫ ॥
প্রকারত্বে বিশেষ্যত্বে ন কদাপ্যস্তি সংশয়ঃ।
ঘটত্ববত্বনির্ণীতির্বিশেষ্যে যাবশিষ্যতে ॥
প্রামাণ্যনির্ণয়ো হ্যেষ স এব হ্যর্থনির্ণয়ঃ ॥ ৩৭৬ ॥

যদি বল বিষয়ের নিশ্চয় হইতেই তদ্‌বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের স্বীকারে আবশ্যক নাই? তাহা হইলে প্রামাণ্যসংশয়স্থলে লোক কেবলমাত্র অর্থের নিশ্চয় হইলেই প্রবৃত্ত হইত, প্রামাণ্যনির্ণয়ের অপেক্ষা করিত না, যে স্থলে প্রামাণ্যসংশয় থাকে সেস্থলে নিকটে গমনেই বস্তুনির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ৩৭১-৩৭৩ ॥

প্রামাণ্যনিশ্চয় হইলেও যদি অর্থনিশ্চয়ের অপেক্ষা থাকে তাহা হইলে নিশঙ্কপ্রবৃত্তিস্থলে অনবস্থাদোষ সম্পূর্ণভাবেই অবস্থান করে ॥ ৩৭৪ ॥

"ইহা (অর্থাৎ এই ঘট) ঘটত্ববিশিষ্ট" এইরূপ জ্ঞানের নামই অর্থ নিশ্চয়, পরে "এই জ্ঞানে ঘটই বিশেষ্য এবং ঘটত্বধর্ম্মই প্রকার বা বিশেষণ" এইরূপ জ্ঞানই প্রামাণ্যজ্ঞান। অতএব উভয়ই অর্থতঃ একই হইয়া থাকে ॥ ৩৭৫-৩৭৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতো গৃহীতপ্রামাণ্যং জ্ঞানমেব প্রবর্ত্তকং।
প্রবৃত্তেরর্থনির্ণিতিজন্যত্বোক্তৌ চ কিং ন তে ॥ ৩৭৭ ॥
তজ্জ্ঞানগ্রাহকেণৈব তদ্‌গ্রহেণানবস্থিতিঃ।
অন্যে ন তু গ্রহেত্যুগ্রাং কস্তরেত্তাং সুদুস্তরাং ॥ ৩৭৮ ॥
ঘটে ঘটত্ব সত্ত্বে হি ঘটজ্ঞানস্য মানতা।
পটাদৌ চ পটত্বাদেঃ সত্ত্বে তজ্জ্ঞানমানতা ॥ ৩৭৯ ॥
তত্তত্ত্বং তেষু তেষু ব্যবসায়েঽবসীয়তে।
ততোঽনুব্যবসায়েপি তদ্ভানং স্যাদ্ধি তদ্বলাৎ ॥ ৩৮০ ॥
এবঞ্চ জ্ঞানযাথার্থ্যং জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষিণা।
কথং ন গৃহ্যতে জ্ঞানং যদি স্যাৎ স বিকল্পকং ॥ ৩৮১ ॥

অতএব তুমি অর্থনিশ্চয় হইতেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এরূপ বলিলেও অর্থাধীন প্রামাণ্যনির্ণয়যুক্তজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ হয় না কি ? ॥৩৭৭॥

অতএব জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষিজীবকর্ত্তৃক স্বতঃই জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হইয়া থাকে ইহা বলিলে অনবস্থাদোষ ঘটে না। অন্যদ্বারা প্রামাণ্য নির্ণয় স্বীকার করিলে সেই সুদুস্তর অত্যুগ্র অনবস্থা-দোষকে অতিক্রম করিতে পারে ? ॥ ৩৭৮ ॥

ঘটে ঘটত্বধর্ম্মের সত্তা-নিবন্ধনই ঘটজ্ঞানের এবং পটপ্রভৃতিতে পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সত্তাবশতঃই পটজ্ঞানের প্রামাণ্য হইয়া থাকে, যৎকালে তত্তৎপদার্থের জ্ঞান হয় তৎকালে ঘটত্বপটত্বপ্রভৃতি তত্তৎ পদার্থধর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাত হয়, অতএব জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহণ পক্ষেও তাহাদের ভান অর্থাৎ উপস্থিতি অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ৩৭৯ ৩৮০ ॥

অতএব জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বস্তুর ধর্ম্মাদি বিশিষ্টরূপে উদয় হয় বলিয়া জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষী কিজন্য জ্ঞানের যথার্থগ্রহণে সমর্থ না হইবেন ॥৩৮১॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদ্যস্য নির্ণয়ো ন স্যাজ্ জ্ঞানদ্বারৈব বেদনাৎ।
জ্ঞানোপনীত-সৌরভ্য-নির্ণিতিস্তর্হি চক্ষুষা ॥
সুরভীদং চন্দনঞ্চেত্যাকারা জায়তে কথং ॥ ৩৮২ ॥
ঘটোঽয়মিতিধীর্দেশ কালয়োরুপনীতয়োঃ।
নির্ণয়ায় কথং শক্তা ন হি তত্রাপ্যনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৮৩ ॥
উপনায়কতজ্ জ্ঞানদার্ঢ্যাত্তৎ সংশয়ো ন চেৎ।
দৃঢ়জ্ঞানোপনীতেঽর্থে কথমত্রাপ্যনির্ণয়ঃ ॥ ৩৮৪ ॥
জ্ঞাতো ময়াগুরূক্তার্থ ইতি যো বেত্তি সাক্ষিণা।
যথা তস্যাস্তি বিশ্বাসস্তস্মিন্নর্থে তথৈব হি ॥ ৩৮৫ ॥

সাক্ষীজ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রামাণ্যনির্ণয় করিয়া থাকেন একথা যদি অঙ্গীকার কর তাহা হইলে তোমার মতে চক্ষুর্দ্বারা দূরস্থ চন্দনদর্শনেই "ইহা সুরভিচন্দন" এরূপ নির্ণয় কিরূপে করিতে পার? অর্থাৎ চন্দনের গন্ধ যদিও নাসিকা-গ্রাহ্য তথাপি চক্ষুর্দ্বারা দর্শনমাত্রেই জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষ-দ্বারাই তুমি তাহার সুরভি নির্ণয় করিয়া থাক, অতএব আমার মতেও জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রামাণ্যনিশ্চয়ে আপত্তি নাই॥ ৩৮২ ॥

"ইহা ঘট" এইরূপ ঘটজ্ঞানকালে যেরূপ তাহার অধিকরণ দেশ এবং চক্ষুর গ্রহণের অযোগ্য, পরন্তু প্রমাণান্তরগৃহীত কালের জ্ঞানও চক্ষুদ্বারা হইয়া থাকে সেইরূপ সাক্ষিকর্তৃক জ্ঞানপ্রামাণ্য ও গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৩৮৩ ॥

যদি বল—ঘটগ্রহণকালে প্রমাণান্তরদ্বারা তাহার অধিকরণকালের সত্তা অবগত বলিয়াই চক্ষুর্দ্বারা দর্শনে কোন সন্দেহ হয় না তাহা হইলে—সুনিশ্চিতজ্ঞানদ্বারা উপনীত প্রামাণ্যবিষয়েই বা অনিশ্চয়ের কারণ কি? ॥ ৩৮৪ ॥

(জ্ঞা·দ্বারা গৃহীত প্রামাণ্যরূপবিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মে তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞাতো ঘটঃ পটো জ্ঞাত ইত্যাদাবপি সাক্ষিণা।
জ্ঞানস্যূততয়া ভাতোপ্যর্থঃ কিং নাবসীয়তে ॥ ৩৮৬॥
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং তদুক্তমৃষিণেতি চ।
শ্রুত্যা স্বোক্তার্থদার্ঢ্যার্থং পূর্ব্বৈরপ্যুক্ততোচ্যতে ॥ ৩৮৭ ॥
বাচো গোচরতা জ্ঞানেপ্যর্থসত্তা যথেয়তে।
জ্ঞান-গোচরতা জ্ঞানেপ্যর্থসত্তাতথেয়তাং ॥
ন চেচ্চারাংশ্চারয়ন্তো নৃপাশ্চ স্যুরকোবিদাঃ ॥ ৩৮৮ ॥
কিঞ্চেদং নিরণায়ীতি প্রোক্তেহর্থে সত্ত্বনির্ণয়ঃ।
অস্ত্যেব নিকটস্থেষু ধীশ্চ নিশ্চয়রূপিণী ॥ ৩৮৯ ॥

উদাহরণ) গুরুকর্তৃক কথিত কোন বিষয়ে লোক যেরূপ বলে যে—"আমি গুরুকর্ত্তৃক উক্ত ঐ বিষয়টী জানিয়াছি" এস্থলে যেরূপ গুরু কর্ত্তৃক উক্তবিষয়ের জ্ঞানে লোকের বিশ্বাস হয় সেইরূপ—"ঘট জানিয়াছি পট জানিয়াছি" ইত্যাদিস্থলেও সাক্ষিকর্ত্তৃক জ্ঞানদ্বারা গৃহীতবিষয়েও প্রামাণ্যবিশ্বাস অবশ্যই হইতে পারে ॥ ৩৮৫-৩৮৬ ॥

(অন্যদ্বারা গৃহীতঅর্থেও নিজের অভিপ্রায় বিষয়ক দৃষ্টান্ত) "যাহারা (যে ঋষিগণ) আমাদের প্রতি পূর্ব্বোক্ত অর্থ বলিয়াছেন, তাহাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়াছি"। "পূর্ব্বোক্ত অর্থ ঋষিও বলিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্যদ্বারা গৃহীতবিষয়ে প্রত্যয় জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥৩৮৭॥

অন্যের বাক্যবিষয়কজ্ঞানে যেরূপ নিজের অর্থবিশ্বাস হয় সেইরূপ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাও অর্থসত্তায় বিশ্বাস অঙ্গীকর্ত্তব্য; অন্য কর্ত্তৃক গৃহীতঅর্থ যদি অনিশ্চিত হয় বল তাহা হইলে শত্রুর বৃত্তান্ত অবগতির জন্য রাজা যে গুপ্তচর নিয়োগ করেন উহা মূর্খতা মাত্র ॥ ৩৮৮ ॥

বিশেষতঃ "এবিষয়ে নিশ্চিত হইল" এইরূপ কথিতবিষয়ে প্রামাণ্য-নিশ্চয় এবং নিকটস্থপদার্থে নিশ্চয়রূপিণী বুদ্ধি অবশ্যই হইয়া থাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতো বিনিশ্চিতার্থোয়মিত্যনুব্যবসায়বান্।
অর্থসত্ত্বারূপমেব তৎপ্রামাণ্যঞ্চ নির্ণয়েৎ ॥ ৩৯০ ॥
কিঞ্চ প্রামাণ্যানুমিত্যাপ্যুপস্থিততদগ্রহঃ।
সাক্ষিণি স্যাদ্ যতস্তত্রাপ্যুপনীতং তদীয়তে ॥ ৩৯১ ॥
ন কিং প্রমাবানহমিত্যাকারা নিশ্চয়াত্মিকা।
জায়তেঽনুব্যবসিতি প্রামাণ্যেঽনুমিতেপি তে ॥ ৩৯২ ॥
ব্যাপ্তিজানুমিতে দার্ঢ্যাত্তুপনীতস্য নির্ণয়ে।
অক্ষজানুভবেদার্ঢ্যং কিং নাস্তস্ত্যত্রোপনেতরি ॥ ৩৯৩ ॥
নাপি প্রামাণ্যসন্দেহাজ্জ নাদার্ঢ্যস্য বিপ্লবঃ।
দৃঢ়রূঢ়জ্ঞানশক্ত্যা সংশয়স্যৈব হিংসনাৎ ॥ ৩৯৪ ॥

বলিয়াই পুরুষ ও "আমি এবিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম" এইরূপ অনুব্যবসায়যুক্ত হইয়া জ্ঞানের প্রামাণ্যকে বিষয়সত্তারূপে নির্ণয় করিতে পারেন ॥ ৩৮৯-৩৯০ ॥

সাক্ষী প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়া অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞানবিষয়কপ্রামাণ্যনির্ণয় করেন ইহাই নৈয়ায়িকগণের মত—এবিষয়ে দোষ বলিতেছেন—জ্ঞান যেরূপ বিষয়গতপ্রামাণ্যনির্ণয়ে অসমর্থ, সেইরূপ অনুমানও যে অসমর্থ নহে এবিষয়ে যুক্তি কি ? যেহেতু জ্ঞানও যেরূপ প্রমাণ, অনুমানও সেইরূপ একটী প্রমাণই মাত্র ॥ ৩৯১-৯২ ॥

যদি বল অনুমানব্যাপ্তিপ্রভৃতি সহকারীর দৃঢ়তাবশতঃ প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে সমর্থ তাহা হইলে সন্নিকর্ষপ্রভৃতিসহকারীর দৃঢ়তাবশতঃ প্রত্যক্ষ-গৃহীতজ্ঞানই বা প্রামাণ্যনির্ণয়ে সমর্থ না হইবে কেন ? ৩৯৩ ।

যদি বল প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রামাণ্য-সন্দেহবশতঃই দৃঢ়তা নাই, তাহা হইলে আমরা বলি যে জ্ঞানের দৃঢ়ত্ববশতঃ সেস্থলে সন্দেহই নাই ॥৩৯৪॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘটত্ববত্বে সন্দেহঃ স্যাত্তন্নিশ্চয়-বিচ্যুতৌ।
সন্দেহাত্তচ্চ্যুতেশ্চোক্তৌ কিং দোষং নানুপশ্যসি ॥ ৩৯৫ ॥
কিং প্রত্যক্ষমমানং তে কিংবা দুর্ব্বলমন্যতঃ।
সাভাসত্বং দ্বয়োশ্চাস্তি মানত্বং চোভয়োঃ সমং ॥ ৩৯৬ ॥
প্রবলাক্ষোপনীতেঽর্থে নির্ণয়ো যদি নেষ্যতে।
দুর্ব্বলানুময়ানীতে বিশ্বাসো ন তরাং তদা ॥ ৩৯৭ ॥
জ্ঞাতস্যৈব পুনর্জ্ঞানে প্রামাণ্যং গৃহ্যতে কিল।
তাদৃশ্যাদ্যে দৃঢ়জ্ঞানে কুতো বা তন্ন গৃহ্যতে ॥ ৩৯৮ ॥

যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রামাণ্যসন্দেহবশতঃ নিশ্চয় নাই এরূপ বল তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে যেহেতু—সন্দেহ দৃঢ়মূল হইলে নিশ্চয়ের অভাব এবং নিশ্চয়ের অভাব হইলেই সন্দেহ সম্ভবপর ॥ ৩৯৫ ॥

তুমি প্রত্যক্ষকে অনুমানাদি অপেক্ষা অপ্রমাণ অথবা দুর্ব্বল কিরূপে বলিতে পার যেহেতু—লোকমধ্যে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়ের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়া থাকে, অতএব একটীকে অপ্রমাণ বা দুর্ব্বল বলা যায় না ॥ ৩৯৬ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যেই বরং প্রত্যক্ষই প্রবল, অতএব যদি প্রত্যক্ষগৃহীতজ্ঞানের দ্বারা প্রামাণ্যনির্ণীত না হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল অনুমানদ্বারা তাহা কিরূপে হইবে ? ॥ ৩৯৭ ॥

প্রথমতঃ প্রামাণ্যটী জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত হয়, পরে অনুমান দ্বিতীয়বার উহাকে বিষয় করিয়া থাকে, অতএব এস্থলে পরবর্ত্তী অনুমানদ্বারাই প্রামাণ্যনির্ণয় হইবে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানদ্বারা হইবে না ইহার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ৩৯৮ ॥

"জ্ঞানের প্রামাণ্য পরদ্বারাই নির্ণীত হয়" এইরূপ নিজমত রক্ষার জন্যই যদি তুমি অনুমানকে প্রামাণ্যনির্ণায়ক বল তাহা হইলে "জ্ঞানের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

পরতত্ত্বস্য রক্ষার্থং যত্নেষ নিয়মস্তব।
স্বতত্ত্ব-পরিরক্ষার্থং যুক্তি-যুক্তো মমাপ্যয়ম্ ॥ ৩৯৯ ॥
কিঞ্চ প্রবৃত্তি সামর্থ্যাৎ প্রামাণ্যানুমিতিস্তব।
প্রবৃত্তেশ্চ সমর্থত্বং কেন নির্ণীয়তে বদ ॥ ৪০০ ॥
ন হি তত্রানুমাতেস্তি সাক্ষিণা কেবলেন চেৎ।
পিতা তবানুমানস্য সাক্ষীরক্ষ্যো হি সর্ব্বথা ॥ ৪০১ ॥
দূরে প্রামাণ্যশঙ্কা চেন্নোপান্তে সা কুতো নৃণাম্ ॥
জ্ঞানে জ্ঞাতেঽর্থতোঽর্থেচ্ছোঃ কোটিস্মৃত্যা বুভুৎসয়া।
প্রাপ্তশঙ্কা তরোর্মূলং ছেত্তুং কোঽন্যঃ পরশ্বধঃ ॥ ৪০২ ॥

প্রামাণ্য স্বতঃ সিদ্ধ" এইরূপ নিজমত রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানকেই বা আমি প্রামাণ্যনির্ণায়ক বলিব না কেন? ॥ ৩৯৯ ॥

তুমি যে প্রামাণ্য অনুমানের প্রতি—"সফল প্রবৃত্তি জনকত্ব" রূপ হেতু নির্দ্দেশ কর, সেই "সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব" কিরূপে নির্ণীত হয় বল দেখি? ॥ ৪০০ ॥

তাদৃশ হেতুনিশ্চয়ের জন্য তোমার মতে অনুমানান্তর স্বীকৃত হয়না পরন্তু সাক্ষীকর্ত্তৃকই হেতুনির্ণয় হয় ইহা বলিয়া থাক। অতএব প্রামাণ্যের হেতুর যথার্থনির্ণায়ক সাক্ষী প্রামাণ্যের যথার্থনির্ণয়েই অসমর্থ হইবেন কেন? ॥ ৪০১ ॥

সাক্ষীকর্ত্তৃকই যে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয় ইহা তোমার মুখদ্বারাই অঙ্গীকার করাইব—যেহেতু—দূরস্থবিষয়েই হেতুর সংশয় হয়, সমীপস্থ বিষয়ে হেতুর সংশয় নাই ইহাই তোমার মত। এখন বল দেখি—দূরস্থে সংশয় এবং সমীপস্থে সংশয়াভাবের কারণ কি? দূরস্থবস্তুতে "ইহা পুরুষ বা বৃক্ষ" এইরূপ দ্বিধা সত্ত্বা-হেতু সংশয় হয়। সমীপস্থ বস্তুতে তাদৃশ দ্বিধার অভাববশতই সংশয় হয় না, ইহাই যদি তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতোত্র তন্নিরোধায় বিশেষাবসিতির্ধ্রুবা।
সংশয়স্য হ্যনুত্থানমেককোট্যবধারণে ॥ ৪০৩ ॥
তস্মাৎ কথং ন নির্ণীতসমীপস্থার্থধীষু সা ॥
অতোত্র সংশয়োচ্ছিত্ত্যৈ বাচ্যঃ প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ ॥ ৪০৪ ॥
নাত্র প্রবৃত্তিসামর্থ্যমন্যদ্বাস্ত্যনুমাপকং।
যতো গৃহীতপ্রামাণ্যজ্ঞানজাতীয়তাপি ন ॥
নবার্থনূত্নজ্ঞানত্বাৎ স্বতস্ত্বং কস্ত্যজেত্ততঃ ॥ ৪০৫ ॥
সমীপগমনে সত্যে বার্থসামর্থ্যশোধনং।
তৎপ্রমাণুমিতেঃ পূর্ব্বং প্রামাণ্যং সাক্ষিণেক্ষ্যতে ॥ ৪০৬ ॥

উত্তর হয় তাহা হইলে সমীপস্থ পদার্থেও—"এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়" এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে ঐ সংশয়কারণ কাহাদ্বারা নির্ণীত হইবে? ॥ ৪০২ ॥

যদি সমীপস্থবিষয়ে একতর নিশ্চয়দ্বারাই সংশয় থাকিতে পারেনা, একথা বল তাহা হইলে সমীপস্থ বিষয়জ্ঞানে বিশেষনির্ণয় তোমার অঙ্গীকারই করিতে হয়, যাহা দূরস্থে স্বীকার করা যায় না, পরন্তু তুমি দূরস্থে যে বিশেষনির্ণয় হয়না, নিকটস্থে হয় বলিবে আমার মতে ঐ বিশেষনির্ণয়ের নামই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ॥৪০৩-৪০৪॥

তুমি প্রামাণ্যগ্রহণের প্রতি অনুমান এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব নিশ্চিত প্রামাণ্যশালী জ্ঞানের সজাতীয়ত্ব এই দুইটীকেই হেতু বল, পরন্তু নূতন বস্তুবিষয়ক নূতনজ্ঞানে উক্তহেতুদ্বয় সম্ভবপর হয়না, অতএব উক্ত স্থলে জ্ঞানপ্রামাণ্য স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪০৫ ॥

যেরূপ সমীপস্থ বিষয়ে অনুমান ব্যতীত স্বতঃই প্রামাণ্য নির্ণয় হয় সেইরূপ দূরস্থবিষয়েও নিকটে গমনাদিদ্বারাই প্রামাণ্য নির্ণয় হয়, অনুমান অপেক্ষা করেনা ॥ ৪০৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাক্ষ্যচ্ছিষ্টকৃতাহারা তেঽনুমাস্তোপজীবিনা ।
সাক্ষী তদক্ষাত্ত্বধ্যক্ষো নোপেক্ষোঽয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৪০৭ ॥
অপ্রামাণ্যে স্বতস্ত্বং ন যুক্তিযুক্তমতো ন তৎ ॥ ৪০৮ ॥
ভ্রমজ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ্যত্বাত্ত্বভাবো হ্যমানতা ।
তৎসত্ত্বগ্রাহিণী ভ্রান্তিঃ সাক্ষী চান্তঃ স্বতন্ত্রদৃক্ ॥
উপনায়কশূন্যেন বাহ্যং তদ্গৃহ্যতে কথং ॥ ৪০৯ ॥
অতোনুমানতো রূপ্যত্বাভাবোপস্থিতির্যদা ।
তদা তদপি গৃহ্ণীয়াদিতি সর্ব্বমনাকুলং ॥ ৪১০ ॥
নাপি প্রমায়াজনকো দোষাভাবো গুণোপি বা ।
অসল্লিঙ্গপরামর্শাদ্ যতো যাদৃচ্ছিকানুমা ॥ ৪১১ ॥

অতএব সাক্ষিগৃহীত প্রামাণ্যবিষয়ে যে অনুমান হয় সেই অনুমান সাক্ষীর উচ্ছিষ্টভোজীই হইয়া থাকে, পরন্তু নিজের উচ্ছিষ্টভোজী অনুমান দ্বারা নির্ণীত প্রামাণ্য সাক্ষী গ্রহণ করেন না ॥ ৪০৭ ॥

এস্থলে নৈয়ায়িক আপত্তি করেন যে—প্রামাণ্য যেরূপ স্বতঃ গ্রাহ্য অপ্রামাণ্যও স্বতঃগ্রাহ্য হইতে পারে—তাহার খণ্ডন বলিতেছেন—অপ্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই ॥ ৪০৮ ॥

শুক্তি প্রভৃতি স্থলে—"ইহা রজত" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হইলে যখন তাহাতে রজতাদিবিষয়ের অলাভ হয় তখনই ঐ জ্ঞান অপ্রমাণ বলিয়া-কথিত হয়। অবিদ্যমানরজতাদিবস্তুর সত্তাগ্রাহী জ্ঞানকেই ভ্রমজ্ঞান বলা হয়। সাক্ষী অন্তরমধ্যেই জ্ঞান গ্রহণে স্বতন্ত্র, বাহ্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নহেন, এই জন্যই অপ্রামাণ্য গ্রহণে অন্য হেতু নাই বলিয়া অপ্রামাণ্য পরতঃ গ্রাহ্য হইয়া থাকে ॥ ৪০৯ ॥

অনুমানদ্বারা তাদৃশস্থলে রজতের অভাব নির্ণীত হইলে অতঃপর পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের অপ্রামাণ্যসাক্ষী গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৪১০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সল্লিঙ্গস্য পরামর্শো গুণস্তেঽনুমিতৌ মতঃ।
তদভাবেঽপি জাতেয়মনুমা যৎ প্রমাত্মিকা ॥
সর্ব্বত্র চ প্রমায়াস্তদ্গুণজত্বকথা বৃথা ॥ ৪১২ ॥
যো ধর্ম্মো ব্যতিরেকেণ ব্যভিচারী সকার্য্যকৃৎ।
কথং স্যাৎ কারণং যস্মাদন্বয়ি ব্যতিরেকি চ ॥ ৪১৩ ॥
দণ্ডে সতি ঘটাভাবাদন্বয়স্য নিরূপণম্।
যস্মিন্ সত্যেব যদিতি প্রাজ্ঞাঃ প্রাহুর্বিবেকিনঃ ॥ ৪১৪ ॥

সম্প্রতি প্রামাণ্যের জ্ঞান স্বতঃই হইয়া থাকে ইহা নির্ণয়ের পর প্রামাণ্যের উৎপত্তিও স্বতঃই হয় ইহা নির্ণয় করিতেছেন—নৈয়ায়িক বলেন যে—আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্তপুরুষের উক্তিরূপ গুণবশতঃ এবং দোষাভাববশতঃ প্রামাণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা সঙ্গত নহে যেহেতু—কোন ব্যক্তি দূর হইতে বাষ্প দেখিয়া উহাকে ধূমজ্ঞানে তথায় বহ্নির অনুমান করিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক যদি দৈবাৎ বহ্নিলাভ করে তাহা হইলে এস্থলেই তোমার মতের অযথার্থ্য ঘটে—যেহেতু—এস্থলে আপ্তবচনরূপ গুণ ছিলনা, দোষের ও অভাব ছিলনা, পরন্তু বাষ্পরূপদোষই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু আমি যে বহ্নির অনুমান করিয়াছিলাম, বহ্নিলাভবশতঃ ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যই হইল ॥ ৪১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বহ্নি অনুমানস্থলে সৎহেতু অর্থাৎ বাস্তবিক ধূমের সত্তা ব্যতীতও বহ্নিলাভ হওয়ায়, হেতুর গুণবশতঃই যথার্থ অনুমান হইয়া থাকে একথা সর্ব্বত্র বলা অসম্ভব হইল ॥ ৪১২ ॥

যে ধর্ম্মকার্য্যের ব্যভিচারী হয় উহা কারণ হইতে পারেনা পরন্তু যাহাতে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, তাহাকেই কারণ বলা, যাইতে পারে ॥ ৪১৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দণ্ডে সত্ত্যেব হি ঘটো দণ্ডাভাবেন কুত্রচিৎ।
অতোন্বয়োক্তির্মান্যৈবং নান্যথা ব্যভিচারতঃ ॥ ৪১৫ ॥
দণ্ডে সত্যপি মৃৎপিণ্ডাত্মভাবে যদ্‌ঘটোপি ন।
রাসভে সত্যপি ঘটো জায়তে চ স্বকারণাৎ ॥ ৪১৬ ॥
অতোত্র দোষে সতি চ ভ্রমাভাবো ন দূষণম্।
দোষে সত্যেব তু ভ্রান্তিরিতি সোপি যতোন্বয়ী ॥ ৪১৭ ॥
এবঞ্চ জ্ঞানসামগ্র্যাং সত্যামেব প্রমা ভবেৎ।
তদভাবেতু ন ভবেদিত্যেবালং মমাপি হি ॥ ৪১৮ ॥

"দণ্ড থাকিলেই সে স্থলে ঘট থাকিবে" এরূপ অন্বয় নিয়ম নাই যেহেতু—কোনও স্থলে ঘট নাই অথচ দণ্ড থাকিতে দেখা যায়। পরন্তু ঘট উৎপন্ন হইতে হইলে দণ্ড থাকিতেই হইবে এরূপ নিয়মই সজ্জন সম্মত ॥ ৪১৪ ॥

"দণ্ডের সত্তায়ই ঘটোৎপত্তি সম্ভব এইরূপ অন্বয় ব্যাপ্তিই স্বীকার্য্য পরন্তু দণ্ড থাকিলে অবশ্যই ঘট থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার্য্য নহে, তাহা হইলে অরণ্যে একটীদণ্ড আছে দেখা গেল, পরন্তু এখানে ঘট দেখা যাইতেছেনা বলিয়া নিয়মের ব্যভিচার হয় ॥ ৪১৫ ॥

কোনস্থলে দণ্ড থাকিলেও মৃৎপিণ্ডপ্রভৃতির অভাবে ঘট উৎপন্ন হইল না, কোনস্থলে ঘট উৎপন্ন হইবার সময় একটী মৃৎপিণ্ডবাহক গর্দ্দভ তথায় বর্ত্তমান ছিল, এই জন্য রাসভ থাকিলেই ঘট হইবে এইরূপ নিয়ম হয় না, পরন্তু ঘট উৎপত্তি হইলে দণ্ড থাকিতেই হইবে এইরূপই নিয়ম হইয়া থাকে ॥ ৪১৬ ॥

এইরূপ যেস্থলে দোষবশতঃ ভ্রম জন্মে সেই স্থলেও "দোষ থাকিলেই ভ্রম হইবে" এরূপ নিয়ম বলা যায় না, যেহেতু বাষ্পরূপদোষস্থলে ভ্রম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাদ্ভ্রমস্য সামগ্র্যাং প্রমাসামগ্র্যপি প্রমাম্ ।
সামান্যরূপাং কুর্য্যাদিত্যাক্ষেপো নির্নিবন্ধনঃ ॥ ৪১৯ ॥
সুহৃদ্ভাবেন পৃচ্ছন্তং প্রতি তু প্রতিবন্ধিকা ।
একা ফলবলাত্তত্র নাপরেত্যুত্তরং বদেৎ ॥ ৪২০ ॥
যাদৃচ্ছিকে যদৃচ্ছৈব ভ্রমস্য প্রতিবন্ধিকা ।
দোষস্য জাগরূকত্বাত্তদ্রোধে তদপেক্ষণং ॥ ৪২১ ॥

না হইয়া বহ্নিলাভও হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু "ভ্রম হইলে দোষ অবশ্যই থাকিবে" এইরূপ নিয়মই সঙ্গত ॥ ৪১৭ ॥

ইহাদ্বারা জ্ঞানসামগ্রীসত্ত্বেই প্রমা জন্মে, জ্ঞানসামগ্রীর অভাবে প্রমা জন্মে না ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৪১৮ ॥

তার্কিকগণ বলেন যে স্থলে ভ্রমসামগ্রী এবং প্রমাসামগ্রী উভয়ের সমাবেশ রহিয়াছে সেস্থলে অর্থাৎ যে স্থানে বাষ্পরূপ ভ্রমের সামগ্রী এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রমাসামগ্রী বর্ত্তমান আছে পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ স্থলে—সামান্যত জ্ঞানমাত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় হয় না, পরন্তু আমরা তাদৃশস্থলে প্রমাজ্ঞানই স্বীকার করি যেহেতু দোষহেতু-বর্ত্তমান থাকিলেই ভ্রম হইবে এরূপ নিয়ম নাই ॥ ৪১৯ ॥

প্রমা ও ভ্রম এই উভয়ের সামগ্রীসমাবেশস্থলে কেবলমাত্র প্রমাই জন্মিয়া থাকে ইহার কারণ যদি সুহৃদ্ভাবে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে উত্তর এই যে—তাদৃশস্থলে প্রমারূপ কার্য্য দৃষ্ট হয় বলিয়া অনুভবই প্রমাণ, অতএব প্রমাসামগ্রী দোষসামগ্রীর প্রতিবন্ধক ইহাই কল্পনা করিতে হয় ॥৪২০॥

বিশেষতঃ যাদৃচ্ছিকপ্রমাস্থলে অর্থাৎ যেস্থলে বাষ্পরূপ দুষ্ট-হেতু-দর্শনেও যথার্থ বহ্নি লাভ হয় তাদৃশস্থলে ঈশ্বরইচ্ছাই দোষনিবারক বলিয়া কল্পিত হয় ॥ ৪২১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমা সামগ্র্যেব শক্ত্যা স্বফলং সাধয়েত্তদা।
অতো যাদৃচ্ছিকী সাভূত্তন্মাত্রে তদপেক্ষণাৎ ॥ ৪২২ ॥
অন্যত্র সাপি নাপেক্ষ্যা গুণাত্তৎ ক্ব প্রমোদয়ঃ ॥ ৪২৩ ॥
যতো বহ্ন্যনুমা সেয়ং ততো ধূমত্বধীবলাৎ।
তজ্জন্মবাচ্যং নান্যস্মাদ্যদ্ধূমস্যাগ্নিলিঙ্গতা ॥ ৪২৪ ॥
যথান্যত্র ভ্রমাকারা সাধীর্ধূমভ্রমাদভূৎ।
তথৈবেয়ং জনৌ কোপি ন বিশেষো নয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪২৫ ॥
প্রবৃত্ত্যুত্তরকালং তু বিসংবাদাদসৌ ভ্রমঃ।
সংবাদেন প্রমা সেয়মিতি নির্ণীয়তে বুধৈঃ ॥ ৪২৬ ॥

উক্ত ঈশ্বরইচ্ছাদ্বারা প্রতিবন্ধক নিরস্ত হইলে প্রমাসামগ্রী স্বয়ংই নিজকার্য্য অর্থাৎ প্রমা উৎপাদনে সমর্থ হয়, যেহেতু প্রমাসামগ্রী প্রতিবন্ধক নিবারণে যদৃচ্ছা অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার অপেক্ষা করে সেই জন্যই উক্ত প্রমাকে যাদৃচ্ছিকী প্রমা বলা হয় ॥ ৪২২ ॥

প্রতিবন্ধকশূন্যস্থলে যদৃচ্ছা অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার অপেক্ষা নাই, অতএব পূর্ব্বোক্তগুণ হইতে প্রমা উৎপন্ন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ॥ ৪২৩ ॥

যাদৃচ্ছিকবহ্নি অনুমানস্থলে ধূমজ্ঞান হইতেই বহ্নি অনুমান হয় ইহা অস্বীকার করিলে ধূম কুত্রাপি বহ্নি অনুমানের হেতু হইতে পারে না ॥ ৪২৪ ॥

হ্রদপ্রভৃতিস্থলে বাষ্পদর্শনাদিবশতঃ ধূমভ্রমে যেরূপ বহ্নির অনুমান জন্মে পরন্তু পশ্চাৎ অনুসন্ধানে তথায় বহ্নিসত্তা উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ যাদৃচ্ছিকবহ্নি অনুমানস্থলেও বাষ্পরূপ ধূমদর্শনেই অনুমান হয় পরন্তু যদৃচ্ছাক্রমে তথায় বহ্নির লাভ হইয়া থাকে বলিয়া উহা প্রমাজ্ঞান বলিয়া নির্ণীত হয় ॥ ৪২৫-৪২৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎপত্তিস্তূভয়োরেক প্রকারা নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাদুক্তো গুণোন্যো বা কল্পনীয়ো ন জন্মনি ॥ ৪২৭ ॥
লিঙ্গভ্রমাখ্যানুমান-দোষে সত্যেব যাভবৎ।
দোষাভাবানপেক্ষৈব সেয়ং যাদৃচ্ছিকপ্রমা ॥ ৪২৮ ॥
প্রময়া নান্বয়ো যস্য ব্যতিরেকোপি যস্য ন।
দোষাভাবঃ স কুত্রাপি ন প্রমাং প্রতিকারণম্ ॥ ৪২৯ ॥
এবঞ্চ ভাবাভাবাখ্যগুণজা নৈব যা প্রমা।
তৎস্বতস্ত্বং মহত্তত্ত্বমিত্যাহুস্তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৪৩০ ॥
কার্য্যস্যৈবং ব্যবস্থিত্যা সর্ব্বমাসীদনাকুলং ॥ ৪৩১ ॥
তস্যাপি চোত্তরং ব্রূমো যস্তথাপি দুরাগ্রহী।
যত্ত্বর্থসত্তাত্রগুণস্তথাপি ন গুণাজ্জনিঃ ॥ ৪৩২ ॥

এইরূপে ভ্রম ও প্রমার উৎপত্তি এক রীতি অনুসারেই হইয়া থাকে। অতএব কোথায়ও যথার্থহেতুজ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই ॥ ৪২৭ ॥

হেতুভ্রমরূপদোষসত্তায়ও যাদৃচ্ছিকঅনুমানে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় কোথায়ও প্রমাজ্ঞানে দোষাভাবের অপেক্ষা নাই ইহা নির্ণীত হইল ॥ ৪২৮ ॥

প্রমার সহিত দোষাভাবের অন্বয় ব্যাপ্তি কিম্বা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি কোনটীই বর্ত্তমান নাই। অতএব দোষাভাব কোথায়ও প্রমার প্রতি কারণ নহে ॥ ৪২৯ ॥

এইরূপে দেখা গেল যে—প্রমা সৎ হেতুপ্রভৃতি গুণজন্যও নহে, দোষাভাব জন্যও নহে। অতএব প্রমা কেবলমাত্র স্বতঃই উৎপন্ন হয় ইহাই তত্ত্ববাদিগণের সিদ্ধান্ত ॥ ৪৩০ ॥

এইরূপে প্রমারূপকার্য্যের ব্যবস্থানিবন্ধন সমস্তই সঙ্গতভাবে সিদ্ধ হইল ॥ ৪৩১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরোক্ষানুমিতের্জন্মন্যর্থো যত্তে ন কারণম্ ।
অন্যথা ভাব্যনুমিতেরসংভবমনুস্মর ॥ ৪৩৩ ॥
নাপ্যেশ্বরার্থধীরত্র গুণো ভবিতুমর্হতি।
যদ্ধীত্বেনাখিলে কার্য্যে সা হেতুর্ন গুণ ত্বতঃ ॥ ৪৩৪ ॥
গুণত্বেনাপি হেতুত্বে কল্পনা-গৌরবং ভবেৎ।
স্বতস্ত্বেনান্যথা সিদ্ধেঃ কল্পকঞ্চন কিঞ্চন ॥ ৪৩৫ ॥
লিঙ্গভ্রমাদেব সাভূদনুমা লৈঙ্গিকী যতঃ।
অর্থসত্তাদয়স্তদ্ধীমানত্বস্যানুমাপকাঃ ॥ ৪৩৬ ॥

যদি কেহ দুরাগ্রহবশতঃ প্রমাকে গুণজন্য বলিতে চাহে তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে—যাদৃচ্ছিকপ্রমাস্থলে যদি বহ্নিরূপ বিষয়ের সত্তাকেই গুণ বল, তাহা হইলেও তাহা হইতে অর্থাৎ ঐ গুণ হইতেই প্রমার উৎপত্তি হয় নাই, যেহেতু অপ্রত্যক্ষবস্তুবিষয়কঅনুমানে অনুমানের প্রতি কোথায়ও অর্থসত্তা অপেক্ষা করে না, অনুমানসত্ত্বেই যদি অর্থসত্তাপেক্ষা বল তাহা হইলে বহ্নিশূন্যবহ্নিশালা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বহ্নির অনুমান না হইতে পারে ॥ ৪৩২-৪৩৩ ॥

(সম্প্রতি পক্ষধর মিশ্রের মতে দোষ বলিতেছেন—)

পক্ষধর সর্ব্বত্রই প্রমাস্থলে বস্তুবিষয়ক ঐশ্বরিকজ্ঞানকেই গুণ বলিয়া স্বীকার করেন, এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—কার্য্যসামান্যের প্রতি ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞানত্বরূপেই কারণ পরন্তু গুণত্বরূপে কারণ নহে ॥৪৩৪॥

ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানত্বরূপেই সকলের হেতু বলিয়া নির্ণীত, যদি প্রমাস্থলে তাহাকে গুণত্বরূপে হেতুকল্পনা কর তাহা হইলে কল্পনা গৌরব হইয়া থাকে, অতএব প্রামাণ্য স্বতঃই সিদ্ধ হয় বলিয়া, প্রামাণ্যের অনুপপত্তিরূপ দোষপ্রদর্শনদ্বারা প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য অন্য কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পার না ॥ ৪৩৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিং চার্থধীত্বতঃ সা স্যাত্তত্তদর্থেষু কারণং।
জ্ঞানধীত্বেন চ জ্ঞানে ন গুণোসৌ ভ্রমেপি যৎ॥
তত্বতুক্তগুণোত্থাভূদেবমপ্যনুমা ন সা॥ ৪৩৭॥
করোমীদমিদং চেতি তত্তৎকার্য্যং করোত্যপি।
অন্যবুদ্ধ্যান্যকরণমভ্রান্তস্য কথং বদ॥ ৪৩৮॥
গুণানপেক্ষ এবাসৌ ভ্রমং কুর্য্যাৎ কিল প্রভুঃ।
গুণৈঃ কিল প্রমাং কুর্য্যান্ন স্বতন্ত্রেঽন্যতন্ত্রতা॥ ৪৩৯॥
ভ্রমজ্ঞানং যথা কুর্য্যাৎ প্রমাং কুর্য্যাত্তথৈব হি।
দ্বিপ্রকারতয়া কর্ত্তুং কিং স তার্কিককিঙ্করঃ॥ ৪৪০॥

যেহেতু অনুমান হেতুজ্ঞানজন্য সেইজন্য যাদৃচ্ছিকঅনুমানও মিথ্যা-হেতুর জ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে, পরন্তু তথায় বর্ত্তমান বিষয়সত্তাদি কেবলমাত্র উৎপন্ন অনুমানের প্রামাণ্য সাধনই করিয়া থাকে॥ ৪৩৬॥

ঈশ্বরজ্ঞান তোমার মতে বহ্নিপ্রভৃতি অর্থবিষয়ে অথবা অনুমানাত্মক জ্ঞানবিষয়ে কারণ তাহা বল দেখি? যদি অর্থবিষয়ে বল তাহা হইলে ঘটপটাদির কারণ হইতে পারে জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। আর জ্ঞানবিষয়ে কারণ বলিলে প্রমাজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান সামান্য জ্ঞানমাত্রেই কারণ হইতে পারে, অতএব ঈশ্বরজ্ঞান প্রমামাত্রের কারণ হইতে পারে না॥৪৩৭॥

ঈশ্বর অর্থবিষয়কজ্ঞানদ্বারা অর্থসৃষ্টিই করিয়া থাকেন, পরন্তু অর্থবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানোৎপাদন অভ্রান্ত ঈশ্বরের পক্ষে যুক্ত নহে॥ ৪৩৮॥

সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ ঈশ্বর গুণাপেক্ষা ব্যতীতই ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকেন পরন্তু প্রমা উৎপাদনে গুণের অপেক্ষা এইরূপ বলিতে পার না, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র সেইজন্য প্রমাউৎপাদনেও তাহার অন্য সাহায্য আবশ্যক হয় না॥ ৪৩৯॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থপ্রমা যদি গুণঃ প্রমায়ামৈশ্বরীর্য্যতে।
ভ্রান্তার্থো রজতাদিঃ সন্নন্যথা খ্যাতিবাদিনঃ॥
অর্থসত্তা প্রমা চৈশী তদ্‌ভ্রমেত্যস্তি তে মতে॥ ৪৪১॥
ত্বদুক্তগুণসংজাতৌ দ্বৌ চ জাতৌ ভ্রমাভ্রমৌ।
গুণজত্বাৎ প্রমাত্বঞ্চেদ্দ্বয়োরপি কুতো ন তৎ॥ ৪৪২॥
যদি তত্র সতোর্থস্য প্রমৈশী তে গুণস্তদা।
লঘ্বী তত্রার্থসত্তৈব গুণোভূন্ন তু তৎপ্রমা॥ ৪৪৩॥
সা চানুমায়াং হেতুর্ন গুণজা সা প্রমা কথং॥ ৪৪৪॥

ঈশ্বর গুণাপেক্ষাব্যতীতই যেরূপ ভ্রমজ্ঞান উৎপাদন করেন সে-রূপ গুণাপেক্ষাব্যতীতই প্রমাজ্ঞানও উৎপাদন করেন ইহাই সিদ্ধান্ত পরন্তু তিনি তার্কিকগণের ভৃত্য নহেন যে—উভয়স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করিবেন॥ ৪৪০॥

যদি তার্কিকগণ প্রমাজ্ঞানস্থলে ঈশ্বরীয় অর্থ প্রমাকেই গুণরূপে বলেন তাহা হইলে "শুক্তি রজত" স্থলেও শুক্তিতে আরোপিত রজতের অন্যত্র আপনাদিতে সত্তাবশতঃ এবং তদ্‌বিষয়ে ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান রূপগুণ বর্ত্তমানথাকায় প্রমাজ্ঞানের ন্যায় এই ভ্রমজ্ঞানেরও প্রামাণ্য হইতে পারে॥ ৪৪১॥

যদি বল "শুক্তি রজত" জ্ঞানে আরোপিত রজত অন্যত্র আপনা-দিতে আছে, অতএব তদ্‌বিষয়ক অর্থাৎ অন্যত্র বিদ্যমান যথার্থবস্তু বিষয়কপ্রমাকে গুণ না বলিয়া তথায় অর্থাৎ জ্ঞানস্থলে বর্ত্তমান যথার্থ বস্তুবিষয়কপ্রমাকে কারণ বলিব—তাহা হইলে লাঘববশতঃ কেবলমাত্র অর্থসত্তাকে কারণ বলিয়া কল্পনা করাই উচিত, অর্থসত্তা ভবিষ্যদ্‌বিষয়ের অনুমানে কারণ নহে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি॥ ৪৪২—৪৪৪॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুণস্য সত্ত্বমাত্রেণ প্রামাণ্যং ভণ্যতে যদি।
তদা সামান্যসামগ্রী মাত্রজন্যাপ্রমা মম:॥
সর্ব্বাপ্যভূৎ স্বতস্ত্বস্য কেন বা হানিরুচ্যতাং ॥ ৪৪৫ ॥
ঈদৃগ্ গুণাচ্ছ্রুতীনাঞ্চ মানতা জানতাং ভবেৎ।
কেন তাসাং জনিঃ কল্প্যা তেন তে হীনতাপ্যভূৎ ॥ ৪৪৬ ॥
অনুভূতারোপকালে গুর্ব্বী সাপ্যস্তি তে মতে।
লঘুশ্চ পক্ষো হন্তি ত্বাং গুরুশ্চাপি নিহন্ত্যহো ॥ ৪৪৭ ॥

অর্থসত্তারূপ গুণসত্তামাত্রেই প্রামাণ্য হইয়া থাকে ইহা যদি তোমার মত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের সামগ্রী সামান্যমাত্রদ্বারাই প্রামাণ্য ইহা আমার মত জানিবে, অতএব প্রামাণ্য স্বতঃই হইয়া থাকে, এই মতের কিছুমাত্র হানি হইতে পারে না ॥ ৪৪৫ ॥

গুণসত্তামাত্রেই যদি প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় তাহা হইলে বেদবাক্যজনিত প্রমায় ও ঈশ্বরীয় প্রমারূপ গুণসত্তাবশতঃই প্রামাণ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া তদ্‌বিষয়ে আপ্ত উক্তিরূপ গুণসিদ্ধির জন্য বেদের উৎপত্তি কল্পনা অসঙ্গত হয়। পরন্তু তদভাবে অকারণে বেদের উৎপত্তিকল্পনায় তোমার মতেরই হীনতা হইয়া থাকে ॥ ৪৪৬ ॥

তুমি জ্ঞানস্থলে বর্ত্তমান সদর্থবিষয়কপ্রমাকেই প্রামাণ্যকারণ বলিয়াছ পরন্তু তাহা হইলেও দোষ হয়। যেহেতু—কোনস্থলে পূর্ব্বে ঘটরূপে বিষয় বর্ত্তমান ছিল, তৎকালে উহা তোমার অনুভূতও হইয়াছিল। পশ্চাৎ ঘটের অবর্ত্তমানকালে যদি ঐস্থানে তুমি ঘটকল্পনা কর তাহা হইলে উক্ত ঘটজ্ঞান সদর্থবিষয়কই হয় (যেহেতু—কল্পিতঘট পূর্ব্বে তথায় ছিল বলিয়া সদ্‌বস্তুই বলিতে হইবে) পরন্তু উক্তঘটজ্ঞানের প্রামাণ্য হয় না, এইরূপে লঘুভূত অর্থসত্তাগুরুত্ব এবং গুরুভূত অর্থসত্তার প্রমার গুরুত্ব উভয়ই তোমার বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥৪৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপাদানাপরোক্ষত্বেনৈব সা কারণং কিল ॥ ৪৪৮ ॥
কর্ত্তৃজ্ঞানং তথৈবানুৎপন্নকার্য্যেষু কারণং।
ন চেদ্ ঘটাদিকর্ত্তৃত্বং কুলালস্য ন শোভতে ॥ ৪৪৯ ॥
জ্ঞানোপাদানমাত্মা তে তদ্ধীত্বে নৈশ্বরী মতিঃ।
কারণং স্যাদর্থধীত্বেনাপি হেতুত্বকল্পনং ॥
ত্বচ্ছাস্ত্রগৌরবায়ৈব ভারস্তে গৌরবায়ন ॥ ৪৫০ ॥
পুংনিষ্ঠস্তু গুণো লোকে পুংসি তজ্জ্ঞানধর্ম্মিণি।
গুণোঽন্যত্রানুমান্যত্র চিত্রং শাস্ত্রপ্রবর্ত্তনং ॥ ৪৫১ ॥
সর্ব্বজ্ঞেশপ্রমা নৃণাং গুণশ্চেৎ ক্ব ভ্রমো ভবেৎ।
গুণে সতি প্রমাবশ্যং ভাবাদ্দোষবিরোধিনি ॥ ৪৫২ ॥

ঈশ্বরজ্ঞান কার্য্যসামান্যের উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপেই কারণ পরন্তু গুণরূপে নহে ॥ ৪৪৮ ॥

এই ঘটাদির কর্ত্তা কুলাল প্রভৃতির জ্ঞানও অনুৎপন্নকার্য্যে উপাদান-সমূহের অপরোক্ষজ্ঞানরূপেই কারণ, অন্যথা কুলালাদির ঘটাদি কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না ॥ ৪৪৯ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্তে এবং তোমার মতেও জীবজ্ঞানের উপাদান কারণ। ঈশ্বরজ্ঞান "জীব মৃত্তিকাদ্বারা ঘট করিতেছে" এইরূপ জীবাদি জ্ঞানত্বরূপেই কারণ হইয়া থাকে, উহাকে আবার অর্থজ্ঞানত্বরূপে কারণ-কল্পনা করিলে তোমার শাস্ত্রেরই গৌরব (গুরুত্ব দোষ হয়) পরন্তু তোমার কোন গৌরব (সম্মান) হয় না ॥ ৪৫০ ॥

লোকে জ্ঞানসাধন অঞ্জনাদিগুণজ্ঞানের আশ্রয়পুরুষেই বর্ত্তমান থাকিয়া উক্তপুরুষেরই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, পরন্তু ঈশ্বরপ্রমারূপ গুণ ঈশ্বরে এবং অনুমানজ্ঞান পুরুষান্তরে বলিয়া কার্য্যকারণের বিরুদ্ধাশ্রয়কল্পনাকারী তোমার শাস্ত্র অতি বিচিত্র হইয়া থাকে ॥ ৪৫১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসিদ্ধগুণসংত্যাগেনাপ্রসিদ্ধগুণোহনং।
ন গুণঃ শোধিতধিয়াং সুধিয়াং কুধিয়ামপি ॥ ৪৫৩ ॥
দোষে সত্যপ্রমা সর্ব্বা দোষাভাবেন সা ক্বচিৎ।
তৎ স্বতস্ত্বং ন তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ৪৫৪ ॥
জ্ঞানসামান্যসামগ্রীজ্ঞানং সঞ্জনয়েদ্ধ্রুবং।
কার্য্যস্যোপার্ত্তিকামেব যৎসামগ্রীং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪৫৫ ॥
জ্ঞানঞ্চ জ্ঞেয়সাপেক্ষং জ্ঞেয়ঞ্চাস্তি যথা যথা।
তথৈব বিষয়ীকুর্য্যাৎ স্বযোগ্যং সতি সাধনে ॥ ৪৫৬ ॥
ঘটোয়মিতি হি জ্ঞানে চক্ষুষা চ ঘটেন চ।
তৎসংসর্গে নৈব চালমেবমেব স্থলান্তরে ॥ ৪৫৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রমা জীবজ্ঞানের প্রতি গুণ হইলে উহা (ঈশ্বর-প্রমা) সর্ব্বত্র নিত্য বলিয়া কোথায়ও ভ্রম হইতে পারে না ॥ ৪৫২ ॥

অতএব লোকপ্রসিদ্ধ-হেতুজ্ঞানাদিরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রমাকে গুণরূপে কল্পনা পণ্ডিত বা পামর কাহারও গুণের পরিচারক নহে ॥ ৪৫৩ ॥

অতএব দোষ থাকিলেই ভ্রম হয় এবং দোষাভাবে ভ্রম হয় না এইরূপ নিয়মহেতু—অপ্রামাণ্য স্বতঃই হইয়া থাকে ইহা তত্ত্ববাদিসম্মত নহে ॥৪৫৪॥

জ্ঞানিগণ কার্য্যসম্পাদিকা বিষয়সমষ্টিকেই কার্য্যসামগ্রী বলিয়া থাকেন, অতএব জ্ঞানসামান্যের সামগ্রীই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ॥ ৪৫৫ ॥

জ্ঞান জ্ঞেয়বস্তুসাপেক্ষ, উক্ত জ্ঞেয়বস্তু যে ভাবে বর্ত্তমান থাকে, জ্ঞানও স্বকীয় সাধনসাহায্যে তাহাকে সেই প্রকারেই বিষয় করিয়া থাকে ॥৪৫৬॥

চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং ঘটাদিবিষয় বর্ত্তমানে উভয়ের সংসর্গে "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ পটপ্রভৃতি যাবতীয় বস্তুজ্ঞানেই নিয়ম রহিয়াছে ॥ ৪৫৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেয়ং জ্ঞানস্য সামান্যসামগ্রী সা চ ধীঃ প্রমা।
তন্ন প্রমাখ্য-বোধস্য সাধনেন্যানুধাবনং ॥ ৪৫৮ ॥
গোবৎসজননে গোভির্গোবৃষৈরেব পূর্য্যতে।
বিজাতীয়স্য বৎসস্য তৎসদৃক্ষো পরোপি চ ॥ ৪৫৯ ॥
মহিষো বা পিশাচো বা কশ্চিন্নিশ্চীয়তে যতঃ।
অতঃ স্বযোগ্যার্থ-বোধে চক্ষুষান্যন্ন মান্যতে ॥ ৪৬০ ॥
স্বাযোগ্যবিপরীতার্থধীষু দোষোপ্যপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬১ ॥
ইন্দ্রিয়স্যার্থসম্বন্ধো জ্ঞানসামান্যকারণং।
যচ্চক্ষুঃ শুক্তিসংযোগি সা চ রূপ্যোপমা রুচা ॥
প্রতীত্যা ব্যবহৃত্যাচারোপ্যং রূপ্যোপমং কিল ॥ ৪৬২ ॥
ইত্থং রূপ্যভ্রমস্তস্যাং মস্যাদের্ন ভ্রমোত্র তৎ ॥ ৪৬৩ ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই জ্ঞানসামান্যের সামগ্রীরূপে এবং তজ্জাত জ্ঞানই প্রমারূপে কথিত হয়। প্রমার লক্ষণে ইহার অতিরিক্ত কল্পনার আবশ্যক হয় না ॥ ৪৫৮ ॥

গোবৎসজননের জন্য গো সকলের গোবৃষের সঙ্গমই অপেক্ষা করে, গোগর্ভে বিজাতীয় মহিষাদি বৎস বা বিকৃতাকার বৎসদর্শনে তথায় বিজাতীয় মহিষ বৎস উৎপাদনের কারণরূপে সঙ্গত মহিষ এবং বিকৃত বৎসস্থলে পিশাচাদিরই কল্পনা হইয়া থাকে। অতএব নিজের যোগ্য বিষয়গ্রহণে চক্ষু ব্যতীত অন্য কারণ কল্পনা অনাবশ্যক ॥ ৪৫৯-৪৬০ ॥

নিজের গ্রহণাযোগ্য বিপরীতবস্তুবিষয়কবুদ্ধির প্রতি দোষেরও অপেক্ষা আছে ॥ ৪৬১ ॥

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ বলা হইয়াছে। "শুক্তি রজত" জ্ঞানে চক্ষুর সহিত শুক্তির সংযোগ নিবন্ধন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চক্ষুস্থপীতপিত্তেন যোগাচ্ছঙ্খেপি পীতধীঃ ।
অতঃ পারম্পর্য্যতোর্থসম্বন্ধোস্তি ভ্রমেপি চ ॥ ৪৬৪ ॥
সাদৃশ্যং সদৃশান্যার্থজ্ঞাপনায় স্বয়ং পটু ।
তদেকত্বজ্ঞাপনায় দোষাশ্লেষমপেক্ষতে ॥ ৪৬৫ ॥
অতোঽন্যস্যান্যতাবোধে দোষোপ্যন্বিষ্যতে বুধৈঃ ।
অত্যন্তমসতোর্থস্য সত্তাধীঃ কথমন্যথা ॥ ৪৬৬ ॥
বিশেষণাভেদবোধে বিশেষ্যেন্দ্রিয়সঙ্গমঃ ।
প্রমাস্থলং মে সামান্য সামগ্রী সা ভ্রমেঽপি যৎ ॥ ৪৬৭ ॥

এবং শুক্তির দীপ্তি প্রতীতি ও ব্যবহারবিষয়ে রজতসাম্যনিবন্ধন উক্ত শুক্তি রজততুল্যই হইয়া থাকে অতএব তাহাতে রজতভ্রম সম্ভবপর হয়, পরন্তু মসীভ্রম হইতে পারে না ॥ ৪৬২-৪৬৩ ॥

"পীত শঙ্খ" জ্ঞানস্থলেও চক্ষুস্থিত পীতপিত্ত যোগহেতুই শঙ্খেও পীতবর্ণ বুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ভ্রমস্থলেও পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থ (বিষয়) সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে ॥ ৪৬৪ ॥

সাদৃশ্যধর্ম্ম স্বয়ংই সদৃশ অন্য বস্তুর জ্ঞানজননে সমর্থ, পরন্তু একত্ব ভ্রম উৎপাদনে দোষের সাহচর্য্য অপেক্ষা করে ॥ ৪৬৫ ॥

অতএব একবস্তুতে অন্যবস্তুজ্ঞানবিষয়ে পণ্ডিতগণ তথায় কারণরূপে দোষের সন্ধান করেন। অন্যথা যাহাতে (শুক্তিপ্রভৃতিতে) যে বস্তুর (রজতত্ব প্রভৃতির) একান্তই সত্তা নাই তাহাতে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ॥ ৪৬৬ ॥

আমার মতে বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের অর্থাৎ "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞানে বিশেষণ "ঘট"পদার্থের সহিত বিশেষ্য "এতৎ" পদার্থের অভেদ-জ্ঞানজননে বিশেষ্য "এতৎ" পদার্থ ও চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের সংযোগই কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতো ঘটোয়মিত্যাদ্যা ঘটাদ্যৈক্যপ্রমা মম।
সাক্ষাৎকারী জ্ঞানহেতুমাত্রজন্যাখিলাভবৎ ॥ ৪৬৮ ॥
ভ্রমে বিশেষ্যশুক্ত্যক্ষিসংযোগোঽস্তি বিশেষণং।
রজতং তু ন তৎসঙ্গিভিন্নত্বাত্তন্ন তস্য ধীঃ ॥ ৪৬৯ ॥
প্রমায়াং ক্লৃপ্তসামান্য সামগ্রীমাত্রতো ভবেৎ।
অসন্নিকৃষ্টতদ্ধৃষ্ট্যৈ দোষোপ্যেষ্টব্য এব হি ॥ ৪৭০ ॥
বিশেষণস্য ভেদেক্ষা তৎসংসর্গোপ্যপেক্ষতে।
সাপি সামান্যসামগ্রী যদ্ভ্রমেপ্যস্তি তাদৃশি ॥ ৪৭১ ॥

অতএব প্রমাস্থলের ন্যায় ভ্রমস্থলেও সেজ্ঞানসামান্যের সামগ্রীই সমর্থ কারণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৬৭ ॥

অতএব "ইহা ঘট" ইত্যাদিরূপ ঘটাদির ঐক্য প্রমামাত্রই সাক্ষাৎকার জ্ঞানসামান্যসামগ্রীমাত্রজন্য হইয়া থাকে ॥ ৪৬৮ ॥

ভ্রমস্থলে বিশেষ্যভূতশুক্তির সহিত নেত্রসংযোগ হয় পরন্তু বিশেষণভূত রজত ভিন্নবস্তু বলিয়া তাহার সহিত নেত্রসংযোগ হয় না, অতএব বিশেষণ-ভূত রজতের সন্নিকর্ষের অভাব-হেতু তথায় রজতবুদ্ধি কারণ হইতে পারে না ॥ ৪৬৯ ॥

প্রমারূপ কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীমাত্রের দ্বারা ভ্রম জন্মিতে পারে না, অতএব "শুক্তিরজত"ভ্রমস্থলে অসন্নিকৃষ্ট রজতজ্ঞানের জন্য দোষ অঙ্গীকার কর্ত্তব্য ॥ ৪৭০ ॥

"দণ্ডী দেবদত্ত" এইরূপ দণ্ডবিশিষ্ট বিশেষ্য পদার্থের জ্ঞানে বিশেষণ "দণ্ড" এবং বিশেষ্য "দেবদত্ত" এতদুভয়ের যদি ভেদ অঙ্গীকার করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে বিশেষণ "দণ্ড" পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক, অন্যথা দর্শনমাত্রে "দণ্ডী দেবদত্ত" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, বিশিষ্টজ্ঞানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুতঃ কাকিনিগৃহে কাককোকিলবত্তয়োঃ।
প্রমায়াঞ্চ ভ্রমে চাক্ষুঃ কিং ন কাকগৃহান্বয়ঃ ॥ ৪৭২ ॥
তত্রাপি কোকিলোঽসঙ্গী তদ্‌ভ্রান্তির্দোষজৈব তৎ।
অতশ্চোক্তং সমস্তঞ্চ তত্ত্বমাসীদনাকুলং ॥ ৪৭৩ ॥
যথা ঘটাদিকার্য্যেষু দণ্ডত্বেনৈব লাঘবাৎ।
হেতুভা দণ্ডদার্ঢ্যাদি ত্ববচ্ছেদকমেব তে ॥ ৪৭৪ ॥
তথা চক্ষুশ্চ চক্ষুষ্টেনৈব হেতুর্লঘুত্বতঃ।
অদৃষ্টত্বন্তু তন্নিষ্ঠমবচ্ছেদকমস্তু মে ॥ ৪৭৫ ॥
অভাবগুণজাপ্যেবং যা ন সা ন গুণান্তরাৎ ॥ ৪৭৬ ॥

বিশেষণের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ জ্ঞানসামগ্রীরই অন্তর্গত, বিশিষ্টারোপস্থলেও উক্ত সামগ্রী বর্ত্তমান থাকে ॥ ৪৭১ ॥

কোনগৃহে কাক উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া "কাকযুক্ত গৃহ" এইরূপ সংসর্গপ্রমা জন্মিয়া থাকে, কদাচিৎ উক্ত গৃহ দেখিয়া "কোকিল-যুক্ত গৃহ" এইরূপ ভ্রমজ্ঞানও ঘটিয়া থাকে, পরন্তু উক্ত উভয়জ্ঞানেই বিশেষণ কাক পদার্থের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে, অতএব বিশেষণপদার্থের সহিত চক্ষুর সংসর্গপ্রমা ও ভ্রমজ্ঞান উভয়েরই সামগ্রী বলিতে হইবে ॥ ৪৭২ ॥

সংসর্গারোপস্থলে অবিদ্যমান কোকিলজ্ঞানের জন্য দোষের অপেক্ষা আছে, অতএব অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ নহে পরন্তু পরতঃ সিদ্ধই হইয়া থাকে, প্রামাণ্য স্বতঃই সিদ্ধ ॥ ৪৭৩ ॥

ঘটাদিকার্য্যে দণ্ড দণ্ডধর্ম্ম বিশিষ্টত্বরূপেই কারণ, দণ্ড দৃঢ়ত্বাদিরূপে কারণত্ব কল্পনায়ই গৌরব হইয়া থাকে, দণ্ড দৃঢ়ত্বাদি কেবল কারণ সম্বন্ধী ধর্ম্মমাত্র, এইরূপ নেত্র ও প্রমাবিষয়ে নেত্রত্বরূপেই কারণ, অদৃষ্টত্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভ্রমে ত্বত্যন্তাসতোপি সত্তায়াবোধসাধনে।
দোষস্য হেতুতাবশ্যং বাচ্যা তৎপরতা প্রমা ॥ ৪৭৭ ॥
যদ্বা চক্ষুপ্রমাহেতুর্দোষস্তু প্রতিবন্ধকঃ।
প্রতিবন্ধস্য চাভাবো ন হেতুরিতি সাধিতং ॥ ৪৭৮ ॥
যাদৃচ্ছিকার্থনির্ব্বাধ-বোধেস্মিন্ দুষ্টলিঙ্গজে।
ব্যভিচারাৎ প্রমাহেতুর্দোষাভাবো ন কুত্রচিৎ ॥ ৪৭৯ ॥
গুণান্তরঞ্চ সল্লিঙ্গপরামর্শাদিশব্দিতং।
যতোত্রৈব ন তচ্চাতো ন প্রমা কারণং ক্বচিৎ ॥ ৪৮০ ॥
তস্মাদ্দ্বিরূপজ্ঞানস্য সামগ্রী চ দ্বিরূপিণী।
সামান্যা প্রায়িকে জ্ঞানে যতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৪৮১ ॥

প্রভৃতি তদনুগত ধর্ম্মমাত্র, তাহাদেরও কারণত্ব কল্পনায় গৌরব হয় ইহাই আমার মত ॥ ৪৭৪-৪৭৫ ॥

প্রমাজ্ঞান যেরূপ ভাবগুণজন্য নহে সেইরূপ অভাবগুণজন্যও নহে, দোষাভাবের কারণত্ব পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে খণ্ডিত হইয়াছে ॥৪৭৬॥

ভ্রমস্থলে অবিদ্যমানবস্তুর প্রতীতি হয় বলিয়া তাহার জন্য দোষকেই কারণ বলা উচিত, অতএব অপ্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭৭ ॥

অথবা চক্ষুই প্রমাজ্ঞানের কারণ, দোষ তাহার প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধকের অভাব যে কারণ নহে উহা পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে ॥ ৪৭৮ ॥

লিঙ্গভ্রমজন্য নির্ব্বাধ যাদৃচ্ছিক অনুমানে দোষাভাবের কারণত্ব অদর্শনহেতু কোথায়ও তাহার কারণত্ব নাই ইহাই কল্পনা করা উচিত ॥৪৭৯॥

নির্দ্দোষলিঙ্গপরামর্শাদি গুণান্তরেরও এস্থলে অভাব-হেতু তাহাও প্রমার কারণ নহে ইহা নির্ণীত হইল ॥ ৪৮০ ॥

অতএব ভ্রমও প্রমাত্মকজ্ঞানে সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ই বক্তব্য, অনেক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমৈব প্রায়শো নৃণাংক্কাচিৎকে তু ততো পরা।
কাচাদি-দোষজা ভ্রান্তির্ন হি সর্ব্বস্য সর্ব্বদা ॥ ৪৮২ ॥
উৎপত্তাবপি চ জ্ঞপ্তৌ তস্মাৎ সদ্ভিরুদীরিতং।
স্বতস্ত্বং পরতস্ত্বঞ্চ তত্ত্বং বিত্ত্বস্য সাধকং ॥ ৪৮৩ ॥
বিমতা সন্নিকৃষ্টা পূর্ব্বার্থাদোষজদৃষ্টিদৃক্।
জ্ঞানপ্রামাণ্যার্থসত্ত্বোল্লেখেন নিয়তামতা ॥ ৪৮৪ ॥
প্রামাণ্যং সংশয়ঘ্না প্রামাণ্যাগ্রা হি প্রমাত্বতঃ।
যথা তবানুমেত্যুক্তস্বতস্ত্বস্ত্যনুমাপি মে ॥ ৪৮৫ ॥
প্রামাণ্যস্য বিরোধ্যে বা প্রামাণ্যং ভণ্যতে যতঃ।
তৎ সা কুৎসিতশঙ্কাঞ্চ হুংকারেণৈব বারয়েৎ ॥ ৪৮৬ ॥

স্থলে জ্ঞানে যাহা দেখা যায় উহাই জ্ঞানসামগ্রী ও বিলক্ষণই হইয়া থাকে ॥ ৪৮১ ॥

জগতে মনুষ্যের মধ্যে প্রমাজ্ঞানই অধিক, ভ্রম কদাচিৎ হয়, কাচ (নেত্ররোগবিশেষ) প্রভৃতিদোষজন্য সকলের সকল সময় ভ্রান্তি থাকে না ॥ ৪৮২ ॥

অতএব জ্ঞানের উৎপত্তি, এবং জ্ঞানবিষয়ে স্বতঃসিদ্ধত্ব ভ্রমের উৎপত্তি ও জ্ঞানে পরতঃ সিদ্ধত্ব যাহারা বলেন তাহারাই যথার্থ জ্ঞানী ॥ ৪৮৩ ॥

নির্দুষ্ট সন্নিকৃষ্ট অপূর্ব্ববস্তুবিষয়ক অনুব্যবসায় (দর্শন জন্য জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞান) নিয়ত জ্ঞানপ্রামাণ্য বস্তুসত্তা বিষয়কই হইয়া থাকে, যেহেতু উহা প্রামাণ্য সংশয়নাশক অপ্রামাণ্য অগ্রাহিকা প্রমা হইয়াছে। যথা—প্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধত্ব সাধক তার্কিক অনুমান ॥ ৪৮৪-৪৮৫ ॥

অপ্রামাণ্য প্রামাণ্যের বিরোধী অতএব যথায় অপ্রামাণ্য গৃহীত না হয় প্রামাণ্যাভাবগ্রহণদ্বারা এবং সংশয়ের অনুৎপত্তিহেতু পূর্ব্ব-হেতুর ব্যভিচারাশঙ্কা হুঙ্কারমাত্রেই নিরাকরণীয় ॥ ৪৮৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানামি ঘটমেবাহমিত্যাকৃত্যৈব কীর্ত্ত্যতে।
যৎ সা তৎসাধয়েদেব কৃৎস্নাপি জ্ঞানমানতাং ॥ ৪৮৭ ॥
দূরস্থে তু ঘটং জানামীতিধীর্জায়তে পরং।
ন তু সাবধৃতিস্তত্র মানত্বাবধৃতিশ্চ ন ॥ ৪৮৮ ॥
ব্যবহারস্য বৈচিত্র্যে কথং ন জ্ঞানচিত্রতা।
অতোনুকূলস্তর্কোপি কর্কশীকুরুতে নু মাং ॥ ৪৮৯ ॥
প্রমাণগুণতো জন্যা জ্ঞানত্বাদপ্রমা যথা।
ইত্যুৎপত্তৌ চানুমিতির্বাধাভাবাত্তবেদ্ধি নঃ ॥ ৪৯০ ॥
দোষাভাবোপি যদ্দোষী কোসাবত্র গুণো গুণী ॥ ৪৯১ ॥
বিস্তরস্ত্বস্য সর্ব্বস্য মূলশাস্ত্রমহার্ণবে।
দ্রষ্টব্যস্তত্তটস্থাণূ মণিসংগ্রাহিণো বয়ং ॥ ৪৯২ ॥

"আমি ঘট জানিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, উহা জ্ঞানের প্রামাণ্যসাধনই করিয়া থাকে ॥ ৪৮৭ ॥

দূরস্থ ঘটদর্শনে "আমি ঘট জানিতেছি" এই বুদ্ধিমাত্রই হইয়া থাকে, পরন্তু "আমি ঘটই জানিতেছি" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, অতএব প্রামাণ্যনির্ণয়ও হয় না ॥ ৪৮৮ ॥

"ঘটই জানিতেছি" এবং "ঘট জানিতেছি" এইরূপ ব্যবহারদ্বয়ের বৈচিত্র্যহেতু বুদ্ধির বৈচিত্র্যও অঙ্গীকার্য্য, অতএব এই অনুকূলতর্ক পূর্ব্বোক্ত অনুমানের দৃঢ়ত্ব সাধন করিয়া থাকে ॥ ৪৮৯ ॥

প্রমাজ্ঞান গুণ-জন্য হয় না, যেহেতু উহা জ্ঞান, যথা—অপ্রমা জ্ঞান, এইরূপ অনুমান দ্বারা আমার মতে প্রামাণ্যের উৎপত্তিবিষয়ে স্বতস্ত্ব সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯০ ॥

প্রামাণ্যবিষয়ে দোষাভাবের কারণত্ব দূষিত হইয়াছে, অতএব সেইরূপ কোন গুণ ও কারণ হইতে পারে না, উভয়েরই অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি নাই ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অত্র প্রতীতরজতস্যাত্র সত্ত্বং ন বাধকাৎ ।
সাধকাভাবতশ্চান্যত্রাপি সত্তা ন সেৎস্যতি ॥ ৪৯৩ ॥
ন হ্যত্র দৃষ্টং রজতমন্যত্রাস্তীতিধীর্নৃণাং ।
প্রতীতিরেব হি গতিস্তত্তদর্থব্যবস্থিতৌ ॥ ৪৯৪ ॥
ইন্দ্রিয়স্যৈব সম্বন্ধাদ্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ ।
দ্বয়োশ্চ ধীর্ভবেত্তত্র প্রাগ্‌বিশেষণধীর্বৃথা ॥ ৪৯৫ ॥
পূর্ব্বং জ্ঞাতোপ্যনুমিতৌ বিশেষ্যঃ পর্ব্বতো যতঃ ।
প্রাগ্‌ বিশেষণধীরর্থসাক্ষাৎকারে বৃথৈব তৎ ॥ ৪৯৬ ॥
ব্যাপ্তিজ্ঞানায় বহ্ন্যাদের্ব্যাপকত্বেন ধীঃ পুরা ।
অপেক্ষ্যতে পরং সাধ্যবৈশিষ্ট্যেধীর্ন সিদ্ধধীঃ ॥ ৪৯৭ ॥

প্রামাণ্যের স্বতঃসিদ্ধত্ববিষয়ের বিস্তৃতবিচার আমাদের সর্ব্বমূল শাস্ত্র-সমুদ্রে দ্রষ্টব্য, আমরা কেবলমাত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তিমণিই সংগ্রহ করিয়াছি ॥৪৯২॥

সম্প্রতি আরোপ্যপদার্থের অন্যত্র সত্তাবিষয়ক মত খণ্ডিত হইতেছে। শুক্তিতে যে রজতের প্রতীতি হয়, তাহার শুক্তিতে সত্তা বাধিত, আপন (দোকান) প্রভৃতিতে সত্তাবিষয়েও কোন প্রমাণ নাই ॥ ৪৯৩ ॥

সমস্তবিষয়ের ব্যবস্থায়ই প্রতীতিই একমাত্র উপায়, ভ্রান্তব্যক্তির এই স্থানে রজত নাই এইরূপ বাধকপ্রতীতিই হইয়া থাকে, পরন্তু অন্যত্র বর্ত্তমান আছে এরূপ প্রতীতি হয় না ॥ ৪৯৪ ॥

শুক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতেই রজতজ্ঞান হইয়া থাকে, পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞানের জন্য অন্যত্র সত্তা অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ৪৯৫ ॥

বস্তু-জ্ঞানবিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞানের নিয়ম নাই, অতএব অনুমান-সমূহে পূর্ব্বে বিশেষ্য পর্ব্বতাদির জ্ঞানই আবশ্যক ॥ ৪৯৬ ॥

অনুমানে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানই পূর্ব্বে অপেক্ষিত হয়, যদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অসন্নিকৃষ্টদৃষ্টিঞ্চ যো দোষঃ সাধয়েদ্‌ভ্রমে।
স তস্যাজ্ঞাততামাত্রান্ন বিভেতীতি মে মতিঃ ॥ ৪৯৮ ॥
সর্ব্বত্রাপ্যসতো জ্ঞানং যদি চৈকত্র নেষ্যতে।
তর্হি তত্রাসতো জ্ঞানং কথং তত্রেতি চিন্ত্যতাং ॥
দোষাচ্চেত্তদ্বলাদেব সর্ব্বত্রাপ্যসতোস্তু ধীঃ ॥ ৪৯৯ ॥
অসৎপ্রতীতৌ মানঞ্চ প্রতীতিরিয়মেব নঃ।
অত্র প্রতীতং যন্মূর্ত্তমিদং নান্যত্র নাত্র চ ॥ ৫০০ ॥
কিঞ্চ রূপ্যস্য শুক্তেশ্চ তাদাত্ম্যমসদীক্ষ্যতে।
ন চেৎ প্রবৃত্তিরভিলাপো বা তত্র কথং নৃণাং ॥ ৫০১ ॥
ব্যাশ্রয়স্যাপি রূপ্যস্য শুক্ত্যভিন্নত্বধীর্ভ্রমে।
ন চেত্তর্হি ভবেদ্রূপ্যস্মরণঞ্চ ভ্রমস্তব ॥ ৫০২ ॥

বিশেষণের পূর্ব্বজ্ঞান ও আবশ্যক অঙ্গীকার করা হয় তাহা হইলে সিদ্ধসাধন দোষের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে ॥ ৪৯৭ ॥

ভ্রমজ্ঞানে দোষ অসন্নিকৃষ্টবিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই দোষ বিষয়ের অজ্ঞাতত্ব মাত্র-হেতুই ভীত হয় না॥ ৪৯৮ ॥

শুক্তিতে অবিদ্যমানরজতের অন্যত্রও অসত্তা হইলে সর্ব্বথা অসত্তাবশতঃ কুত্রাপি রজতপ্রতীতিই হইতে পারে না—এইরূপ মত দুষ্ট। যদি শুক্তিতে অবিদ্যমান রজতের দোষবলে প্রতীতি হইতে পারে তাহা হইলে সেই দোষবলেই অন্যত্রও অবিদ্যমানরজতের প্রতীতি কেন হইবে না। ৪৯৯ ॥

শুক্তিতে প্রতীয়মান-রজত, শুক্তিতে নাই অন্যত্রও নাই, এইরূপ প্রতীতিই অবিদ্যমানপদার্থের প্রতীতিবিষয়ে আমাদের প্রমাণ ॥ ৫০০ ॥

অথবা শুক্তিতে রজতের অভেদপ্রতীতিই হয়, উক্ত অভেদ জ্ঞান-হেতুই পুরুষ প্রবৃত্ত হয় এবং রজতরূপে উহার নাম ব্যবহারও করে॥ ৫০১ ॥

ভ্রমজ্ঞানে অবিদ্যমান রজতের অভেদ জ্ঞানই হয়, শুক্তি এবং রজতের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরোবর্ত্ত্যুল্লেখিনী চ যদি ব্যাশ্রয়ধীর্ভ্রমঃ ।
ইদঞ্চ রজতঞ্চেতি শাব্দীধীঃ স্যাত্তদা ভ্রমঃ ॥ ৫০৩ ॥
অসংসর্গাগ্রহং চাপি যদি ভ্রান্তাবপেক্ষসে ।
তদা মীমাংসকাচার্য্যস্যান্তেবাসীত্বমপ্যভূঃ ॥ ৫০৪ ॥
যদা ক্ষীরস্থনীরস্য ক্ষীরেণৈক্যং প্রতীয়তে ।
তদা তাদাত্ম্যমাত্রস্যাসত্ত্বং তে দ্বে চ নাঽসতী ॥ ৫০৫ ॥
যতঃ ক্ষীরঞ্চ তত্রাস্তি নীরং চাস্তি নিগূহিতম্ ।
অতস্তাদাত্ম্যমাত্রস্যাসত্ত্বং তত্র তয়োস্তু ন ॥ ৫০৬ ॥
যদি তাদাত্ম্যবত্তস্য প্রতিযোগী চ তত্র ন ।
তদা তস্যাপি চাসত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৫০৭ ॥

স্মরণমাত্রই ভ্রম নহে, তাহা হইলে এককালে শুক্তি ও রজতের যে স্মরণ হয় উক্ত স্মরণদ্বয়েও ভ্রম হইতে পারে ॥ ৫০২ ॥

সম্মুখবর্ত্তী বস্তুবিষয়ক এবং অবিদ্যমান রজতবিষয়ক জ্ঞানদ্বয় ভ্রম নহে, তাহা হইলে "ইহা আমার সম্মুখবর্ত্তী" এবং "ইহা রজত" এইরূপ জ্ঞানও ভ্রম হইতে পারে ॥ ৫০৩ ॥

ভ্রমে পুরোবর্ত্তিবিষয়ের এবং রজতের ভেদজ্ঞানাভাবই কারণ ইহা অঙ্গীকার করিলে তোমাকে মীমাংসকগণের শিষ্যই হইতে হয় ॥ ৫০৪ ॥

ভ্রমজ্ঞানে বিশেষণভূত-রজতাদিপদার্থের অসত্তাই হইবে এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র নাই, জলমিশ্রিত-দুগ্ধদর্শনে "ইহা দুগ্ধই" এইরূপ ভ্রমস্থলে বিশেষণীভূত জলের সত্তাই রহিয়াছে, পরন্তু উভয়ের অভেদই সত্তারহিত, তথায় দুগ্ধও আছে; জলও গূঢ়ভাবে আছে ॥ ৫০৫-৫০৬ ॥

যদি অভেদের ন্যায় রজতাদি প্রতিযোগীও না থাকে তাহা হইলে তাহারও অসত্তাই হইয়া থাকে ॥ ৫০৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতঃ সতা সম্বলিতমসচ্চেক্ষ্যং ন সংশয়ঃ।
অধিষ্ঠানস্য চাসত্ত্বং যো বদেন্ন স যুক্তিমান্ ॥ ৫০৮॥
ইদংতাধার-শুক্ত্যাদি যতঃ সর্ব্বত্র চার্থকৃৎ।
রূপ্যাদির্ন তথা তস্মাত্তন্মাত্রমসদীর্য্যতে।
যথাবস্থিতসর্ব্বার্থবাদিভিস্তত্ত্ববাদিভিঃ ॥ ৫০৯ ॥
যদ্গুণো ন প্রমাহেতুর্দোষাভাবশ্চ নেষ্যতে।
অনাপ্ত-তার্কিকোক্তত্বাদাপ্তোক্তত্বং গুণো ন তৎ ॥ ৫১০ ॥
তস্মান্নিত্যৈব বেদাখ্যবিদ্যা বিদ্যাবতাং মতে।
নিত্যায়াঞ্চ কথং দ্বৈতমদ্বৈতং কিল তে প্রিয়ং ॥ ৫১১ ॥
তৎ স্বতস্তেন সর্ব্বত্র প্রামাণ্যং গৃহ্যতে শ্রুতৌ।
পুংদোষ-মূলদোষস্যাভাবাত্তচ্চ ন চাল্যতে ॥ ৫১২ ॥

অতএব বিদ্যমানবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত অবিদ্যমানপদার্থও দোষবশতঃ দৃশ্য হয়, পরন্তু তজ্জন্য অধিষ্ঠান শুক্তিপ্রভৃতির আবশ্যক আছে, অধিষ্ঠানেরও অসত্ত্বা স্বীকারপক্ষে যুক্তি নাই ॥ ৫০৮ ॥

"ইহা রজত" এইরূপ শুক্তিরজত-জ্ঞানস্থলে "ইদং" অর্থাৎ "ইহা" এই পদের বাচ্য শুক্তি সত্য বস্তু উহা চূর্ণপ্রস্তুতরূপ কার্য্যের উপযোগী, পরন্তু রজতই অসৎ, যথার্থবাদী তত্ত্ববাদিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥৫০৯॥

বিষয়ের সত্তাদি রূপ-গুণ অথবা দোষাভাব যেরূপ প্রত্যক্ষের হেতু নহে সেইরূপ অনাপ্ত (অযথার্থবাদী) তার্কিকগণের উক্ত আপ্তোক্তিও বেদপ্রামাণ্যে গুণ নহে ॥ ৫১০ ॥

অতএব পণ্ডিতগণের মতে বেদবিদ্যা অনাদিনিত্যা, তাহাতে দ্বৈধভাব কল্পনার ক্ষমতা নাই, অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষতঃ দ্বৈধকল্পনায় অসমর্থ ॥৫১১॥

বেদপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পুরুষদোষপ্রভৃতি দোষের অভাব-হেতু প্রামাণ্য সুস্থিত হইল ॥ ৫১২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতত্ত্বাবেদকত্বোক্তিরতো বেদে ন শোভতে ।
অতত্ত্বাবেদকস্তস্য গুরুরেবেতি মে মতিঃ ॥ ৫১৩ ॥
অকামঃ কাম্যবিধিনা কুতো বা ন প্রবর্ত্ততে ।
লিঙ্‌লোট্‌তব্যপ্রত্যয়ান্তপদোপেতবিধের্ব্বলাৎ ॥ ৫১৪ ॥
যদীষ্টসাধনং তস্য তন্নেত্যেবা প্রবর্ত্তকং ।
তর্হ্যাবশ্যকমিষ্টস্য হেতুত্বং বোধয়েদ্ধি যৎ ।
তদেব বাক্যং মানং স্যাল্লোটাযুক্তং লটাপি বা ॥ ৫১৫ ॥
যোগে বিধিঃ কুতো বেদে ক্রিয়ান্তরবিধিং বিনা ॥ ৫১৬ ॥

এতাদৃশ বেদশাস্ত্রের কোন ভাগ অতত্ত্বজ্ঞাপক এইরূপ কল্পনাকারীর গুরুই অতত্ত্বজ্ঞাপক ॥ ৫১৩ ॥

সম্প্রতি—বেদের কার্য্যত্ববাদী মীমাংসকগণের মত নিরাকরণ হইতেছে—লিঙ্‌, লোট্‌ ও তব্য প্রত্যয়ান্তপদঘটিত বেদবাক্যসমস্তের প্রবৃত্তিজনক প্রমাণ ইহা মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে—কামনাশূন্যপুরুষ ও লিঙ্‌ প্রভৃতিঘটিত বিধিবাক্য বলে কিজন্য প্রবৃত্ত হয় না? বাক্যবোধ্যফলের ইষ্টতাভাববশতঃ লোক প্রবৃত্ত হয় না; ইষ্টতাজ্ঞান হইলে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ স্বীকার করিলে ইষ্টসাধনতা-বোধকবাক্যই প্রবর্ত্তক, ইহা তোমা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইল; তাহা হইলে যে বাক্য ইষ্টসাধনতা-বোধক তাহা "লট্‌" প্রভৃতি যে কোন প্রত্যয়যুক্তই হউক না—প্রবর্ত্তক হইবেই ইহা সিদ্ধ হইল। ৫১৪-৫১৫ ॥

যাহা কার্য্যবোধক উক্তবাক্যই প্রবর্ত্তক ইহা মীমাংসক মত, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা এই যে—স্বর্গকামীপুরুষ কিজন্য কারীরী (বৃষ্টিজনক) যাগে প্রবৃত্ত হয় না? ৫১৬॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যত্ত্বস্তি স্বর্গহেতুত্বং যাগ এবেতি মন্যসে।
তর্হি সিদ্ধবিধেঃ পৃষ্ঠলগ্নী তব বিধির্হ্যভূৎ ॥ ৫১৭ ॥
অতস্তেনৈব বিধিনা বাক্সর্ব্বামানতাং ব্রজেৎ।
অস্ত্যায়ুরিতিবাক্যঞ্চ নো চেন্মানং ভবেন্ন তে ॥ ৫১৮ ॥
তস্মাদাচার্য্যতরণি সরণিঃ শোভতেতরাং।
যঃ স্বান্ বিতিমিরান্ কুর্বন্ সদা হৃদ্ব্যোম্নি জৃম্ভতে ॥ ৫১৯ ॥
গৃষ্ট্যোর্মিথো বিরোধে হি হত্বৈকামপরাঙ্মুখীং।
বিরোধশান্তিং কঃ কুর্য্যাদ্বিনা ম্লেচ্ছকুমারকান্ ॥ ৫২০ ॥
তৃণপিণ্যাকদানেন কৃত্বার্থাস্তরলালসাং।
ততঃ প্রচ্যাবয়েদেকাং ক্রুদ্ধাপ্যহন্যাধ্বনা ব্রজেৎ ॥ ৫২১ ॥

জ্যোতিষ্টোমযাগ স্বর্গসাধনরূপে সিদ্ধ আছে, কারীরীযাগ সিদ্ধ নহে—এই কথা বলিলে সিদ্ধার্থবোধকবাক্যেরই প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকৃত হইল ॥ ৫১৭ ॥

অতএব সিদ্ধার্থ-বোধক সকলবাক্যই প্রমাণ, অন্যথা "তোমার আয়ুঃ আছে" "তোমার পুত্র জীবিত আছে" ইত্যাদি লিঙ্ লোট প্রভৃতি প্রত্যয়শূন্যবাক্যেরও প্রামাণ্য হইতে পারে না ॥ ৫১৮ ॥

চার্ব্বাকপ্রভৃতি যাবতীয় দুর্ম্মতনিরাসক মধ্বনামক সূর্য্য নিজ ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকার পরিহার সহকারে হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥ ৫১৯ ॥

বেদসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলে একটীকে অতত্ত্ব-জ্ঞাপক অপ্রমাণ বলিয়া অন্যটীকে প্রমাণ বলা অসঙ্গত। ধেনুদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধ উপস্থিত হইলে একটীর বধ করিয়া অন্যের বিরোধ পরিহার ম্লেচ্ছগণ ব্যতীত অন্য কেহই করিতে পারে না ॥ ৫২০ ॥

ধেনুদ্বয়ের তাদৃশ বিরোধস্থলে তৃণপিণ্যাক (তিলকল্ক খোল) প্রভৃতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং শ্রুত্যোর্বিরোধেঽপি যা বাগন্যার্থবর্ত্তিনী ॥
তাং তদর্থপরাং কৃত্বা মোচয়েৎ কলহং তয়োঃ ॥ ৫২২ ॥
অতত্ত্বাবেদিকাত্বেকা তত্ত্বস্যা বেদিকা পরা ।
ইত্যাদ্যুক্তিস্ত্বমানত্বপ্রাপ্ত্যাঽস্তুত্যা জনং শ্রুতেঃ ॥ ৫২৩ ॥
সাদৃশ্যৈক্যে স্থানমত্যোরৈক্যে ব্যাপ্তৈক্যপূর্ব্বকে ।
সাবকাশৈক্যবাগ্‌ভেদবাক্ তু স্বার্থপরায়ণা ॥ ৫২৪ ॥
একাভূতাস্তু কুরব একীভূতৌ নৃপাবিমৌ ।
ঐক্যাদ্দ্বয়স্য ঋভুমানিত্যাদ্যুক্তির্বিচার্য্যতাং ॥ ৫২৫ ॥

আহার্য্য প্রদান করিয়া একটীর চিত্ত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিলেই ক্রুদ্ধা অন্যা ধেনু ও অন্যদিকে চলিয়া যায়, এইরূপ শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধস্থলেও যে শ্রুতি অন্য অর্থের প্রতিপাদক তাহার তাদৃশ অর্থকল্পনা করিয়াই বিরোধ পরিহার করিবে ॥ ৫২১—৫২২ ॥

একটী শ্রুতি অতত্ত্বজ্ঞাপক অপরটী তত্ত্বজ্ঞাপক এইরূপ উক্তি হইতে শ্রুতির অপ্রামাণ্যই উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শ্রুতির প্রাণঘাতস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৫২৩ ॥

সাদৃশ বিষয়ক ঐক্য, স্থান বিষয়ক ঐক্য, বুদ্ধি বিষয়ক ঐক্য, এবং ব্যাপ্তিবিষয়ক ঐক্যে অভেদবচনের অবকাশ রহিয়াছে। পরন্তু ভেদবচনের কুত্রাপি অবকাশ নাই, কেবলমাত্র উহা নিজ অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ৫২৪ ॥

"কুরুগণ একীভূত হইয়াছে" একথা হইতে তাহাদের স্থানৈক্যই প্রতিপাদিত হয়, "নৃপদ্বয় একীভূত হইয়াছে" ইহা বুদ্ধিবিষয়ক ঐক্যের উদাহরণ। "শয়নে, ভ্রমণে, সম্ভাষণে এবং ভোজনে কৃষ্ণ ও আমার ঐক্যবশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যজ্ঞানে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লিঙ্গানুশাসনং যস্মাদেকে মুখ্যান্যকেবলাঃ।
ইত্যাহ ভেদ এবৈক্যং মুখ্যতা বা ততো ভবেৎ ॥ ৫২৬ ॥
যদা তবৈক্যশব্দোঽয়ং ভেদং বক্ত্যাখিলেশিতুঃ।
বক্তি সর্ব্বোত্তমাত্বং বা প্রতিবক্তি কথং ভবান্ ॥ ৫২৭ ॥
এবং নির্গুণবাক্যঞ্চ সামান্যবচনত্বতঃ।
দোষরূপগুণাভাবপরং কর্ত্তুং হি শক্যতে ॥ ৫২৮ ॥
এব সর্ব্বেশ ইত্যাদি বিশেষবচনন্তু যৎ।
অন্যার্থশূন্যং তৎস্বার্থং প্রাণত্যাগেঽপি ন ত্যজেৎ ॥ ৫২৯ ॥

করিয়াছেন" ভাগবতস্থ এই অর্জ্জুনের উক্তিতে শয়নপ্রভৃতিবিষয়ে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যে ঐক্যশব্দ কথিত হইয়াছে, উহা ব্যাপ্তিবিষয়ক ঐক্য-প্রতিপাদক অর্থাৎ একজনের শয়নাদিকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে অন্যেরও ঐ বিষয়ে নিয়তানুসরণ প্রতিপাদক। অতএব এই সকল উক্তি বিচার কর ॥ ৫২৫ ॥

অমরকোষে "এক" শব্দ মুখ্য, অন্য ও কেবল অর্থবাচক, অতএব "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ভেদ পরিত্যাগ না করিয়াও "এক" শব্দ মুখ্য বা অন্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ৫২৬ ॥

যৎকালে এই শ্রুতিগত "এক" শব্দ বিষ্ণুর ভেদ অথবা সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদক হয় তৎকালে ঐক্যবাদিগণের কি যুক্তি আছে ? ৫২৭ ॥

এইরূপ "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতিস্থ নির্গুণপদ ও সামান্যবাচক বলিয়া দোষরূপগুণের (ধর্ম্মের) ই অভাববাচক ॥ ৫২৮ ॥

বিষ্ণুর অনেকগুণ প্রতিপাদক "ইনি সর্ব্বেশ্বর" ইত্যাদি বচন-সমূহ নিরবকাশ অর্থাৎ ইহাদের অন্য অর্থ কল্পনা করা যায় না। শ্রুতির সর্ব্বতোভাবে বিনাশ হইলেও সেই সকল অর্থের বিনাশ অসম্ভব ॥ ৫২৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন হিংস্যাদিতি বাক্যং হি ক্রতোরন্যত্র মান্যতে ।
তদ্বহ্বর্থবিভক্ত্যন্ত সর্ব্বশব্দান্বিতাং শ্রুতিং ॥
শ্রোতাদন্যত্র নয়তা তচ্ছূন্যা কিং ন নীয়তে ॥ ৫৩০ ॥
অতঃ সামান্যতো যত্তু নিষেধবচনং শ্রুতৌ ।
বিশেষবাক্যবিহিতং ন হি তৎ প্রতিষেধতি ॥ ৫৩১ ॥
যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ।
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্ব মুচ্যতে ।
ইতি পাদ্মে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে রুদ্রস্য বাগিয়ং ॥ ৫৩২ ॥
শব্দস্য লব্ধ্বা যোগ্যার্থমযোগ্যার্থো ন মৃগ্যতে ।
দুগ্ধার্থী বুদ্ধিমান্ দোগ্ধি কস্তং বস্তগলস্তনং ॥ ৫৩৩ ॥

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি বচন যেরূপ শ্রুতিবিহিত হিংসার অতিরিক্ত হিংসার নিষেধক যদিও এস্থলে "ভূতানি" এই বহু-বচন এবং "সর্ব্বা" এই সর্ব্বপদদ্বারা নিখিলপ্রাণিরই উপলব্ধি হইতে পারে তথাপি কেবলমাত্র যজ্ঞাতিরিক্ত পশু এইরূপ অর্থই সাবকাশ বলে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বশ্রুতিস্থ বহুবচন বা সর্ব্বশব্দশূন্য কেবলমাত্র নির্গুণশব্দের সাবকাশত্ব কল্পনায় ভয় কি ? ৫৩০ ॥

অতএব সামান্যতঃ সিদ্ধনিষেধবচন বিশেষসিদ্ধ বিধিবাক্যের বাধক হইতে পারে না ॥ ৫৩১ ॥

শাস্ত্রসমূহে জগদীশ্বর বিষ্ণু যে নির্গুণরূপে উক্ত হইয়াছেন, তদ্-বিষয়ে প্রাকৃত হেয়গুণশূন্যত্বরূপ তাৎপর্য্যই জানিতে হইবে ইহা পদ্মপুরাণস্থ ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীশিব বলিয়াছেন ॥ ৫৩২ ॥

দুগ্ধার্থী বুদ্ধিমান্ পুরুষ যেরূপ গোস্তন ব্যতীত অজাগলস্থিত স্তনাকৃতি লম্বমান মাংসদেশের দোহন করে না সেইরূপ শব্দের যোগ্য অর্থলাভ সম্ভবপর হইলে অসার অযোগ্য অর্থের অনুসন্ধান উচিত নহে ॥ ৫৩৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্ধ্যায়াং বন্দতে যোগী সন্ধ্যাং ভোগী তু সুন্দরীম্।
যুগপন্মতিভেদস্তদ্‌ভিন্নয়োরেব নান্যথা ॥ ৫৩৪ ॥
সখায়ৌ সযুজৌ চেতি মতিস্থানভিদে স্ফুটং।
যৎ প্রত্যাহ ততোঽপ্যাহ ভেদবাগ্‌ভেদমেব হি ॥ ৫৩৫ ॥
ঐক্যোক্তেঃ স্ববিরোধিন্যাঃ সখ্য-স্থানৈক্যবাদিনী।
যদ্‌গতী চাহ তদ্বাণী কৃপাণীয়ং বিরোধিনাং ॥ ৫৩৬ ॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নান্যদ্‌ব্রহ্ম ততঃ পরং।
প্রাক্‌সৃষ্টেরপ্সু যঃ শেতে বটপত্রপুটে প্রভুঃ ॥ ৫৩৭ ॥

ঐক্যবাক্যের যে রূপ বুদ্ধিবিষয়ক ঐক্যপ্রভৃতি অর্থ কল্পিত হয় সেইরূপ ভেদবাক্যের বুদ্ধিবিষয়ক ভেদ প্রভৃতি অর্থ কল্পনা করিলেও পুরুষগত ঐক্য সিদ্ধ হয় না।

এক সন্ধ্যাকালেই যোগিগণের সন্ধ্যা-বন্দনে বুদ্ধি এবং ভোগিগণের সুন্দরী রমণে বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এতাদৃশ এককালীন বুদ্ধিভেদও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, পরন্তু একজনের নহে ॥ ৫৩৪ ॥

"দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিবচনান্ত সখি এবং সযুজ এই পদদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে মতিভেদ এবং স্থান-ভেদ নিরাকরণ পূর্ব্বক "দ্বৌ" এই পদ দ্বারা স্বরূপ-ভেদ স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৫৩৫ ॥

এই শ্রুতি "সখায়ৌ" ও "সযুজৌ" এই পদদ্বয়দ্বারা স্ববিরোধী ঐক্য বাক্যসমূহের স্থানগত ঐক্য ও বুদ্ধিগত ঐক্যরূপ অর্থান্তরকল্পনা করিয়া পুনঃ ভেদেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে, অতএব ইহা বিরোধিগণের নিরাকরণে অসি সদৃশ ॥ ৫৩৬ ॥

সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ যে ভগবান্ নারায়ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়জলে বটপত্র মধ্যে শয়ন করেন, তিনিই পরমব্রহ্ম তদতিরিক্ত পরমব্রহ্ম নাই ॥ ৫৩৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বন্ধকীভূতসত্ত্বাদি-দুর্গুণানাং বিবর্জ্জনাৎ ।
স এব নির্গুণং ব্রহ্মেত্যুক্তঃ সদ্‌গুণবৃংহিতঃ ॥ ৫৩৮ ॥
তন্মুকুন্দাভিধং ব্রহ্ম বেদাখ্যব্রহ্মবর্ণিতং ।
ব্রাহ্মণানাং পরং দৈবং ব্রহ্মসূত্রপ্রকাশিতং ॥ ৫৩৯ ॥
সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবং ।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদং ॥ ৫৪০ ॥
বিশ্বতঃ পরমাং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিং ।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ৫৪১ ॥
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং ।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ॥ ৫৪২ ॥

সেই নারায়ণই সংসারবন্ধক সত্ত্বাদিগুণত্রয়শূন্য বলিয়াই অনন্তগুণ-পূর্ণ হইলেও নির্গুণরূপে কথিত ॥ ৫৩৮ ॥

সেই মুকুন্দসংজ্ঞক পরমব্রহ্মই সকল বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণগণের পরম দেবতা এবং ব্রহ্মসূত্রেও তিনিই প্রকাশিত ॥ ৫৩৯ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু সহস্রমস্তকাদি অঙ্গবিশিষ্ট সর্ব্বত্রদৃষ্টিসম্পন্ন, সকলের সুখ-সাধক নিখিলজগতে পরিব্যাপ্ত, গুণাশ্রয়, বিনাশশূন্য এবং সর্ব্বোত্তম ॥৫৪০॥

তিনি নিখিলজগতে উত্তমবস্তু অকার-প্রতিপাদ্য নারায়ণ এবং হরি প্রভৃতি শব্দবাচ্য, তিনিই বিশ্বব্যাপকত্ব, বিশ্বকর্ত্তৃত্ব, ও বিশ্বরক্ষণ হেতু বিশ্বশব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকেন, উক্ত পুরুষের অনুসরণেই জগৎ জীবিত রহিয়াছে ॥ ৫৪১ ॥

তিনি নিখিল বিশ্বপতি স্বতন্ত্র, সর্ব্বদা একরূপ বিশিষ্ট পরমমঙ্গলময়, অবিনশ্বর; মহাপুরুষরূপে জ্ঞেয়, সর্ব্বব্যাপী, এবং মুখ্য আশ্রয়স্বরূপ ॥৫৪২॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নারায়ণপরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ
নারায়ণং পরংব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং ॥ ৫৪৩ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণস্থিতঃ ॥ ৫৪৪ ॥
ইতি স্পষ্টা হ্যুপনিষৎ পরং ব্রহ্মাহ তং প্রভুং ॥ ৫৪৫ ॥
বিশ্বতঃ পরমত্বঞ্চ বিশ্বশম্ভূমিতাং তথা।
বিশ্বোপজীব্যতামাত্মেশ্বরতাক্ষরতে তথা ॥ ৫৪৬ ॥
শাশ্বতত্বাচ্যুতত্বে চ মহাজ্ঞেয়ত্বমেব চ।
অন্তর্ব্বাহশ্চ বিশ্বস্য ব্যাপ্তত্বং চাপ্যনন্ততাং ॥ ৫৪৭ ॥
ব্রহ্মধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্ যস্মিন্নারায়ণে শ্রুতিঃ।
সহস্রশীর্ষ্ণি পুরুষে তন্নাম্নৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৫৪৮ ॥
আম্নাতে সংকলয্যাহ মহাতাৎপর্য্যপূর্ব্বকং।
স এব হি পরংব্রহ্ম ব্রহ্মলক্ষণ-বেদিনাং ॥ ৫৪৯ ॥

নারায়ণ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বস্বামী, পরমব্রহ্ম, পরতত্ত্ব এবং সর্ব্বোত্তম ॥ ৫৪৩ ॥

ইহলোকে যে কোনরূপ বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তাদৃশ চরাচরাত্মক সর্ব্ব-জগতের অন্তর এবং বহির্দ্দেশ ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত ॥৫৪৪॥

এই রূপ ঋক্‌সংহিতান্থিত নারায়ণ উপনিষদের বচনসকল নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম ও প্রভুরূপে প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৫৪৫ ॥

এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, সর্ব্বসুখসাধনত্ব, সর্ব্বজীবনপ্রদত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, অক্ষরত্ব, শাশ্বতত্ব, অচ্যুতত্ব, মহত্ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব, অন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্তত্ব, অনন্তত্ব এবং পরব্রহ্মত্বাদি মহাবিষ্ণুধর্ম্মসকল সহস্রশীর্ষাদিবিশিষ্ট নারায়ণে হরিনারায়ণাদি প্রসিদ্ধ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিতেছেন ॥ ৫৪৬-৫৪৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পরং তত্ত্বং পরং পদং।
পরমাত্মেতি চ ব্রহ্ম নাম্না নারায়ণং প্রভুং ॥ ৫৫০ ॥
উদ্দিশ্য পৌনঃপুন্যেন ব্রহ্মণো লক্ষণানি চ।
সর্ব্বাণ্যুক্তে্বাত্তরগ্রন্থে পরীক্ষা চ যতঃ কৃতা।
শ্রুত্যালক্ষণশাস্ত্রস্য মর্য্যাদামনুস্মৃত্য হি ॥ ৫৫১ ॥
শৃঙ্গগ্রাহিতয়া তস্য হৃদ্‌গুহায়াং প্রদর্শনাৎ।
উক্তলক্ষণপূর্ণস্য পরমাত্মাভিধস্য চ ॥ ৫৫২ ॥
রাজা রাজসু মুখ্যো হি মহারাজ ইতীর্য্যতে।
আত্মাহন্যাত্মসু মুখ্যশ্চ পরমাত্মা তথা প্রভুঃ ॥ ৫৫৩ ॥
যস্তু প্রস্তাবিতঃ পূর্ব্বমাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
পরমাত্মেতি চাত্রোক্তঃ স এব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫৪ ॥

শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত নামসমূহপ্রতিপাদ্য বিষ্ণুর পরমব্রহ্মত্বাদি বলিতেছেন অতএব ব্রহ্মলক্ষণজ্ঞ পুরুষগণের নিকট সেই গুণপূর্ণবস্তুই ব্রহ্ম ॥ ৫৪৯ ॥

শ্রুতি নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া পরব্রহ্ম পরজ্যোতিঃ পরতত্ত্ব, পরপদ পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ এবং তৎসমুদয়দ্বারা ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদন পূর্ব্বক উত্তরগ্রন্থে লক্ষণশাস্ত্রের রীতি অনুসরণে পরীক্ষা করিতেছেন ॥৫৫০-৫১

শৃঙ্গগ্রাহিন্যায়ানুসারে শ্রুতি তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করিয়া এবং লক্ষণ সকলও স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করিয়া সর্ব্বপুরুষহৃদয়গতত্ব নির্দ্ধারণ করেন। (শৃঙ্গগ্রাহিন্যায়—যেরূপ কোন ব্যক্তি "গরু কাহাকে বলে" এইরূপ প্রশ্ন করিলে উত্তরদাতা সাক্ষাদ্‌ভাবে গরুর শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক বলেন যে—"ইহার নাম গরু" সেইরূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন বস্তুর নির্দ্দেশ-প্রণালীই শৃঙ্গগ্রাহিন্যায় নামে কথিত হয়) ॥ ৫৫২ ॥

যেরূপ লোকমধ্যে যিনি সকল রাজার উত্তম তিনিই মহারাজপদবাচ্য সেইরূপ সকলাত্মার মধ্যে যিনি মুখ্য তিনিই পরমাত্মা নামে কথিত হ'ন ॥৫৫৩॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎ স ব্রহ্মেতি বাক্‌তত্তদভিধামাহ নাহভিদাং ।
মহেশ্বর-শিবশ্রুত্যোঃ পৌনরুক্ত্যভয়াদপি ॥ ৫৫৫ ॥
প্রাগুক্তার্থোপসংহর্ত্রী মহেশ্বরমহীশ্বরে ।
শয়ানমাহ তস্যৈক্যে কস্যাসৌ স্যান্মহেশ্বরঃ ॥ ৫৫৬ ॥
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ।
ইত্যৈক্যোক্তেঃ পরঞ্চান্যা গতিমাহ ততোহপি ন ॥ ৫৫৭ ॥
যদ্বিশ্বং পুরুষাখ্যং তমুপজীবতি তৎসদা ।
বিশ্বং পুরুষইত্যুক্তং যত্তদোর্নিত্যযোগতঃ ॥ ৫৫৮ ॥

শ্রুতিতে পূর্ব্বে আত্মানারায়ণ এইরূপ প্রস্তাব করিয়া উত্তরস্থলে পরমাত্মা এইরূপ বলায় তিনিই সর্ব্বোত্তম ইহা অবগত হওয়া যায় ॥৫৫৪॥

এই হেতু—"স ব্রহ্মা স হরিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বিষ্ণুর তত্তৎশব্দবাচ্যত্বই প্রতিপাদিত করিতেছেন পরন্তু অভেদ প্রতিপাদন করেন নাই, অভেদ প্রতিপাদকত্ব বলিলে "স শিবঃ" "স মহেশ্বরঃ" এই পদদ্বয়দ্বারা বারদ্বয় অভেদ প্রতিপাদন-হেতু পুনরুক্তি দোষ হয় ॥ ৫৫৫ ॥

প্রাগুক্ত সর্ব্ববিষয়ের উপসংহার পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রতিপাদিকাশ্রুতি মহেশ্বর শব্দদ্বারাও বিষ্ণুকেই প্রতিপন্ন করিতেছেন। সর্ব্ববিষয়ক অভেদ বলিলে সমস্তের একরূপ নিবন্ধন ও অন্যপদার্থের অভাব-হেতু মহেশ্বরত্ব উপপন্ন হয় না ॥ ৫৫৬ ॥

"বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে ঐক্য প্রস্তাব করিয়া "তদ্‌ বিশ্ব-মুপজীবতি" এই বাক্যে বিশ্বের উপজীব্য বলিয়া বিশ্বের সহিত অভিন্ন এইরূপ অর্থদ্বারা ঐক্যের গতি নির্দ্দেশ করায় শ্রুতির অভেদবিষয়ে তাৎপর্য্য নাই জানা যায় ॥ ৫৫৭ ॥

যে হেতু বিশ্ব অর্থাৎ জগৎ পুরুষসংজ্ঞক বিষ্ণুর আশ্রয়েই জীবিত রহিয়াছে সেই হেতুই পুরুষের সহিত বিশ্বের অভেদ বলা হইয়াছে ॥৫৫৮॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুত্যর্থমিত্থমেবাহুঃ পুংক্লৈব্যাদ্যে তু বিভ্যতি।
কশ্চিচ্ছন্দ্যাচ্ছ্রুতি-সৌন্দর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যং চরণদ্বয়ে ॥ ৫৫৯ ॥
অতঃ শ্রুত্যর্থমীমাংসা নিপুণানাং বিবেকিনাং।
মতে নারায়ণো দেবঃ পরংব্রহ্ম ন চাপরঃ ॥
ইতি নির্ণীয়তে নো চেৎ শ্রুতিরেষা প্রকুপ্যতি ॥ ৫৬০ ॥
দেবানামবমোহগ্নির্বৈ বিষ্ণুস্তু পরমঃ প্রভুঃ।
তদন্তরেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বা অন্যাস্তু দেবতাঃ ॥ ৫৬১ ॥
ঋগ্‌বেদ ব্রাহ্মণং হ্যাদাবেবং তরতমত্বতঃ।
দেবান্ সর্ব্বান্ বিবিচ্যোক্ত্বা বিষ্ণোঃ পরমতাং জগৌ ॥ ৫৬২ ॥

"যৎ" ও তৎ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপেই বক্তব্য অন্যথা "বিশ্বং পুরুষঃ" "তদ্ বিশ্বং" এইরূপ নপুংসক এবং পুংলিঙ্গপদসমূহের একত্র অন্বয় হইতে পারেনা, ভিন্নলিঙ্গ পদপ্রয়োগদ্বারা ভেদই অবগত হওয়া যায়, আপাতপ্রতীতি-অনুসারেই কেবল অভেদ লাভ হয়, এ বিষয়ে শ্রুতিরমণীর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদনরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া ভেদরূপ একার্থ প্রতিপাদনদ্বারা সৌন্দর্য্যরক্ষাই উচিত, পরন্তু সৌন্দর্য্য বিনাশ করা সঙ্গত নহে ॥ ৫৫৯ ॥

অতএব বেদার্থবিচারনিপুণ বিবেকিগণের সিদ্ধান্তানুসারে নারায়ণই পরম ব্রহ্মরূপে নির্ণীত হইয়া থাকেন, অন্যথা পূর্ব্বোক্তা শ্রুতি কুপিতা হইয়া থাকেন ॥ ৫৬০ ॥

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরা অন্যাদেবতাঃ" এই ঋগ্‌বেদ-ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব অন্য-দেবগণের মধ্যমত্ব এবং অগ্নির অধমত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৫৬১-৫৬২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাত্তু পরমং বস্তু ন কিঞ্চিদপি শংসতি।
এতে প্রধানা দেবেষু তেষ্বপ্যেষ ক্রমঃ কিল ॥ ৫৬৩ ॥
অতো বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রুতিমতাদভূৎ।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম ন শ্রৌতমিতি চাপ্যভূৎ ॥
বেদব্যাখ্যানরূপং যদ্ ব্রুবন্তি ব্রাহ্মণং বুধাঃ ॥ ৫৬৪ ॥
উক্তার্থস্য সমস্তস্য প্রমাণেন প্রসিদ্ধতাং।
বৈ-শব্দেনাহ তদ্বক্তি সর্ব্বমানৈশ্চ সিদ্ধতাং ॥ ৫৬৫ ॥
শ্রুত্যা স্মৃত্যানুমানেন প্রত্যক্ষেণ চ যোগিনাং।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্বং হি সিদ্ধমিত্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥ ৫৬৬ ॥
অতস্ত্রিদেবতৈক্যং স্যান্ন পুরাণশতৈরপি।
বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদিতি যৎসূত্রশাসনং ॥ ৫৬৭ ॥

অতএব বিষ্ণু অপেক্ষা উত্তম বস্তু কিছুই নাই, সর্ব্বপ্রধান দেবগণের মধ্যেও এই ক্রম পূজনীয় ॥ ৫৬৩ ॥

এইরূপ সমস্ত শ্রুতির সিদ্ধান্তদ্বারা বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম এবং অন্য দেবগণ অধম এইরূপ ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগ বেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণভাগে উক্তবিষয়ই বেদতাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য ॥ ৫৬৪ ॥

শ্রুতি স্বীয় উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য "অগ্নির্বৈ" ইত্যাদি স্থলে "বৈ" শব্দ উল্লেখ করেন। "বৈ" শব্দ বাক্যার্থের সর্ব্ব-প্রমাণ সিদ্ধত্ব জ্ঞাপক ॥৫৬৫

শ্রুতি, স্মৃতি, অনুমান ও যোগিগণের প্রত্যক্ষদ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাই শ্রুতি "বৈ" শব্দ দ্বারা বলিয়াছেন ॥ ৫৬৬ ॥

অতএব শত পুরাণকর্তৃকও বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের একত্ব বলিবার সামর্থ্য নাই; শ্রুতিবিরোধ হইলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্ণীত হয় ইহাই জৈমিনিও বলিয়াছেন ॥ ৫৬৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যত্তালক্ষ্ম্যাদিভৃগ্বংতা দেবা দেব্যশ্চ মধ্যগাঃ।
তত্তাঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ শক্ত-দেবতোক্ত্যা শ্রুতির্জগৌ ॥ ৫৬৮ ॥
নান্বশ্নুবন্তি তে বিষ্ণোমহিত্বমিতরে ত্বিতি।
যতঃ শ্রুতিরতোপ্যৈক্যং তেন নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৫৬৯ ॥
জাতো বা জায়মানো বা বিষ্ণো কশ্চিৎ পুমাংস্তব।
মহিম্নোহন্তং পরং নাপেত্যাহ কাচিচ্ছ তিঃ প্রভুং ॥ ৫৭০ ॥
তস্মান্নিত্যোহস্য মহিমা ন কদাপি নিবর্ত্ততে।
সত্যঃ সোহস্য মহিমেত্যুক্তেশ্চ ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫৭১ ॥
অতস্তন্নির্গুণত্বন্তু নাস্য স্যাদ্ধি কদাচন।
তস্মাৎত্রিগুণশূন্যত্বান্নির্গুণোপ্যয়মেব হি ॥ ৫৭২ ॥

অগ্নিব্যতীত অন্য সকল দেবতা দেবী এবং ঋষিবাচক সামান্য দেবতা শব্দদ্বারা সকলের গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যমত্ব নির্ণয়হেতু বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৫৬৮ ॥

"হে বিষ্ণো ! অন্যে আপনার মহিমা লাভে সমর্থ হয়না এই শ্রুতি-বাক্যে ঐক্য নিরাকরণ-হেতু বিষ্ণুর নিকট হইতে সকলের ভেদই অবগত হওয়া যায় ॥ ৫৬৯ ॥

"হে বিষ্ণো ! ভূত এবং ভবিষ্যৎ কোনপুরুষই তোমার মহিমার পার লাভ করিতে সমর্থ নহে" এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন ॥৫৭০॥

অতএব বিষ্ণুর নিত্য মহিমা কদাপি নিবৃত্ত হয় না, "সত্যঃ সোহস্য মহিমা" এই শ্রুতিবল-হেতুও বিষ্ণুর মহিমার মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন করা যায় না ॥ ৫৭১ ॥

অতএব তুমি যে যাবতীয় গুণাভাবকে নির্গুণত্ব বলিয়াছ তাহা বিষ্ণুর পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। পরন্তু সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণরাহিত্যবশতঃই শ্রুতিসমূহে বিষ্ণু নির্গুণরূপে কথিত হইয়াছেন ॥ ৫৭২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মায়ং গুণপূর্ণত্বাৎ পরমশ্চোত্তম স্বতঃ।
তন্নির্গুণঞ্চ পরমং ব্রহ্ম নারায়ণঃ সদা ॥ ৫৭৩ ॥
ন চ তদ্‌গুণমিথ্যাত্বান্নির্গুণাঽবসরস্তব।
নিত্যস্য ব্রহ্মবন্মিথ্যাত্বস্যৈবানুপপত্তিতঃ ॥ ৫৭৪ ॥
সত্যঃ সোঽস্য মহিমেত্যাহ তৎ সত্যতাঞ্চ বাক্‌।
অতস্ত্বন্নির্গুণোক্তিশ্চ ত্রিগুণানাং বিমোচিকা ॥ ৫৭৫ ॥
নিত্যঃ সত্যশ্চ মহিমা কথং তদ্‌গ্রাসতামিয়াৎ ॥ ৫৭৬ ॥
নঞা পরশুনা ছিন্নে পদে ত্বাং নানুযাতি সা।
গুণসত্যত্ব-নিত্যত্ব-কারুত্তেজিতমূর্ত্তিনা ॥ ৫৭৭ ॥
এবঞ্চানির্গুণত্বার্থা যত্তে নির্গুণতাং ক্ষিপেৎ।
অতস্তদ্‌গুণমিথ্যাত্ব সাধকঞ্চ ন কিঞ্চন ॥ ৫৭৮ ॥

অতএব নারায়ণ গুণ-পূর্ণ বলিয়া "ব্রহ্ম" উত্তমত্ব হেতু "পরম" এবং ত্রিগুণ-শূন্য বলিয়া "নির্গুণ" নামে শ্রুতিতে সর্ব্বদা উক্ত হইয়াছেন ॥৫৭৩॥

বিষ্ণুর ন্যায় নিত্যভূত তদীয় গুণসকলেরও মিথ্যাত্ব অসম্ভব বলিয়া তোমার সম্মত নির্গুণত্বের কোথায়ও অবকাশ নাই ॥ ৫৭৪ ॥

যেহেতু শ্রুতি তাঁহার নিত্য মহিমা বর্ণন করিয়াছেন সেই জন্য তোমার নির্গুণবাদ ত্রিগুণ মোচনমাত্রই করিয়া থাকে ॥ ৫৭৫ ॥

নিত্যভূত ও সত্যভূত বিষ্ণুর মহিমা নির্গুণ শ্রুতির গ্রাস-যোগ্য হইতে পারে না ॥ ৫৭৬ ॥

গুণসমূহের সত্যত্ব ও নিত্যস্বরূপ সূত্রধার "নঞ্" রূপ খড়্গ দ্বারা "অনির্গুণ" এই পদের ছেদন করিয়া শ্রুতিকে তোমার নিকট হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক গুণমার্গে প্রেরণ করিতেছে ॥ ৫৭৭ ॥

এইরূপে শ্রুতি অনির্গুণত্ব অর্থ প্রতিপাদিকা হইয়া তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদ্দুক্তগুণসত্যত্বনিত্যত্বে নৌপচারিকে ॥ ৫৭৯ ॥

নেহ নানেত্যাদিবাক্যমপি তস্মান্ন তান্ ক্ষিপেৎ।
নিত্যসত্যং পরংব্রহ্ম কিং শূন্যত্বশ্রুতিঃ ক্ষিপেৎ॥ ৫৮০ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মণি তদ্বাক্যং নানাভূতং নিষেধতি ॥ ৫৮১ ॥

অভিন্নস্বগুণস্তোম মন্বজানাদ্ধি সাস্ফুটং।
ন চেদ্ব্রহ্মণি জীবৈক্যমপি শক্যমপোহিতুং ॥ ৫৮২ ॥

অভিন্নধর্ম্মধর্ম্মিত্বমপি শক্যং তবৈক্যবৎ।
একশেষোঽপি তদ্বন্ন লোকমর্য্যাদয়াপি ন ॥ ৫৮৩ ॥

নিগু'ণত্বের নিরাকরণ করিতেছেন, অতএব গুণসকলের মিথ্যাত্বসাধক প্রমাণ কিছুই নাই ॥ ৫৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত গুণগতসত্যত্ব ও নিত্যত্ব ঔপচারিক বলিতে পার না ॥৫৭৯॥

এই রীতি অনুসারে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্য ও গুণের নিরাকরণে সমর্থ নহে, নিত্য ও সত্য পরম ব্রহ্ম শূন্যপ্রতিপাদক শ্রুতি-দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারেন না ॥ ৫৮০ ॥

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু নাই অর্থাৎ তাঁহার সহিত তদীয় জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি গুণ ও বিগ্রহের অভেদ বর্ত্তমান ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৫৮১ ॥

উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মের অভিন্ন স্বগুণসমূহের নিষেধ করে নাই, যদি তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম এই শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে জীবের সহিত তাঁগার ঐক্যরূপ (তোমার অভিমত) ধর্ম্ম ও নিষিদ্ধই হইয়া থাকে ॥ ৫৮২ ॥

ব্রহ্মের সহিত তদীয় গুণসমূহের অভেদ অঙ্গীকার করিলে ধর্ম্ম (গুণসমূহ) এবং ধর্ম্মী (ব্রহ্ম) উভয়ের অভিন্নভাব-হেতু একশেষ দোষ হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু তোমার মতেও তাহা হইলে জীবের ঐক্য ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকারে একশেষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্য্যায়শব্দাবাচ্যত্বাদজ্ঞাতত্বাদ্বিবাদতঃ।
ঐক্যং ন ব্রহ্মমাত্রং তে গুণ্যভিন্নগুণস্তথা ॥ ৫৮৪ ॥
তচ্চ ব্রহ্মণি সামর্থ্যবিশেষাদ্‌ঘটতে মম।
তব তূক্তৈক্যবাদেস্মিন্নির্বিশেষমতং গতং ॥ ৫৮৫ ॥

দোষ হইতে পারে, লোকব্যবহার অনুসারেও কোন দোষ হইতে পারে না, যেহেতু—ঘট ও তদীয় রূপের অভেদসত্ত্বেও "ঘট" এবং "ঘটের রূপ" এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে, (একশেষ দোষ—যদি ব্রহ্ম ও তদীয় গুণ অভিন্নই হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ এইরূপ পৃথক্ ব্যবহার সঙ্গত হয় না, পরন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্ম এইরূপ ব্যবহার অথবা ব্রহ্মগুণ এইরূপ ব্যবহার অর্থাৎ দুইটীর মধ্যে কেবল এক'টীরই সত্তা সম্ভব হয়—এইরূপ আশঙ্কা) ॥ ৫৮৩ ॥

জীবের ঐক্য ব্রহ্মের স্বরূপভূত, পরন্তু ধর্ম্ম নহে—এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু ঐক্য ব্রহ্মের স্বরূপভূত হইলে ব্রহ্মের পর্য্যায়বাচক শব্দই হইত, "ঘট কলস" প্রভৃতি পর্য্যায় ব্যবহারের ন্যায় "জীবৈক্য ব্রহ্ম" এইরূপ পর্য্যায় ব্যবহার নাই। জীবৈক্য ও ব্রহ্মের অভেদ হইলে ব্রহ্মের ন্যায় জীবৈক্যও শ্রুতিপ্রভৃতিদ্বারা জানা যাইত, পরন্তু তাদৃশ অবগতিও নাই। বিবাদ-হেতুও তাদৃশ অভেদ সঙ্গত নহে ব্রহ্ম সর্ব্ববাদি-সম্মত, পরন্তু জীবৈক্য সর্ব্বসম্মত নহে। অতএব জীবৈক্যকে ব্রহ্মের অভিন্ন স্বরূপ বা অভিন্ন গুণ বলিতে পার না ॥ ৫৮৪ ॥

আমার মতে ব্রহ্ম ও তদীয় গুণসমূহের অভেদসত্ত্বেও ভিন্ন ব্যবহার সঙ্গত হয়, যেহেতু—অভেদস্থলেও ভেদব্যবহারের জন্য বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকি, পরন্তু তোমার নির্ব্বিশেষবাদে বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া জীবৈক্য ব্রহ্মকে অভিন্ন স্বীকার এবং তাহাদের ভেদব্যবহার কোনরূপেই হইতে পারে না ॥ ৫৮৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন বিদ্যতে বিশেষস্তু যস্মাদিত্যখিলেশতাং।
নির্ব্বিশেষশ্রুতিস্তস্মাৎ প্রাহাস্মাকং তবাপি চ ॥ ৫৮৬ ॥
ব্যবহারাদনুগতাৎ সর্ব্বত্রানুগতা সদা।
জাতিশ্চৈকাখিলার্থেষু সত্তাখ্যাবর্ত্ততে কিল ॥ ৫৮৭ ॥
ইতি ব্রবীতি কোঽপ্যজ্ঞঃ স প্রষ্টব্যো বিবেকিভিঃ।
ব্যবহারানুগমনং নাম তস্যৈকতা কিমু ॥ ৫৮৮ ॥
উত তস্যৈক-ধর্ম্মেণাবচ্ছিন্নত্বমুদীর্য্যতে।
একাকারত্বমথবা বক্তব্যং নাপরং হি তৎ ॥ ৫৮৯ ॥
নাদ্যঃ প্রযোজকা সিদ্ধের্ব্বাদিনোরুভয়োরপি।
প্রতিবাদিমতা সিদ্ধের্দ্বিতীয়োঽপি ন শোভতে ॥ ৫৯০ ॥

আমাদের মতে বিশেষপদার্থ স্বীকার সত্ত্বেও "নির্বিশেষোঽক্ষরঃ শুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয় না। যেহেতু আমরা—"বিশেষ নাই যাহা হইতে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসদ্বারা নির্ব্বিশেষশব্দে তাঁহার অপেক্ষা উত্তমের নিষেধই অঙ্গীকার করিয়াছি ॥ ৫৮৬ ॥

তার্কিকগণ বলেন—সমস্তঘটের মধ্যে ঘটত্ব নামে একটী জাতি বর্ত্তমান আছে—পরন্তু ঘট এবং ঐ ঘটত্ব জাতি অভিন্ন নহে, যদি জাতি এবং ঘট এক হয় তাহা হইলে সমস্ত ঘটই এক হইতে পারে, অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পৃথক্ বস্তু এক নহে। সম্প্রতি তাহাদের এই মত দূষিত হইতেছে, তার্কিকগণ বলেন যে—"ঘট আছে" এইরূপ একবিধ ব্যবহার সমস্ত ঘটেই হইয়া থাকে বলিয়া সত্তা নামক জাতি সর্ব্বত্রই এক ॥ ৫৮৭ ॥

সম্প্রতি তাদৃশ অজ্ঞগণের নিকট বিবেকিগণের প্রশ্ন এই যে—তুমি যে সর্ব্বত্র একবিধ অস্তিত্ব ব্যবহার বলিতেছ, ঐ অনুগত ধর্ম্মটী অভেদ অথবা একধর্ম্ম বিশিষ্ট অথবা একরূপ আকার বিশিষ্ট, এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশের অতিরিক্ত কিছুই বলিতে পার না ॥ ৫৮৮—৫৮৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপ্রযোজকতাদোষস্তৃতীয়ং পক্ষমাক্ষিপেৎ।
নানাসমান-ব্যবহারেণ ধর্ম্মোঽপি তাদৃশঃ॥ ৫৯১॥
সিদ্ধেৎ পরং তস্য সর্ব্বত্রৈকতা কিং কৃতা বদ।
যক্ষানুরূপো হি বলিঃ প্রাচাং বাচমনুস্মর॥ ৫৯২॥
অখণ্ডজাতেরেকৈকো যদ্যংশো ব্যক্তিষূচ্যতে।
ঘটাস্তর্হি ঘটাংশাঃ স্যুর্ঘটস্তু স্যান্ন কশ্চন॥ ৫৯৩॥
সম্পূর্ণপটতাশূন্য পটাংশেষ্বংশধীরিব।
সম্পূর্ণজাত্যনাধারে স্যাদংশত্বপ্রমাপরং॥ ৫৯৪॥
আকাশাংশেষু চাকাশশব্দোক্তিরুপচারতঃ।
অবকাশপ্রদত্বাখ্য-যোগসম্ভবতোপি বা॥ ৫৯৫॥

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারের অভেদবাদী প্রতিবাদী উভয়েরই অসম্মত, দ্বিতীয় পক্ষ আমাদের মতে সিদ্ধ, তৃতীয় পক্ষ অপ্রয়োজক, একাকার অনেকব্যবহারহেতু একবিধ অনেক ধর্ম্মই সিদ্ধ হয়, একধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না॥ ৫৯০-৫৯১॥

অনেকব্যবহারসিদ্ধধর্ম্মসকলের অনেকত্ব ব্যতীত একত্ব সিদ্ধ হয় না, যক্ষগণের যাদৃশ আকার তদুপযোগী বলি (আহার্য্য উপহার) দানই কর্ত্তব্য ইহাই প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন॥ ৫৯২॥

ঘটত্বরূপ অখণ্ডজাতির এক একটী অংশ এক একটী ঘটে বর্ত্তমান আছে এরূপ অঙ্গীকার করিলে—ঘটত্বরূপ জাতির এক অংশ মাত্র একটী ঘটে থাকায় ঐ ঘটটীও অংশস্বরূপই হইতে পারে, পূর্ণ ঘট হইতে পারে না॥ ৫৯৩॥

সম্পূর্ণ পটত্বরহিত খণ্ডপটে যেরূপ পটাংশ বুদ্ধি হয় এইরূপ সম্পূর্ণ জাতিরহিতবস্তুতেও অংশবুদ্ধিই হইতে পারে॥ ৫৯৪॥

যদিও আকাশের অংশমাত্রেও আকাশশব্দ ব্যবহার দেখা যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনেকব্যঞ্জকব্যঙ্গ্যা যথৈকা জাতিরুচ্যতে।
তথাঽনেক-ঘটত্বেভ্যো বাগেকৈব প্রবর্ত্ততাং ॥ ৫৯৬ ॥
শব্দৈক্যঞ্চ ন তে পক্ষে ততস্তত্রাপি চৈকতাং।
স্বনিয়ন্তুর্নিয়ম্যোঽসৌ ন সহেতেতি মে মতিঃ ॥ ৫৯৭ ॥
কারণত্বান্যনেকানি তত্র তত্র তবাপি চ।
তদবচ্ছেদকস্যাপি কথং ন স্যাদনেকতা ॥
যো গুরূণাং গুরুস্তস্য গুরুতৈব হি শোভতে ॥ ৫৯৮ ॥
ব্যঞ্জকানুগতোক্তিশ্চ জাতিষ্বনুগতৈকবাক্।
ন কিলৈকেন নিয়তা মধ্যে যন্ত্রে কতাকুতঃ ॥ ৫৯৯ ॥
প্রলয়ে সর্ব্বদেশে চ জাতির্নিত্যাস্তি চেত্তদা।
ব্যক্ত্যা নাযুতসিদ্ধা সা যাবশ্চং নাপরাশ্রয়া ॥ ৬০০ ॥

তাহা হইলেও অবকাশ দানরূপ ধর্ম্মবশতঃ অথবা উপচারমাত্রেই ঐরূপ ব্যবহার হয় ॥ ৫৯৫ ॥

তুমি জাতিব্যঞ্জক অনেক ধর্ম্মদ্বারা একটী মাত্রই জাতি বর্ত্তমান একথা যেরূপ বলিয়া থাক, সেইরূপ অনেক ঘটত্বরূপ নিমিত্ত হইতেও একরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হউক ॥ ৫৯৬ ॥

তুমি জাতির ঐক্য অঙ্গীকার করিয়াও জাতিব্যঙ্গ্য শব্দসকলের একত্ব স্বীকার কর না, এইরূপ নিয়ম্যশব্দ ও নিয়ামিকা জাতির একত্ব সহ্য করিতে পারে না, ইহাই আমার বুদ্ধি ॥ ৫৯৭ ॥

অনেক কার্য্যের কারণ ও বহু বর্ত্তমান, কারণ অনেক হইলে কারণবৃত্তিধর্ম্ম এক হইতে পারে না। লোকে গুরুর গুরু পরমগুরুই হইয়া থাকেন, পরন্তু মূঢ় হ'ন না ॥ ৫৯৮ ॥

জাতিব্যঞ্জক উক্তি অনেক, জাত্যুক্তিও অনেক, উভয়ের অনেকত্ব অবস্থায় জাতির একত্ব কিরূপে হইতে পারে? ৫৯৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভাবেষু ন কিঞ্চিত্তে বিশেষেযু ন কিঞ্চন।
একং নিয়ামকং তস্মাত্ততোঽন্যত্রাপি তদ্বৃথা ॥ ৬০১ ॥
বহুকৃৎবহুতাব্যাপ্তস্তচ্ছূন্যো যাচতে হি তাং।
একঃ কুঠারো যৎকার্য্য লক্ষে ব্যাপারলক্ষবান্ ॥ ৬০২ ॥
তস্মাদনেককার্য্যেষু কস্মাদেকো বিমৃগ্যতে।
তত্তদ্বাক্যান্বয়ী সোঽপি তত্তৎকর্ত্তা যতোঽন্ততঃ ॥ ৬০৩ ॥
অতো ধর্ম্মস্য ধর্ম্মৈক্যং ধর্ম্মিণাঞ্চৈকতা ভবেৎ।
ইত্যাদিদোষৈর্দুষ্যং ন পোষ্যমেবাখিলৈর্বুধৈঃ ॥ ৬০৪ ॥

তার্কিকগণ অযুতসিদ্ধপদার্থদ্বয়ের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। উক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটী নিত্য ও অন্যটী অনিত্য, তন্মধ্যে অনিত্যের নাশ হইলে নিত্য পদার্থটী অন্যত্র অবস্থান করে ইহাই তাহাদের মত। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে—প্রলয়কালে যদি সর্ব্বত্র নিত্যা জাতি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে জাতির আশ্রয় সর্ব্বপদার্থের অভাব-হেতু অপরাশ্রিত জাতিরই অসম্ভব হয় ॥ ৬০০ ॥

"ঘট নাই" "পট নাই" এইরূপ বস্তুর অভাববিষয়ক অনুগত ব্যবহার-সত্ত্বেও অভাবের একত্ব নিয়মের অভাব-হেতু জাতিমাত্রেও একত্ব অঙ্গীকার ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥ ৬০১ ॥

অনেক পদার্থে অনেক ব্যবহারকারিণী জাতি বহুত্বধর্ম্মব্যাপ্তই হইতে পারে, এক কুঠার লক্ষ কার্য্য সাধন করিলেও তদীয় ব্যাপার লক্ষবিধ বলিয়া বহুত্ববিশিষ্টই হইয়া থাকে ॥ ৬০২ ॥

অতএব অনেক কার্য্যের প্রতি একের কারণতা কিরূপে কল্পনা করা যায়? ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসম্বন্ধী জাতিরূপ পদার্থও স্বয়ং অনেক হইয়াই অনেক কার্য্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ৬০৩ ॥

এইরূপে সর্ব্বত্র অনুগত একমাত্র জাতির খণ্ডন-হেতু—ধর্ম্মধর্ম্মির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যনস্তানেবানুবিধাবতি।
ইতিশ্রুতের্ঘটো নীল ইতিব্যবহৃতেরপি ॥ ৬০৫ ॥
নেক্ষেতোদ্যন্তমিতিবদ্দৃঙ্মাত্রস্য নিষেধনে।
নার্থাসত্ত্বমিতি প্রাহ বিপশ্চিৎ কিল কশ্চন ॥ ৬০৬ ॥
তস্যাপি সূতে যুক্তিস্ত্রী সদুত্তরকুমারকং।
যঃ পরেষাং কণ্ঠমণিং জিঘৃক্ষতি রণাঙ্গনে ॥ ৬০৭ ॥

অভেদে ধর্ম্মিসকলেরও অভেদ হইতে পারে—এইরূপ তার্কিক প্রদত্ত দোষসমূহদ্বারা আমাদের মত দূষিত হইতে পারে না। ॥ ৬০৪ ॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে—"দুর্গম পর্ব্বতশিখরস্থিত বৃষ্টির জল যেরূপ অধঃপতিত হয় এইরূপ বিষ্ণুর ধর্ম্মসকলকেও বিষ্ণু হইতে পৃথক্ দর্শন করিলে অধঃপতিত হইতে হয়" এই শ্রুতিতে যদিও ভেদদর্শনের নিষেধ করা হইয়াছে তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্নাতকপ্রকরণস্থ—"উদয় অস্ত বা গ্রাসকালীন সূর্য্য, নগ্না স্ত্রী, স্নানরতা স্ত্রী প্রভৃতি দর্শন করিবেন না" ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ স্নাতকের পক্ষে তাদৃশ পদার্থসকলের দর্শনমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে পরন্তু উদয়াদিকালীন সূর্য্যাদিপদার্থের সত্তা নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্রূপ পূর্ব্বস্থলেও বিষ্ণু এবং তদীয় ধর্ম্মসকলের মধ্যে ভেদ দর্শন মাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ভেদ নিষিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু তদুভয়গত ভেদ বস্তুতঃই বর্ত্তমান আছে। "ঘট" এবং "কলস" শব্দ যেরূপ পর্য্যায়বাচী অভিন্ন বলিয়া উভয়ের সহ প্রযুক্ত হয় না সেইরূপ নীলরূপ এবং ঘট এই উভয়ের মধ্যে যদি অভেদ হয় তাহা হইলে "নীল ঘট" এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে না, অতএব-নীলত্ব প্রভৃতি ঘটাদির ধর্ম্ম এবং পৃথক্ পদার্থ, অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু ॥ ৬০৫-৬০৬ ॥

পূর্ব্বকালে বিরাট-রাজমহিষী সুদেষ্ণাপ্রসূত উত্তর কুমার যেরূপ উত্তর গোগৃহে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত কৌরবগণের কণ্ঠমণি আহরণ করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূর্য্যোদয়োঽপি দিবিজৈর্দিতিজৈঃ স্বেন চেক্ষ্যতে।
দোষাদভীরুভির্দোষমজানদ্ভির্নরৈরপি ॥ ৬০৮ ॥
নগ্নস্ত্রী চ স্বনয়নৈঃ স্বসখীনয়নৈরপি।
রন্তৄণাং রাগকলুষচক্ষুষা চেক্ষ্যতে কিল ॥ ৬০৯ ॥
শ্রুতিশ্চ চক্ষুষৈবৈষাং বীক্ষণং নানুমন্যতে।
ঈক্ষা হি চাক্ষুষং জ্ঞানমনুমানাগমাদিভিঃ।
অন্বগংস্ত চ তজ্ জ্ঞানমতস্তদ্বাধনং কুতঃ ॥ ৬১০ ॥
দর্শনাযোগ্যধর্ম্মেষু পৃথক্ত্বস্য চ দর্শনং।
জ্ঞানরূপং প্রসক্তং স্যাৎ পশ্যার্থং তদ্বদন্তি হি ॥ ৬১১ ॥

ছিল এস্থলেও আমাদের যুক্তি-রমণী প্রসূত সদুত্তররূপ কুমার বিবাদ-ক্ষেত্রে তাদৃশ বিপক্ষগণের কণ্ঠমণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৬০৭ ॥

যেরূপ উদয়কালীন সূর্য্য, দেব দৈত্য এবং সূর্য্যের নিজের দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ দোষভয়শূন্য এবং দোষজ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণও দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬০৮ ॥

নগ্নস্ত্রীও নিজে নিজকে দেখিতে পায়, তাহার সখীগণ তাহাকে দেখিতে পায়, এইরূপ রাগকলুষিতদৃষ্টি রমণশীলপুরুষগণও তাহাকে দেখিয়া থাকে ॥ ৬০৯ ॥

সূর্য্যবিষয়ক এবং নগ্নস্ত্রীবিষয়ক শ্রুতি ও চক্ষুমাত্রের দর্শনই নিষেধ করিয়া থাকেন, অনুমান বা আগমদ্বারা তদ্‌বিষয়কজ্ঞানের নিষেধ করেন নাই, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমপ্রমাণসিদ্ধপদার্থের বাধা কোথাও হয় না ॥ ৬১০ ॥

সূর্য্যাদি পদার্থ চক্ষুর দর্শনের যোগ্য ধর্ম্মবিশিষ্ট, বিষ্ণুর ধর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, অতএব তাঁহারও তদীয় ধর্ম্মের ভেদদর্শনের যে নিষেধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাত্তস্য নিষেধে স্যাদপ্রামাণিকতৈব হি।
অর্থাভাবা বিনাভূতা নিন্দা সর্ব্বত্র চেদৃশী ॥ ৬১২ ॥
কেশস্য পূর্ণব্রহ্মত্বাদীশোঽপি স্বগতাং ভিদাং।
নান্বমন্যত তেনেয়ং কেন মান্যা মনীষিণা ॥ ৬১৩ ॥
যস্য কালবিশেষে দৃঙ্ নিষেধ্যা-স ন বাধ্যতে।
যস্য দৃক্ তু সদা নেতি সামান্যেনৈব বার্য্যতে ॥
তত্রার্থস্যাপি বাধঃ স্যাদপ্রামাণিকতা হি সা ॥ ৬১৪ ॥
ইদানীং ন ঘটো দৃষ্ট ইত্যুক্তেন ঘটো মৃষা।
নরশৃঙ্গং নৈব দৃষ্টমিত্যুক্তে তু তদৈব ন ॥ ৬১৫ ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, উহা অনুমান বা আগমপ্রমাণসিদ্ধ ভেদজ্ঞান সম্বন্ধেই বলিতে হইবে, অতএব ভেদ দর্শন করিবে না অর্থাৎ ভেদজ্ঞান করিবে না এইরূপ অর্থও তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ৬১১ ॥

যথায় জ্ঞানের নিষেধ তথায় অর্থেরই অভাব, যথায় অর্থের অভাব তথায় জ্ঞানেরই নিষেধ এইরূপ নিয়মহেতু এস্থলেও বিষ্ণু ও তদীয়গুণের ভেদ জ্ঞান করিবে না এইরূপ জ্ঞাননিষেধ-হেতু জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভেদেরও নিষেধই হইয়া থাকে ॥ ৬১২ ॥

অতীন্দ্রিয় সর্ব্ববস্তুর প্রত্যক্ষকারী বিষ্ণু নিজের কেশের পর্য্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মত্ব জানিতেছেন, অতএব তিনি স্বগত-ভেদ অঙ্গীকার করেন না, অতএব তোমার কল্পিত ভেদকে অঙ্গীকার কে করিবে? ৬১৩ ॥

যথায় কালবিশেষে বস্তু নিষেধ তথায় বস্তুর অসত্তা নাই পরন্তু যথায় সর্ব্বদা নিষেধ তথায় বস্তুরই সর্ব্বথা অসত্তা জানিতে হইবে, বস্তুর সর্ব্বথা নিষেধই অপ্রামাণিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬১৪ ॥

এবিষয়ে উদাহরণ—ইদানীং ঘট দেখা যাইতেছে না এই বাক্যদ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতস্তদুক্তদৃষ্টান্তো বিষমোভূদ্বিচারণে ॥ ৬১৬ ॥
দ্রষ্টব্যো নৈব দোষোস্মিন্নিত্যুক্তে তদদোষতা।
যথাসিদ্ধেস্তথাধর্ম্মপার্থক্যেক্ষণশিক্ষণে ॥
ধর্ম্মাণামপৃথকত্বঞ্চ সিদ্ধেদেব মম প্রভৌ ॥ ৬১৭ ॥
দ্বিতীয়াভিনিবেশেন ভয়ং স্যাদিতি চোদিতে।
দ্বিতীয়স্যৈব বাধ্যত্বং কিং নোচুস্তব পূর্ব্বজাঃ ॥ ৬১৮ ॥
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং।
ইত্যুক্তিস্তে ভিদাং দ্বেষ্টুমৈক্যং পোষ্টুঞ্চ ভূঃ কিল ॥৬১৯॥

ঘটের সর্ব্বতোভাবে অসত্তা সিদ্ধ হয় না, শশশৃঙ্গ দেখা যায় না এইরূপ নিষেধে তাহার সত্তাই নিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬১৫ ॥

"বিষ্ণু ও তদীয় ধর্ম্মের ভেদ দর্শন করিবেন না "এই শ্রুতিতেই কাল উল্লেখপূর্ব্বক নিষেধ না থাকায় সর্ব্বতোভাবে নিষেধের বিষয়ীভূত ভেদ পদার্থেরই অভাব জানিতে হইবে। সূর্য্যাদি দৃষ্টান্তে উদয়াদিকাল-বিশেষে দর্শননিষেধহেতু বস্তুসত্তার অভাব হয় না, অতএব বিচার করিলে তোমার দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষেই বিষম হইয়া থাকে ॥ ৬১৬ ॥

যদি কোন পুরুষের সম্বন্ধে বলা হয় যে—"তাহার প্রতি দোষ দৃষ্টি করা উচিত নহে" তাহা হইলে যেরূপ তাহার দোষেরই অভাব বুঝায়, সেইরূপ বিষ্ণুসম্বন্ধেও ধর্ম্মের ভেদ দর্শন করিবে না এই নিষেধ বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মের অভেদই সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬১৭ ॥

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" এই ভাগবতবাক্যে দ্বিতীয় পদার্থের অভিনিবেশ-হেতু ভয় হয় এরূপ বলায় দ্বিতীয়পদার্থই নাই এ কথা তোমার পূর্ব্বাচার্য্য তোমাকে বলেন নাই কি? ॥ ৬১৮ ॥

"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং" এইরূপ ভাগবতের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বত্র ভেদমিথ্যাত্বং সাধয়ংস্ত্বং দুরাগ্রহী ।
কথমত্যাদ্বিতীয়স্মিন্ ভিদামাধাতুমিচ্ছসি ॥ ৬২০ ॥
কিঞ্চেয়ং শ্রুতিরেবাদৌ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।
ইত্যাদিনা ভিদামেনাং নিষেধতি পদে পদে ॥ ৬২১ ॥
অতস্তজ্‌জ্ঞাননিন্দাপি মিথ্যাভূতার্থদৃক্‌ত্বতঃ ।
ইতি মন্যামহে তস্মাদ্ধর্ম্ম্যাধর্ম্ম্যাত্মকাঃ প্রভোঃ ॥ ৬২২ ॥
ধর্ম্মিসত্ত্বেঽপি যন্নশ্যেত্তত্র ভেদোঽপি মৃগ্যতে ।
ভেদস্যাসাধারণং হি কার্য্যং নাশাবিনাশনং ॥ ৬২৩ ॥
অনশ্যদ্রিপুহন্তো যত্তিনত্ত্যন্যং বিনাশিনং ॥ ৬২৪ ॥
নাপ্যৈক্যবাক্যবলতো বিরোধিগুণবিপ্লবঃ ॥ ৬২৫ ॥

উক্তি হরি হর ও ব্রহ্মার ভেদ নিষেধ করিবার জন্য এবং ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য তোমার মতে প্রমাণ হইয়া থাকে ॥ ৬১৯ ॥

সর্ব্বত্র ভেদের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনই তোমার কার্য্য, অন্য অভিন্ন পদার্থে ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য তোমার আগ্রহ কেন ? ৬২০ ॥

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিবাক্য প্রথমেই ধর্ম্মভেদ নিষেধ করিয়া থাকে ॥ ৬২১ ॥

এই বাক্যবলেও "বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ দর্শন করিবে না" ইত্যাদিবাক্য ভেদের অসত্তাহেতুই ভেদদর্শনের নিষেধ করিতেছে এইরূপ মনে হয়, অতএব বিষ্ণুর ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপই হইয়া থাকে ॥ ৬২২ ॥

যথায় ধর্ম্মী বর্ত্তমানেও ধর্ম্মের নাশ হয় তথায়ই উভয়ের ভেদ হয়। ধর্ম্মনাশেও ধর্ম্মী বস্তুর বিনাশাভাবই ভেদের কার্য্য ॥ ৬২৩ ॥

পুরুষ স্বয়ং জীবিত থাকিয়াই হস্তদ্বারা শত্রু বিনাশ করেন ॥ ৬২৪ ॥

ঐক্যপ্রতিপাদক বাক্যবলবশতঃও ঐক্যবিরোধী বিষ্ণুসম্বন্ধীয় গুণসকল পরিত্যাজ্য ইহা বলিতে পার না ॥ ৬২৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিরোধিগুণসংত্যাগে স্যাদৈক্যং বাক্য-গোচরং ।
অবিরুদ্ধো হি বাক্যার্থো যোগ্যতা যদপেক্ষিতা ॥ ৬২৬ ॥
যদি বাক্যোদিতাদ্বৈতাদেব তদ্‌গুণমোচনং ।
তদান্যোন্যাশ্রয়ো দোষো বাক্যমর্থান্তরে নয়েৎ ॥ ৬২৭ ॥
কিঞ্চৈকতোক্তির্নাযুক্তা সাদৃশ্যৈক্যস্য সম্ভবাৎ ।
সত্য-নিত্যগুণত্যাগঃ সর্ব্বথা নোপপদ্যতে ॥ ৬২৮ ॥
অতঃ কস্য বলাৎকস্য ত্যাগ ইত্যেব চিন্ত্যতাং ।
ন চেচ্ছূন্যোক্তিবলতঃ সত্যং ব্রহ্মৈব সংত্যজ ॥ ৬২৯ ॥
ব্যাবহারিকতা সত্তা নিত্যত্বং চিরকালতা ।
গুণেষু যদি তর্হি স্যাৎ ব্রহ্মণ্যপি তথৈব তে ॥ ৬৩০ ॥

বিরোধিগুণসকলের অভাবে ঐক্য শাস্ত্র-বোধ্য হইয়া থাকে, ঐক্য অবগত হইলে বিরোধিগুণের নাশ হয় এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। বিরোধিগুণের সত্তাদশায় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ঐক্য যোগ্যতার অভাবে বাক্য-গোচর হয় না ॥ ৬২৬ ॥

বাক্যপ্রতিপাদিত অভেদ হইতেই গুণত্যাগ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্পষ্টভাবেই হইয়া থাকে, অতএব ঐক্য বাক্যের অর্থান্তর বক্তব্য ॥ ৬২৭ ॥

সাদৃশ্যাদিরূপ গৌণ ঐক্য সম্ভব হইলে স্বরূপগত ঐক্য অঙ্গী-কার্য্য হয় না, শ্রুতিতে উক্ত সত্য নিত্যপ্রভৃতি গুণের ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অনুপপন্ন ॥ ৬২৮ ॥

অতএব ঐক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক গুণত্যাগ করা অথবা গুণ অঙ্গীকার-পূর্ব্বক ঐক্য পরিত্যাগ উচিত তাহা চিন্তা করিয়া দেখ, নিষেধরূপ ঐক্য অঙ্গীকার করিয়া বিবিধরূপ গুণের ত্যাগ করিলে নিষেধরূপ শূন্য অঙ্গীকার করিয়া বিধিরূপ ব্রহ্মের পরিত্যাগও প্রসঙ্গলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬২৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্দিগ্ধশ্রুতিপঙ্কস্থনৈর্গুণ্যস্তম্ভলম্বিনঃ।
কথং সত্যতয়া শ্রৌতধর্ম্মাঃ স্যুর্ব্যাবহারিকাঃ ॥ ৬৩১ ॥
তদাপ্যবাধে সত্যাঃ স্যুর্বাধে তু শ্রুত্যমানতা।
অতোভ্যর্থ্যঃ স এবার্থো যত্র বাগ্‌দ্বন্দ্বমানতা ॥ ৬৩২ ॥
কথং স্বরূপস্যাবাধে শক্তিবাধো ভবেদ্বদ।
কিমচ্ছিদ্র ঘটেত্যাজ্যা জলাহরণ-যোগ্যতা ॥ ৬৩৩ ॥
স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাহ হি শ্রুতিঃ ॥ ৬৩৪ ॥
পীলুপাকেন পীঠরপাকতো বাগুণক্ষয়ঃ।
একত্র ধর্ম্মিণো নাশোঽন্যত্রধর্ম্মান্তরং কিল ॥ ৬৩৫ ॥

গুণের সম্বন্ধে যে সত্যত্ব শ্রুত হয় উহা ব্যবহারিক এবং নিত্যত্ব অর্থ চিরকাল অবস্থিতি পরন্তু নাশশূন্যতা নহে এইরূপ যদি বল তাহা হইলে তাদৃশ সত্যত্ব এবং নিত্যত্ব ব্রহ্মসম্বন্ধেও হউক। ৬৩০ ॥

সন্দিগ্ধ শ্রুতিবিষয়ক নির্গুণতা আশ্রয় করিয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সকলের ব্যবহারিকতা-কল্পনে শক্তি আছে কি? পঙ্কমধ্যে আরূঢ়স্তম্ভের ন্যায় নৈর্গুণ্যশ্রুতির অর্থও চঞ্চলই হইয়া থাকে ॥ ৬৩১ ॥

ব্যবহারিকতা স্বীকার করিলেও তাহাদের (গুণসকলের) বাধ না হওয়ায় সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে, বাধ অঙ্গীকার করিলে বাধিতার্থ প্রতি-পাদক শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয়, অতএব উভয়বাক্যের প্রামাণ্যের অনুকূল অর্থই বক্তব্য ॥ ৬৩২ ॥

ব্রহ্মস্বরূপের নাশাভাবদশায় তাঁহার গুণসকলের নাশ কিরূপে সম্ভবপর, ঘটের ছিদ্র না থাকিলে তদীয় জলাহরণ-যোগ্যতারূপ ধর্ম্মের নাশ কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৬৩৩ ॥

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" এই শ্রুতি স্পষ্টভাবে গুণসকলের স্বাভাবিকত্বই বলিতেছেন ॥ ৬৩৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং ক্বাত্যন্তাভাব ইষ্যতে।
ক্ষণমুৎপন্নমগুণমিত্যপ্যাহাগ্রহাৎ পরং।
তন্তুনা পটনির্ম্মাণে কিংমধ্যে শুক্লতা গতা ॥ ৬৩৬ ॥
ধার্ম্মিণো ধর্ম্মবিকৃতৌ বিকারোস্ত্যেব কশ্চন।
অবিকারী তু যো ধর্ম্মী তদ্ধর্ম্মোঽপি হ্যবিক্রিয়ঃ।
কিমাপ্য-পরমাণূনাং শুক্লতায়াঃ ক্বচিৎ ক্ষয়ঃ ॥ ৬৩৭ ॥

পার্থিব গুণনাশ পীলুপাক বা পীঠরপাকবশতঃ হয় বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তন্মধ্যে পীলুপাকে ধর্ম্মীরই নাশ এবং পীঠরপাকে পূর্ব্বধর্ম্মনাশদ্বারা ধর্ম্মান্তর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। (পীলুপাক-প্রণালী—ঘট প্রথমতঃ অপক্ক অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ থাকে পশ্চাৎ অগ্নিসংযোগে তাহার ঐ কৃষ্ণগুণের অভাব হইয়া রক্তগুণ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ অগ্নিসংযোগে পরমাণু পর্য্যন্ত ঘটাবয়ব ভগ্ন হয়, পশ্চাৎ পরমাণুসকলে অগ্নির পাকদ্বারা রক্তরূপের উৎপত্তি এবং রক্ত পরমাণুদ্বারা রক্ত ঘটান্তরের উৎপত্তি হয়, অতএব এই পীলুপাকবাদির মতে পরমাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘট'টাই অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ধর্ম্মীরই নাশ হয়। পীঠরপাকমতে—ধর্ম্মী ঘটাবয়ব নষ্ট না হইয়া পাক-বশতঃই রূপান্তরের উৎপত্তি হয়)॥ ৬৩৫ ॥

উভয়মতেই ধর্ম্মী বিদ্যমান থাকিলে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মনাশ স্বীকৃত হয় নাই, উৎপন্নদ্রব্য ক্ষণকাল পর্য্যন্ত গুণক্রিয়াশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এইরূপ তার্কিকগণের বচন কেবলমাত্র দুরাগ্রহমূলক, তন্তুদ্বারা পটোৎপত্তি-কালে শুক্লরূপের নাশ ক্ষণকালও দেখা যায় না ॥ ৬৩৬ ॥

ধর্ম্মীর বিকার হইলে ধর্ম্মেরও বিকার হয়, ধর্ম্মী অবিকৃত থাকিলে ধর্ম্মসকলও অবিকৃতই থাকে, জলীয় পরমাণু সকলের শুক্লত্ব নাশ কোথায়ও হয় না ॥ ৬৩৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিপাকপ্রক্রিয়াতোপি পাকাযোগ্যেন বিক্রিয়া।
হরিস্তু দহনান্তঃস্থঃ পীতাগ্নির্মুক্তচেতনঃ ॥ ৬৩৮ ॥
অতস্তদ্রূপ-সৌন্দর্য্যশৌর্য্যধৈর্য্য-পরাক্রমাঃ।
স্বাতন্ত্র্যবশিতেশত্ব পূর্ব্বাঃ সর্ব্বে গুণা ধ্রুবাঃ ॥ ৬৩৯ ॥
যদন্যবরতোঽপ্রাপ্তাস্তেন নৌপাধিকা ইমে।
অনৌপাধিকধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিনাশেন নাশনং ॥ ৬৪০ ॥
জ্ঞানঞ্চ মানসং ক্ষয্যং সাক্ষিজ্ঞানং ত্বনশ্বরং।
পূর্ব্বনাশে পরং জ্ঞানং ভাবনা বা মনস্ত্বপি ॥ ৬৪১ ॥
মনস্ত্বাণুত্বপূর্ব্বাস্তু ধর্ম্মাস্তত্রাপি ধর্ম্মিবৎ।
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং সর্ব্বথা কুত্র মুণ্ডনং ॥ ৬৪২ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার পাকদ্বারাও পাকের অযোগ্যবস্তুতে বিকার হইতে পারে না। হরিও অগ্নিমধ্যে অবস্থান করেন অগ্নিকে ভক্ষণ করেন, তথাপি নিত্যমুক্তত্বহেতু তাঁহার বিকার নাই ॥ ৬৩৮ ॥

অতএব বিষ্ণুর নিত্যমুক্ত চেতনত্বনিবন্ধন তদীয় রূপ, সৌন্দর্য্য, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, পরাক্রম, স্বাতন্ত্র্য, বশিত্ব এবং ঈশত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণই নিত্য ॥ ৬৩৯ ॥

এই সকল গুণ অন্য কাহারও নিকট হইতে বরপ্রভৃতি কোন উপায়ান্তর দ্বারা লব্ধ নহে, এই সকল নিরুপাধিকগুণের ধর্ম্মীনাশ-পর্য্যন্ত নাশ সম্ভব নহে ॥ ৬৪০ ॥

লোকমধ্যে মানসিকজ্ঞান বিনষ্ট হইতে দেখা যায়, তথাপি অন্য একটী জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, অথবা বিনষ্টজ্ঞানের সংস্কার থাকে, পরন্তু সাক্ষী জ্ঞান নিত্য পদার্থ ॥ ৬৪১ ॥

মনেরও মনস্ত্ব, অণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম নিত্য, অতএব ধর্ম্মী বিদ্যমান থাকিতে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের সংহার কোথাও দেখা যায় না ॥ ৬৪২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্মাসত্ত্বেঽপি ধর্ম্মঃ সন্ প্রতিযোগিত্ব পূর্ব্ববৎ।
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণামসত্ত্বন্ত ন কুত্রচিৎ ॥ ৬৪৩ ॥
রূপ্যবাধে হি রূপ্যত্ববাধো দৃষ্টো ভ্রমেঽপি চ।
অতঃ শ্রৌতাত্মধর্ম্মাণাং বাধোপ্যেষ ন লৌকিকঃ ॥ ৬৪৪ ॥
ঘটাদিধর্ম্মাস্তৎসত্তা সমসত্তা যতোঽখিলা।
অতঃ সত্যাত্মধর্ম্মাশ্চ সত্যাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
অদৃষ্টকল্পনা কুর্য্যাদ্দূরদৃষ্টস্য কল্পনাং।
সত্যা নিত্যাস্ততো ধর্ম্মাঃ সত্যে নিত্যে চ ধর্ম্মিণি ॥ ৬৪৬ ॥
ধ্বনিস্তূপাধিতো জাতো নাসৌ স্বাভাবিকো গুণঃ ॥ ৬৪৭ ॥

কুত্রচিৎ ধর্ম্মী নষ্ট হইলেও প্রতিযোগিতাপ্রভৃতি তদীয় ধর্ম্মের নাশ কুত্রাপি দেখা যায় না, অতএব ধর্ম্মী থাকিতে ধর্ম্মনাশ কোথায়ও সম্ভবপর নহে ॥ ৬৪৩ ॥

রজতভ্রমস্থলে ধর্ম্মী রজতের বাধাসত্ত্বেই রজতত্ব-রূপ ধর্ম্মের বাধা দৃষ্ট হয়, অতএব লৌকিক রীতি-অনুসারেও সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুধর্ম্মের বাধা অসম্ভব ॥ ৬৪৪ ॥

ঘটাদিবস্তুগত সকলধর্ম্মই ধর্ম্মিসত্তা সমানকালীন হইয়া থাকে, অতএব বিষ্ণুগত ধর্ম্ম সকলও তদীয় সত্তার সমকালীনই নির্ণীত হয় ॥ ৬৪৫ ॥

শাস্ত্র বা লোকমধ্যে অদৃষ্টবিষয়ককল্পনায় তোমার দূরদৃষ্টই হইয়া থাকে, নিত্যসত্যধর্ম্মীতে ধর্ম্ম ও নিত্যসত্যই হইয়া থাকে ॥ ৬৪৬ ॥

যদিও আকাশের শব্দগুণ অনিত্য তথাপি ভেরী তাড়নাদি উপাধি-জন্যত্ব-হেতু উহা ঔপাধিকগুণ বলিয়াই স্বীকার্য্য পরন্তু আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে ॥ ৬৪৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিক্ষণস্থায়ি যৎ প্রাহুঃ শব্দং বুদ্ধিঞ্চ কর্ম্ম চ।
অতোঽপি ন ধ্বনির্ব্যোম-স্বভাবো নশ্বরো হ্যসৌ ॥ ৬৪৮ ॥
অণুত্বং পরমাণোর্যন্মহত্বং মহতোঽপি চ।
অবকাশপ্রদত্বং যদ্গগনস্য কদা ন তৎ ॥
অতঃ স্বাভাবিকা ধর্ম্মা নশ্যেরন্ ধর্ম্মিণঃ ক্ষয়ে ॥ ৬৪৯ ॥
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ কীর্ত্ত্যন্তে ধর্ম্মাঃ স্বাভাবিকা হরেঃ।
সত্যা নিত্যা স্বভাবাশ্চ যে ধর্ম্মাস্তে ন মায়িকাঃ ॥ ৬৫০ ॥
অবিদ্যয়া কথং বিদ্যাশক্তিস্তেজো বলং ধৃতিঃ।
অমায়িকব্রহ্মবত্তদ্ধর্ম্মাঃ সর্ব্বেপ্যমায়িকাঃ ॥ ৬৫১ ॥
সত্যত্বাচ্চ স্বভাবত্বান্নিত্যত্বাদ্ব্রহ্মবৎ সদা।
অমায়িকা ব্রহ্মধর্ম্মা ইতি স্যাদনুমাপিনঃ ॥ ৬৫২ ॥

যেহেতু নৈয়ায়িক শব্দ, বুদ্ধি এবং কর্ম্মকে ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া থাকেন, অতএব তদ্দ্বারাও শব্দ আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে ইহা জানা যাইতেছে ॥ ৬৪৮ ॥

পরমাণুর অণুত্ব, গগনের মহত্ব এবং অবকাশপ্রদত্ব এই সকলই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহারা কখন নষ্ট হয় না, অতএব স্বাভাবিক ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মিবস্তুর নাশকালেই নষ্ট হয় ॥ ৬৪৯ ॥

শ্রুতি স্মৃতিতেও স্বাভাবিকরূপে শ্রুত হরির ধর্ম্মসমূহ সত্য, নিত্য এবং অমায়িক ॥ ৬৫০ ॥

অবিদ্যা ও বিদ্যার মধ্যে বিরোধ-হেতু শ্রীহরির বিদ্যা, শক্তি, তেজঃ, বল প্রভৃতি ধর্ম্ম অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইতে পারে না, বিষ্ণু যেরূপ অমায়িক, তদীয় ধর্ম্ম সকলও সেইরূপ অমায়িকই হইয়া থাকে ॥ ৬৫১ ॥

সত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব এবং নিত্যত্ব-হেতু বিষ্ণুর যাবতীয় ধর্ম্মই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বনিষ্ঠধর্ম্মোপাধাতুঃ স্যাদুপাধেরুপাধিভা।
মায়াভিন্নত্বাজড়ত্বসত্ত্বচিত্ত্বাত্মতাদয়ঃ ॥ ৬৫৩ ॥
ব্যাপ্তত্ব-নিত্যশুদ্ধত্ব-মুক্তত্বাদ্যা হরের্গুণাঃ।
জড়েষ্বসম্ভাবিতাঃ স্যুর্ম্মায়োপাধ্যা হি তাঃ কথং ॥ ৬৫৪ ॥
হন্ত মায়াবদ্ধতাপি ন মায়োপাধিকা ত্বয়ি।
সর্ব্বেশ্বরত্বপূর্ব্বং তৎ কঃ কুর্ব্বীত মহাপ্রভৌ ॥ ৬৫৫ ॥
নিরীক্ষতো যস্য দৃষ্টির্মায়য়াণ্বপি নাজ্যতে।
ইত্যাহ পঞ্চমস্কন্ধে তদ্দ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ প্রভোঃ ॥
স্বাভাবিকা ভবেয়ুর্হি তদভাবঃ কদা বদ ॥ ৬৫৬ ॥

ব্রহ্মের ন্যায় অমায়িক এইরূপ অনুমানও অমায়িকত্ব সাধন করিয়া থাকে ॥ ৬৫২ ॥

জবাকুসুম প্রভৃতি উপাধি নিজগত রক্তধর্ম্মই দর্পণাদিতে প্রতিফলিত করিয়া থাকে, জবাকুসুমে রক্তিমা না থাকিলে দর্পণেও তাহার প্রতিফলন হইতে পারে না, এইরূপ মায়াভিন্নত্ব, অজড়ত্ব, সত্তা, চিন্ময়ত্ব, আত্মত্ব, ব্যাপ্তত্ব, নিত্যশুদ্ধত্ব এবং নিত্যমুক্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম জড়ভূত অবিদ্যায় সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ, অতএব অবিদ্যা নিজ মধ্যে অবিদ্যমান গুণসকল কিরূপে ব্রহ্মবস্তুর উপর আরোপ করিতে পারে এবং সেই ধর্ম্মসকলই বা কিরূপে ঔপাধিক হইতে পারে? ৬৫৩—৬৫৪ ॥

জীবগত-মায়াবন্ধন অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ নহে যেহেতু অবিদ্যায় উহা নাই, যদি জীবগত মায়াবন্ধনই ঔপাধিক না হয় তাহা হইলে সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি বিষ্ণুধর্ম্মসকল কিরূপে ঔপাধিক হইতে পারে? ॥ ৬৫৫ ॥

ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে "ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের দৃষ্টি স্বল্পমাত্রও মায়াদ্বারা সম্বদ্ধ হয় না ইহা জানা যায়। অতএব বিষ্ণুর দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সর্ব্বদা স্বাভাবিক এবং নিত্য ॥ ৬৫৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চোপাধির্বিম্বমেব প্রতিবিম্বস্য শোভতে।
স্বধর্ম্মাধায়কত্বেন মায়াদিঃ স্ফটিকাদিবৎ॥
নিমিত্তমাত্রং তৎসঙ্গাত্তন্নাম্না ভণ্যতে পরং॥ ৬৫৭॥
তস্মাদ্ব্রহ্মস্থ সুগুণা এব তৎ প্রতিবিম্বকে।
দৃশ্যেরন্ নান্যতস্তে স্যুঃ সূর্য্যকশ্রীর্হি সূর্য্যতঃ॥ ৬৫৮॥
বিম্বস্থগুণসর্ব্বস্বমনোপাধিকমেব হি।
তন্নাশনাশিতদ্ধ্রৌব্যে ধ্রুবমেবাভবদ্ধি তৎ॥ ৬৫৯॥
প্রতিবিম্বস্য সর্ব্বস্য যদ্বিম্বং ব্রহ্মতদ্ধি মে।
তচ্চ সত্যঞ্চ নিত্যঞ্চ নির্গুণং স্যাৎ কদাচন॥ ৬৬০॥
সগুণপ্রতিবিম্বেঽস্মিন্ বিম্বস্থাক্রুদ্রপুষ্পবৎ।
স্বাভাবিকগুণং ব্রহ্ম কিন্তেভূন্নানুমানতঃ॥ ৬৬১॥

জীবগণের প্রতিবিম্বত্ব-হেতু বিম্বভূত বিষ্ণুই তাহাদের উপাধি স্বধর্ম্মারোপিণী মায়া কেবলমাত্র স্ফটিকাদির ন্যায় নিমিত্তই হইয়া থাকে পরন্তু বিম্বরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ উপচারবৃত্ত্যনুসারে মায়া ও উপাধি বলিয়া কথিত হয়॥ ৬৫৭॥

অতএব বিম্বভূত বিষ্ণুর গুণসকলই জীবে দৃশ্য হইতে পারে, অন্যের গুণ দৃশ্য হইতে পারে না, যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্বগত-প্রভা বিম্বগত সূর্য্য হইতেই হইয়া থাকে॥ ৬৫৮॥

বিম্বভূত-বিষ্ণুর গুণসকল নিরুপাধিক, বিষ্ণুর নাশ হইলে উহাদেরও নাশ সম্ভবপর, বিষ্ণুর নাশ না হইলে উহাদেরও নাশের অভাব হইয়া থাকে॥ ৬৫৯॥

প্রতিবিম্বভূত নিখিলজীবের বিম্বভূত, বিষ্ণু আমাদের সিদ্ধান্তে পরম ব্রহ্ম নামে কথিত, তিনি সত্য ও নিত্য, কখনও নির্গুণ নহেন॥ ৬৬০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাহ তচ্ছ্রুতিঃ।
যন্মূলং সগুণং তে স্যাৎ স এবাস্মাকমীশ্বরঃ ॥ ৬৬২ ॥
অতঃ সগুণমেবার্থ্যং ত্বয়াপি চ ময়াপি চ।
নিগুর্ণাশাং ত্যজ ভজ শ্রীশং মে সগুণং প্রভুং ॥ ৬৬৩ ॥
বচসাং গৌরবায়ৈব সগুণদ্বয়কল্পনং।
ন চেৎ স্যাৎ সিদ্ধসগুণভজনে গৌরবং তব ॥ ৬৬৪ ॥
অস্তু মায়াবিনা মায়াদর্শিতং বস্তু মায়িকং।
মায়াবি-দেহেন্দ্রিয়েচ্ছা প্রযত্নাদিস্বমায়িকং ॥ ৬৬৫ ॥

বিষ্ণু স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট, যেহেতু তিনি সগুণ প্রতিবিম্বভূতজীবের বিম্বস্বরূপ, যেমন জবাকুসুম, এই অনুমান দ্বারা আমি সগুণত্ব সাধন করিতে সমর্থ ॥ ৬৬১ ॥

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণত্ব বলিয়া থাকেন, তিনিই তোমার মায়া উপাধিযুক্ত (শবল) ব্রহ্মের বিম্বস্বরূপ, তিনিই আমাদের প্রভু ॥ ৬৬২ ॥

বিম্বসম্বন্ধে স্বাভাবিকগুণের নিয়মহেতু তোমার ও আমার পক্ষে সগুণব্রহ্মই গতি, তুমি ও নিগুর্ণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৬৬৩ ॥

স্বাভাবিকগুণবিশিষ্ট বিম্বভূত-সগুণ-ব্রহ্ম এবং ঔপাধিকগুণবিশিষ্ট প্রতিবিম্বভূত সগুণব্রহ্ম এইরূপ ব্রহ্মদ্বয় কল্পনা করিলে গৌরব দোষ ঘটে একটী মাত্র সগুণ ব্রহ্মের স্বীকারেই আবশ্যক সিদ্ধি হয় বলিয়া তাদৃশ স্বীকার করিলেই তুমি লোকে গৌরবভাজন হইতে পার ॥ ৬৬৪ ॥

মায়াবিদ্যা-বিশারদব্যক্তিকর্ত্তৃক মায়াবলে প্রদর্শিত বস্তুসকল মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা প্রযত্নাদি গুণসকল মায়িক হয় না ॥৬৬৫॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবঞ্চামায়িকমভূদ্ধরের্দেহেন্দ্রিয়াদিকং।
শক্তিসৌন্দর্য্যধৈর্য্যাদিভার্য্যাভবনপূর্ব্বকং ॥ ৬৬৬ ॥
গুণিনাং হি গুণস্তুত্যা স্বস্যাপি স্যান্মহাফলং।
যন্মমাবসিতং ভারস্যার্দ্ধং গুণনিরূপণে ॥ ৬৬৭ ॥
বিশ্বান্তঃপাতিনো হ্যুক্তস্যাস্য যৎ সত্যতাপ্যভূৎ।
লোকদৃষ্ট্যৈব ন পুনঃ শ্রুতিস্মৃতিবিচারণাৎ ॥ ৬৬৮ ॥
নিত্যজ্ঞান-বলৈশ্বর্য্য-ভোগোপকরণাচ্যুত।
ইতি তুষ্টাব তৎস্রষ্টা পঞ্চরাত্রে নিজং প্রভুং ॥ ৬৬৯ ॥
'ন যত্র মায়া তত্রাপি' মহিমা স্মর্য্যতেঽস্য তৎ।
উল্লঙ্ঘ্য লোকমর্য্যাদাং ধর্ম্মত্যাগঃ কথং প্রভৌ ॥ ৬৭০ ॥

এইরূপ বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রপঞ্চ মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, শক্তি, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, ভার্য্যা এবং ধামপ্রভৃতি বস্তুসকল অমায়িকই হইয়া থাকে ॥ ৬৬৬ ॥

গুণবান্ মহাপুরুষগণের গুণস্তুতি করিলে নিজেরও মহাফল প্রাপ্তি হয়, এবিষয়েই আমরাই উদাহরণ। যেহেতু বিষ্ণুর গুণসকলের সত্যত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদনদ্বারা বিশ্বসৌরভে প্রতিপাদ্যমান বিশ্বসত্যত্ব বিষয়ের অর্দ্ধেকভার অবসান হইয়াছে ॥ ৬৬৭ ॥

বিশ্বসৌরভের অন্তঃপাতী ভগবানের গুণসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতির বিচার-ব্যতীত কেবলমাত্র লৌকিকবিচারদ্বারাই সত্যরূপে সিদ্ধ হওয়ায় অর্দ্ধেক ভার দূর হইয়াছে ॥ ৬৬৮ ॥

"নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্য-ভোগোপকরণাচ্যুত" পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মা এই বচন দ্বারা প্রভু বিষ্ণুকে নিত্যজ্ঞানাদিবিশিষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৬৬৯ ॥

"ন যত্র মায়া" এই ভাগবতবাক্যের দ্বারা মায়াস্পর্শশূন্য বৈকুণ্ঠে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতঃ স্বাভাবিকং সর্ব্বং জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকং হরেঃ ।
কথং তস্য নিবৃত্তিঃ স্যাচ্চৈতন্যস্যানিবর্ত্তনে ॥ ৬৭১ ॥
তদ্ধর্ম্মবাধা-যোগেন বাধ্যং স্যাদৈক্যমেব তে ।
অর্থাপত্তিস্তবৈবাভূদনর্থাপত্তিকারণং ॥ ৬৭২ ॥
বৃথৈব গুণসংত্যাগে বৈদুষ্যন্তে গমিষ্যতি ।
অত্যাগে-মহিম-ধ্রৌব্যান্নির্গুণং স্যাৎ কদা তব ॥ ৬৭৩ ॥
অতো নবসরাদ্দুঃস্থমশ্রৌতঞ্চ পরোদিতং ।
ব্রহ্মৈষ নিত্যো মহিমেত্যাদ্যাবাক্ তত্র তত্র হি ॥ ৬৭৪ ॥
একো দাধার বিশ্বানি ভুবনানীতি চাপরা ।
তং স্তৌতি সর্ব্বাধারত্বাৎ পরং ব্রহ্ম স এব হি ॥ ৬৭৫ ॥

বিষ্ণুর মহিমা অবগত হওয়া যায়, এতাদৃশ লোকমর্য্যাদা এবং শ্রুতি স্মৃতি-মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর ধর্ম্মনাশ কিরূপে বলিতে পার ? ॥ ৬৭০ ॥

অতএব বিষ্ণুর জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই স্বাভাবিক, বিষ্ণুর অবিনশ্বরত্ব-হেতু তাহারাও অবিনশ্বর ॥ ৬৭১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মের বাধরাহিত্য-হেতু তদ্‌বিরুদ্ধ তোমার ঐক্যবাদই বাধ্য হইয়া থাকে। ঐক্যের অন্যথা সঙ্গতি হয় না বলিয়া গুণ পরিত্যাগরূপ অর্থাপত্তিকল্পনা তোমারই অনর্থকারণ হইয়া থাকে ॥ ৬৭২ ॥

কারণব্যতীত গুণ পরিত্যাগ করিলে তোমার পাণ্ডিত্যেরই নাশ হয়, গুণসমূহের অপরিত্যাগে তোমার নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৬৭৩ ॥

অতএব পরোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার অনাবশ্যক ও অশ্রৌত, "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" এই শ্রুতি সগুণব্রহ্মেরই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৬৭৪ ॥

"একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা" এই শ্রুতি ও সর্ব্বাধারত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট পরমব্রহ্মেরই স্তব করিতেছেন ॥ ৬৭৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বস্যাধারতা সর্ব্বব্যাপিতা কেশবস্য চেৎ।
অন্যদ্ব্রহ্ম কিমর্থং তে ব্যর্থত্বাদপি তদ্গতং ॥ ৬৭৬ ॥
যো নঃ পিতা বিধাতেতি সৃষ্টিশ্চাশ্রাবি কেশবাৎ।
অতো ভুক্ত্যৈ ন তে ব্রহ্ম মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ ॥৬৭৭॥
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ইতি স্মৃতের্নাপি মুক্ত্যৈ ব্যর্থমেবাভবত্ততঃ ॥ ৬৭৮ ॥
ব্যাপ্তং চৈতন্যযুগ্মঞ্চেদ্ব্রহ্মণি দ্বৈতকল্পনাৎ।
অনর্থশ্চ ভবেত্তস্মাদ্ব্রহ্মৈকো বিষ্ণুরেব হি ॥ ৬৭৯ ॥
প্রাগুক্তযুক্ত্যা সগুণ-নৈর্গুণ্যং যন্মৃতৌ চ ন।
অতোঽন্যন্নির্গুণং বাচ্যং তদা ব্রহ্ম দ্বিতা ন কিং ॥ ৬৮০ ॥

যেহেতু বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধাররূপে শ্রুত হইতেছেন সেইজন্য তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যর্থই হইয়া যায় ॥ ৬৭৬ ॥

"যো নঃ পিতা বিধাতা" এই শ্রুতি ও বিষ্ণু জগৎকর্ত্তা এবং মোক্ষদাতা ইহাই বলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম কেবলমাত্র ভোগেরই জন্য, পরন্তু কোন কার্য্যকারী নহেন ॥ ৬৭৭ ॥

"এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ" এই ভাগবত-বাক্যে বিষ্ণুরই মোক্ষদান শক্তি অবগত হওয়া যায়। তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম মোক্ষেরও প্রয়োজক নহে ॥ ৬৭৮ ॥

শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী একব্রহ্ম এবং তোমার অভিমত নির্গুণ একব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মদ্বয়ের অঙ্গীকারে ব্রহ্মে দ্বৈতকল্পনাদ্বারা তোমার অপসিদ্ধান্তরূপ অনর্থই হইয়া থাকে ॥ ৬৭৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-অনুসারে সগুণব্রহ্মের নির্গুণত্ব কখনও হইতে পারে না, অতএব তোমার পক্ষে অন্য একটী নির্গুণ ব্রহ্ম কল্পনা করিলে ব্রহ্ম-বিষয়ক দ্বৈতভাবাপত্তিদ্বারা তোমার সিদ্ধান্তহানি অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬৮০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবঞ্চাবসরাভাব-দুঃস্থং ব্যর্থমনর্থদম্ ।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম কো বিদ্বান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৬৮১ ॥
নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহম্ ॥ ৬৮২ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ৬৮৩ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ৬৮৪ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৮৫ ॥

পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে অনবসর-হেতু দুঃস্থ, প্রয়োজনশূন্য এবং অনর্থকারী অন্য একটী ব্রহ্ম কোন বিদ্বান্ই স্বীকার করিতে পারেন না ॥ ৬৮১ ॥

মহাভারতের অনেক বাক্য বিষ্ণুরই পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তন্মধ্যে যথা—"নারায়ণের সমান-বস্তু ভূত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকালে অন্য কেহই নাই, এই সত্যপ্রতিজ্ঞাদ্বারা সর্ব্ববিষয় সাধন করিব ॥" ৬৮২ ॥

"জগতে ক্ষর এবং অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ বর্ত্তমান, ব্রহ্মা প্রভৃতি নিখিলজীব নশ্বরদেহযুক্ত বলিয়া 'ক্ষর' নামে অভিহিত, লক্ষ্মীদেবী নিত্যদেহবিশিষ্ট-হেতু অক্ষরা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥" ৬৮৩ ॥

"ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন উত্তমপুরুষ বিষ্ণু পরমাত্মা-নামে কথিত, সর্ব্বতোভাবে অবিনশ্বর মহাপ্রভু ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া পালনকার্য্য সাধন করিতেছেন ॥" ৬৮৪ ॥

"যেহেতু আমি ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, সেইজন্য পৌরুষেয় গ্রন্থ এবং অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তম-নামে প্রসিদ্ধ ॥" ৬৮৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtioh by eGangotri

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৬৮৬ ॥
সসুরাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ।
জগদ্বশেঽবর্ত্ততেদং কৃষ্ণস্য সচরাচরম্ ॥ ৬৮৭ ॥
রুদ্রং সমাশ্রিতা দেবা রুদ্রো ব্রহ্মাণমাশ্রিতঃ ।
ব্রহ্মা মামাশ্রিতো নিত্যং নাহং কঞ্চিদুপাশ্রিতঃ ॥ ৬৮৮ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে ।
বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দৈবং কেশবাৎ পরম্ ॥ ৬৮৯ ॥
ইতি ভারতবাক্যানি স্পষ্টীকুর্ব্বন্তি তং প্রভুম্ ॥ ৬৯০ ॥
উপক্রম্যাখিলেশত্বং পুরা নারায়ণস্য যৎ ।
মধ্যেঽভ্যস্তং তদেবান্তেঽপ্যুপসংজহ্রুরঞ্জসা ॥ ৬৯১ ॥

"হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম বস্তু অন্য কিছুই জগতে বর্ত্তমান নাই; মণিগণ যেরূপ সূত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ লোকসকলও আমার আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে॥" ৬৮৬ ॥

"দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প, রাক্ষস প্রভৃতি চরাচরাত্মক সকল জগৎ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে॥" ৬৮৭ ॥

"দেবগণ রুদ্রকে, রুদ্র ব্রহ্মাকে এবং ব্রহ্মা আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, পরন্তু আমি কাহাকেও আশ্রয় করি নাই॥" ৬৮৮ ॥

"বেদশাস্ত্র হইতে উত্তমশাস্ত্রান্তর এবং কেশব অপেক্ষা উত্তম অন্য দেবতা বর্ত্তমান নাই, এই সত্য আমি বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ-সহকারে বলিতেছি॥" ৬৮৯ ॥

এইসকল মহাভারতবাক্য বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রকাশ করিতেছে ॥৬৯০॥

এইসকল বাক্য উপক্রমে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমত্ব উল্লেখ করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাদ্ভারতবাক্যানাং লক্ষমৈকার্থ্যসিদ্ধয়ে।
বিষ্ণোরত্যুত্তমত্বাখ্যমর্থমাহেতি সিদ্ধ্যতি ॥ ৬৯২ ॥
নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরা মখাঃ।
নারায়ণপরা যোগা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৬৯৩ ॥
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরো ধর্ম্মো নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ৬৯৪ ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিভৃৎ ॥ ৬৯৫ ॥

মধ্যেও ইহাই বিশদভাবে বর্ণনপূর্ব্বক উপসংহারেও তাহাই প্রকাশ করিয়াছে ॥ ৬৯১ ॥

অতএব লক্ষসংখ্যক মহাভারতবাক্য মহাভারতের এক তাৎপর্য্য-সিদ্ধির জন্য আদি, মধ্য ও অন্ত্যস্থানে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা নির্ণীত হইল ॥ ৬৯২ ॥

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত-বচনসমূহের দ্বারাও বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইতেছে। "বেদসকলের নারায়ণই একমাত্র তাৎপর্য্য, যজ্ঞাদি ক্রিয়া নারায়ণেরই প্রীতির হেতু, যোগসকলও নারায়ণের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত, সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়াও নারায়ণবিষয়কই হইয়া থাকে ॥" ৬৯৩ ॥

"বেদাদিপাঠ-জনিত জ্ঞানসমূহের নারায়ণই বিষয়, তপস্যা নারায়ণেরই প্রীতির সাধক, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মও নারায়ণেরই উদ্দেশে সাধিত এবং মোক্ষপ্রভৃতি গতিও নারায়ণ-প্রাপ্তিরূপাই হইয়া থাকে ॥" ৬৯৪ ॥

"আমি বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, শিব ও তাঁহার অধীনস্থ হইয়াই জগতের সংহার করেন, এবং সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-শক্তিধারী বিষ্ণু পুরুষরূপে জগতের পালন করিয়া থাকেন ॥" ৬৯৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স এব ভগবান্ লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ৬৯৬ ॥
তমুপাগতমালক্ষ্য সর্ব্বে সুরগণাদয়ঃ।
প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥ ৬৯৭ ॥
তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যদ্ধৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥ ৬৯৮ ॥
অপ্যর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহিত্বে স্বভুবাদয়ঃ।
যথামতি গৃণন্তিস্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৬৯৯ ॥
দেবাসুরাণাং মঘবান্ প্রধানস্তস্য শঙ্করঃ।
তস্য ব্রহ্মা প্রভুস্তস্য স্বয়ং নারায়ণঃ কিল।
দ্বিজানাং দেবতানাঞ্চ যো দেবঃ স স্বয়ং কিল ॥ ৭০০ ॥

"মুখ্যভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্বাদি লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ অতীন্দ্রিয় হইয়া সকলের এবং আমার প্রভুরূপে বর্ত্তমান আছেন॥" ৬৯৬॥

"ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ সকলে দক্ষযজ্ঞে সমাগত বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন॥" ৬৯৭॥

"তৎকালে বিষ্ণুর তেজোদ্বারা দেবগণের তেজ প্রতিহত এবং জিহ্বা ভয়বশতঃ শুষ্ক হইয়াছিল। এতাদৃশ দেবগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন ধারণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন॥" ৬৯৮॥

"ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে বিষ্ণুর মহিমা-বর্ণনে সামর্থ্যশূন্য হইয়াও অনু-গ্রহার্থ সমাগত বিষ্ণুকে বুদ্ধির অনুরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন॥" ৬৯৯॥

"দেব ও অসুরগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, ইন্দ্র অপেক্ষা রুদ্র উত্তম, রুদ্র অপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা অপেক্ষা গো-ব্রাহ্মণ-দেবগণ-রক্ষক বিষ্ণু উত্তম হইয়া থাকেন॥" ৭০০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিমিত্তমাত্রমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্ব্বশ্চ কালাখ্যারূপিণস্তব ॥ ৭০১ ॥
সরস্বত্যাস্তটে রাজন্নৃষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূত্তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্ ॥ ৭০২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংশং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥ ৭০৩ ॥
ইত্যাদ্যনন্তবাক্যানি সন্তি ভাগবতে স্ফুটম্।
সর্ব্বোত্তম-পরব্রহ্মভাবে নারায়ণস্য হি ॥ ৭০৪ ॥
সমস্তধর্ম্মশূন্যং তন্নির্গুণং কুত্র কথ্যতে ॥ ৭০৫ ॥
সত্যং শৌচং দয়া দানং ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ৭০৬ ॥

"হে কৃষ্ণ! আপনিই কালরূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ এবং রুদ্র আপনার নিমিত্তমাত্র॥" ৭০১ ॥

"হে রাজন্! ঋষিগণ সরস্বতী-তীরে যোগ করিতে আরম্ভ করিয়া তৎকালে তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে উত্তম, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥" ৭০২ ॥

"ঋষিগণ সকলে ভৃগুর বচন শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীতিহর ও সুখপ্রদ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তমরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন ॥" ৭০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ বহুবাক্য বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব ও পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ৭০৪ ॥

যাবতীয় ধর্ম্মশূন্য তোমার অভিলষিত নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? ৭০৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং তেজো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তিঃ সৌভগমার্দ্দবং ক্ষমা ॥ ৭০৭ ॥
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ং শীলং সহওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্ম্মানোনহংকৃতিঃ ॥ ৭০৮ ॥
ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভিন চ যান্তিস্ম কর্হিচিৎ ॥ ৭০৯ ॥
তেনাহং গুণপাত্রেন শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্ ॥ ৭১০ ॥
ইতি ভাগবতে স্পষ্টং ধরা ধর্ম্মকথান্তরে।
গুণানাং নিত্যতাভ্যাসান্নির্গুণং স্যাৎ কদা বদ ॥ ৭১১ ॥
মহাগুণান্ স্থাপয়ন্তী মহীয়সি মহী হরৌ।
জড়তুচ্ছগুণাভাবং নৈর্গুণ্যোক্তের্গতিং দদৌ ॥ ৭১২ ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জ্জব (সারল্য), শম, দম, তপঃ, সাম্য, সহিষ্ণুতা, উপরতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান, বৈরাগ্য. ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, নৈপুণ্য, কান্তি, সৌভাগ্য, মৃদুতা, ক্ষমা, প্রগল্ভতা, বিনয়, শীল, সহন, ওজঃ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অনহঙ্কার প্রভৃতি অনেক গুণ মহত্ত্বপ্রার্থী জনগণের প্রার্থনীয়, এইসকল গুণ যে ভগবানে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়া কদাচিৎও নষ্ট হয় না, এতাদৃশ গুণাধার শ্রীপতি কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কলিস্পৃষ্ট এই লোক-দর্শনে আমি শোক করিতেছি ॥ ৭০৬—৭১০ ॥

ভাগবতে ধরিত্রীদেবী ধর্ম্মের সহিত এইরূপ সংবাদ-প্রসঙ্গে গুণসকলের নিত্যত্ব পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন। তাদৃশ কৃষ্ণ কিরূপে নির্গুণ হইতে পারেন ? ॥ ৭১১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতোঽনন্তবিগ্রহে।
যদাসীত্তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভূঃ সমভূদজঃ ॥ ৭১৩ ॥
ইতি ভাগবতে কৃষ্ণো নিঃসংখ্যান্ স্বগুণানপি।
অনন্তানাহ দেহাংশ্চাপ্যনন্তানবতারগান্ ॥ ৭১৪ ॥
দেশতঃ কালতশ্চৈব গুণতোঽপি হ্যনন্ততা।
অতস্তন্নির্গুণ-ব্রহ্ম কস্মিন্ দেশে কদা ভবেৎ ॥ ৭১৫ ॥
সর্ব্বেভ্যো দেশকালেভ্যঃ প্রায়স্তত্তু বহিষ্কৃতম্।
লজ্জয়া শশশৃঙ্গস্য মধ্যে লীনমভূৎ সদা ॥ ৭১৬ ॥
সমস্তধর্ম্মশূন্যঞ্চ ব্রহ্মান্যৎ কিল বর্ত্ততে।
স্বয়ং তদ্দর্শনাৎ সর্ব্বধর্ম্মশূন্যো ভবেৎ কিল ॥ ৭১৭ ॥

ধরিত্রীদেবী সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুর বিষয়ে পূজ্য সদ্গুণসমূহ বর্ণন করিয়া জড় হেয়গুণসমূহের অভাবই নির্গুণ-শ্রুতির অর্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৭১২ ॥

"আমি অনন্তগুণশালী, আমার এক একটী গুণও অনন্ত, এইরূপ বিগ্রহও অনন্ত, আমার নাভিদেশে সঞ্জাত পদ্ম হইতে চতুর্ম্মুখ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥" ৭১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে নিজের গুণ, দেহ এবং অবতারের অনন্তত্ব বলিয়াছেন ॥ ৭১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দেশ, কাল এবং গুণ-দ্বারা অনন্ত, অতএব তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ দেশে কোন্ কালে আত্মলাভ করিতে পারেন? ৭১৫ ॥

তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও গুণ হইতে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জায় শশকের শৃঙ্গদ্বয়-মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করিতেছে ॥ ৭১৬ ॥

নিখিল-ধর্ম্মশূন্য নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তুতঃই বর্ত্তমান আছে, তাহার দর্শন মাত্রেই জীবেরও বস্তুতঃই সর্ব্বধর্ম্মবিনাশরূপ মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে ॥৭১৭॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদা মানেন তেনেদং সাধ্যতে মোক্ষসিদ্ধয়ে।
দৃশ্যতে চ তদা মানমেয়তা জ্ঞানদৃশ্যতা ॥ ৭১৮ ॥
ইতি ধর্ম্মদ্বয়ং প্রাপ্তং তৎপদেন চ বাচ্যতা।
লক্ষ্যতা বা যতো বশ্যং তেন প্রাপ্তা পদার্থতা ॥ ৭১৯ ॥
ব্যাবৃত্ত্যৈ শশশৃঙ্গস্য বস্তুত্বং সর্ব্বথা তব ॥ ৭২০ ॥
অতস্তৎ সাধয়ন্নেব তদ্রূপমবসাদয়ন্।
সাধকশ্চাসি তস্য ত্বং বাধকশ্চেতি কিং পরৈঃ ॥ ৭২১ ॥
মৃন্ময়স্য হি লিঙ্গস্য মজ্জনং রূপমার্জ্জনম্।
ন চেৎ প্রমাণশূন্যত্বাদ্গতমস্নেহদীপবৎ ॥ ৭২২ ॥

যেহেতু নির্গুণবাদী নির্গুণ-ব্রহ্মের মোক্ষসাধকত্ব বলেন, অতএব ধর্ম্ম-শূন্য ঐ ব্রহ্মে প্রমাণগম্যত্ব এবং জ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ ধর্ম্মদ্বয় অবশ্যই লব্ধ হইতেছে ॥ ৭১৮ ॥

এইরূপে প্রমেয় এবং দৃশ্যপদদ্বারা ব্রহ্মের বাচ্যত্ব অঙ্গীকার্য্য, অন্যথা লক্ষ্যত্ব অঙ্গীকার করা উচিৎ, শক্তি বা লক্ষণা-দ্বারা তাহার পদার্থত্ব-লাভ হইতেছে ॥ ৭১৯ ॥

এইরূপ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অসদ্বস্তুর নিরাকরণের (ব্যাবৃত্তির) জন্য ব্রহ্মের বস্তুত্বও স্বীকার্য্য ॥ ৭২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকলের আবশ্যকতা-হেতু নির্গুণ-ব্রহ্মসাধক তুমি স্বয়ংই সধর্ম্মক-ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া তাহার স্বরূপ নষ্ট করিয়াছ, নির্গুণ-ব্রহ্ম--সাধক তুমিই তাদৃশ ব্রহ্মের বাধকই হইয়াছ, অন্যের তাহার নিরাকরণের আর প্রয়োজন নাই ॥ ৭২১ ॥

মৃন্ময়পদার্থের স্বরূপ জলাদিমগ্ন হইলে তদীয় রূপও মগ্ন হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মনাশ হইলে তাহার ধর্ম্মনাশও অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্ম সধর্ম্মকরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্ম-শব্দেন চাপ্যুক্তা গুণবৃংহিততৈব হি।
অতস্তৎপদয়োশ্চ স্যাৎ পরস্পরবিরুদ্ধতা ॥ ৭২৩ ॥
যদি জ্ঞাপনমাত্রেণ পুনস্তেষাং নিবৃত্ততা।
মানশক্তেঃ পুনঃ প্রাপ্ত্যা নির্গুণং তে কদাপি ন।
তদ্গানাং জ্ঞাপকত্বে তু নোক্তদোষো নিবর্ত্ততে ॥ ৭২৪ ॥
অন্যগানাং জ্ঞাপকত্বে জ্ঞাপ্যস্যাপ্যন্যনিষ্ঠতা।
অসতো জ্ঞাপকত্বে স্যাদ্‌জ্ঞাপ্যমসদেব হি ॥ ৭২৫ ॥
আরোপিতেন ধূমেন সিদ্ধোদারোপিতোঽনলঃ।
শূদ্রাপ্রসূত-পুত্রস্য শূদ্রতা লোকসম্মতা ॥ ৭২৬ ॥

সিদ্ধ হইবেন ভয়ে যদি প্রমাণ না বল, তাহা হইলে তৈলহীন দীপের ন্যায় তাঁহার উত্থানই অসম্ভব ॥ ৭২২ ॥

"বৃহন্তো হ্যস্মিন্ গুণাঃ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-শব্দের 'গুণপূর্ণত্ব' অর্থ সিদ্ধ হয়। তাদৃশ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বলিলে "ব্রহ্ম নির্গুণ" এই পদদ্বয়েরই পূর্ব্বোত্তর বিরোধ হয় ॥ ৭২৩ ॥

প্রমাণসকল ব্রহ্মের স্বরূপ-মাত্র জ্ঞাপন করিয়া যদি নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের ধর্ম্মনাশের জন্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত প্রমাণসকল দ্বারা জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধিই হইয়া থাকে, নির্গুণ-ব্রহ্মাশ্রিত ধর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞাপক হইলে ব্রহ্মের ধর্ম্মাশ্রয়ত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রমাণসকল যদি অন্যনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় ধর্ম্মসকলও অন্যত্রই হইয়া থাকে, মিথ্যা-ভূত প্রমাণসকল যদি জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় বস্তুও মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥ ৭২৪—৭২৫ ॥

আরোপিত ধূমদর্শনে অনুমিত অগ্নিও যেরূপ আরোপিতই হয়, শূদ্রস্ত্রী-প্রসূত কুমারও যেরূপ শূদ্রই হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত প্রমাণ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥ ৭২৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবহারিক-সত্ত্বন্তু রাজাশ্বখুর-তাড়নম্ ।
সশেষ-বাধাদ্‌যদতিক্রুরং নিঃশেষবাধনম্ ॥ ৭২৭ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধো হি সর্ব্ববাধো ভবন্মতে ।
ব্রহ্মপ্রমা-বাধ্যতা চ ব্যবহারিক-সত্যতা ॥ ৭২৮ ॥
ত্রিকালাসত্ত্ব-সাম্যে তু কিং জ্ঞানান্তরতঃ ফলম্ ।
পরপ্রতারণেন স্যাদ্দোষোঽধিকতরস্তব ॥ ৭২৯ ॥
কিঞ্চ বাধস্য বাধ্যত্বে গুণানাং স্যাদবাধ্যতা ।
বাধস্যাবাধ্যতায়ান্তু সদদ্বৈতমতং গতম্ ॥ ৭৩০ ॥

প্রমাণসকলের ব্যবহারিক সত্তা-স্বীকারও দুর্ব্বলাশ্বের খুরাঘাত অপেক্ষা রাজকীয় অশ্বের খুরাঘাতের ন্যায় অধিক ব্যথা-জনক ; যেহেতু প্রাতিভাসিক সত্তা-স্বীকারে বিশেষ্যমাত্র ব্যতীত কেবলমাত্র আরোপ্য বস্তুরই বাধা হইয়া থাকে, পরন্তু মিথ্যাত্ব-স্বীকারে সর্ব্বতোভাবে বস্তুসত্তার বাধা-নিবন্ধন মহা অনিষ্টই হইয়া থাকে ॥ ৭২৭ ॥

তোমার মতে, ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত পদার্থের বাধা হইয়া থাকে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-বাধ্যই ব্যবহারিক পদের অর্থ ॥ ৭২৮ ॥

প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক, এই উভয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্ম সমান এই যে, উভয়েই ত্রৈকালিক-সত্তা-শূন্য । ব্রহ্মজ্ঞানেও বিশেষ ফল কিছুই নাই, প্রাতিভাসিক পদার্থের ন্যায় ব্যবহারিক পদার্থও ত্রৈকালিক-সত্তা-শূন্যই হইয়া থাকে, অতএব ব্যবহারিক সত্তা-শব্দে কেবল একটী নামের আড়ম্বর মাত্র ॥ ৭২৯ ॥

তুমি যে ব্রহ্মগুণের বাধা বলিয়াছ, ঐ বাধ-পদার্থের বাধ হয় কিনা, বল দেখি ? যদি বাধ থাকে, তাহা হইলে গুণসকল অবাধিতই সিদ্ধ হয় ; যদি বাধ না থাকে, তাহা হইলে বাধ নিত্যপদার্থ বলিয়া অদ্বৈতবাদের হানিই হয় ॥ ৭৩০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্যাপি ব্রহ্মরূপত্বে পুনর্ধর্ম্মিত্বমাপতেৎ।
জড়ত্বং ভাবসাপেক্ষ-প্রতীতিত্বমভাবতা।
ইত্যাদ্যভাবধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণ্যেব প্রসক্তিতঃ ॥ ৭৩১ ॥

অভাবধর্ম্মশূন্যত্বে নিষেধত্বঞ্চ তস্য ন।
নিষেধপ্রতিযোগিত্বং গুণানাং নেত্যবাধ্যতা ॥ ৭৩২ ॥

বোধ্যং চেন্নির্গুণত্বং স্যান্নির্গুণত্বং ন সিদ্ধ্যতি।
ন বোধ্যং নির্গুণত্বং চেন্নির্গুণত্বং ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৭৩৩ ॥

অতঃ শুভগুণাম্ভোধির্হরিঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ততঃ পরতরং নান্যাদিতি সর্ব্বং মনোরমম্ ॥ ৭৩৪ ॥

এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা যত্র সম্পূজ্যতে হরিঃ।
কুপথং তং বিজানীয়াদ্‌গোবিন্দরহিতাগমম্ ॥ ৭৩৫ ॥

বাধ পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে ব্রহ্ম পুনরায় ধর্ম্মীই হইয়া পড়েন, তাহা হইলে জড়ত্ব, ভাবপ্রতীতি-সাপেক্ষত্ব, অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭৩১ ॥

অভাবত্বের প্রযোজক ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিষেধরূপত্বও হইতে পারে না, সেইজন্য ব্রহ্মগুণসমূহের নিষেধ হইতে না পারায়, তাহারা অসৎও হয় না ॥ ৭৩২ ॥

নির্গুণত্ব যদি শাস্ত্র-বোধ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের নির্গুণত্বরূপ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ধর্ম্মহীন হইতে পারিলেন না ॥ ৭৩৩ ॥

নির্গুণত্ব যদি শাস্ত্র-বোধ্য না হয়, তাহা হইলে স্বতঃই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল না, অতএব সদ্‌গুণসিন্ধু বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম,—এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বমনোরম ॥ ৭৩৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতি ভারতবাক্যং হি গোবিন্দরহিতাগমম্।
কুপথং বক্ত্যতোঽপ্যাসীন্নির্ম্মূলং নির্গুণং তব ॥ ৭৩৬ ॥
অবৈষ্ণবপুরাণানামবৈষ্ণবমতস্য চ।
অবৈষ্ণবশ্রুতীনাঞ্চ কুপথত্বমভূদহো ॥ ৭৩৭ ॥
হরের্ভিন্নত্বপূজ্যত্বস্বামিত্ব-প্রতিপাদিকা।
নিষ্কণ্টকা মাধ্ব-শুদ্ধ-পদ্ধতিশ্চেতি সিদ্ধ্যতি ॥ ৭৩৮ ॥
সম্যক্ত্বার্থোপসর্গোঽসাবসম্যক্ত্বং নিষেধতি।
সত্যোঽভূত্তেন ভেদাদিরস্তং তৎসমপূজনম্ ॥ ৭৩৯ ॥
শৈবং ব্রাহ্মং বৈষ্ণবঞ্চ পুরাণমখিলং যতঃ।
অতস্তেভ্যঃ পুরাণেভ্যো যদ্বহিস্তচ্ছ্রুতের্ব্বহিঃ ॥ ৭৪০ ॥

"যে মার্গ অবলম্বনে ভগবান্ বিষ্ণু আরাধিত হ'ন, উহাই নিষ্কণ্টক মার্গ, বিষ্ণুরহিত মার্গকে কুমার্গ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩৫ ॥

এইরূপ মহাভারত-বাক্য দ্বারা বিষ্ণুবিহীন আগমের কুমার্গত্ব উক্ত হইয়াছে ; অতএব তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ম্মূলক ॥ ৭৩৬ ॥

এই ভারত-বাক্য দ্বারা অবৈষ্ণব পুরাণ, অবৈষ্ণবমত এবং অবৈষ্ণব শ্রুতিসকলের কুমার্গত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৭৩৭ ॥

বিষ্ণুর পূজ্যতা ও স্বামিত্ব-প্রতিপাদক মাধ্ব পন্থাই নিষ্কণ্টক ও বিশুদ্ধরূপে সিদ্ধ হইল ॥ ৭৩৮ ॥

ভারতবাক্যে "সম্পূজ্যতে" এই পদে "সম্" এই উপসর্গদ্বারা নির্গুণত্ব প্রভৃতি অসম্যক্ ভাবের নিষেধ এবং উত্তমত্বরূপে আরাধনা-প্রতিপাদনহেতু ভেদ সাধিত হইল, সাম্যভাবে পূজাও নিষিদ্ধ হইল ॥ ৭৩৯ ॥

পুরাণসকলের মধ্যে শৈব পুরাণ—শিববিষয়ক, ব্রাহ্ম পুরাণ—ব্রহ্মবিষয়ক, এবং বৈষ্ণব পুরাণ—বিষ্ণুবিষয়ক। ত্রিবিধ পুরাণ ত্রিবিধ দেবতার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেভ্যোঽপি হ্যন্যদ্ব্রহ্মমতং তব।
ন হি লোকস্য সম্মত্যা পুরাণং তত্র কিঞ্চন ॥ ৭৪১ ॥
ষট্কং ষট্কং পুরাণানাং রাজসং তামসং কিল।
ষট্কন্তু বিষ্ণুবিষয়ং সাত্ত্বিকং মোক্ষদং কিল ॥ ৭৪২ ॥
পাদ্মস্য পূর্ব্বকাণ্ডস্তু পূর্ব্বপক্ষো ভবেদ্ধ্রুবম্।
যতঃ পঞ্চপুরাণেভ্যঃ সাত্ত্বিকেভ্যো বহিষ্কৃতঃ ॥ ৭৪৩ ॥
বিস্তরোঽস্য প্রমেয়স্য হ্যুত্তরত্র ভবিষ্যতি।
তৎ সাত্ত্বিকপুরাণোক্তো বিষ্ণুর্ব্রহ্ম স্মৃতের্ব্বলাৎ ॥ ৭৪৪ ॥
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রচলিষ্যতি ॥ ৭৪৫ ॥

বিষয়ক বলিয়া নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক পুরাণ নাই; পুরাণসকল শ্রুতির অর্থস্বরূপ বলিয়া উহাদের বাক্য শ্রুতিবাক্যই হইয়া থাকে ॥ ৭৪০ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব অপেক্ষা অতিরিক্ত তোমার নির্গুণ-ব্রহ্ম লোক বা পুরাণ-সম্মত নহে ॥ ৭৪১ ॥

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শৈব ছয়টী—তামস, ব্রাহ্ম ছয়টী—রাজস এবং বৈষ্ণব ছয়টী—সাত্ত্বিক ও মোক্ষপ্রদ ॥ ৭৪২ ॥

সাত্ত্বিকরূপে পরিগণিত পুরাণসকলের মধ্যে পদ্মপুরাণে পূর্ব্বকাণ্ড পূর্ব্বপক্ষরূপ বলিয়া কিঞ্চিৎ তামস-ভাবযুক্ত, সেই হেতু ঐকান্ত—সাত্ত্বিক অবশিষ্ট পঞ্চ পুরাণপংক্তি হইতে বহিষ্কৃত ॥ ৭৪৩ ॥

এই প্রমেয় বিষয়ের বিস্তার পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগে করা হইবে। এই সাত্ত্বিক পুরাণসকলও বিষ্ণুরই পরম-ব্রহ্মত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৭৪৪ ॥

ইতিহাস এবং পুরাণানুসারেই বেদার্থের বিস্তার করিবে। অল্পজ্ঞ লোকের নিকট বেদ সর্ব্বদাই আত্মবিনাশ-ভয়গ্রস্ত ॥ ৭৪৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতি স্মৃতেঃ সৎপুরাণ-ভারতোক্ত-প্রকারতঃ।
যচ্ছ্রুতের্যোজনা তস্মাদ্বিষ্ণুর্ব্রহ্ম শ্রুতের্ব্বলাৎ ॥ ৭৪৬ ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৭৪৭ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যোঽপোহ্য ইত্যহম্।
ইত্যস্য হৃদয়ং সাক্ষান্নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যোঽহমেবেত্যবদধার হি ॥ ৭৪৮ ॥
পূর্ব্বাদ্ভারতবাক্যাচ্চ পরাদ্ভাগবতোদিতাৎ।
স্পষ্টগীতোক্তিতঃ সর্ব্ব-বেদার্থো বিষ্ণুরেব হি ॥ ৭৪৯ ॥

এই স্মৃতিবাক্য-অনুসারে পুরাণ ও মহাভারতাদির অনুসরণেই বেদার্থ বিচার করিলে শ্রুতিতেও বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ হন ॥ ৭৪৬ ॥

বেদ, মূলরামায়ণ এবং মহাভারতে আদি, অন্ত্য ও মধ্যভাগে সর্ব্বত্র বিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৭৪৭ ॥

"জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিবচন আমার উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, ইন্দ্র ও রুদ্রপ্রভৃতি শ্রুতিবচনও ইন্দ্রাদি যাবতীয় নামে আমারই অভিধান করিতেছেন, "চত্বারি শৃঙ্গানি" ইত্যাদি বাক্যসকল আমাকেই নানাকৃতিবিশিষ্টরূপে বিকল্প করিতেছে, "মা হিংস্যাৎ" নিষেধ-বচনও আমাকে উদ্দেশ করিয়াই হিংসা নিষেধ করিতেছে। এইসকল বাক্যের অর্থ এক আমিই অবগত; অন্য কেহই জানিতে পারেনা, সর্ব্ববেদে একমাত্র আমিই জ্ঞেয়বস্তু" শ্রীকৃষ্ণ এইসকল বচনদ্বারা নিজের উত্তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৭৪৮ ॥

পূর্ব্বোদাহৃত মহাভারতীয় বচনসমূহ মধ্যভাগে উদাহৃত ভাগবতীয় বচনসমূহ এবং অন্তে উদাহৃত গীতা-বচনসমূহ হইতে বিষ্ণুই সর্ব্ববেদের বিষয়রূপে নিশ্চিত সিদ্ধ হইলেন ॥ ৭৪৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদমধ্যগতা নির্গুণোক্তিরপ্যাহ তং প্রভুম্।
নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽভয়োঽচিন্ত্যোঽচলোঽচ্যুতঃ॥
ইতি বিষ্ণোর্দিব্যনামসহস্রে পঠনাদপি ॥ ৭৫০ ॥
শ্রুত্যাখ্য-রাজকন্যা যৎ সর্ব্বা স্মৃতিসখীবশা।
অতস্তদুক্তমার্গেন সা ব্রজেন্ন ত্বদুক্তিতঃ ॥ ৭৫১ ॥
কিঞ্চাখণ্ডার্থবাদং তে স্মর বাক্যং পদানি চ।
যত্র স্বার্থবিশিষ্টার্থপরং নৈব হি কিঞ্চন ॥ ৭৫২ ॥
যস্মাত্ত্বদুক্তবাক্যার্থস্ত্বয়ৈব ত্যাজিতোঽখিলঃ।
তস্মাদৈক্যং নৈব সিদ্ধেন্নির্গুণত্বাদিকঞ্চ তে ॥ ৭৫৩ ॥
ইত্থং হ্যনশনেনৈব শ্রুতীস্ত্বন্তু জিঘাংসসি।
সত্যং কদশনেনাপি নিত্যা সা বাগ্‌জিজীবিষেৎ ॥ ৭৫৪ ॥

বেদমধ্যগত নির্গুণ উক্তিও বিষ্ণুকেই প্রভুরূপে কীর্ত্তন করিতেছে; "নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽভয়োঽচিন্ত্যোঽচলোঽচ্যুতঃ" ইত্যাদি বিষ্ণুর সহস্রনাম-মধ্যে তদীয় অনেক গুণসমূহের অন্তর্গত নির্গুণত্ব বলা হইয়াছে॥

শ্রুতিরূপিণী রাজনন্দিনী স্মৃতিরূপিণী সখীর বশীভূতা হইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট মার্গেই গমন করেন, পরন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে কখনও ভ্রমণ করেন না ॥ ৭৫১ ॥

তুমিও সকল-বৈদিকপদের ও বাক্যের অখণ্ডার্থ-ব্রহ্মস্বরূপ-পরত্ব বলিয়া থাক; এইরূপে গুণাভাবাদি-বিশিষ্টার্থপরত্ব তুমিও স্বয়ং স্বীকার কর না ॥ ৭৫২ ॥

ইদানীং নির্গুণপদের গুণাভাববিশিষ্টার্থপরত্বের অঙ্গীকার-হেতু তোমারই অপসিদ্ধান্ত হয়, এইরূপে তোমার ঐক্য বা নির্গুণত্ব কুত্রাপি সিদ্ধ হয় না ॥ ৭৫৩ ॥

এইরূপে শ্রুতিসমূহের স্বার্থপ্রতিপাদনরূপ আহার লুপ্ত করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বথার্থপরিত্যাগাৎ সঙ্কোচং কো ন মানয়েৎ ।
অতো নির্গুণবাগ্ ব্রবে হরিং ত্রিগুণবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৫৫ ॥
বিমতঃ পরমো মুক্তঃ পরমাত্মা ঘটাদিবৎ ।
মুক্তত্বাদ্ভাবধর্ম্মাণামপি ধর্ম্মীত্যবাধিতা ।
অনুমা সগুণব্রহ্মসাধিকা বাধিকা তব ॥ ৭৫৬ ॥
বন্ধাভাবাধিকরণো মুক্তো হ্যত্র বিবক্ষিতঃ ।
বন্ধশ্চ চেতনস্যৈব ন ঘটেনাপি মোচিতে ॥ ৭৫৭ ।
অভাবদ্বৈতবাদে তে কথং নাভাব-ধর্ম্মিতা ।
অব্যাহতমতিমুক্তে বন্ধাভাবং ন কো বদেৎ ॥ ৭৫৮ ॥

তুমি তাহাদের বধ সাধনই করিতেছ। আমরা জড়গুণাভাব-প্রতিপাদনরূপ কুভোজ্য প্রদান করিয়াও কথঞ্চিৎ তাহাদিগকে জীবন দান করিতেছি ॥ ৭৫৪ ॥

সর্ব্বতোভাবে অর্থনাশ অপেক্ষা অর্থের কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ,—এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্গুণবাক্য সমস্তগুণকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রাকৃত গুণত্রয়েরই পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ৭৫৫ ॥

ঘট যেরূপ মুক্ত বলিয়া ভাবধর্ম্মসকলের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও মুক্ত বলিয়াই ভাবধর্ম্মসকলের আশ্রয়—এইরূপ অনুমান ব্রহ্মের সগুণত্বই সাধন করিয়া থাকে ॥ ৭৫৬ ॥

অনুমানের হেতুভূত মুক্তত্বপদের অর্থ কেবলমাত্র বন্ধ-নাশাধিকরণত্বই জানিবে। বস্তুতঃ বন্ধ চেতনেরই সম্ভব, অতএব ঘটে ও মুক্তপুরুষে তাদৃশ বন্ধাভাব বর্ত্তমান ॥ ৭৫৭ ॥

অভাবরূপ ধর্ম্ম অদ্বৈতবাধক হয় না,—এইরূপ তোমার মতেও বন্ধাভাবরূপ মুক্তত্ব ব্রহ্মে বর্ত্তমানই আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মুক্তপুরুষে বন্ধাভাব অবশ্যই স্বীকার করেন ॥ ৭৫৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুক্তত্বং নাস্তি চেত্তর্হি বন্ধত্বে নৈব ধর্ম্মবান্।
বদ্ধপুরুষবৎস্যাদ্ধি ব্যাহতিস্তু তবাধিকা ॥ ৭৫৯ ॥
পরাঙ্গীকারসিদ্ধেন হেতুনাপরদূষণম্।
ভক্তেষু করুণাবন্ধবদ্ধস্তু স্যান্মমাপি হি ॥ ৭৬০ ॥
নোভয়ং চেদ্দয়াভাবাস্তাবধর্ম্মী ঘটাদিবৎ।
বন্ধো বন্ধধ্বংসরূপমুক্তত্বঞ্চ ন যৎপরে ॥
নিত্যমুক্তে নাপি ঘটে ততঃ কা মে ক্ষতির্বদ ॥ ৭৬১ ॥
অভাবাধারত্বতো বাভাবধর্ম্মীকপালবৎ।
সমস্ত ধর্ম্মাভাবেঽপি হ্যভাবাধারতা দৃঢ়া ॥ ৭৬২ ॥

ব্রহ্মে যদি মুক্তত্বরূপ ধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে বদ্ধপুরুষের ন্যায় বদ্ধত্বধর্ম্মপ্রাপ্তিবশতঃ মহা অনিষ্টই উপস্থিত হয় ॥ ৭৫৯ ॥

আমার মতে ব্রহ্মের বদ্ধত্ব নাই, তথাপি পরসম্মত হেতুদ্বারা কেবল মাত্র পরপক্ষকে দোষ দেওয়াই হইল, অথবা ভক্তগণের ভক্তিপাশবদ্ধত্ব এবং ভক্তবিষয়ক করুণাবদ্ধত্ব ভগবানে বর্ত্তমান আছে ॥ ৭৬০ ॥

যদি ব্রহ্মে বদ্ধত্ব বা মুক্তত্ব কিছুই নাই বল তাহা হইলে উভয়ধর্ম্মের অভাব-হেতু তিনি ঘটতুল্যাভাবধর্ম্মেরই আশ্রয় হইয়া পড়েন, আমার মতে নিত্যমুক্ত বিষ্ণু এবং ঘটমধ্যে বন্ধ অথবা বন্ধধ্বংসরূপ মুক্তত্ব বর্ত্তমান নাই ॥ ৭৬১ ॥

কপাল (ঘটের অংশ বিশেষ) ঘটাভাবের অর্থাৎ ঘটভগ্ন হইলে অবশিষ্ট অংশ যেরূপ ঘটের অভাবের আধার বলিয়া অভাবধর্ম্ম বিশিষ্ট সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাবের আধারস্বরূপ তোমার ব্রহ্মও অভাবধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে দৃঢ়ভাবে নির্ণীত হইলেন ॥ ৭৬২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যতশ্চাভাবরূপোঽসৌ বিনা সাধ্যং ন গচ্ছতি।
অতো নাসিদ্ধিশঙ্কাস্ত নানৈকান্ত্যঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৭৬৩ ॥
গচ্ছন্ স্বাভাবদো যস্মাত্তিষ্ঠংশ্চ স্বাশ্রয়ত্বকৃৎ।
গান্ধর্ব্বোদ্বাহশীলস্য কুত্রস্যাদ্ব্যভিচারিতা ॥ ৭৬৪ ॥
মুক্তত্বং ভাবধর্ম্মো যত্তৎসত্ত্বে ধর্ম্মবান্ন কিম্ ॥ ৭৬৫ ॥
অভাবাধারতাত্মায়মর্দ্ধনারীশ্বরো যতঃ।
তৎস্বাধারে স্থলে মূর্দ্ধভূষাং যোষাং ন কিং দিশেৎ ॥ ৭৬৬ ॥
নিত্যত্বং ধর্ম্মশূন্যত্বং সরূপত্বমবাধ্যতাম্।
ব্রহ্মণ্যানন্দরূপত্বমনানন্দবিরোধিতাম্ ॥
জ্ঞানরূপত্বমজ্ঞানশূন্যতাং নিত্যশুদ্ধতাম্ ॥ ৭৬৭ ॥

সর্ব্বধর্ম্মের অভাব হইলেও অভাবের আধারত্বরূপধর্ম্ম তাহাতে বর্ত্তমানই থাকে। অতএব এই হেতু কখনও সাধ্যব্যভিচারী বা অসিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৬৩ ॥

এতাদৃশ হেতু যদি পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে তাহা হইলে ভাবধর্ম্মেরই সাধন করিয়া থাকে। যদি পক্ষেই অবস্থান করে তাহা হইলে স্বাশ্রয়ত্বরূপ ভাবধর্ম্মস্থাপন করিয়া থাকে, অতএব এতাদৃশ যুক্তি অনুসারে কোন স্ত্রীসমাগমেই ব্যভিচার দোষ হয় না, যেহেতু সকলেই গান্ধর্ব্বরীতিতে নিজের পরিণীতাই হইয়া থাকে ॥ ৭৬৪ ॥

মুক্তত্ব ভাবধর্ম্ম বলিয়া তৎসত্তাবশতঃ ভগবান্ ধর্ম্মী হ'ন না কি ?৭৬৫।

এতাদৃশ অভাবাধারত্বরূপ হেতু অর্দ্ধনারীশ্বরতুল্য প্রথমভাগে অভাবরূপ ও অন্ত্যভাগে ভাবরূপ; অতএব স্বাশ্রয়স্থলে শিরোভূষণ ভাবধর্ম্মই নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৭৬৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্মানেতান্ বিমুক্তানামপ্যরশ্যমপেক্ষিতান্।
কো বা নিবারয়েদ্বাদী শূন্যত্বস্য নিবারকান্ ॥ ৭৬৮ ॥
ব্যবহারিকমস্তীতি ব্যাহতের্মূলভূরিয়ম্।
ত্রিকালনাস্তিতা সেতি হ্যস্তিতা নাস্তিতাপ্যভূৎ ॥ ৭৬৯ ॥
মুক্তত্ব ব্যাহতিশ্চ স্যাদ্ব্যবহারিকসঙ্গমে।
মুক্তাদিঃ স্যান্মুক্ততাদির্নেতি চ ব্যাহতের্গৃহম্ ॥৭৭০ ॥
কিং ব্যাহতি পুরন্ধ্রীণাং পাণিগ্রহণমস্তি তে ॥ ৭৭১ ॥
বিপ্রস্যাদ্বিপ্রতানৈব গোমান্ স্যাদ্গোর্ন কাচন।
ধনীনৈব ধনং চেতি কো নূন্মত্তো বদেদ্বদ ॥ ৭৭২ ॥

সমস্ত মুক্তগণেরও অভীষ্ট নিত্যত্ব, ধর্ম্মশূন্যত্ব, স্বরূপত্ব, অবাধ্যত্ব, আনন্দরূপত্ব, দুঃখবিরোধিত্ব, জ্ঞানরূপিত্ব, অজ্ঞানশূন্যত্ব এবং নিত্যশুদ্ধত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলকে কেহই বিষ্ণু হইতে নিবারণ করিতে পারে না, যদি এই সকল ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা না যায় তাহা হইলে ব্রহ্মের শূন্যত্ব নিরাকরণে কেহই সমর্থ নহেন ॥ ৭৬৭-৭৬৮ ॥

ব্রহ্মে ব্যবহারিক ধর্ম্ম আছে তোমার এবম্বিধ বচনও ব্যাহত, ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বই ব্যবহারিকপদের অর্থ। অতএব "ত্রৈকালিক অবর্ত্তমান বস্তু আছে" এই কথা বলিলে বাক্য ব্যাঘাত হয় না কি? ৭৬৯॥

ব্যবহারিক পদার্থ সম্বন্ধে মুক্তত্ব ব্যাহত হইল অতএব ব্রহ্ম মুক্ত পরন্তু তাহাতে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই এইরূপ বলিলে পুনরায় ব্যাঘাত দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৭০ ॥

এইরূপ বহুবিধ ব্যাঘাত দোষ হেতু ব্যাহতি স্ত্রীসকলের তোমাদের মতে পাণিগ্রহণ আছে কি? ॥ ৭৭১ ॥

"এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব নাই এই ব্যক্তি গোসম্পদ্ বিশিষ্ট পরন্তু ইহার গো নাই, এই ব্যক্তি ধনী পরন্তু ইহার ধন নাই,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মান্নির্গুণতাবাণী ব্যাহতিস্বৈরিণীগৃহম্ ।
ইদং নৈব বিশেৎ সাধ্বী ত্বৎসঙ্গাৎ প্রবিশেদ্ যদি ॥ ৭৭৩ ॥
স্বৈরিণী সঙ্গদোষেণ স্বয়ঞ্চ ব্যাহতা ভবেৎ ।
যৎ স্বোক্তনির্গুণত্বাখ্যগুণেনৈব ব্যরুধ্যত ॥ ৭৭৪ ॥
যদি ব্রহ্মণি নৈর্গুণ্যং ধর্ম্মং স্বার্থং সমর্পয়েৎ ।
অনুমানুগ্রাহকং সা মানং তর্হি ভবিষ্যতি ॥
ন স্থাপয়েচ্চ নৈব স্যাৎ সাধিকা বাধিকা মম ॥ ৭৭৫ ॥
ন হি চ্ছত্রিপদং রাজভৃত্যে চ্ছত্রমনাদধৎ ।
ধর্ম্মং নির্ম্মূলয়েত্তস্য চ্ছত্রচ্ছায়াবিরোধিনম্ ॥ ৭৭৬ ॥
নহীয়ং পূতনা-বাণী যা শব্দে নৈব ভীষয়েৎ ॥ ৭৭৭ ॥

ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ব্রহ্ম মুক্ত, সত্য, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে মুক্তত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানময়ত্ব, আনন্দস্বরূপত্ব বর্ত্তমান নাই এরূপ কথা কোন্ উন্মত্ত বলিয়া থাকে ? ৭৭২ ॥

অতএব নির্গুণ বাণী ব্যাহতিরূপা স্বৈরিণীর গৃহে প্রবেশই করেন না। যদি তোমার দুঃসঙ্গবশে প্রবেশ করেন তাহা হইলে স্বৈরিণী সঙ্গদোষে নির্গুণাখ্যধর্ম্মপ্রতিপাদনহেতু ব্যাহতা হইয়া দুষ্টা হয় ॥ ৭৭৩-৭৪ ॥

যদি নির্গুণবাণী ব্রহ্মে নির্গুণত্বরূপধর্ম্ম সন্নিবেশ করে তাহা হইলে আমার অনুমানের সাধিকাই হইবে। যদি তাহার সন্নিবেশ না করে তাহা হইলে সাধিকা কিম্বা বাধিকা কিছুই হয় না ॥ ৭৭৫ ॥

ছত্রধারী রাজপুরুষে ছত্রব্যতীত ছত্রছায়ার বিরোধী সূর্য্যতাপের নিবারণ সম্ভব হয় না, এইরূপ নির্গুণ পদদ্বারা নির্গুণত্বরূপ ধর্ম্মের আরোপ ব্যতীত গুণাভাববিরোধিগুণের নিবারণ করিতে সামর্থ্য নাই ॥ ৭৭৬ ॥

পূতনা রাক্ষসী যেরূপ শব্দ উচ্চারণমাত্রেই সকলকে ভীত করিয়াছিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতো নিষ্কারণং ব্রহ্ম ধর্ম্মানেতান্মনোরমান্।
নিষেধতো গতিঃ সা স্যাদ্ যা ধর্ম্মৈর্নৈব সাধ্যতে ॥ ৭৭৮ ॥
সুখরূপমিতীয়ং বাক্ সুখরূপত্ববাদিনী।
তদ্‌যোগাদ্রূপমপ্যাহ ন সা হি স্বাগ্রহানুগা ॥ ৭৭৯ ॥
বিপ্ররূপত্বশূন্যো হি ন শূদ্রো বিপ্ররূপকঃ।
সুখরূপত্বশূন্যং যৎ সুখরূপঞ্চ নৈব তৎ ॥ ৭৮০ ॥
সুখরূপার্থসদ্ভাবে কথং তচ্ছব্দলক্ষণা।
জলপ্রবাহরূপেঽর্থে কিং গঙ্গা পদলক্ষ্যতা ॥ ৭৮১ ॥
অতো মুক্তিরমুক্তিঃ স্যাদিয়ং তার্কিকমুক্তিবৎ।
মুক্তত্বহেতোরুচ্ছিত্তিঃ সাধ্যাভাবে ততো ধ্রুবা ॥ ৭৮২ ॥

সেইরূপ এই নিগুর্ণ শ্রুতি রাক্ষসী নহে যে শব্দমাত্রেই লোকভীতি উৎপন্ন করিবে ॥ ৭৭৭ ॥

অতএব কারণ ব্যতীত রমণীয় ব্রহ্মধর্ম্মের নিষেধহেতু তোমার অধর্ম্ম-জনিত অধোগতিই সম্ভবপর ॥ ৭৭৮ ॥

আনন্দরূপমমৃতম্ ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুর সুখ এবং রূপ কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্রহ্মের সুখরূপত্ব না থাকিলে উক্তশ্রুতি সঙ্গত হয় না ॥৭৭৯॥

যেরূপ ব্রাহ্মণরূপত্বশূন্য শূদ্র ব্রাহ্মণরূপ হয়না সেইরূপ সুখরূপত্বশূন্য ব্রহ্ম সুখরূপও হইতে পারে না ॥ ৭৮০ ॥

মায়াবাদিগণ সুখজ্ঞানপ্রভৃতি পদসকলকে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মপর বলিয়া থাকেন। পরন্তু যদি ব্রহ্মে সুখজ্ঞানাদিধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে তিনি ও সুখজ্ঞানাদি রূপ হইতে পারেন না, ব্রহ্মে সুখ জ্ঞানাদির সত্তা স্বীকার করিলে গঙ্গাপদের প্রবাহে লক্ষণা অঙ্গীকার যেরূপ ব্যর্থ সেইরূপ সুখজ্ঞানাদিরও ব্রহ্মে লক্ষণা স্বীকার ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥ ৭৮১ ॥

মোক্ষে সুখরূপত্ব অস্বীকার করিলে তার্কিকগণের মুক্তির ন্যায় গৌণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবঞ্চ নিগুর্ণং ব্রহ্ম নিগুর্ণাদিশ্রুতেরপি ।
উক্তরীত্যা বহির্ভূতমশ্রৌতমভবদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭৮৩ ॥
শ্রুতি স্ত্রীসঙ্গশূন্যং তদ্ব্রহ্মভিক্ষুরভূত্তব ॥ ৭৮৪ ॥
অন্যাপোহেন তৎসঙ্গে ছদ্মস্ত্রীসঙ্গ-দোষতঃ ।
ভ্রষ্ট স্বধর্ম্মমিত্যার্য্যৈস্ত্যক্তং বাহ্যানুপাশ্রয়ৎ ॥ ৭৮৫ ॥
অস্মদ্ব্রহ্মাপ্রতিদ্বন্দ্বং সর্ব্বমানমনোরমম্ ।
অনন্তসুগুণস্তোমমুখেন পরিতো দিশম্ ।
অপারোপনিষন্নারী মুখান্যাচুম্ব্য জৃম্ভতে ॥ ৭৮৬ ॥
অতোঽনুকূলতর্কাখ্যমন্ত্রিণা সর্ব্বতো দিশং ।
পালিতামেঽনুমানাখ্য রাজাজ্ঞা রাজতেতরাম্ ॥ ৭৮৭ ॥

মুক্তিই হইয়া থাকে এবং সুখাদিরূপ ভাবধর্ম্ম সকলের অনঙ্গীকারে মুক্তত্বের অসিদ্ধি হয় ॥ ৭৮২ ॥

এইরূপে নিগুণ ব্রহ্ম নিগুর্ণ শ্রুতি হইতেও বহির্ভূত হইলেন। অতএব সগুণ নিগুর্ণ উভয় শ্রুতিবাহ্য বলিয়া উহা অশ্রৌতই নির্ণীত হইল ॥৭৮৩॥

শ্রুতিনাম্নী স্ত্রীর সঙ্গ রহিত তোমার নিগুর্ণ ব্রহ্ম সদ্গুণাদি বিষয়ে দরিদ্র হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করুক্ ॥ ৭৮৪ ॥

লক্ষণাবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্টমার্গাবলম্বনে শ্রুতি স্ত্রীসঙ্গ ভোগ করিয়া সত্যত্বাদি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় ধর্ম্মহীনশূন্যবাদীর সঙ্গ লাভ করিয়াছে ॥৭৮৫॥

আমাদের বিষ্ণুসংজ্ঞক ব্রহ্ম অসমান, বহুপ্রমাণ সিদ্ধ এবং অনন্তগুণ রঞ্জিত। তিনি নিখিল বেদাভিমানিনী লক্ষ্মীর সঙ্গ হইতেই সর্ব্বেশ্বররূপে প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ৭৮৬ ॥

অতএব অনুকূল তর্কনামক মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত মদীয় অনুমান রূপ রাজশাসন সর্ব্বত্র বিরাজিত ॥ ৭৮৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতঃ শ্রুতিপুরাণস্থ নির্গুণাখ্যা হরিং প্রভুম্।
নির্গুণব্রহ্মমদ্দাসী সঙ্গ্যোবাসীন্ন মৎপ্রিয়ম্॥ ৭৮৮॥
অহং পতিব্রতৈবাসং তত্রোপক্রমবাগিয়ম্।
উপসংহারবাক্যেয়ং সদা ত্বৎপক্ষপাতিনী॥
সাক্ষিণীতি নিগদ্যাত্মনঃ শৌদ্ধ্যং প্রবোধ্য চ॥ ৭৮৯॥
অন্যার্থশূন্যা মান্যার্থযুক্তা শরণমীযুষী।
স্বস্বামিনো গুণান্ হিত্বা জগ্রাস প্রাকৃতান্ গুণান্॥ ৭৯০॥
নৈর্গুণ্যোনৈব গুণিতা নৈর্গুণ্যঞ্চ নচেন্নঞৌ।
সগুণত্বং স্থিরীকৃত্য বিরুদ্ধার্থত্বকারকৌ॥ ৭৯১॥

অতএব শ্রুতি ও পুরাণস্থিত নির্গুণ পদ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকেই বুঝাইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্ম আপাতপ্রতীতি ও ভ্রান্তি নাম্নী মদীয় দাসীযুগলের সঙ্গী বলিয়া আমার প্রিয় নহে॥ ৭৮৮॥

একো দেব এই উপক্রম বাণী একমাত্র বিষ্ণুকেই পতিরূপে বরণ করিয়া পতিব্রতার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, স সর্ব্বদৃক্ এই উপসংহার বাণী বিষ্ণুর প্রতিই নিজের পক্ষপাত জ্ঞাপন সহকারে সর্ব্বসাক্ষী বিষ্ণুতে স্বীয় অন্তঃকরণের শুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছেন॥ ৭৮৯॥

নিজপতির সর্ব্বার্থনাশরূপ নির্গুণত্ব প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি গৌরব প্রকটন পূর্ব্বক তাঁহার গুণসকলই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদীয় অযোগ্য প্রাকৃতগুণসকল দূরীভূত করিয়াছেন॥ ৭৯০॥

তোমার প্রতিপাদিত নৈর্গুণ্যদ্বারাই বিষ্ণুর ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল। নৈর্গুণ্য নাই এইরূপ বলিলে নৈর্গুণ্য নাই এই বাক্য স্থিত নঞ্ দ্বয় প্রকৃতার্থভূত গুণসকলের নির্ণয় পূর্ব্বক গুণাভাবের অতিশয় নিবারণ করিতেছে॥ ৭৯১॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধসেতুনিরুদ্ধাম্ভঃ সেতুভঙ্গে প্রবেদ্ধ্রুবম্।
যথা হি নিগু´ণত্বস্য চ্ছেদে সর্ব্বগুণাগমঃ।
ঘটাভাব ক্ষয়ো নাম ঘটস্যাগতিরেব হি॥ ৭৯২॥
সঙ্কোচে পরসঙ্কোচ-শ্রেয়ান্ মুখ্যার্থলাভতঃ॥ ৭৯৩॥
কপিঞ্জলাধিকরণ ন্যায়ানুসরণাদপি।
অনন্তস্বগুণচ্ছেদাস্ত্রিগুণচ্ছেদনং বরম্॥ ৭৯৪॥
কিঞ্চ নিগু´ণতাং স্বার্থং ক্ষিপন্তীং সগুণশ্রুতিঃ।
অবাধ্য স্বার্থবর্গেণ কপোলে তাড়য়িষ্যতি॥ ৯৫॥

জলপূর্ণ নদীর মধ্যস্থিত সেতু ভঙ্গ হইলে জল যেরূপ অতিবেগে প্রবাহিত হয় সেইরূপ নৈর্গু´ণ্য সেতু নঞ্ প্রত্যয় দ্বারা ভগ্ন হওয়ায় গুণ সমূহ প্রবাহরূপে উপস্থিত হইতেছে। ঘটের অভাবের অভাব যেরূপ ঘটস্বরূপ সেইরূপ নৈর্গু´ণ্যের অভাবও গুণস্বরূপই হইয়া থাকে॥ ৭৯২॥

নিগু´ণ শ্রুতির গুণসামান্যের অভাবরূপ অর্থ হইলেও যদি ভাবগুণের অভাব মাত্র অর্থদ্বারা সঙ্কোচ কর তাহা হইলে আমরা নিখিল শ্রৌতধর্ম্ম-রক্ষণার্থে প্রাকৃত গুণমাত্রে সঙ্কোচ করিব॥ ৭৯৩॥

মীমাংসকগণ কপিঞ্জলান্ আলভেত এই শ্রুতি স্থিত বহু বচনান্ত কপিঞ্জল পদদ্বারা বহু কপিঞ্জল পক্ষীর বধরূপ অর্থলাভসত্ত্বেও বহুপক্ষিবধজনিত পাপাশঙ্কায় যেরূপ যজ্ঞে তিনটী মাত্র পক্ষিবধ করিয়াই বহুবচনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন সেইরূপ কপিঞ্জলন্যায়ানুসারে শ্রুতিস্থিত অনন্ত গুণসমূহের নাশরূপ পাপাশঙ্কায় আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র প্রাকৃত গুণত্রয়ের বিনাশ করাই সঙ্গত হয়॥ ৭৯৪॥

আরও দেখ নিগু´ণ শ্রুতি যদি নিগু´ণত্বরূপ স্বকীয় মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে বাধশূন্যা সগুণশ্রুতি মুখ্যার্থত্বনিবন্ধন প্রবলা হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদ্যভাবোঽস্তি ভাবস্যাপ্যভাবাভাবতা ন কিম্।
সর্ব্বং নাস্তীতি বদতা কিমভাবোঽপি রক্ষ্যতে॥ ৭৯৬ ॥
নেহ নানেতি বাক্যার্থ রূপত্বাচ্চেত্ততোঽপি কিম্।
অর্থত্যাগে শ্রুতেরপ্রামাণ্যং স্যাদিতি ধীর্যদি।
গুণশ্রুতীনাং বহ্বীনাং নাপ্রামাণ্যাদ্বিভেষি কিম্॥ ৭৯৭ ॥
এবং সগুণবাদ্যুক্তযুক্তিত্যাগো ন মে গুণঃ।
ইতি মত্বা নির্গুণাখ্যা ভেজে হরিপদাম্বুজম্॥ ৭৯৮ ॥
কিঞ্চ নির্গুণশব্দেন লক্ষ্যঞ্চেন্নির্গুণং কথং।
মুখ্যার্থবাধমূলৈব লক্ষণেতি সতাং মতম্॥ ৭৯৯ ॥

নির্গুণ শ্রুতির গণ্ডদোষে চপেটাঘাত পূর্ব্বক গুণত্রয় সংজ্ঞক দন্তত্রয়েরই নিপাত করিয়া থাকে॥ ৭৯৫ ॥

অভাবধর্ম্মের নিষেধ অস্বীকার করিলে গুণসকলও গুণাভাবের অভাবরূপ বলিয়া তাহাদেরও নিষেধ হয় না, ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলের অভাব স্বীকার করিলে অভাবরূপ দ্বিতীয় পদার্থ তোমা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃতই হইল, সর্ব্বপদদ্বারা অভাবেরও নিষেধ বলিলে পুনরায় সমস্ত পদার্থের সত্তাই উপস্থিত হয়॥ ৭৯৬ ॥

"নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতির অপ্রামাণ্যভয়ে সর্ব্বার্থত্যাগস্বীকার করিলে গুণবাচক বহুশ্রুতির অপ্রামাণ্যরূপ ভয়ই বা দেখ না কেন? ৭৯৭ ॥

নির্গুণ শ্রুতি সগুণবাদী কর্ত্তৃক উক্ত যুক্তিসমূহদর্শনে তদীয় মার্গাবলম্বনে হরিপদাশ্রয়ই করিয়াছেন॥ ৭৯৮ ॥

তুমি নির্গুণশ্রুতির লক্ষণা স্বীকার কর, যে স্থলে মুখ্য অর্থের বাধা হয় তথায়ই লক্ষণা স্বীকার্য্য, সর্ব্বগুণাভাবই নির্গুণ পদের মুখ্যার্থ। তাদৃশ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা স্বীকারহেতু সর্ব্বগুণাভাবরূপ অর্থ তোমা কর্ত্তৃকই স্বীকৃত হইতেছে না॥৭৯৯॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাচ্যত্বং ন পরো বক্তি তেন স্যান্মে গতির্বৃথা ।
ইত্যাদ্যালোচ্য সা বাণী প্রাণেশমতমন্বগাৎ ॥ ৮০০ ॥
বাচ্যত্বে নৈব গুণিতা বাচ্যত্বে নির্গুণোক্তিতঃ ।
লক্ষ্যত্বে নৈব গুণিতা লক্ষ্যত্বে নির্গুণোক্তিতঃ ।
নোভয়ং চেদশাব্দত্বধর্ম্মেণ স্যাদ্ধি ধর্ম্মিতা ॥ ৮০১ ॥
ব্যবহারিকতায়াঞ্চ বাধাদ্ধর্ম্মো ন সোঽর্থকৃৎ ।
গুঞ্জাপুঞ্জাগ্নিনা কুঞ্জে কিং জায়েত হিমৌষধম্ ॥ ৮০২ ॥
ইতি সর্ব্বং সমালোচ্য শ্রুতিঃ সাব্যাহতের্ভয়াৎ ।
অব্যাহতগতিংবিষ্ণুমব্যাজস্নেহতোভজৎ ॥ ৮০৩ ॥

"মায়াবাদী পদসমূহের বাচকত্ব অঙ্গীকার করেন না, বাচ্যার্থের অভাবে শ্রুতি ব্যর্থা হন" বেদবাণী এইরূপ আলোচনা করিয়া অনন্তবেদেরই বাচকত্বরূপে সার্থকতা কীর্ত্তনকারী প্রাণেশ (মুখ্য প্রাণ) মধ্বাচার্য্যের মত অনুসরণ করিয়াছেন ॥ ৮০০ ॥

যদি ব্রহ্ম নির্গুণ উক্তির বাচ্য হ'ন তাহাহইলে বাচ্যত্ব নিবন্ধন তাহার ধর্ম্মিত্ব লাভ হয়, পক্ষান্তরে যদি নির্গুণ উক্তি লক্ষ্য হ'ন তাহা হইলে লক্ষ্যত্ব নিবন্ধন ও ধর্ম্মিত্ব লাভ হইয়া থাকে ; আর যদি বাচ্যত্ব বা লক্ষ্যত্ব একটীও না হয় তাহা হইলেও অশাব্দত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮০১ ॥

উক্ত ধর্ম্মসকল ব্যবহারিক হইলে তাহাদের বাধনিবন্ধন তাহারা অর্থক্রিয়া রূপ প্রয়োজন সাধক হইতে পারে না। কুঞ্জস্থিত গুঞ্জাপুঞ্জকে (অগ্নিবর্ণ কুচ্ ফল সকলকে) অগ্নিরূপে কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা শীত নিবৃত্তি হয় না ॥ ৮০২ ॥

নির্গুণ শ্রুতি এই সমস্ত বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক বিবিধ ব্যাঘাত দোষ-ভয়ে ভীতা হইয়া অব্যাহতগুণসম্পন্ন বিষ্ণুকেই অকপট অনুরাগ সহকারে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৮০৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃষা চেন্নির্গুণত্বং স্যাৎ সগুণত্বশ্রুতের্ব্বলাৎ।
সত্যা সগুণতা তর্হি সিদ্ধ্যেদদ্বৈতবত্তব ॥ ৮০৪ ॥
অতত্ত্বাবেদকং বাক্যং ন হি তত্ত্বস্য বাধকম্।
অতত্ত্বতত্ত্বয়োশ্চৈব ন বিরোধোঽস্তি কশ্চন ॥ ৮০৫ ॥
ন মৃষা নির্গুণত্বঞ্চেন্নির্গুণত্ব শ্রুতির্গতা।
তেনৈব সগুণত্বাপ্তের্ভাবমাত্র নিষেধনে ॥
অন্যোন্যাভাবভেদস্থ পটুবন্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৮০৬ ॥
বন্ধধ্বংসসদাভাবৌ বিরুদ্ধৌ যৎসদাত্তনৌ।
মন্ত্রিণৌ মন্ত্রশক্ত্যা তং সদা বোধয়তো নৃপম্ ॥ ৮০৭ ॥
ভটৌ চাগ্রে সরৌতস্য রিপুসেনা মুখাগতৌ।
অল্পজ্ঞত্ব বহুজ্ঞত্বাভাবৌ চোভয়পার্শ্বগৌ ॥ ৮০৮ ॥

তোমার মতে ভেদের মিথ্যাত্বনিবন্ধন যেরূপ অদ্বৈত সিদ্ধ হয়, সেইরূপ নির্গুণত্বও যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে গুণশ্রুতি বলে সগুণত্ব সত্যরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮০৪ ॥

নির্গুণ প্রতিপাদকবাক্য অতত্ত্বজ্ঞাপক বলিয়া তত্ত্বের বাধক হয় না। যেরূপ আরোপিত রজত সত্যরজতের বাধক হয় না সেইরূপ আরোপিত নির্গুণত্ব অনারোপিত গুণের বাধক হইতে পারে না ॥ ৮০৫ ॥

নির্গুণত্ব যদি মিথ্যা না হয় তাহা হইলে নির্গুণত্ব রূপ গুণের প্রাপ্তি-নিবন্ধন নিজেরই ব্যাঘাত হয়, পক্ষান্তরে ভাবমাত্রের নিষেধ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাভাবরূপ ভেদের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮০৬ ॥

বন্ধধ্বংস এবং বন্ধের অত্যন্তাভাবরূপ মন্ত্রিদ্বয় মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্ব্বদা ভেদ-রূপ রাজার অস্তিত্বই জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ৮০৭ ॥

অল্পজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বের অভাবরূপ দূতদ্বয়ও শত্রুশিবির হইতে সমাগত হইয়া ভেদরূপ রাজার উভয় পার্শ্বে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৮০৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথক্‌ত্বস্তু গুণং ভাব ভেদং হন্ত্বৈক্যবাক্ তব।
অভাবধর্ম্মবদ্ভেদোপ্যভাবাত্মাহস্তু নির্ভয়ঃ ॥ ৮০৯ ॥
অন্যোন্যাভাবাতিরিক্তং পৃথক্‌ত্বং তত্ত্ববাদিনা।
নিষেদ্ধুং শক্যতে জীবে বিভাগাখ্যা ভিদা তথা ॥ ৮১০ ॥
তয়োরন্য ইতিপ্রোক্তস্ত্বন্যোন্যাভাব ইষ্যতে।
শ্রুতিপ্রামাণ্যরক্ষায়ৈ নৈর্গুণ্যে ত্বদ্বিবেকবৎ ॥ ৮১১ ॥
আত্মহত্যেব যল্লোকে পরহত্যাপি দূষণম্।
অতঃ স্বব্যাহতের্ভীতৌ ভয়ং ভেদশ্রুতের্ন কিম্ ॥ ৮১২ ॥
জ্ঞাতত্বাভাবধর্ম্মিত্ব পূর্ব্ববাৎ সা ন বিভেতি কিম্ ॥ ৮১৩ ॥

তোমার অভেদবাক্য ভাবরূপের পার্থক্য অথবা ভাবরূপের ভেদ বিনষ্ট করুক্ অভাবাত্মক ধর্ম্ম যেরূপ নির্ভয় সেইরূপ ভেদ ও নির্ভয় হউক ॥ ৮০৯ ॥

তত্ত্ববাদিগণ ও অন্যোন্যাভাবের অতিরিক্ত পার্থক্য এবং জীবমধ্যে স্বরূপ বিভাগরূপ ভেদকে নিরাকরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮১০ ॥

"ঘট হইতে পট ভিন্ন, পট হইতে ঘট ভিন্ন" এইরূপ অন্যোন্যাভাব তত্ত্ববাদিগণের স্বীকৃত। তুমি যেরূপ শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষার জন্য নৈর্গুণ্য শ্রুতির ভাবমাত্র নিষেধেই তাৎপর্য্য নির্ণয় কর সেইরূপ অন্যোন্যাভাবাতিরিক্ত পৃথক্‌ত্বের নিষেধ বিষয়েও আমাদের বুদ্ধি জানিবে ॥ ৮১১ ॥

লোকে আত্মহত্যার ন্যায় পরহত্যাও দূষণীয়, এইরূপ নির্গুণশ্রুতিরও স্বব্যাঘাত দোষের ন্যায় পরকীয় ব্যাঘাতের ভয় ও বর্ত্তমান আছে ॥ ৮১২ ॥

অভাবধর্ম্মের অঙ্গীকারেও যদি ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অঙ্গীকৃত না হয় তাহা হইলে ব্রহ্মের শূন্যতাপ্রাপ্তিরূপ দোষভয় অবশ্যই শ্রুতিতে বর্ত্তমান আছে ॥ ৮১৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবস্থিতাদিয়ং তত্ত্বং পদার্থত্বাচ্চ তে শ্রুতিঃ।
কথং ন ভীতা ভেদং বা বিশেষং বা বিনা বদ॥
বিশেষো নাস্তিভাবস্তে ভেদোঽভাবো গতির্ধ্রুবা॥ ৮১৪॥
ব্যবহারিক-ভেদাচ্চ নাত্র তত্ত্বং পদার্থতা॥
যৎসত্যয়োরৈক্যযোগ্য চিতোরেব কথা তব॥ ৮১৫॥
যদ্বা ব্রহ্মস্থিতৈক্যস্য ভাবরূপস্য তদ্রিপোঃ।
নির্গুণোক্তি শিরশ্ছিন্দ্যাত্তেনৈবাস্যাঃ পরাভবে॥ ৮১৬॥
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিত্বশ্রুতিরর্থ বলোর্জ্জিতা।
পট্টং বধ্নাতি ভেদস্য হন্তি চাস্য বিরোধিনম্॥ ৮১৭॥

"তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্র নিষ্ঠ "তৎ" পদ দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন করিয়া জীবনিষ্ঠ "ত্বং" পদদ্বারা জীবের ব্যপদেশ করিতেছে, "তৎ" এবং "ত্বং" পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ববিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয়না, তোমার মতে বিশেষ পদার্থের অস্বীকার হেতু ভেদই একমাত্র গতি॥ ৮১৪॥

যে হেতু উক্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক তোমার মতে সত্যভূত চিৎপদার্থদ্বয়ের ঐক্যকথা প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই হেতু তৎপ্রসঙ্গে ব্যবহারিকভেদ অবলম্বনে জীব ও ঈশ্বরের "তৎ" ও "ত্বং" এই ভিন্ন পদ দ্বারা গ্রহণ বলিতে পার না॥ ৮১৫॥

অথবা নিগুণ শ্রুতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঐক্যরূপ ভাব ধর্ম্ম নিজ বিরোধী বলিয়া নিরাকরণ করিতে পারে এইরূপে নির্গুণ শ্রুতিদ্বারা ঐক্যরূপ বিরোধী পরাভূত হইলে সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি শ্রুতি প্রবলা হইয়া ভেদকে রাজপদে স্থাপন এবং অভেদসংজ্ঞক তদীয় শত্রুকে বিনাশ করিয়া থাকে॥৮১৬-৮১৭॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চ সঙ্কোচমার্গেণ পলায়নপরাং শ্রুতিম্।
প্রবলানন্তসগুণশ্রুতিঃ কোণে ক্বচিৎ ক্ষিপেৎ ॥ ৮১৮ ॥
ব্যবহারিকতা চাত্মধর্ম্মাণাং স্যাত্তদৈব হি।
যদ্যহং প্রতিষেধামি নো চেত্তেস্যুরবাধিতাঃ ॥ ৮১৯ ॥
অহঞ্চ মুখ্যতঃ স্বার্থ পরৈবান্যবিরোধিনী।
ন হি গঙ্গাপদং লক্ষ্যে তীরে স্বার্থবিরোধ্যপি ॥
তীরত্ব ঘোষাবাসত্ব পার্থিবত্বাদিকং ক্ষিপেৎ ॥ ৮২০ ॥
অতঃ শাব্দত্বাদিধর্ম্ম বলাদন্যনিষেধিকা।
কথং তানেব বাধেঽহং হসিষ্যতি সহোদরী ॥
কৃতঘ্নং দূষয়ন্তী বাগুপজীব্য বিরোধিনীম্ ॥ ৮২১ ॥

বিশেষতঃ বলবতী অনন্তা সগুণাশ্রুতি ভাবমাত্র নিষেধরূপ সঙ্কোচমার্গে পলায়নপর নির্গুণ শ্রুতিকে গুণত্রয় নিষেধরূপ কোণে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৮১৮ ॥

নির্গুণ শ্রুতির এইরূপ চিন্তা যে—যদি আমি গুণসকলকে মুখ্যভাবে নিষেধ করি তাহা হইলে উহারা ব্যবহারিক হইবে, অন্যথা উহারা অবাধনীয়ই হইয়া থাকে ॥ ৮১৯ ॥

আমিও যদি মুখ্যভাবে স্বার্থপরা হই তাহা হইলেই গুণনিষেধ করিতে পারিব, যেরূপ গঙ্গা পদ স্বার্থবিরোধী লক্ষ্য তীরে বর্ত্তমান হইয়া ও তীরত্ব পার্থিবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিরাকরণ করে না, সেইরূপ আমি ও নির্গুণ বাদী নির্দ্দিষ্ট উক্তি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপ মাত্র প্রতিপাদিকা হইয়াও মুখ্যার্থ নৈর্গুণ্যবিরোধীভূত ভগবানের গুণসকলের নিষেধে সমর্থা নহি ॥ ৮২০ ॥

অতএব আমি শব্দাভিধেয়ত্ব, শব্দবোধ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অন্যের স্বধনিপরোয়ণা হইয়া নিজ সহায়ভূত ধর্ম্ম সকলকে কিরূপে নিষেধ করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাধ্যস্য চোপজীব্যত্বমবাধ্যঞ্চোপজীবকম্।
ন শ্রুতং ন হি সৎসর্পো রজ্জুসর্পোপজীবকঃ ॥ ৮২২ ॥
ততোঽপি নির্গুণত্বং ন স্বোপজীব্যস্য বাধকম্ ॥ ৮২৩ ॥
তস্মাচ্ছাব্দত্ববোধ্যত্ব-ধর্ম্মিত্বাদিগুণানুগা।
একত্রচ্ছিন্নধারেণ কুঠারেণাপরং বনে ॥ ৮২৪ ॥
তজ্জাতীয়ং কথং ছিন্দ্যাং মন্দাশঙ্কিতদুর্গুণান্।
ছিনদ্মি মন্দধারাপাত্যাগান্নির্গুণবাগ্ বহিঃ ॥ ৮২৫ ॥
উপজীব্য সজাতীয়াঃ সর্ব্বেঽপি হ্যুপজীব্যবৎ।
ভর্ত্তুঃ সহোদরাঃ সর্ব্বে কিং ন পোষ্যাঃ স্বভর্ত্তৃবৎ ॥ ৮২৬ ॥

প্যার, আমার সাহত ভগবানের নিকট হইতে প্রকাশিতা মদীয়া সহোদরা "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" এই বাণী কৃতঘ্নতা দোষকারিণী উপজীব্য-বিরোধিনী আমাকে পরিহাস করিবে ॥ ৮২১ ॥

ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণভূত সগুণ বাক্যসকল নির্গুণশ্রুতির উপজীব্য, নির্গুণ শ্রুতি স্বয়ং উপজীবক, লোকমধ্যে সর্পারোপের উপজীব্যভূত সত্যসর্প বাধিত হয় না, পরন্তু উপজীবক আরোপিত সর্পই বাধিত হইয়া থাকে, এইরূপ উপজীবক নির্গুণ শ্রুতিদ্বারা উপজীব্য গুণশ্রুতির বাধা হইলে লোকানুভব বিরোধ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮২২ ॥

অতএব নির্গুণত্ব উপজীব্য গুণবাধক হইতে পারে না ॥ ৮২৩ ॥

সেই হেতু শাব্দত্ব বোধ্যত্ব ধর্ম্মিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিষেধে অশক্ত নঞ্-রূপ কুঠারদ্বারা তজ্জাতীয় শুভ গুণসকলকে কিরূপে ছেদন করিব, অতএব কুণ্ঠিতধারবিশিষ্ট নঞ্ রূপ কুঠারদ্বারা মন্দজনাশঙ্কিত দুর্গুণ সকলেরই ছেদন করিব এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্গুণ শ্রুতি দূরে চলিয়া গেল ॥ ৮২৪—৮২৫ ॥

শাব্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলের উপজীব্যত্ব হইলেও গুণসকলের উপ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্ব পূর্ব্বা পূর্ব্ব সর্ব্বগুণাহরৌ।
তত্তচ্ছ্রুতিপ্রসক্তাশ্চেন্নিষেধ্যাঃ স্যু র্ন চান্যথা ॥ ৮২৭ ॥
তত্তৎ শ্রৌতপদান্যেষাং প্রসক্ত্যৈ স্যুস্তদৈব হি।
যদি মুখ্যতয়ৈবৈতানভিদধ্যুর্গুণানপি ॥ ৮২৮ ॥
মুখ্যাবৃত্তিশ্চ গুণিনি তত্তৎ সত্তামপেক্ষতে।
কথং তত্রৈব তদ্ধর্ম্মসত্তাপেক্ষাবতী পুনঃ ॥ ৮২৯ ॥
তাংস্তত্রৈব নিষেধামি যাহং তদুপজীবিনী।
যদা যত্র ঘটস্তত্র তদা কিং তন্নিষেধনম্ ॥ ৮৩০ ॥
ইত্থং প্রসঙ্গকং বাক্যং যস্মাদাসীৎ প্রসাধকম্।
অতোঽপি সা শ্রুতিঃ সর্ব্বা বহ্যুপজীব্যৈব মে ভবৎ ॥ ৮৩১ ॥

জাব্যত্ব না থাকায় শ্রুতির অন্য গুণবিরোধ হয়না, এইরূপ বলিলেও গুণ সকলের ভাবত্ব রূপ সজাতীয়তা নিবন্ধন স্বামীর ন্যায় তদীয় সহোদরগণও যেরূপ পোষ্য, সেইরূপ অন্য গুণসকলও পোষ্য হইয়া থাকে ॥ ৮২৬ ॥

আরও দেখ—সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অপূর্ব্ব সর্ব্বগুণসমূহের তত্তৎ শ্রুতি অনুসারে প্রসক্তি হইলেই নিষেধ হইতে পারে, অন্যথা সম্ভব হয় না ॥৮২৭॥

শ্রৌতপদসকল যদি মুখ্যস্বরূপে গুণসকলের কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেই উহারা গুণপ্রসক্তিকারক হইতে পারে ॥ ৮২৮ ॥

গুণবিশিষ্টে গুণ থাকিলেই শব্দের মুখ্যবৃত্তির সম্ভব হয়, এইরূপ নিষেধের জন্য ধর্ম্মীতে গুণসত্তাপেক্ষিনী শ্রুতি স্বয়ং উপজীবিণী হইয়া ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটের নিষেধের ন্যায় গুণবিশিষ্টপদার্থে কিরূপে গুণ নিষেধ করিতে পারে ॥ ৮২৯—৮৩০ ॥

এইরূপ নিষেধের জন্য প্রসক্তিজনক বাক্য গুণপ্রসাধকই হইয়াছে, অতএব সকল শ্রুতিই নির্গুণ শ্রুতির উপজীব্য ॥ ৮৩১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিভেমি তদ্বিরোধায় ত্রিগুণাস্তু জড়াত্মকাঃ।
জীবেষু প্রমিতা ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তা ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
নিরবদ্যশ্রুতিস্থেম্নে নিষেধ্যা ইত্যগাদ্বহিঃ ॥ ৮৩২ ॥
অভাবশেষে যাপ্যাশা স্বগুণদ্রোহিণাং হরেঃ।
তস্যাশ্চোক্তাত্মধর্ম্মাণাং পক্ষপাতো ভয়ঙ্করঃ ॥ ৮৩৩ ॥
অভাবে গৌরবং প্রাহুর্ভাবে চ লঘুতাং বুধাঃ।
চিত্রং শ্রুত্যঙ্গনা ধত্তে শিলাং ন কিল মালিকাম্ ॥ ৮৩৪ ॥
ভাবো হি যোষিতাং ভূষা ভাবো বাচাঞ্চ ভূষণম্।
তং ভাবং বাগ্বধূরেষা দূষয়েৎ কেন হেতুনা ॥ ৮৩৫ ॥

নির্গুণশ্রুতি উপজীব্যভূত সর্ব্বগুণনিষেধে ভীতা হইয়া জীবলোকে প্রসিদ্ধ এবং নির্ম্মল ব্রহ্মবিষয়ে ভ্রান্তিপ্রতীত সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণসমূহকে "নিরনিষ্টো নিরবদ্যঃ" এই শ্রুতির বাক্যের দৃঢ়তার জন্য নিষেধ করিতে বহির্গমন করিয়াছে। ৮৩২ ॥

সর্পের পক্ষে গরুড়ের পক্ষাঘাত যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ শ্রীহরির গুণ-দ্রোহিগণের অভীষ্ট অভাব-ধর্ম্মের উপর শ্রৌত আত্মধর্ম্ম স্থাপনও ভয়ঙ্কর হয় ॥ ৮৩৩ ॥

স্ত্রী যেরূপ মস্তকে মাল্যই ধারণ করে, পরন্তু শিলা ধারণ করে না, সেইরূপ শ্রুতিও গৌরবদোষগ্রস্ত অভাব-ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া লঘুভূত ভাবধর্ম্মই গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৩৪ ॥

স্ত্রীগণের পক্ষে ভাব (বিলাস বিশেষ) ভূষণস্বরূপ, বচন সকলেরও ভাব (অভিপ্রায়) ভূষণ হইয়া থাকে, অতএব শ্রুতিরমণী তাদৃশ ভাব-ধর্ম্মকে কি জন্য দূষিত করিবেন ? ৮৩৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চ কিঞ্চন-শব্দস্থ ভাবং যো বেত্তি কঞ্চন।
অভাবশেষং স কথং দোষং ন মনুতে বুধঃ ॥ ৮৩৬ ॥
স্বব্যাহতিভয়াৎ স্বার্থং নাভাবং যর্হি বারয়েৎ।
ন মারয়েত্তর্হি নিত্যাং স্বাঞ্চ ভাবস্বভাবিনীম্ ॥ ৮৩৭ ॥
মানত্বধর্ম্মনাশঃ স্যাদভাবপ্রতিষেধনে।
ধর্ম্মিনাশো ভবেদ্ধন্ত ভাবার্থপ্রতিষেধনে ॥ ৮৩৮ ॥
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মস্য চিন্তামাহুর্বিপশ্চিতঃ।
ধর্ম্মিনাশাদ্ভয়ং নোচেদ্ধর্ম্মনাশেন কিং ভয়ম্ ॥ ৮৩৯ ॥
যদি তত্ত্বজ্ঞানতায়ৈ ন বোধ্যস্য নিষেধনম্।
তদর্থমেব তর্হ্যুক্তি বোধকং ন চ বাধ্যতাম্ ॥ ৮৪০ ॥

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিতে "কিঞ্চন" শব্দের অর্থজ্ঞ পুরুষ অভাবধর্ম্মত্যাগকে কি জন্য দোষ মনে করিবেন না ॥ ৮৩৬ ॥

শ্রুতি স্বব্যাঘাতভয়ে যদি স্বকীয় অর্থ অভাবকে নিবারণ না করে, তাহা হইলে স্বকীয়রূপ ব্যাঘাতভয়ে ভাবধর্ম্মকেও নিবারণ করিতে পারে না ॥ ৮৩৭ ॥

অভাব-ধর্ম্মের নিষেধ করিলে প্রামাণ্যসংজ্ঞক ধর্ম্মের নাশ হয়, পক্ষান্তরে ভাবধর্ম্ম নিষেধ করিলে স্বরূপেরই নাশ হইয়া থাকে ॥ ৮৩৮ ॥

লোকমধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মী থাকিলে 'ধর্ম্ম চিন্তনীয়'—এইরূপ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মিনাশ হইতে ভয় না থাকিলে ধর্ম্মনাশ হইতে ভয় কি ? ৮৩৯ ॥

যদি প্রামাণ্যজ্ঞানের জন্য বোধ্য অভাব পদার্থের নিষেধ হয় না বল, তাহা হইলে প্রামাণ্যজ্ঞানের জন্যই গুণবোধক বাক্যসকলও গুণসমূহকে বাধা দিতে পারে না ॥ ৮৪০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বক্তৃত্বগুণবাধে হি শ্রুতের্ব্বাধে ন বোধকম্।
নেহনানেতি বাক্যে তু সাক্ষাদ্বাধান্ন বোধকম্ ॥ ৮৪১ ॥
সতোপি দোষতো দোষঃ স্বাসত্ত্বে কিং ন দুষ্টতা ॥ ৮৪২ ॥
ধর্ম্মী সত্ত্বাত্মনা রক্ষ্যো ন চেদ্ব্রহ্মৈব শাম্যতি।
তদিহেতি পদাৎ সচ্চেত্তৎ পদং চাতএব সৎ ॥ ৮৪৩ ॥
ব্যাবহারিকসত্ত্বেন বোধকং যদি বোধকম্ ॥
ব্যাবহারিকসত্ত্বেন বোধ্যস্যাপ্যস্তু:বোধ্যতা ॥ ৮৪৪ ॥

যদ্যপি ভাবরূপ গুণের বাধা হইলেও শ্রুতির স্বরূপ বাধ হয় না, তথাপি ভগবানের বক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের বাধা হইলে বোধকের অভাববশতঃ শ্রুতির স্বরূপের অসিদ্ধিবশতঃই বাধা হইয়া থাকে, "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদতিরিক্ত সমস্তের নিষেধ হেতু শ্রুতির স্বরূপ বাধা সাক্ষাৎই হইয়া থাকে ॥ ৮৪১ ॥

যেরূপ নেত্রাদির বিদ্যমান দশায় ও কাচাদিদোষগ্রস্তত্ব নিবন্ধন দোষ হয়, সেইরূপ নেত্রাদির স্বরূপ অভাবেও দোষ হয় না কি ? ৮৪২ ॥

সর্ব্বতোভাবে ভাবধর্ম্মের নিষেধ করিলেও সত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ ধর্ম্ম সকলের নিষেধ সম্ভবপর নহে, যদি তাহাদেরও নিষেধ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও নাশ হইয়া থাকে, "নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতি বচনে "ইহ" এই পদ দ্বারাই যদি ব্রহ্ম-সিদ্ধি বল, তাহা হইলে "ইহ" এই পদও ব্রহ্মস্থাপকত্বরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৮৪৩ ॥

যদি ব্যবহারিক সত্ত্বলে "ইহ" পদ ব্রহ্মবোধক বল, তাহা হইলে ব্যবহারিকসত্ত্ববিশিষ্ট পদবোধ্য ব্রহ্মও ব্যবহারিক হইয়া পড়েন, পরমার্থ সত্য হইতে পারেন না ॥ ৮৪৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘটধীরিব তদ্ধীশ্চ স্যাদবিদ্যানিবর্ত্তিকা ॥ ৮৪৫ ॥
এবঞ্চ যদি বোধ্যস্য তত্ত্বতায়াং ভরো মম।
বোধকস্যাপি তদ্ভাবে ভরোবশ্যমপেক্ষিতঃ ॥ ৮৪৬ ॥
ন হি বন্ধ্যা সুতং সূতে নাপ্যাত্মানং জিঘাংসতি।
অতো ভাবাভাবতয়া ন বিভাগো মমোচিতঃ ॥ ৮৪৭ ॥
যদ্ যত্র নাস্তি তত্তত্র নিষেধামীতি বাগিয়ম্।
ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিতে বিষ্ণৌ গুণত্রয়মদূবয়ৎ ॥ ৮৪৮ ॥
হ্রীমত্যা মম সঙ্কোচগমনং নৈব দূষণম্।
গুণিনাং গুণনিন্দা তু মহাদোষপ্রদা কিল ॥ ৮৪৯ ॥

যেরূপ ব্যবহারিক ঘটবুদ্ধি ঘটবিষয়ক অজ্ঞান নিবর্ত্তন করে, সেইরূপ ব্যবহারিক ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবারণে সমর্থ ॥ ৮৪৫ ॥

যেরূপ তোমার মতে বোধ্যব্রহ্মের যাথার্থ্যে নির্ভর আছে, এইরূপ আমারও বোধকবাক্যসকলের যাথার্থ্যবিষয়ে অতিশয় নির্ভর রহিয়াছে ॥৮৪

বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র প্রসবে অসমর্থা, অথচ তন্নিবন্ধন আত্মহত্যাও করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যবহারিকী বেদবাণী পারমার্থিক ব্রহ্মবোধে, অথচ নিজস্বরূপনাশে সমর্থ নহে, অতএব ভাব এবং অভাব এইরূপ বৈষম্য কল্পনাযুক্ত নহে ॥ ৮৪৭ ॥

যেখানে যাহার সত্তা নাই, তথায়ই তাহার নিষেধ করিব—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বেদবাণী ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিত বিষ্ণুসম্বন্ধে গুণত্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৮৪৮ ॥

যেরূপ লজ্জাবতী স্ত্রীগণের পক্ষে সঙ্কোচিতমার্গে গমন দূষণীয় হয় না, সেইরূপ বেদবাণীরও সঙ্কোচিত অর্থ কখনও দূষণীয় নহে, পরন্তু গুণবানের গুণ-নিন্দা করিলে মহাদোষ হইয়া থাকে ॥ ৮৪৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতি নির্গুণবাগ্‌ধর্ম্মবশীকৃতমতিঃ প্রভোঃ।
ধর্ম্মনির্ম্মূলনং ধর্ম্মং ন মেন ইতি মে মতিঃ ॥ ৮৫০ ॥
অপি চৈকত্বধর্ম্মস্য সত্ত্বে ভাবগুণোঽস্তি তে।
তদভাবে গতং শাস্ত্রৈমৈক্যমেকত্বমেব যৎ ॥ ৮৫১ ॥
সুন্দোপসুন্দন্যায়েন নির্গুণৈক্যশ্রুতী মথঃ।
বিরোধেন হতে কুর্য্যান্মায়ামততিলোত্তমা ॥ ৮৫২ ॥
ইত্যাদ্যালোচ্য নৈর্গুণ্যশ্রুতিরৈক্যশ্রুতিং সখীম্।
আদায় ভারতীপ্রাণনাথং শরণমীয়ুষী ॥
স্বমিথ্যাত্বভয়াভাবাত্তদুক্তার্থেষ্ববর্ত্তত ॥ ৮৫৩ ॥

নির্গুণাবাণীও বন্ধুর উত্তম গুণসকল দর্শন করিয়া তদাকৃষ্টা হইয়া তদীয় ধর্ম্মনাশ সঙ্গত মনে করে নাই ॥ ৮৫০ ॥

ব্রহ্মে একত্ব-ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ভাবগুণ প্রাপ্তি, একত্ব ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে তোমার অভিমত ঐক্যের অসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮৫১ ॥

তিলোত্তমা যেরূপ সুন্দ উপসুন্দ উভয়ের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক উহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছিল, সেইরূপ মায়াবাদিগণের মতও নির্গুণ-শ্রুতি এবং ঐক্যশ্রুতির পরস্পর বিরোধ জন্মাইয়া উহাদের বিনাশই করিয়াছে ॥ ৮৫২ ॥

নির্গুণশ্রুতি এই সকল বিরোধ চিন্তা করিয়া সখীভূতা ঐক্যশ্রুতিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত মুখ্যপ্রাণের শরণাগত হইয়া তদীয় নির্দ্দিষ্ট পথেরই অনুসরণ এবং স্বরূপ ও স্বার্থের নাশভয় পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৮৫৩ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্বৎপ্রয়োগবাহুল্যাচ্ছব্দস্যার্থোঽভিধীয়তে।
পদলভ্যত্বতো নৈব যদ্বা তদ্বা নিগদ্যতে ॥ ৮৫৪ ॥
ন হি পঙ্কজশব্দেন ভেকং লোকোঽনুমন্যতে।
কিংবা সুবর্ণশব্দেন বহ্নিঃ কেনাপি কথ্যতে ॥ ৮৫৫ ॥
অশব্দে তে প্রয়োগো ন প্রয়োগবহুতা কুতঃ ॥ ৮৫৬ ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রয়োগশ্চ হরাবেব প্রদর্শিতঃ।
বলাত্ত্বয়া স নীতশ্চেৎ কূর্ম্মরোম্ন্যপরো নয়েৎ ॥ ৮৫৭ ॥

বিদ্বদ্‌গণের প্রয়োগানুসারেই শব্দের অর্থ বর্ণন করা উচিত, কেবল মাত্র পদসংযোগাদিদ্বারা যে কোন অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে ॥ ৮৫৪ ॥

'পঙ্কজ' শব্দের ভেক এবং পদ্ম এই উভয়েই যৌগিকশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও কোন ব্যক্তিই উক্ত শব্দে পদ্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভেক ব্যবহার করে না, এইরূপ 'সুবর্ণ' শব্দের যৌগিকশক্তি সু অর্থাৎ উত্তম বর্ণবিশিষ্ট এবং স্বর্ণ এই উভয়ে তুল্যরূপে বিদ্যমান থাকিলেও স্বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেহই উত্তমবর্ণ অগ্নির ব্যবহার করে না ॥ ৮৫৫ ॥

তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য বলিয়া তদ্‌বিষয়ে বিদ্বদ্‌গণের শব্দপ্রয়োগ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না ॥ ৮৫৬ ॥

"একো দেবঃ" এই শ্রুতিতে এবং "হরিস্তু নির্গুণঃ" এই স্মৃতিবাক্যে দেবত্ব প্রভৃতি অনেক ভাবধর্ম্মবিশিষ্ট বিষ্ণু-বিষয়েই নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে ; নাষ্ট গুণসকল যাহাতে—এইরূপ যোগার্থবলে যদি ব্রহ্মে তাদৃশার্থক নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমরাও যোগার্থবলে কূর্ম্মরোমে তাদৃশ নির্গুণ শব্দ প্রয়োগ করিতে সমর্থ, যেহেতু কূর্ম্মরোম অসৎপদার্থ বলিয়া উহাতে কোন গুণ না থাকায় তাদৃশ শব্দে উহাকেই নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৮৫৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্তৎপদার্থসামর্থ্যানুপমর্দ্দেন শব্দতঃ।
অর্থো বোধ্যো ন শব্দস্য সত্ত্বাদর্থোপমর্দ্দনম্ ॥ ৮৫৮ ॥
গুরৌ গুরুপদং হি স্যাদুপদেশাদিকৈর্গুণৈঃ।
ভারেণ তু শিলায়াং স্যাৎ কল্পনায়াং বহুত্বতঃ ॥ ৮৫৯ ॥
কন্যাকাহনুদরেত্যুক্তে কাষ্ঠং সংযোজয়ন্তি কিম্ ॥ ৮৬০ ॥
অশোভনগুণৈঃ পূর্ণে প্রযুক্তা নির্গুণাভিধা।
সুশোভনগুণানেব নিষেধতি ন তান্ গুণান্ ॥ ৮৬১ ॥
সুশোভনগুণৈঃ পূর্ণে প্রযুক্তং তৎ পদং হরৌ।
অশোভনগুণানেব নিষেধতি ন শোভনান্ ॥ ৮৬২ ॥

বস্তুর স্বভাব অনুসরণ পূর্ব্বকই শব্দের অর্থ কল্পনা করা উচিত, পরন্তু শব্দার্থবলে বস্তুর অন্যথা-বর্ণন সঙ্গত নহে ॥ ৮৫৮ ॥

এক 'গুরু' শব্দই জ্ঞানোপদেশরূপ ধর্ম্মবশতঃ আচার্য্য বিষয়ে, ভার-বিশিষ্ট বলিয়া শিলা বিষয়ে এবং কল্পনা বাহুল্য হেতু শাস্ত্র বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৮৫৯ ॥

সুলক্ষণা ক্ষীণোদরী কন্যাবিষয়ে 'অনুদরা' শব্দ প্রয়োগ করিলে ঐ প্রয়োগবলেই ক্ষীণত্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উদরের অভাবরূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক, যেহেতু তাহার উদর নাই, অতএব উক্ত কন্যা মৃতা,—এইরূপ নির্দ্ধারণ সহকারে তাহার দাহের জন্য কেহ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করে কি ?৮৬০॥

যে পুরুষ হীনগুণপূর্ণ, তাহাতে 'নির্গুণ' শব্দ প্রযুক্ত হইলে উহা তদীয় শুভগুণের অভাবই জ্ঞাপন করে, পরন্তু তদীয় হীনগুণ সকলের বারণ করে না ॥ ৮৬১ ॥

এইরূপ উত্তম গুণপূর্ণ শ্রীহরির প্রতি প্রযুক্ত 'নির্গুণ'শব্দ অশুভ গুণেরই নিষেধক, শুভগুণের নিষেধক নহে ॥ ৮৬২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যস্মাত্তৎপুরুষঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদগুণসংজ্ঞয়া ।
গুণোঽপ্রধানো নেতীশে প্রোক্তা সর্ব্বপ্রধানতা ॥ ৮৬৩ ॥
অপ্রধানং জগদিদং সৃষ্টৌ যস্মাদ্ধি নির্গতম্ ।
স নির্গুণো হরিঃ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাখ্যমহাগুণঃ ॥ ৮৬৪ ॥
শিবঃশক্তিযুতঃ শশ্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৮৬৫ ॥
ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু বর্ত্মসু ।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥ ৮৬৬ ॥
হরিস্তু নির্গুণঃ সাক্ষাৎপুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৮৬৭ ॥

বিশেষতঃ—"নাই গুণ যাহাতে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস অপেক্ষা নির্গুণ-পদে "গুণ নহেন" (গুণ অর্থাৎ গৌণ নহেন পরন্তু মুখ্য) এইরূপ তৎপুরুষ সমাস কল্পনা করিলে ভগবানের প্রাধান্যই রক্ষিত হয় ॥ ৮৬৩ ॥

অথবা, নির্গুণ-পদে—"নিঃ" অর্থাৎ নির্গত হইয়াছে "গুণ" অর্থাৎ এই গৌণ জগৎ যাহা হইতে—এইরূপ অর্থকল্পনা দ্বারা ভগবানের জগৎ-সৃষ্টিরূপ গুণেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮৬৪ ॥

"শিব সংহারশক্তিযুক্ত এবং ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কারই বৈকারিক, তৈজস ও রাজস ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া তদভিমানী শিবও ত্রিলিঙ্গপদবাচ্য হইয়া থাকেন" ॥ ৮৬৫ ॥

"অহঙ্কার হইতে ষোড়শ বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ মার্গাবলম্বী পুরুষ সর্ব্ববিধ বিভূতি লাভ করেন" ॥ ৮৬৬ ॥

"পরম পুরুষ, প্রকৃতিবিলক্ষণ শ্রীহরি নির্গুণ, সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বসাক্ষী-পদে কথিত হইয়া থাকেন ; তদীয় সেবকপুরুষ নির্গুণ হইয়া থাকেন" ॥ ৮৬৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতি ভাগবতে প্রোক্তো হরিরেব হি নির্গুণঃ।
সমস্তগুণসম্পূর্ণঃ শ্রুত্যা স্মৃতিসমার্থয়া ॥
কেবলো নির্গুণশ্চেতি ব্যাপী দেবঃ স কথ্যতে ॥ ৮৬৮ ॥
অতস্ত্রিগুণশূন্যত্বাদ্ গুণসর্ব্বস্ববৃংহিতঃ।
স এব নির্গুণং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম স এব নঃ ॥ ৮৬৯ ॥
নৈর্গুণ্যাখ্যো মহামোক্ষো যৎপাদভজনাদ্ভবেৎ।
শবলং ব্রহ্ম স কিল গঙ্গা যৎপদসঙ্গতঃ ॥
সদ্যঃ শুদ্ধিকরী নৃণাং সোঽশুদ্ধঃ কিল দুর্দ্ধিয়াম্ ॥ ৮৭০ ॥
মোক্ষস্য নির্গুণত্বঞ্চ ত্রৈগুণ্যোজ্ঝিততৈব হি।
সমস্তধর্ম্মশূন্যত্বে মোক্ষায় প্রযতেত কঃ ॥ ৮৭১ ॥

উপরি উক্ত ভাগবতস্থ শ্লোকসমূহে সর্ব্বসাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণপূর্ণ বিষ্ণু বিষয়ে 'নির্গুণ' শব্দ শ্রুত হইতেছে, অতএব "কেবলো নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতি ও ভাগবতানুসারে একত্বাদিগুণবিশিষ্ট বিষ্ণুকেই প্রাকৃত গুণত্রয়-শূন্যত্ব নিবন্ধন 'নির্গুণ' বলিয়াছেন ॥ ৮৬৮ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতির একার্থতা বশতঃ অনিন্দ্য বিবিধ গুণপরিপূর্ণ বিষ্ণুই নির্গুণ ব্রহ্ম' ও 'শুদ্ধ ব্রহ্ম' বলিয়া কথিত ॥ ৮৬৯ ॥

যে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে গুণত্রয় বিয়োগরূপ নৈর্গুণ্য সংজ্ঞক মোক্ষ লাভ হয়, তিনি কিরূপে তোমার মতে শবল (গৌণ) ব্রহ্ম হইতে পারেন? যদীয় পাদসলিলভূতা গঙ্গা সত্বই লোকশুদ্ধিজনক, তিনি স্বয়ং কিরূপে অশুদ্ধ হইতে পারেন? ৮৭০ ॥

"তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ"—এই স্মৃতিবাক্যপ্রোক্ত মোক্ষও গুণত্রয়-শূন্যত্বরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষ সর্ব্বধর্ম্মশূন্য হইলে তাহার জন্য কেহই যত্ন করিত না ॥ ৮৭১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় জ্ঞানায় যততে জনঃ।
লুপ্ত্যৈ সমস্তভাগ্যানাং কো নূন্মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৭২ ॥
সগুণপ্রীতিলভ্যস্য নৈর্গুণ্যং তদ্বদেব হি।
যথোপাস্তে তথৈবাসৌ ভবতীতি হি বেদবাক্ ॥ ৮৭৩ ॥
ন হি নির্গুণশব্দোঽয়ং চিন্মাত্রস্য বিবক্ষয়া।
ভাবি-নৈর্গুণ্যদৃষ্ট্যা বা শিবস্যাপি প্রসক্তিতঃ ॥ ৮৭৪ ॥
অতো নির্গুণশব্দোঽয়ং হরৌ ত্রিগুণবর্জ্জনাৎ।
মুক্তোঽপি তেন তচ্ছব্দো গুণবদ্ধাঃ শিবাদয়ঃ ॥ ৮৭৫ ॥

সকল লোকই ধর্ম্ম, যশঃ, অর্থ এবং জ্ঞানের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন, পরন্তু সর্ব্ববিধ ভাগ্য নাশের জন্য উন্মত্ত ব্যক্তিও প্রযত্ন করিতে পারে না ॥ ৮৭২ ॥

সগুণ প্রীতিলভ্য নৈর্গুণ্যও ত্রিগুণশূন্যত্বরূপেই সিদ্ধ হয়। "তং যথোপাসতে তথৈব ভবতি" এই শ্রুতি সগুণ উপাসনায় সগুণ প্রাপ্তিরই উল্লেখ করিতেছেন ॥ ৮৭৩ ॥

"হরিস্তু নির্গুণঃ" এই স্মৃতিস্থ নির্গুণশব্দ বিশেষণাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র চিন্মাত্রগ্রহণে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইতে পারে না। সেইরূপ ভবিষ্যৎকালীন নৈর্গুণ্য অপেক্ষা করিয়াও প্রযুক্ত হইতে পারে না, নির্গুণবাদীর মতানুসারে এই উভয়ধর্ম্ম শিবমধ্যেও বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাকে সগুণ প্রতিপাদন করিয়া শ্রীহরিকে কেবলমাত্র তাদৃশ নির্গুণ বলা যায় না ॥ ৮৭৪ ॥

অতএব এই নির্গুণ শব্দ গুণত্রয়রাহিত্যবশতঃই শ্রীহরি এবং মুক্ত-পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হয়। শিব প্রভৃতি মুক্তির পূর্ব্বে গুণবদ্ধ বলিয়া সগুণ-শব্দবাচ্যই হইয়া থাকেন ॥ ৮৭৫ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকৃতেঃ পারগত্বোক্ত্যা নির্গুণোঽতদ্‌গুণো হরিঃ।
প্রাকৃতাহংকৃতেরুক্ত্যা সগুণস্তদ্‌গুণঃ শিবঃ॥ ৮৭৬॥
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেদ্ব্যর্থে বিশেষণে।
গুণসম্বরণং চোক্তং ভবেদাবরণৈর্গুণৈঃ॥ ৮৭৭॥
সম্পত্তেঃ প্রাকৃতত্বেন তদ্বদ্ধোপাসনেন সা।
তদ্ধীনা তু ন সেত্যাহ যা বাক্ সা বক্তি মন্মতম্॥ ৮৭৮॥
উপক্রমানুগুণ্যার্থমর্থোঽত্রারশ্যকো হ্যয়ম্।
ন চেৎ প্রক্রমরোধেন বাক্যং স্যান্মত্তভাষিতম্॥ ৮৭৯॥
কিঞ্চাপ্রাকৃতপুংসোঽস্য চিন্মাত্রাকারতা ধ্রুবা।
স চ সার্বজ্ঞাদিধর্ম্মা সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতিঃ কদা॥ ৮৮০॥

বিষ্ণু সম্বন্ধে প্রকৃতির অতীতত্ব কীর্ত্তনহেতুও ত্রিগুণশূন্য বলিয়াই তাহাকে নির্গুণ বলা হয়। শিব প্রাকৃত অহঙ্কারাদিযুক্ত বলিয়া সগুণ রূপে কথিত হন॥ ৮৭৬॥

এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে স্মৃতিস্থ "ত্রিলিঙ্গঃ" এবং "প্রকৃতেঃ পরঃ" এই বিশেষণদ্বয় ব্যর্থ হয়। গুণপূর্ণত্ব উক্তিও মহাদেবের প্রতি আবরণ গুণপূর্ণ এইরূপ লাক্ষণিক অর্থযুক্ত হইয়া পড়ে॥ ৮৭৭॥

"সম্পদ্‌সকল প্রাকৃত বলিয়া প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের উপাসনায় সম্পদাদি লাভ হইয়া থাকে, অপ্রাকৃত উপাসনায় তাহার লাভ হয় না" ইত্যাদি বচন মদীয় মতেরই সমর্থন করিতেছে"॥ ৮৭৮॥

উপক্রম অনুসারে এইরূপ অর্থই বর্ণনা করা উচিত, উপক্রমের বিরোধ হইলে ভাগবত বাক্য উন্মত্তবচনের ন্যায় অপ্রমাণিত হয়॥ ৮৭৯॥

অপ্রাকৃত পুরুষপ্রবর বিষ্ণু স্বস্বরূপদর্শী—এই উক্তি দ্বারা চিন্মাত্রাকার কথিত হইতেছে এবং উপদ্রষ্টা এই পদে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, অতএব সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতি কখনও হইতে পারে না॥ ৮৮০॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স সর্ব্বদৃগিতি প্রোক্তো বাক্যেঽস্মিন্নেব সদ্‌গুণঃ।
একঃ সাক্ষী দেব ইতি শ্রুতিবাক্যেঽপি সদ্‌গুণঃ।
অতস্তদর্থকথনে স্ববিরুদ্ধৈব বাগ্‌ভবেৎ ॥ ৮৮১ ॥

নিষেদ্ধুমনুবাদশ্চেৎ সিদ্ধং মম সমীহিতম্।
অনূদ্যতে নির্গুণত্বমেক ইত্যাদিকোক্তিতঃ।
নিষেদ্ধুমিতি যচ্ছক্যং বক্তুং তদ্বন্ময়াপি হি ॥ ৮৮২ ॥

অভাবস্য নিষেধাত্মা ভাবোপি হি বিদাংমতে।
বহুত্বান্মন্নিষেধানাং প্রবলত্বঞ্চ বিদ্যতে ॥ ৮৮৩ ॥

সমুচ্চিনোতি কিং শ্রৌতশ্চ শব্দোঽন্যনিষেধনে।
যদ্যেকতা-পক্ষপাতী মধ্যস্থাতিক্রমস্তদা ॥ ৮৮৪ ॥

"স সর্ব্বদৃক্‌" এই স্মৃতিবাক্য এবং "একো দেবঃ" এই শ্রুতি বাক্যে সর্ব্বদর্শিত্ব, সাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণ বিশিষ্টরূপে বিষ্ণুর কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বগুণাভাবরূপ অর্থ বলিলে শ্রুতি ও স্মৃতির পূর্ব্বাপর বিরোধবশতঃ ব্যাঘাতদোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮৮১ ॥

যদি বল গুণসকলের স্বরূপতঃ নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও আমার অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে হেতু আমিও তাদৃশ যুক্তি অবলম্বনে বলিব যে—"একঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তোমার নির্গুণত্ব নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ নির্গুণত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৮৮২ ॥

ভাবপদার্থ ও অভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়া অভাবের নিষেধক এতাদৃশ নিষেধরূপ ভাবের বহুত্ববশতঃ প্রাবল্যও রহিয়াছে, 'নির্গুণ' এই পদকেই যদি নিষেধক বলা হয়; তাহা হইলে "নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতিস্থ সমুচ্চয়ার্থক "চ" শব্দের উল্লেখ ব্যর্থ হয়। যদি বল একত্বধর্ম্মের সমুচ্চয়ের জন্য "চ"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংখ্যারূপো গুণঃ সা হি ধর্ম্মমাত্রগুণাঃ পরে।
প্রবলেন কৃতস্নেহো দুর্ব্বলান্ন স গচ্ছতি।
স্থানভ্রংশং স্বার্থনাশং সহতে ন হি সোঽব্যয়ঃ ॥ ৮৮৫ ॥
একত্বরূপনৈক্যঞ্চ নিষেধ্যং স্যাৎ কথং তব।
একপাত্রস্থপক্কান্নে পাকশ্চৈকবিধো ভুবি ॥
অতস্তত্তদ্‌গুণৌঘেষু ত্যাগোঽত্যাগশ্চ নেষ্যতে ॥ ৮৮৬ ॥
আদিরন্ত্যেন সহিতস্তন্মধ্যপতিতান্ গুণান্।
সংগৃহ্ণাত্যন্ততো নান্ত্যঃ প্রত্যাহারমনুস্মর ॥ ৮৮৭ ॥

শব্দ উল্লিখিত হইলে মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য গুণসকলের অতিক্রম অর্থাৎ অসমুচ্চয়নিবন্ধন দোষই ঘটিয়াছে ॥ ৮৮৩—৮৮৪ ॥

শ্রুতিস্থ "এক" পদটী সংখ্যাবাচক বলিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে (নৈয়ায়িক প্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি) গুণের অন্তর্গত, তদ্ভিন্ন "সাক্ষী" "চেতাঃ" ইত্যাদি পদগুলি সাক্ষাৎ গুণ না হইলেও সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া গৌণভাবে গুণরূপে উল্লিখিত হইতেছে। এ অবস্থায় "একত্বের" সমুচ্চয় করিয়া অন্যান্য দুর্ব্বলধর্ম্মকে নষ্ট করিবার জন্য "চ" শব্দ প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অব্যয় "চ" শব্দের স্থানভ্রংশ বা স্বার্থনাশ যুক্ত নহে ॥ ৮৮৫ ॥

ব্রহ্মস্বরূপাতিরিক্ত সকলের নিষেধে ঐক্যেরও নিষেধ উপস্থিত হয়, যেরূপ একভাণ্ডস্থিত অন্নসমূহের মধ্যে একটীর পরিপক্কতা ও অন্যটীর অপক্কতা ঘটিলে দোষ হয়, সেইরূপ একশ্রুতিস্থ ধর্ম্ম সকলের মধ্যে একত্ব ধর্ম্মের স্থিতি এবং অন্য ধর্ম্মের নাশ বলিলে উহা ও দোষ হইয়া থাকে ॥ ৮৮৬ ॥

বৈয়াকরণগণ—"আদিরন্ত্যেন সহেতা" এই সূত্রে প্রত্যাহারসমূহের মধ্যে আদ্য অক্ষর অন্ত্য অক্ষরের সহিত মধ্য অক্ষর সকলের জ্ঞাপক এবং অন্তিমস্থ "ইৎ" সংজ্ঞক বলিয়া লুপ্ত হয় বলিয়া থাকেন। তদনুসারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দূরস্থমর্ত্ত্যপানীয়পানার্থং সেতুভেদনে।
তৃষিতানেকমধ্যস্থতৃপ্তেঃ পশ্চাৎ স তৃপ্যতি ॥ ৮৮৮ ॥
তব প্রিয়ৈক্যরক্ষার্থং সঙ্কোচে তু নঞঃ কৃতে।
মম প্রিয়গুণৌঘস্য রক্ষা পূর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৮৮৯ ॥
ইয়ং রাজবধূঃ কামচারা বারাঙ্গনা ন তে।
স্বেচ্ছানুসারসঞ্চারো মানচ্ছেদায় তে ভবেৎ ॥ ৮৯০ ॥
ব্যাসঃ শ্রৌতগুণাম্ভোধৌ নৈকত্যাগঞ্চ মন্যতে।
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেত্যাহ যৎ স্বয়মঞ্জসা ॥ ৮৯১ ॥
বেদ-বেদার্থমখিলং বেদব্যাসঃ সতাং পতিঃ।
স হি শ্রুতিসতীকণ্ঠসূত্রসূত্রকৃদীশ্বরঃ ॥ ৮৯২ ॥

এই স্থলেও "এক" হইতে "নিগুর্ণ পর্য্যন্ত সমস্তের গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তিমস্থ "নির্গুণ" এই পদেরই লোপ করা ন্যায্য হইয়া থাকে ॥ ৮৮৭ ॥

যেরূপ সেতুবন্ধের দূরবর্ত্তী পুরুষগণের জলপানের জন্য সেতু ভগ্ন করিলে মধ্যস্থ তৃষিত বহু পুরুষগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া অবশেষে দূরবর্ত্তী পুরুষগণের তৃপ্তি সাধিত হয় সেইরূপ তোমার অভীষ্ট ঐক্য রক্ষার জন্য দূরস্থ "নঞ্" পদের সঙ্কোচ করিলে প্রথমতঃ মদীয় অভিলষিত ধর্ম্মসকলের রক্ষার পরই তোমার ঐক্য রক্ষিত হইতে পারে ॥ ৮৮৮-৮৮৯ ॥

রাজবধূ সদৃশী এই শ্রুতি বারাঙ্গনার ন্যায় কামচারিণী হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারে যেরূপ মান নাশ হয় সেইরূপ শ্রুতিরও স্বেচ্ছাকল্পিত অর্থবর্ণনে উহা প্রমাণ বিরুদ্ধ হয় ॥ ৮৯০।

বেদব্যাস শ্রুতিপ্রসিদ্ধ লোকবিরুদ্ধ বা লোকে অবিরুদ্ধ গুণসকলের মধ্যে যে কোনটীরই ত্যাগ না করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" এইসূত্রে ভগবদ্বিষয়ে সর্ব্বধর্ম্মেরই উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৮৯১ ॥

সজ্জনপ্রভু বেদব্যাসই অখিল বেদরহস্য সম্যক্ অবগত আছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নঞো বিভজ্য যোগে তু শ্রৌতং তত্তন্নিষেধনম্।
সমস্তনঞ্ বিভাগস্যাযোগাদার্থং নিষেধনম্ ॥ ৮৯৩ ॥
অতস্তবার্থিকাদস্মান্নিষেধান্মে বিধিঃ শ্রুতঃ।
বলীয়াংস্তন্নিষেধায় দুর্ব্বলোঽসৌ ন শক্নুতে ॥ ৮৯৪ ॥
এক ইত্যাদিশব্দানাং নঞ্ যোগাদর্শনাচ্ছ্রুতৌ।
সম্ভাবিতক্রিয়াযোগাদ্ ভবতীত্যেব যোজনা ॥ ৮৯৫ ॥
ন চেদ্বাক্যমপূর্ণং স্যাৎ সমস্তপদসংস্থিতঃ।
নিষেধার্থো যতঃ শব্দো বুধৈশ্ছেত্তুং ন শক্যতে ॥ ৮৯৬ ॥
পুনস্তেষামেব বাধে বাক্যং স্যান্মত্তভাষিতম্।
অতস্ত্রিগুণশূন্যত্বান্নির্গুণত্বং বলাদ্ভবেৎ ॥ ৮৯৭ ॥

তিনিই শ্রুতিরমণীর কণ্ঠদেশে মঙ্গলসূত্রতুল্য ব্রহ্মসূত্ররাশি বন্ধন করিয়াছেন ॥ ৮৯২ ॥

নির্গুণপদের গুণসামান্যাভাবরূপ অর্থকল্পনায় একত্বেরও নাশ হইবে এই ভয়ে প্রতিধর্ম্মের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নঞের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া কেবলমাত্র অর্থাধীন অন্যান্য ধর্ম্মের নিষেধ এইরূপ তোমায় স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৮৯৩ ॥

পরন্তু আর্থিক নিষেধ অপেক্ষা শ্রৌতবিধি প্রবল, অতএব দুর্ব্বল আর্থিক নিষেধ প্রবল শ্রৌতবিধিকে নিবারিত করিতে পারে না ॥ ৮৯৪ ॥

"এক" ইত্যাদি শব্দের নঞ্ সম্বন্ধ অদর্শনহেতু "ভবতি" এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ অধ্যাহার পূর্ব্বক "একো ভবতি" অর্থাৎ তিনি এক হইয়া থাকেন এইরূপ অর্থ করিতে হইবে ॥ ৮৯৫ ॥

ক্রিয়ার অধ্যাহারব্যতীত বাক্যের অপূর্ণতা হয়, পরন্তু সমাসবদ্ধ নিষেধার্থক নঞ্ শব্দকে কোনরূপেই পৃথক্ করা যায় না ॥ ৮৯৬ ॥

"একো দেবঃ" ইত্যাদিস্থলে প্রথমতঃ ধর্ম্মসকলের বিধান করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুবাদকলিঙ্গঞ্চ যত্তদিত্যাদিকং ন হি।
ভিন্নবাক্যতয়া যত্র নিষেধস্তত্র তদ্ ধ্রুবম্ ॥
একবাক্যে নিষেধে তু নঞ্ লিঙ্গমিতরত্র তৎ ॥ ৮৯৮ ॥
মানসিদ্ধান্তবাদে তু তেনৈবস্থ্যগুর্ণা হরেঃ।
নিষেধশ্চ ন তে মানামানতাদূষণং শৃণু ॥ ৮৯৯ ॥
নিগুর্ণত্বে স্থিরে তেন মানানাং স্যাদমানতা।
তৎসত্ত্বে চাবিরুদ্ধং তে নিগুর্ণত্বং স্থিরং ভবেৎ ॥ ৯০০ ॥
নিগুর্ণোক্তৌ গুণোক্ত্যৈব নিষেধ্যস্যানুবাদনাৎ।
একত্বাছনুবাদত্বকথা চেয়ং বৃথা তব ॥ ৯০১ ॥

পুনরায় তাহাদের নিষেধ করিলে তাদৃশ বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ হইয়া থাকে। বিহিত গুণসকলের নিষেধ অসম্ভব বলিয়া নিগুর্ণশব্দের সুতরাংই ত্রিগুণ শূন্যস্বরূপ অর্থ বক্তব্য ॥ ৮৯৭ ॥

উত্তরত্র গুণসকলের নিষেধের জন্য প্রথমে তাহাদের অনুবাদ হইয়াছে এরূপ উক্তির কোনও প্রমাণ নাই, যেহেতু অনুবাদ হইলে শ্রুতিতে অনুবাদসূচক "যৎ" ও "তৎ" পদের উল্লেখ থাকিত যেহেতু যেখানে ভিন্ন বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধ তথায়ই "যৎ ও তৎ" পদের নিয়ম আছে পরন্তু এক বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধে নঞ্ই অনুবাদসূচক হইয়া থাকে ॥ ৮৯৮ ॥

নিষেধ্য গুণসকল প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাদৃশ গুণের নিষেধ সঙ্গত হয়না, অপ্রমাণসিদ্ধ গুণের নিষেধ বাললে পরবর্ত্তী দোষ হইয়া থাকে ॥৮৯৯

নিগুর্ণত্ব সিদ্ধ হইলে গুণের অনুবাদক প্রমাণ সকলের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, এবং প্রমাণসকল অপ্রমাণরূপে সিদ্ধ হইলেই নিগুর্ণত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় ॥ ৯০০ ॥

"নিগুর্ণ" এই পদে প্রথমতঃ "গুণ" পদদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক পশ্চাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদৈকপ্রাপ্তসার্ব্বজ্ঞ-পূর্ব্বসর্ব্বগুণা হরেঃ।
অমানত্বার্হ বেদান্যমানপ্রাপ্তো ন কশ্চন ॥ ৯০২ ॥
বাক্যার্থে তেঽপ্যসন্দেহাৎ সময়প্রাপ্ততাপি ন।
কথমিত্থমপূর্ব্বার্থা গুণোক্তিরনুবাদিকা ॥ ৯০৩ ॥
শ্রুতিপ্রাপ্তস্য চ শ্রুত্যা নিষেধে মানতা হতা।
এতদ্বাধে সাবকাশে নির্গুণৈক্যাগমে তব।
বিশ্বাসঃ স্যাৎ কথং নৃণাং গজে মগ্নে ক্ব গর্দ্দভঃ ॥ ৯০৪ ॥
হিমস্য ভেষজং হ্যগ্নিরিতি শ্রুত্যাপ্যনূদিতে।
কিমেকা মানতা বহ্নেঃ শীততা বা ভবেদ্বদ ॥ ৯০৫ ॥

"নিঃ" এই পদ দ্বারাই তাহার নিষেধ সম্ভব হইলে "এক" ইত্যাদি বাক্যের অনুবাদত্ব কল্পনা ব্যর্থ ॥ ৯০১ ॥

নিগমমাত্রৈকবেদ্য শ্রীহরির সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ অপ্রমাণকল্প ইতর প্রমাণ সকলের দ্বারা নিষিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৯০২ ॥

যে স্থলে শ্রুতির অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তথায়ই নিষেধ্য বিষয়ের পরসিদ্ধান্ত প্রাপ্তিরূপ গতি কল্পনা করা যায়। পরন্তু এস্থলে শ্রুতির অর্থে সন্দেহ না থাকায় পরসিদ্ধান্তপ্রাপ্তবিষয়সকলের নিষেধ হইতেছে এ কথ বলা যায় না। যে হেতু এই সকল নিষেধ্য ধর্ম্ম স্পষ্টরূপে শ্রৌত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৯০৩ ॥

শ্রুতিপ্রাপ্তবিষয় শ্রুতি কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে শ্রুতির প্রামাণ্যই নষ্ট হইয়া যায়, নিরবকাশ সগুণ শ্রুতিরই যদি অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সাবকাশ নির্গুণ শ্রুতির প্রামাণ্যে লোকের কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? হস্তীই যদি পঙ্কনিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ গর্দ্দভের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা কি? ৯০৪ ॥

শ্রুতিকে অনুবাদক বলিলেই বা দোষ কি? "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতোহনুবাদমাত্রেণ নার্থস্য স্যাদ্ধি দূষণম্।
বহুপ্রমাণসংবাদাদ্দার্ঢ্যমেব ভবিষ্যতি ॥ ৯০৬ ॥
নিষেদ্ধুমনুবাদশ্চ মানসিদ্ধস্য নেষ্যতে।
নিষেধ এবান্যগামী স্যাদহিংসা শ্রুতৌ যথা ॥ ৯০৭ ॥
দৃঢ়প্রত্যক্ষসিদ্ধোষ্ণ্যং যানুবক্তি শ্রুতিঃ সতী।
ন মুঞ্চতি নিষেদ্ধুং সা যথা যাগবিয়োগভীঃ ॥ ৯০৮ ॥
এবং হরের্হি সার্ব্বজ্ঞং সা শ্রৌতং ন নিষেধতি।
দিব্যেন্দ্রিয়শরীরত্বং দিব্যেচ্ছাঞ্চ কৃপালুতাম্।
নিত্যত্বং ব্রহ্মগুরুতাং নিত্যানন্দত্বমেব চ ॥ ৯০৯ ॥

এই শ্রুতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহ্নিরই অনুবাদ করিতেছে, পরন্তু তথায় শ্রুতির অপ্রামাণ্য বা বহ্নির শীতত্ব ঘটে নাই ॥ ৯০৫ ॥

অতএব অনুবাদমাত্রেই অর্থদোষ বলা উচিত নহে, পরন্তু বহু প্রমাণ সংবাদিত বলিয়া তদ্দ্বারা অর্থের দৃঢ়ত্বই সাধিত হয় ॥ ৯০৬ ॥

প্রমাণসিদ্ধ-বিষয়ের অনুবাদ নিষিদ্ধ হইতে পারে না, যেরূপ "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুতিবিহিত হিংসা ব্যতীত অন্যান্য হিংসারই নিষেধক হয়, সেইরূপ শ্রৌতনিষেধও শ্রৌতধর্ম্ম ব্যতীত ইতর ধর্ম্মেরই নিষেধক হইয়া থাকে ॥ ৯০৭ ॥

দৃঢ় প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহ্নির উষ্ণতার অনুবাদিনী শ্রুতি অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞসকলের নাশভয়ে ভীতা হইয়া ধর্ম্ম সকলের নিষেধেও সমর্থ হ'ন না ॥ ৯০৮ ॥

এইরূপ শ্রৌতসার্ব্বজ্ঞ্য, দিব্যেন্দ্রিয় শরীরত্ব; দিব্য ইচ্ছা, কৃপালুত্ব, নিত্যত্ব, ব্রহ্মত্ব, গুরুত্ব এবং নিত্যানন্দত্ব প্রভৃতি গুণের নিষেধ করিতে পারেন না ॥ ৯০৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বংশস্থ যদ্দশার্দ্ধং তৎ স্বাত্মনোঽপি ভবেদিতি।
শ্রৌতস্যাস্য ত্যাগসাম্যাৎ স্বার্থত্যাগপ্রসক্তিতঃ॥ ৯১০ ॥
উপদেষ্টুরভাবেন স্বাপ্রচারাচ্চ শঙ্কিতা।
জগৎকর্ত্তুরভাবেন চাধ্যেতৃণামভাবভীঃ॥ ৯১১ ॥
সর্ব্বশক্তেরভাবে চ দৈত্যোপদ্রবশঙ্কিতা।
সর্ব্বেশ্বরত্বাভাবে চ ব্রহ্মা সাধ্যাকৃতের্ভয়াৎ॥ ৯১২ ॥
ইত্থং শ্রৌতগুণেভ্যো য শ্রুত্যা এব প্রয়োজনম্।
অত এষামভাবং সা স্বাভাবং মনুতে সতী॥ ৯১৩ ॥
প্রাক্‌সৃষ্টেশ্চ সতস্তস্য সেহে নাজ্ঞানকার্য্যতাম্।
বাধাং ন সেহে নিত্যাং স্বাং নিত্যং ধর্ত্তুং যদীপ্সিতম্॥ ৯১৪ ॥

সমগ্র পরিবারের পক্ষে যে ইষ্টানিষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা যেরূপ নিজের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ভগবদ্‌গুণসকলের বিনাশে স্ববাচ্যার্থ নির্গুণত্বেরও ত্যাগভয় অবশ্যই বর্ত্তমান আছে॥ ৯১০॥

বিষ্ণুর উপদেষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাভাবে সৃষ্টির আদিতে শ্রুতির নিজের অপ্রচার-ভয় উপস্থিত হইতে পারে। জগৎকর্ত্তৃত্ব না থাকিলে পঠনশীল পুরুষের অভাবেও উক্ত ভয় হইয়া থাকে॥ ৯১১॥

সর্ব্বশক্তির অভাবে বেদাপহারী মধুকৈটভ প্রভৃতি দৈত্যগণের ভয়, সর্ব্বেশ্বরত্ব না থাকিলে অরাজক-রাজ্যের বিনাশভয় এবং বিচিত্রশক্তির অভাবে অন্যের অযোগ্য কার্য্যের অনুৎপত্তি-ভয় হইতে পারে॥ ৯১২॥

এইরূপ শ্রুতিনির্ণীত ভগবানের যাবতীয় গুণদ্বারা শ্রুতিরই স্বার্থ বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের অভাবে শ্রুতির নিজের স্বরূপেরই অভাবচিন্তা উপস্থিত হয়॥ ৯১৩॥

সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান তাদৃশ গুণসকলের কারণ অজ্ঞান হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অমুখ্য নিত্যতায়াঞ্চ ব্রহ্ম তে স্যাত্তথৈব হি।
বিষ্ঠিতং ব্রহ্ম যাবত্তে তাবদ্বাক্কিল বিষ্ঠিতা ॥৯১৫॥
উপসর্গস্তয়োঃ সর্গো নোৎসর্গশ্চেতি শংসতি।
তস্মাৎ শ্রুতের্হি বিচ্ছেদে বধিরং ব্রহ্ম তে ভবেৎ ॥ ৯১৬॥
বধিরঞ্চ ন তজ্জীবেৎ সলজ্জমিতি মে মতিঃ॥ ৯১৭॥
অতঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বফলদাতৃত্বপূর্ব্বকাৎ।
শ্রুত্যুক্তসর্ব্বসর্ব্বস্বাদন্যৎ কিঞ্চিন্নিষেধতি ॥ ৯১৮॥
স্বয়ং সঙ্কুচিতান্নোঽপি মানী জ্ঞাতিসুখং দিশেৎ।
অনেকশ্রুতিরক্ষার্থং পদমল্পনিষেধি তৎ ॥ ৯১৯॥

পারে না, অতএব বাধাও সম্ভব নহে এবং গুণ সকল অনিত্য হইলে নিত্যভূত বেদধারণও ভগবানের সম্ভব হয় না ॥ ৯১৪॥

গুণসকল গৌণ-নিত্য হইলে ব্রহ্মও গৌণ-নিত্য হইতে পারেন, "যাবদ্-ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্" এই শ্রুতি ব্রহ্ম ও বেদের সমানভাবে সত্যত্ব বলিতেছেন ॥ ৯১৫॥

"বিষ্ঠিতং" পদে "বি" উপসর্গ ব্রহ্ম ও বেদের সৃষ্টি ও বিনাশ নিষেধ করিতেছে। শ্রুতির নাশ হইলে ব্রহ্ম বধিরতুল্য হইতে পারেন ॥ ৯১৬॥

ব্রহ্ম শ্রুতিশূন্য হইলে লজ্জায় জীবিত থাকিতে পারেন না॥ ৯১৭॥

অতএব কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং ফলদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট গুণকেই নির্গুণশ্রুতি নিষেধ করিয়াছে॥ ৯১৮॥

যেরূপ মানী পুরুষ স্বয়ং অল্প অন্ন ভোজন করিয়াও বন্ধুগণকে অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ নির্গুণশ্রুতিও স্বয়ং অল্প বিষয়েরই নিষেধ করিয়া অন্য শ্রুতি সকলকে বহু অর্থ দান করিয়া থাকেন ॥ ৯১৯॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষেধবলবত্ত্বে তু ভেদবাগ্‌বাধিকা তব।
তাদাত্ম্যপ্রতিষেধত্বং ভেদস্যাখিলসম্মতম্ ॥ ৯২০ ॥
অন্ধানাং নাস্তিতা বাক্যৈর্ব্বাধ্যং স্যাদস্তিতা বচঃ।
শূন্যোক্তির্ব্রহ্মসত্ত্বোক্তের্ব্বাধিতেঽত্যতিসঙ্কটম্ ॥ ৯২১ ॥
বিরুদ্ধার্থমতো বাধ্যমবিরুদ্ধং ন বাধ্যতে।
অহেঃ পুচ্ছং হি কশ্চিন্দ্যাস্মুখং ছিন্দতি সর্ব্বশঃ ॥ ৯২২ ॥
সর্ব্বধর্ম্মেশ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বস্যেশান ইত্যপি।
শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ো গায়ন্ গুণা নিত্যাদয়ো ন কিম্ ॥ ৯২৩ ॥
ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতোঽনন্তবিগ্রহে ॥ ৯২৪ ॥

যদি নিষেধবাক্যকে প্রবল বল, তাহা হইলে তাদাত্ম্যরূপ ঐক্যের বিরোধী তাদাত্ম্য-প্রতিষেধরূপ ভেদ ঐক্যবাধক হয় ॥ ৯২০ ॥

এইরূপ একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির কথিত অস্তিত্ববিষয়ক বাক্যকেও বহু অন্ধের নাস্তিত্ব-বিষয়ক-বাক্য নিষেধ করিতে পারে এবং "সর্ব্বং শূন্যন্" এইরূপ বৌদ্ধবাক্যও তোমার "ব্রহ্ম সৎ" এইরূপ বাক্যের নিষেধক হইতে পারে ॥ ৯২১ ॥

অতএব বিরুদ্ধার্থযুক্ত বাক্যই বাধ্য হয়, অবিরুদ্ধ-অর্থযুক্ত-বাক্য বাধ্য হয় না, যেরূপ সর্পশরীরের বিষপূর্ণ মুখই দণ্ডাদি-প্রহার দ্বারা বাধ্য হয়, পরন্তু পুচ্ছাদিতে দণ্ড-প্রহার-বাধা কেহই প্রদান করে না; সেইরূপ "একো দেবঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও বিষপূর্ণ সর্পমুখতুল্য নির্গুণ-পদই বাধার যোগ্য ॥ ৯২২ ॥

"এষ সর্ব্বধর্ম্মঃ" "এষ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি সকল বিষ্ণুর গুণ সকলের গান করিতেছে ॥ ৯২৩ ॥

"অনন্তগুণ, অনন্তরূপ এবং এক একটী অনন্তগুণধারী আমার মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি ॥ ৯২৫ ॥
ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যং শ্লোক্যং স হি ভুজঙ্গজিৎ ॥ ৯২৬ ॥
কিঞ্চানির্গুণ ইত্যেব পদচ্ছেদে লসৎপদম্।
বাক্যং স্যান্নাঙ্গবিচ্ছেদস্তস্যেত্যতিসমঞ্জসম্ ॥ ৯২৭ ॥
সময়প্রাপ্তনৈর্গুণ্যত্যাজনঞ্চ ফলং ভবেৎ ॥ ৯২৮ ॥
শ্রুতিঃ স্বোক্তগুণস্থেম্নে নৈর্গুণ্যং প্রতিষেধতি।
ইতি সঙ্গতিরপ্যস্তি বাক্যস্যাপ্যেকবাক্যতা ॥ ৯২৯ ॥

যে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে ॥" ৯২৪ ॥

"হে উদ্ধব! আমার অনেক অবতার, অনেক কর্ম্ম এবং অনেক নাম বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই অনন্ত, কেহই তাহার গণনায় সমর্থ নহে ॥"৯২৫॥

বিষপূর্ণ কালীয়দমন এবং বিষপূর্ণ অনন্তসর্পে শয়ান শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৯২৬ ॥

অথবা—"কেবলো নির্গুণঃ" এইস্থলে "কেবলঃ অনির্গুণঃ" "এই রূপ পদচ্ছেদ করিলে অবিরুদ্ধ শ্রৌতপদসকল যাবতীয় শ্রৌতধর্ম্মের এক রীতি অনুসারেই বর্ণন করিতে পারেন ॥ ৯২৭ ॥

মায়াবাদিসিদ্ধান্তপ্রাপ্ত নৈর্গুণ্য-নিষেধরূপ ফলও তাহা হইলে সিদ্ধ হয় বলিয়া সর্ব্ব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯২৮ ॥

শ্রুতি স্বপ্রতিপাদ্য গুণসকলের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নৈর্গুণ্য নিষেধ করিতেছেন,—এইরূপ সঙ্গতিও হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল বাক্যের একবাক্যতাও সম্পাদিত হয় ॥ ৯২৯ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিঞ্চ নির্গুণতা বাক্ তে গুণমাত্রনিষেধনে।
জ্ঞানানন্দাদ্যভিমতগুণানাং স্যান্নিষেধিকা ॥ ৯৩০ ॥
যদ্যভিন্নং সুখং জ্ঞানং গুণাঃ সর্ব্বেঽপ্যভেদিনঃ।
সন্তু নেহেতি বাক্যস্য ভয়াদ্ গর্ভগতা হরেঃ ॥ ৯৩১ ॥
অনয়ৈব গুণাদীনামভেদোক্ত্যাস্ত্বভিন্নতা।
গুণত্বোক্তিশতৈশ্চোক্তৈর্গুণতাপ্যস্তু কা ক্ষতিঃ ॥ ৯৩২ ॥
নির্গুণোক্তিশ্চ ভিন্নানাং গুণানামস্তু বাধিকা ॥ ৯৩৩ ॥
ভেদাভেদপ্রমাণাভ্যাং ভেদাভেদৌ যথা তব।
ঘটাদৌ গুণকর্ম্মাদেস্তথাত্রস্তাং গুণৈক তে।
নামুখ্যা তত্র গুণতা যথাত্রাপি তথৈব নঃ ॥ ৯৩৪ ॥

যদি নির্গুণ বাক্য গুণসামান্যের নিষেধক হয়, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণেরও নিষেধই হইয়া থাকে ॥ ৯৩০ ॥

সুখ ও জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে না,—এইরূপ বলিলে "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্যের ভয়ে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলও ব্রহ্মের স্বরূপভূত হউক ॥ ৯৩১ ॥

"নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতিতেই গুণ সকলের অভেদ কীর্ত্তনহেতু উহাদের অভিন্নত্ব এবং গুণত্ব-প্রতিপাদক বহু বাক্যবলে গুণত্বও সিদ্ধ হউক ॥ ৯৩২ ॥

নির্গুণোক্তিও বিষ্ণুর গুণ সকলের ভেদই নিষেধ করুক ॥ ৯৩৩ ॥

ঘট ও তদ্গত রূপাদির ভেদ ও অভেদ উভয়পক্ষেই প্রমাণ থাকায় তুমি যেরূপ উহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার কর, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ সকলেরও অভেদ ও গুণত্ব বিষয়ে প্রমাণসত্তা-নিবন্ধন অভেদ ও গুণত্ব সিদ্ধ হউক, ঘট এবং তদ্গত রূপমধ্যে ভেদাভেদ-দশায় যেরূপ উভয়েরই মুখ্যত্ব স্বীকৃত হয়, সেইরূপ গুণ সকলের অভেদ এবং গুণত্ব উভয়ই মুখ্য ॥৯৩৪॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নেহ নানেতি ভেদস্য সাক্ষদত্রনিষেধনাৎ ।
গুণত্বঘটকং চান্যৎ কল্প্যমঙ্কুরকর্ত্তৃবৎ ॥ ৯৩৫ ॥
ন হ্যবাধিতকার্য্যস্য দৃষ্টহেতোরভাবতঃ ।
অভাবং মন্যতে লোকঃ কিং ত্বন্যমনুমন্যতে ॥ ৯৩৬ ॥
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি ।
ইতীরয়ন্ গুণাদীনামানন্ত্যং স্বগুণাদিষু ।
গুণাদিত্বঞ্চ কিং তত্ত্বমুৎসিসৃক্ষতি স প্রভুঃ ॥ ৯৩৭ ॥
পক্ষীকৃত্য গুণান্ হেতূ কৃত্যানন্তত্বমঞ্জসা ।
অনন্তজীবসংস্থাত্মতনুবৎ সংখ্যয়োজ্ঝিতিম্ ॥ ৯৩৮ ॥

অঙ্কুরাদি কার্য্যের কর্ত্তৃরূপে কেহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমান দ্বারা যেরূপ একজন কর্ত্তা নির্দ্ধারিত হন, সেইরূপ "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গুণ সকলের নিষেধহেতু অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে গুণ-গুণিভাব ব্যবহারের জন্য কোন নিয়ামক পদার্থের কল্পনা করা উচিত ॥ ৯৩৫ ॥

যদি অবাধিত কোন কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ-স্বরূপ কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ না হইলেও কারণের অভাব কল্পনা করা যায় না, তাদৃশ স্থলে লোককে অন্য কোন একটী কারণের কল্পনা করিতেই দেখা যায় ॥ ৯৩৬ ॥

"ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুম্"—ভাগবতস্থ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণগুণসমূহের অনন্তত্বনিবন্ধন গণনার অসামর্থ্য কীর্ত্তন করিয়া ঐ সকল স্বরূপভূত পদার্থেরও গুণত্বই স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৯৩৭ ॥

প্রতিবিম্বভূত জীব সকলের অনন্তত্ব-নিবন্ধন বিম্বভূত বিষ্ণুর স্বরূপ যেরূপ অসংখ্য, সেইরূপ ভগবানের গুণ সকলও অনন্ত বলিয়া তাহারা অসংখ্য হইয়া থাকে ॥ ৯৩৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসাধয়ন্ প্রভুঃ পক্ষাসিদ্ধিং হেতোরসিদ্ধতাম্।
যতো ন সহতে তস্মাদনন্তত্বং গুণাশ্চ তে॥ ৯৩৯ ॥
নোপচারাদিতঃ সিদ্ধাস্তৎ সর্ব্বঞ্চ স সর্ব্বদা।
আত্মশক্তিবিশেষেণ সর্ব্বথা নির্ব্বহেৎ পরম্॥ ৯৪০ ॥
যতঃ সূত্রকৃদপ্যাহ বিচিত্রাং শক্তিমাত্মনি।
ধনী বক্তি ধনানন্ত্যমনুবক্ত্যনুযায্যপি ॥ ৯৪১ ॥
প্রতিবক্তি কথং যস্তৌ ন শৃণোতি ন পশ্যতি।
অতো বিষ্ণুগুর্ণানন্ত্যমভূৎ সর্ব্বমনোরমম্॥ ৯৪২ ॥

এইরূপ অনুমানস্থলে বিষ্ণুর গুণাভাবহেতু পক্ষাসিদ্ধি দোষ ভগবানের অনভিমত, সেইরূপ হেতুর অসিদ্ধিদোষও অনভিমত, অতএব গুণসকল অনন্তরূপে সিদ্ধ হইল॥ ৯৩৯ ॥

এই সকল গুণ ঔপচারিক বা ভ্রান্তিকল্পিত নহে। তাঁহাদের গুণ-গুণিভাবও বিষ্ণুর শক্তিবশতঃই কল্পিত হয়॥ ৯৪০ ॥

"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"—এই ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস অভেদস্থলেও পদার্থসকলের গুণগুণিভাব এবং আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রভৃতির নির্ব্বাহের জন্য বিষ্ণুর বিচিত্র শক্তির কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'ধনী এবং তদীয় ভৃত্য উভয়ের ধন আছে',—এইরূপ বলিলে যেরূপ উক্ত ধনীর ধনের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ গুণবান্ বিষ্ণু এবং তদনুসারিণী শ্রুতি কর্ত্তৃক গুণসকলের সত্তা কীর্ত্তিত হওয়ায় তাহার অসত্তা হইতে পারে না॥ ৯৪১ ॥

ধনী এবং তদীয় ভৃত্য ধনের সত্তা স্বীকার করিলে যে ব্যক্তি ঐ ধনের বিষয় শ্রবণ করে নাই বা উহা দর্শন করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির নিষেধ-বচনে যেরূপ ধনের অসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ যে ব্যক্তি শ্রবণ বা দর্শন করে নাই, তাহার কথায় ঐ সমস্ত গুণের নিষেধ হইতে পারে না॥ ৯৪২ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিথ্যোপাধিকসার্ব্বজ্ঞমিথ্যাত্বান্নৈকতেতি চেৎ।
সত্য বিশ্বস্য সামর্থ্যাদিতি তস্যোত্তরং বদেৎ ॥ ৯৪৩ ॥
সত্যত্বে যদি সন্দেহো মিথ্যাত্বে কস্য নিশ্চয়ঃ।
কলহেন বিরুদ্ধেঽস্মিংস্তৎ সত্যত্বে ন বাধকম্ ॥ ৯৪৪ ॥
ঘটোপাধিকবৃত্তেশ্চ মনোরূপত্বমিষ্যতে।
ঘটস্তু ন মনোরূপো বাহ্যোঽসাবান্তরং মনঃ ॥ ৯৪৫ ॥
অতঃ সার্ব্বজ্ঞ্যৈকতায়াং সর্ব্বস্যৈক্যঞ্চ নোচ্যতে।
মিথ্যারজতদৃষ্টেশ্চ সাক্ষিণঃ সত্যতা তব ॥ ৯৪৬ ॥

মিথ্যাভূত অবিদ্যা ও উপাধিগ্রস্ত সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মের সহিত উহাদের অভেদ অস্বীকার করিলে উত্তর-স্বরূপ বক্তব্য এই যে,—উহাদের সত্যত্বনিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত অভেদ সঙ্গত হইয়া থাকে ॥ ৯৪৩ ॥

যদি উহাদের সত্যতা-বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে মিথ্যাত্ব-বিষয়েও সন্দেহ আছে। মিথ্যাত্ব বিবাদগ্রস্ত হইলে শ্রুতিসিদ্ধ ধর্ম্মসকলের সত্যত্বই নিরাপদ হইয়া থাকে ॥ ৯৪৪ ॥

ধর্ম্ম সকল অবিদ্যা-উপাধিগ্রস্ত হইলেও অবিদ্যার ন্যায় মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, ঘটরূপ উপাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞান অন্তঃকরণেই উৎপন্ন, পরন্তু উপাধিভূত ঘটপদার্থ বাহ্য; এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বর্ত্তমান, ঘট নষ্ট হইলেও তদুপাধিগ্রস্ত জ্ঞানের নাশ হয় না ॥ ৯৪৫ ॥

এ যুক্তি অনুসারে সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অভেদ হইলে সর্ব্বপদার্থের ঐক্য হইতে পারে, এইরূপ দোষাশঙ্কা নিবৃত্ত হইল, তোমার মতেও মিথ্যাভূত রজতজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষীপদার্থের সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, পরন্তু উপাধিভূত রজতের সত্যত্ব নাই ॥ ৯৪৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিথ্যাভূতার্থসম্বন্ধান্মিথ্যাজ্ঞানং যদীষ্যতে।
সত্যেশজ্ঞানসম্বন্ধাদর্থাঃ সত্যাঃ কথং ন তে ॥ ৯৪৭ ॥
তৎপাদসঙ্গিসলিলাদশুদ্ধস্য হি শুদ্ধতা ॥ ৯৪৮ ॥
নির্দ্দোষেশ্বরচিদ্‌যোগাৎ সত্যতা লোকসম্মতা।
অবাধিতার্থসম্বন্ধাদ্বাধ্যতাশা বৃথা তব ॥ ৯৪৯ ॥
যদি সোপাধিকত্বং তে মিশ্রণং ক্ষীরনীরবৎ।
তদা সর্ব্বজ্ঞযোগীন্দ্রহৃদয়ে স্যাদ্বিদারণম্ ॥ ৯৫০ ॥
শব্দাচ্চ শশশৃঙ্গস্য জ্ঞানে শৃঙ্গী ভবান্ ভবেৎ।
অত্যন্তাসচ্চ তে জ্ঞানং স্যাত্তে ন হ্যতিসঙ্কটম্ ॥ ৯৫১ ॥

মিথ্যাভূত পদার্থের সম্বন্ধহেতু জ্ঞানেরও মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে আমরাও সত্যভূত ঐশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধহেতুই সকল পদার্থকে সত্য বলিব ॥৯৪৭॥

বিষ্ণুপদসঙ্গিনী গঙ্গাদেবীর জলস্পর্শে যেরূপ অশুদ্ধ পদার্থেরও শুদ্ধি সাধিত হয়, সেইরূপ নির্দ্দোষ ঈশ্বরজ্ঞান-সম্বন্ধহেতু সর্ব্বপদার্থেরই সত্যত্ব সাধিত হইয়া থাকে, অবাধিত জ্ঞানসম্বন্ধযুক্ত পদার্থ সকলের বাধাশঙ্কা ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥ ৯৪৮-৯৪৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বের সহিত জগতের সম্বন্ধ যদি দুগ্ধ ও জলের মিশ্রণ-তুল্য বল, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ যোগীন্দ্রগণের জ্ঞানসকল জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের অবকাশ অসম্ভবহেতু হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে ॥ ৯৫০ ॥

'শশশৃঙ্গ' এই উক্তি হইতে শশশৃঙ্গবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানমিশ্র শশশৃঙ্গ তোমার হৃদয়ে উৎপন্ন হউক, অথবা তাদৃশ জ্ঞানই অসৎ হউক ॥ ৯৫১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানেনান্তঃস্থিতেনৈব বহিঃস্থ জগতো যদি।
সম্বন্ধঃ কশ্চিদেবস্যাত্তদৈক্যে কিং নু বাধকম্।
সৌরালোকো জগদ্ব্যাপী মণ্ডলাভিন্ন এব হি॥ ৯৫২॥
কিঞ্চ নানাপদার্থানাং ভ্রমোঽপি ব্রহ্মচিত্তব।
মিথ্যার্থজ্ঞানরূপং তে ব্রহ্ম কিং নাভবত্তদা॥ ৯৫৩॥
সত্যার্থজ্ঞানরূপোঽসৌ কথং মিথ্যা মম প্রভুঃ।
মিথ্যার্থজ্ঞানরূপত্বাত্তদ্ব্রহ্মৈবাভবন্মৃষা॥ ৯৫৪॥
অতস্তদ্বিষচূর্ণেন তবৈবাভূদ্ধি সঙ্কটম্॥ ৯৫৫॥
অতো ভগবতো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরাত্মকাঃ।
তচ্ছক্ত্যা ধর্ম্মধর্ম্মিত্বমেকতাঽনেকতাদি চ॥ ৯৫৬॥

পক্ষান্তরে যদি অন্তঃস্থ জ্ঞানের সহিত বহির্জগতের কেবলমাত্র বিষয়-বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার কর, তাহা হইলে তাদৃশ জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য-স্বীকারে আপত্তি কি? সূর্য্যের আলোক বহির্জগতে ব্যাপ্ত হইলেও উহা সূর্য্যমণ্ডলের সহিত অভিন্নই হইয়া থাকে॥ ৯৫২॥

তোমার মতেও বিবিধ পদার্থের ভ্রম ব্রহ্মের জ্ঞানরূপেই অঙ্গীকৃত হয়, এইরূপ স্বীকারে মিথ্যাপদার্থের ভ্রমরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানও মিথ্যা হউক,—এইরূপ বলিলে এ বিষয়ের কিরূপে পরিহার হইতে পারে? ৯৫৩॥

আমার মতে পদার্থ-সকলের সত্যত্ব-নিবন্ধন তাহাদের জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ব্রহ্মও সত্য। মিথ্যা পদার্থের জ্ঞানরূপ তোমার ব্রহ্মই মিথ্যা হইয়া থাকে, অতএব তোমার স্বকল্পিত বিষচূর্ণ তোমারই অনিষ্টজনক হইয়া থাকে॥ ৯৫৪-৯৫৫॥

অতএব ভগবানের যাবতীয় ধর্ম্মই ভগবানের সহিত অভিন্ন, ভগবানের ধর্ম্মিত্ব ও একত্ব এবং ধর্ম্মসমূহের ধর্ম্মত্ব ও অনেকত্ব বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৯৫৬॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

তস্মাদ্‌গুণানৃতত্বাশা নারীগর্ভস্রবোঽপ্যভূৎ।
নেহ নানেতি বাক্যেন ভিন্নস্যৈব নিষেধনাৎ ॥ ৯৫৭ ॥
অতোঽস্মদুক্তসদ্‌যুক্তিশৃঙ্খলাভিঃ পদে পদে।
বদ্ধায়া ব্রহ্মসুগুণসর্ব্বস্বদ্রোহদোষতঃ ॥ ৯৫৮ ॥
কারাগৃহনিবিষ্টায়া নির্গুণোক্তের্ন মোচকঃ।
বিনা ত্রিগুণশূন্যত্বরূপার্থস্য প্রদানতঃ।
নাপরঃ কোঽপ্যুপায়ঃ স্যাদিতি সর্ব্বস্য সম্মতম্‌ ॥ ৯৫৯ ॥
অভিন্নগুণসত্যত্ব ধ্রৌব্যাদ্‌ব্রহ্মসুখাদিবৎ ॥ ৯৬০ ॥
অভেদেপ্যন্যহশেষো ন যথা তব তথা মম।
অন্যথা তার্কিকো জীয়ান্মোক্ষঃ স্যাদপ্রয়োজকঃ ॥ ৯৬১ ॥

সুতরাং "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গুণের ভেদ-নিষেধ-হেতু গুণমিথ্যাত্বাভিলাষিণী আশা-রমণার গর্ভস্রাবই হইয়া থাকে ॥ ৯৫৭ ॥

যেরূপ রাজদ্রোহনিবন্ধন কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষ রাজকীয় শুল্ক প্রদান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের গুণদ্রোহ-দোষে মদীয় সদ্‌যুক্তিরূপ শৃঙ্খল দ্বারা দুর্ব্বাদিগণের হৃদয়ে প্রতিপদে আবদ্ধ নির্গুণশ্রুতিও ত্রিগুণশূন্যত্বরূপ অর্থদান ব্যতীত মুক্তিলাভ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত যুক্তি জানিবে ॥ ৯৫৮-৯৫৯ ॥

গুণসকলের অভিন্নত্ব ও সত্যত্ব ব্রহ্মের স্বরূপভূত সুখাদির ন্যায় সিদ্ধ হইল ॥ ৯৬০ ॥

তোমার মতে যেরূপ সুখাদির সহিত ব্রহ্মের অভেদসত্ত্বেও একশেষ নাই, সেইরূপ আমার মতেও একশেষ নাই, যদি একশেষ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে দুঃখাভাবের অতিরিক্ত সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। এবম্বিধ মতাবলম্বী তার্কিকগণেরই জয় হইয়া থাকে, মোক্ষও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে ॥ ৯৬১ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথা সুখাভাববাদাস্তিন্নত্বপ্রতিবাছভূঃ ।
তথা নির্গুণতাবাদাদ্‌গুণবাদী ভবাম্যহম্‌ ॥ ৯৬২ ॥
গুণতা-গুণিতা চ স্যাৎ সুখতা-সুখিতা যথা ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যপ্যাহ শ্রুতিঃ স্ফুটম্‌ ॥ ৯৬৩ ॥
যছমুখ্যোপচারত্বং জিতং তার্কিকবালকৈঃ ।
দুঃখাভাবপরত্বং হি শ্রুতীনাং বক্ত্যসৌ খলঃ ॥ ৯৬৪ ॥
অতো গুণ্যাত্মকা এতে গুণগ্রাহ্যা যথা শ্রুতম্‌ ।
পর্য্যায়শব্দাবাচ্যত্বং তবাপি চ মমাপি চ ॥ ৯৬৫ ॥
অতস্তন্মাত্রতৈতেষাং ন বাচ্যা শব্দকোবিদৈঃ ।
প্রভোঃ শক্তিবিশেষেণ সর্ব্বং তদ্ধি সমঞ্জসম্‌ ॥ ৯৬৬ ॥

ব্রহ্মের সুখরূপত্বাঙ্গীকারী তোমার সহিত সুখাভাববাদী তার্কিকের যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তোমার সহিত আমারও তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৯৬২ ॥

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌" এই শ্রুতি "ব্রহ্মণঃ" এই ষষ্ঠী বিভক্তি অভিন্নস্বরূপ ব্রহ্ম ও আনন্দের আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রকাশ করিতেছে। অতএব গুণগুণিত্ব প্রভৃতি ব্যবহার বিশেষপদার্থবলেই অঙ্গীকর্ত্তব্য ॥৯৬৩॥

যদি ষষ্ঠীর ঔপচারিক অর্থ (গৌণার্থ) কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে আনন্দ প্রভৃতি পদসমূহের দুঃখাভাবমাত্র অর্থকল্পনাকারী তার্কিকের জয় হউক ॥ ৯৬৪ ॥

অতএব শ্রৌত যাবতীয়গুণই গুণিস্বরূপভূত হইয়া থাকে। অভেদ স্বীকারে ব্রহ্ম ও গুণ সকলের পর্য্যায়ত্ব-আপত্তিদোষ আমাদের উভয়েরই মতে সমান ॥ ৯৬৫ ॥

অতএব আনন্দাদি গুণ সকলকে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ অঙ্গীকার করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নগুর্ণত্বশ্রুতিস্তস্মান্নৈবং সদ্গুণবাধিকা।
অধর্ম্মধর্ম্মদুঃখের্য্যা দ্বেষাদীন্ প্রতিষেধতি ॥ ৯৬৭ ॥
যস্য যস্মিন্মনো দ্বেষস্তদ্গুণস্তেন নেক্ষ্যতে।
ন চেদ্ব্রহ্মানন্তগুণং কথং নির্গুণমব্রবীৎ ॥ ৯৬৮ ॥
যত্নঃ কৃৎস্নোঽপি বিজ্ঞানশক্ত্যাদ্যর্থং হি যোগিনাম্।
সার্ব্বজ্ঞশৌর্য্যসৌন্দর্য্যপূর্ব্বৈশ্বর্য্যাণি কস্ত্যজেৎ ॥ ৯৬৯ ॥
গুণোঽণুরপি সংপোষ্যো দোষো দূষ্যো বুভূষুভিঃ।
গুণাংস্ত্যজেৎ কথং দোষান্ ভজেদ্বা তৎপরঃ প্রভুঃ ॥ ৯৭০ ॥

অনুচিত, প্রভুর শক্তিবিশেষবলেই এই সমস্ত সামঞ্জস্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৬৬ ॥

নির্গুণ শ্রুতি সগুণ শ্রুতির বাধক নহে, পরন্তু তার্কিক কর্ত্তৃক গুণত্ব-রূপে ব্যবহৃত অধর্ম্ম, দুঃখ, ঈর্ষা এবং দ্বেষাদিরই নিষেধ করিয়া থাকে ॥ ৯৬৭ ॥

যাহার প্রতি যে ব্যক্তির বিদ্বেষ থাকে, সেই ব্যক্তি তদীয় গুণ সকল দেখিতে পায় না, মায়াবাদীও ব্রহ্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বলিয়াই তদীয় অনন্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছে না ॥ ৯৬৮ ॥

যোগিগণ বিজ্ঞান শক্তি ও অনিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন, অতএব যোগীশ্বর ভগবান্ কিরূপে সার্ব্বজ্ঞ্য, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যরহিত হইবেন! ৯৬৯ ॥

মহাপুরুষগণ পরের অনুমাত্র গুণেরই পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক তদীয় বহু-দোষ বর্জ্জন করিয়া থাকেন, অতএব ভগবান্ কিরূপে অনন্ত গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানাদি দোষের গ্রহণ করিবেন? ৯৭০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বং হরতু সর্ব্বস্বং বিদ্যাং কো বিতুযো হরেৎ।
কিং গুণাংস্ত্যাজয়ন্ বিষ্ণোর্নির্গুণত্বং গুণং ত্যজেৎ ॥ ৯৭১ ॥
জ্যোতিষ্টে নহি চন্দ্রস্য স্বরূপজ্ঞানবান্ পুনঃ।
চন্দ্রত্বে নৈব তং জ্ঞাতুং কশ্চন্দ্র ইতি পৃচ্ছতি ॥ ৯৭২ ॥
অতঃ কশ্চন্দ্র ইত্যেব প্রশ্নঃ প্রশ্নবিদাংমতে।
কিং লক্ষণক ইত্যেব স্বার্থমর্থাতুরো ভজেৎ ॥ ৯৭৩ ॥
চন্দ্রত্ববান্ ক ইত্যেব বাক্যস্যার্থো যতঃ স্ফুটঃ।
স্বরূপমাত্রপ্রশ্নত্বং স্বরূপাসিদ্ধমেব[়]তে ॥ ৯৭৪ ॥

চোর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলেও বিদ্যা অপহরণ করিতে পারে না, এইরূপ মায়াবাদীও যদ্যপি বিষ্ণুর অনন্ত গুণ অপহরণ করিয়াছে, তথাপি নির্গুণত্বরূপ গুণের অপহরণ করিতে পারে নাই ॥ ৯৭১ ॥

মায়াবাদিগণ বলেন,—"আকাশে বহু জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান থাকায় তন্মধ্যে কোন্‌টী চন্দ্র, তাহা জানিতে না পারিয়া কোন ব্যক্তি "চন্দ্র কোন্‌টী",—এইরূপ প্রশ্ন করিলে অপর ব্যক্তি চন্দ্র নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "এইটী চন্দ্র" এইরূপ বলিলে যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ শব্দসকলও অখণ্ডার্থ ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র জ্ঞাপন করিয়া থাকে।" এ বিষয়ে উত্তর এই যে, পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপে পূর্ব্বে চন্দ্রকে জানিয়াও কেবলমাত্র লক্ষণ-জ্ঞানের জন্য তাদৃশ প্রশ্ন করিয়া থাকে ॥ ৯৭২ ॥

অতএব "চন্দ্র কোন্‌টী—"এই প্রশ্ন-বাক্যে "চন্দ্র কীদৃশ লক্ষণযুক্ত"—এইরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য ॥ ৯৭৩ ॥

"চন্দ্র কোন্‌টী"—এই বাক্যের বাক্যার্থ "চন্দ্রত্ব বিশিষ্ট কে?' তাহাই স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়। অতএব প্রশ্ন স্বরূপবিষয়ক না হইয়া লক্ষণ-বিষয়কই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং লক্ষণবাক্যঞ্চ লক্ষণং বক্তি নাপরম্।
অপৃষ্টোত্তরমেবস্যাদ্রূপমাত্রনিরূপণে ॥ ৯৭৫ ॥
অতো লক্ষণবাক্যত্বং বিরুদ্ধো হেতুরেব তে ॥ ৯৭৬ ॥
সত্যজ্ঞানাদিবাক্যং তদ্বিশিষ্টব্রহ্ম তৎপরম্।
লক্ষণপ্রশ্নবাক্যত্বাচ্চন্দ্রলক্ষণবাক্যবৎ ॥ ৯৭৭ ॥
স্বরূপমাত্রজ্ঞানস্য পদেনৈকেন সম্ভবাৎ।
ব্যর্থং পদান্তরং চ স্যাজ্‌জ্ঞাতস্য জ্ঞাপনেন কিম্॥ ৯৭৮ ॥
যদি সত্যাদিপদতো লক্ষ্যে ব্রহ্মণি কেবলম্।
ব্যাবৃত্তিঃ স্যাদসত্যাদেস্তে ন সার্থক্যমিষ্যতে ॥ ৯৭৯ ॥
তর্হি গঙ্গাপদাল্লক্ষ্যে তীরেঽপি ন্যায়সাম্যতঃ।
ব্যাবৃত্তিঃ স্যাদগঙ্গায়াস্তীরে স্যান্মজ্জনং সদা ॥ ৯৮০ ॥

এইরূপ "প্রকৃষ্ট প্রকাশযুক্ত পদার্থই—চন্দ্র" এই উত্তর-বাক্যেও লক্ষণই কথিত হয়। লক্ষণজিজ্ঞাসু পুরুষের নিকট কেবলমাত্র স্বরূপ বলিলে উহা অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৫ ॥

অতএব শব্দসমূহের স্বরূপমাত্র-পরত্ব-বিষয়ে লক্ষণ-বাক্যত্ব বিরুদ্ধ-হেতুই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৬ ॥

"প্রকৃষ্ট প্রকাশযুক্ত পদার্থই—চন্দ্র",—এই লক্ষণবাক্য যেরূপ লক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্নবাক্যের উত্তরস্বরূপ বলিয়া লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুবিষয়ক, সেইরূপ সত্য-জ্ঞানাদি-বাক্যও বিশিষ্ট-বস্তুবিষয়কই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৭ ॥

স্বরূপমাত্র-পরত্বপক্ষে এক পদদ্বারাই স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর বলিয়া অন্যপদ সকল ব্যর্থ হইয়া থাকে, জ্ঞাত-বিষয়ের পুনরায় জ্ঞাপনে কোন প্রয়োজনও নাই ॥ ৯৭৮ ॥

যদি ব্রহ্মবিষয়ে অসত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধের জন্য সত্যাদি পদের প্রয়োগ স্বীকার কর, তাহা হইলে এই যুক্তি অনুসারেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যব্যাবৃত্তিরূপ হি তদা স্যাদ্ যদি তৎ পদম্ ।
স্বার্থং সমর্পয়েত্তর্হি সাপ্যর্থাল্লভ্যতে পরম্ ॥ ৯৮১ ॥
সাক্ষাদন্যাপোহ এব ন হ্যর্থো ভবতো মতে ।
অতঃ সত্যত্ব পূর্ব্বার্থং যদি ব্রহ্মণি নার্পয়েৎ ।
কথং ব্যাবর্ত্তয়েদ্‌ব্রহ্ম বিপক্ষে তূক্তমেব হি ॥ ৯৮২ ॥
কিঞ্চ মুখ্যার্থবোধে হি লক্ষণা তেন সত্যতা ।
জ্ঞানতানন্ততা চৈব ভবেদ্‌ব্রহ্মণি বোধিতা ॥ ৯৮৩ ॥
সত্যত্বরহিতং ব্রহ্ম মিথ্যেব স্যাদ্‌ঘটাদিবৎ ।
সদ্রূপমপি তন্নস্যাত্তদ্বত্তেনৈব হেতুনা ॥ ৯৮৪ ॥

"গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (গঙ্গায় গোপপল্লী) এই বাক্যেও গঙ্গাপদ হইতে গঙ্গা ভিন্ন সকলের ব্যাবৃত্তি বশতঃ গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরেও লোক জলমগ্ন হইতে পারে ॥ ৯৭৯-৯৮০ ॥

পদ যদি নিজ বাচ্যবিষয়ের বোধক হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ের ব্যাবৃত্তি অর্থাধীনই লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৮১ ॥

তোমার মতেও অন্যব্যাবৃত্তি পদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে, কিন্তু স্বরূপই সাক্ষাৎ অর্থ, অতএব সত্যাদি পদ যদি ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের অর্পণ না করে, তাহা হইলে অন্যব্যাবর্ত্তকও হইতে পারে না ॥ ৯৮২ ॥

পদসকলের মুখ্যার্থের বাধা থাকিলেই লক্ষণা দ্বারা অর্থ কল্পনা করিতে হয়, আবার লক্ষণা স্বীকার করিলে ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বাধা বলিতে হয়। অতএব অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৯৮৩ ॥

ঘটে সত্যত্ব না থাকায় যেরূপ সদ্রূপত্বও নাই, সেইরূপ ব্রহ্মেও সত্যত্ব না থাকিলে সদ্রূপত্বেরও অভাব হইয়া থাকে ॥ ৯৮৪ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন চেচ্ছশবিষাণঞ্চ সদ্রূপং ব্রহ্মবদ্ভবেৎ।
কেবলান্বয়িধর্ম্মত্বাৎ সত্ত্বে সত্ত্বঞ্চ বর্ত্ততে ॥ ৯৮৫ ॥
অতঃ সত্যত্বরহিতং মিথ্যৈব স্যান্ন সংশয়ঃ।
শিরসো মুণ্ডনেন্ত্রিতস্মাচ্ছিখামুণ্ডনমপ্যভূৎ ॥ ৯৮৬ ॥
যদি সত্যপদেনাপি ব্রহ্মলক্ষ্যং ভবেত্তব।
তর্হি তৎপদবাচ্যং মে জগৎ সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৮৭ ॥
গঙ্গাপদেন যা বাচ্যা সৈব গঙ্গা যতো নৃণাম্।
অতস্ত্বল্লক্ষণাসর্ব্বজগতো রক্ষণায় মে ॥ ৯৮৮ ॥

যদি সত্যত্বের অভাবেও সদ্রূপত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইল শশশৃঙ্গও সদ্রূপবিশিষ্ট হইতে পারে। যদি বল, সত্যধর্ম্মে আত্মাশ্রয়-দোষভয়ে সত্য অস্বীকার করিয়াও যেরূপ সদ্রূপত্ব স্বীকৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্যধর্ম্মশূন্য হইয়াও সদ্রূপ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উত্তর এই যে, সত্য কেবলান্বয়ী-ধর্ম্ম বলিয়া সত্যেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে, অতএব তোমার এই দৃষ্টান্তই প্রকৃত বিষয়ে বিরুদ্ধ ॥ ৯৮৫ ॥

অতএব সত্যত্বরহিত ব্রহ্ম মিথ্যাই হইয়া থাকেন। সত্যত্বনাশে তোমার প্রযত্ন দ্বারা ব্রহ্মই নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় শিখা মুণ্ডন করিতে যাইয়া মস্তক-ছেদনই উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯৮৬ ॥

যদি সত্যপদে ব্রহ্ম লক্ষিতই হন, তাহা হইলে সত্য-পদবাচ্য জগৎই মুখ্য সত্য হইতে পারে ॥ ৯৮৭ ॥

যেরূপ গঙ্গাপদবাচ্য প্রবাহই—মুখ্যতঃ গঙ্গা, সেইরূপ সত্যপদবাচ্য জগৎই সত্য হইয়া পড়ে, অতএব তোমার লক্ষণা দ্বারা সত্যস্বরূপে আমার অভীষ্ট জগতের রক্ষাই হইল ॥ ৯৮৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মৈক্যবাক্যমপি তে স্বরূপপরমেব হি ।
এবঞ্চেদ্‌গতমদ্বৈতমমানত্বান্ন্ শৃঙ্গবৎ ।
ভেদশ্চ শ্রুতিমুখ্যার্থঃ সুস্থিরোঽভূদিতি স্থিতম্ ॥ ৯৮৯ ॥

দুর্জ্জনঃ সজ্জনস্যার্থমুজ্জিহীর্ষেচ্ছনৈঃ শনৈঃ ।
কিং নোচুর্ব্বেদবাক্যস্য স্বপদৈরপ্যবাচ্যতাম্ ।
অন্ধসান্ধ্যং হি সংদধ্যুরপদে পদসম্পদঃ ॥ ৯৯০ ॥

অলক্ষণং কিলার্থোঽর্থো লক্ষণোক্তের্ন লক্ষণম্ ।
স্বয়ং ভূত্বা স্বমাতৈব বন্ধ্যেত্যতিখলো বদেৎ ।
ব্যাবর্ত্তকোক্তির্ব্যাবৃত্ত্যৈ ন ব্যাবর্ত্তকবাক্ কিল ॥ ৯৯১ ॥

নাসাং ছিত্বাপি দুষ্টঃ স্বামন্যস্যাশকুনং চরেৎ ।
সত্যাদিপদমুখ্যার্থঃ সত্যাদন্যৎ কিলানৃতম্ ॥ ৯৯২ ॥

তোমার মতে ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদক মহাবাক্য সকলও যদি স্বরূপমাত্র-পর হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে প্রমাণের অভাব হেতু একত্ব শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎই হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থ-ভেদ সুস্থিরই হইল ॥৯৮৯॥

দুর্জ্জনগণ যেরূপ সজ্জনের অর্থ অল্পে অল্পে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে বেদের অবাচ্যরূপে বলিয়া অবশেষে ব্রহ্ম-স্বরূপবাচক সত্যত্বাদি পদেরও অবাচ্যত্ব বলিতে উপক্রম করিয়া থাকে, অন্ধপুরুষ স্বকীয় অন্ধত্ব গোপন করিলেও অযোগ্যস্থলে পাদপ্রক্ষেপহেতুই তাহার অন্ধত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৯৯০ ॥

লক্ষণ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের লক্ষণই অর্থ নহে, পরন্তু স্বরূপই অর্থ হইয়া থাকে, এরূপ মনে করিলে মূর্খ যেরূপ নিজ গর্ভধারিণীকে বন্ধ্যা বলে, সেইরূপ অন্য ব্যাবৃত্তির জন্য লক্ষণবাক্য সকলের প্রয়োগ করিয়া তাহাকে স্বরূপমাত্রপর-কথন তুল্যই হইয়া থাকে ॥ ৯৯১ ॥

দুষ্ট যেরূপ অপরের গমনকালে অশুভ দর্শন ঘটাইবার জন্য নিজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইচ্ছতা বৃদ্ধিমল্লস্য মূলং নষ্টং ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
সত্ত্বাদিমুণ্ডনে কিং ন লক্ষ্যত্বাদ্যৈঃ সখণ্ডতা ॥ ৯৯৩ ॥
শান্তিকর্ম্মণি বেতালোত্থানং স্যাদবুধস্য হি ।
অখণ্ডত্বাত্বভাবে তু সৈবায়াদ্ধি সখণ্ডতা ॥ ৯৯৪ ॥
পরায়ুধৈঃ পরং ছিন্দ্যাচ্ছস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ ।
অবাচ্যপদলক্ষ্যত্বে মুখ্যার্থা বাচ্যতাক্ষতেঃ ॥ ৯৯৫ ॥
বিরুদ্ধয়োঃ সতোর্যোগঃ সমূলাঘাতিনোর্ভবেৎ ॥ ৯৯৬ ॥

নাসিকা ছেদন করিয়া তাহার যন্ত্রণাও সহ্য করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ মিথ্যাভূত জগৎকে সত্য-পদবাচ্য বলিয়াও ব্রহ্মের সত্যত্ব নাশ করা হইয়া থাকে ॥ ৯৯২ ॥

যেরূপ নিজের অযোগ্যতা বৃদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া পুরুষ সমূলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অখণ্ড ব্রহ্মরূপ বিষয়ে সত্যত্ব প্রভৃতি নাশের জন্য প্রযত্ন করায় লক্ষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা সখণ্ডত্বই লব্ধ হওয়ায় মূলহানিই উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯৯৩ ॥

মন্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষ বেতাল-উচ্চাটন-কর্ম্ম করিতে যাইয়া যেরূপ বেতাল হইতে স্বয়ংই অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্মনাশের জন্য অখণ্ডার্থপরত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মায়াবাদী অখণ্ডার্থরূপ ধর্ম্মেরও নিরাকরণ করিয়া অর্থাধীন সখণ্ডত্বরূপ অনিষ্টই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯৯৪ ॥

বীর যেরূপ পরের অস্ত্র দ্বারাই পরকে নিহত করে, সেইরূপ আমরাও অবাচ্য পদদ্বারা বাদীমুখেই ব্রহ্মের লক্ষ্যত্ব উচ্চারণ করাইয়া অর্থাধীন উপস্থিত বাচ্যত্বেরই সাধন করিয়াছি ॥ ৯৯৫ ॥

শক্তিবিশেষের বলে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়েরও একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে॥ ৯৯৬ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুনেঃ শক্ত্যা কিং ন বনে বৈরিণঃ সহ শেরতে।
তচ্ছক্ত্যাপি ন বৈরাগ্যং কামেন সহ তদ্ধৃদি।
বহির্ব্বা তপসোবিঘ্নকারিণঃ সন্তি রাক্ষসাঃ ॥ ৯৯৭ ॥
অণুত্বঞ্চ মহত্বঞ্চ তথৈব ঘটয়েৎ শ্রুতম্।
স্বৈশ্বর্য্যস্য বিরোধীনি ঘটয়েন্নাত্মনি প্রভুঃ ॥ ৯৯৮ ॥
অণিমা-মহিমা চৈব গরিমা-লঘিমা তথা।
যদৈশ্বর্য্যমতঃ শক্ত্যা ঘটয়েদিদমাত্মনি ॥ ৯৯৯ ॥
অনন্তসুগুণস্তোমমনন্তাকারসৌভগম্।
তথাপ্যনন্যতাং তেষু সর্ব্বৈস্বৈশ্বর্য্যসিদ্ধিতঃ।
নিজৈশ্বর্য্যাভিবৃদ্ধ্যর্থং ঘটয়েচ্ছক্তিতঃ প্রভুঃ ॥ ১০০০ ॥

ঋষিগণের তপোবলে আশ্রমমধ্যে গো ব্যাঘ্র প্রভৃতি একত্রই অবস্থান করে, এইরূপ তপস্যাবলে ঋষিগণের হৃদয়ে কামনা এবং বৈরাগ্যও একত্র অবস্থান করিয়া থাকে। তপস্যার বিঘ্নকারী রাক্ষসগণ এবং তপস্বিগণও তপোবনে একত্র মিলিত হইতে দেখা যায় ॥ ৯৯৭ ॥

ভগবান্‌ও সেইরূপ নিজ ঐশ্বর্য্যশক্তিবলে নিজের মধ্যে অণুত্ব ও মহত্ত্ব এই উভয় ধর্ম্মেরই সমাবেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু স্বকীয় ঐশ্বর্য্যবিরোধী দুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতির সমাবেশ করেন না ॥ ৯৯৮ ॥

অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ভগবানের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ, ঐসমস্ত তদীয় শক্তিবলেই সাধিত হয় ॥ ৯৯৯ ॥

ভগবান্ নিজের মধ্যে অনন্ত গুণসমূহ, অনন্ত বিগ্রহ, সৌন্দর্য্য এবং স্বরূপের সহিত উহাদের অভিন্নত্ব নিজ ঐশ্বর্য্যের অভিবৃদ্ধির জন্য শক্তিবলেই সংঘটিত করিয়া থাকেন ॥ ১০০০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলজ্ঞানক্রিয়াদীনাং সিসৃক্ষা সংজিহীর্ষয়োঃ।
নিত্যত্বে মহিমোন্নত্যা শক্তিব্যক্ত্যাত্মনা স্থিতিম্।
স্বসামর্থ্যবিশেষেণ ঘটয়েৎ সর্ব্বমীদৃশম্ ॥ ১০০১ ॥
ভেদহীনেঽপি ভেদস্য কার্য্যং যো ঘটয়েৎ শ্রুতম্।
সসামর্থ্যবিশেষো হি বিশেষ ইতি গীয়তে ॥ ১০০২ ॥
পরপ্রকাশকো দীপো ন কিং স্বস্য প্রকাশকঃ।
বিশেষোঽন্যত্র নির্ব্বাহী স্বনির্ব্বাহী কথং ন সঃ ॥ ১০০৩ ॥
বন্ধং মোক্ষং সুখং দুঃখং ভিন্নাভিন্নত্বমন্যতঃ।
জন্মনিত্যত্বমিত্যাদি মহাপাপফলং নৃণাম্।
অতি নৈচ্যকরং স্বস্য ঘটয়েৎ কথমাত্মনি ॥ ১০০৪ ॥
শক্তঃ স্বদোষং প্রদহেদ্ গৃহ্ণীয়াচ্চেত্ত্বশক্ততা।
নৃহরের্নখরক্রৌর্য্যং কিং স্বোদরবিদারণম্ ॥ ১০০৫ ॥

ভগবানের বল, জ্ঞান, ক্রিয়া, সৃষ্টিবাসনা এবং সংহার বাঞ্ছা নিত্য হইলেও তিনি স্বীয় সামর্থ্যবিশেষ-হেতু কখনও উহাদের শক্তিরূপে অবস্থান, কখনও বা প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ১০০১ ॥

অভিন্ন বস্তুসমুদয়ের মধ্যে যে ভেদকার্য্য লক্ষিত হয়, উক্ত ভেদকার্য্যের নির্ব্বাহক শক্তিবিশেষই 'বিশেষ-পদার্থ' নামে কথিত হয় ॥ ১০০২ ॥

পরপ্রকাশক দীপ যেরূপ নিজেরও প্রকাশক হয়, সেইরূপ বিশেষও পরনির্ব্বাহক এবং স্বনির্ব্বাহক হইয়া থাকে ॥ ১০০৩ ॥

ভগবান্ বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, ভেদ, অভেদ, জন্ম, নাশ প্রভৃতি মহাপাপফলকে স্বরূপের হীনতাজনক বলিয়া নিজের বিষয়ে সংঘটিত করেন না ॥ ১০০৪ ॥

ভগবান্ যদি সমর্থ-পুরুষ হন, তাহা হইলে পাপফল গ্রহণ করেন না, পক্ষান্তরে যদি পাপফল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অসমর্থপুরুষই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অশক্যয়ো যোগহেতোরদৃষ্টো ন হ্যয়ো ন তৎ ॥
কিং মৃষা ঘটকাদৃষ্টৈর্বহুশ্রুত্যুক্তসদ্‌গুণঃ ॥ ১০০৬ ॥
অন্নং দদদ্ধি পুরুষো দর্বীং কাঞ্চিৎ প্রকল্পয়েৎ।
অভিন্নধর্ম্মতাং বেদো যথা তচ্ছক্তিকল্পকঃ ॥ ১০০৭ ॥
মূলাভেদেঽপি কৃষ্ণাদ্যা নানন্তাঃ কিং ন সন্তি কিম্।
যথানন্তশ্চ সন্তশ্চ ন ভিন্না মূলসদ্‌গুণাঃ ॥ ১০০৮ ॥

হইয়া পড়েন। নৃসিংহদেব যেরূপ স্বীয় তীক্ষ্ণনখ দ্বারা শত্রুরই বিদারণ করেন, নিজের বিদারণ করেন না, সেইরূপ ভগবান্ স্বশক্তিবলে পরেরই দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, নিজের দুঃখ সংঘটন করেন না ॥ ১০০৫ ॥

বর্ষাকালে বজ্রপাত দৃষ্ট হয়, ভূগর্ভে উৎপন্ন লৌহও দৃষ্ট হয়, পরন্তু উহাদের কর্ত্তৃরূপে কাহারও উপলব্ধি না হইলেও কার্য্যদর্শনে যেরূপ তাহাদের একজন অদৃষ্ট-কর্ত্তা অবগত হইয়া থাকে, সেইরূপ অভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভেদ দর্শন করিয়া উক্ত ভেদের কারণরূপে বিশেষ-নামক পদার্থের কল্পনা করিতে হয় ॥ ১০০৬ ॥

যিনি বহু লোককে অন্নদান করেন, তিনি যেরূপ ঐ অন্নের পরিবেশনের জন্য একটা দর্ব্বী (হাতা) সংগ্রহ করিতেও অবশ্য সমর্থ, সেইরূপ বিষ্ণুর অনন্ত-গুণ-প্রতিপাদক বেদও তাহাদের সংঘটন-হেতু বিশেষ পদার্থ কল্পনায় সমর্থ ॥ ১০০৭ ॥

যেরূপ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অনন্ত অবতার রূপসমূহের নানাবিধ আকার এবং বহুত্বসত্ত্বেও মূলগত এক রূপের সহিত অভেদ রহিয়াছে, সেইরূপ গুণসকল অনেক হইলেও ব্রহ্মের সহিত তাহাদের অভেদ রহিয়াছে ॥ ১০০৮ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যার্থশূন্যা বাক্ চেৎ স্যাদযুক্তার্থাঽর্থিকার্থবাক্।
যথেশাভিন্নগুণবাগর্থাচ্ছক্তিবিশেষবাক্ ॥ ১০০৯ ॥
গুণত্বস্য গুণিত্বস্য তদভেদস্য চেশ্বরে।
প্রামাণিকস্য ঘটনাশক্ত্যৈব স্যাৎ সুখাদিবৎ ॥ ১০১০ ॥
যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১০১১ ॥
ইতিশ্রুতির্যতোধর্ম্ম বাহুল্যপ্রতিপাদিকা।
নিষেধতি পৃথগ্ভাবমাত্রং সৈব বিশেষবাক্ ॥ ১০১২ ॥
আপাতানুপপন্নার্থা সোপপাদকবাক্ ন চেৎ।
অমানং স্যান্নতদ্যুক্তমতস্তঞ্চ বলাৎ স্পৃশেৎ ॥ ১০১৩ ॥

বেদবাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাৎপর্য্যবলে বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে। বিষ্ণুর গুণসকলের অভেদ প্রতিপাদিকা শ্রুতিও অর্থাধীন বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে ॥১০০৯॥

সুখ যেরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও গুণরূপে কল্পিত হয়; সেইরূপ ব্রহ্মের গুণসকলের গুণত্ব এবং অভেদও প্রামাণিক হেতু শক্তিবলেই সংঘটনীয় ॥ ১০১০ ॥

"পর্ব্বত-শিখরস্থ বৃষ্টিজল যেরূপ অধোগামী হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর ধর্ম্ম-সকলও বিষ্ণু হইতে পৃথগ্রূপে দর্শন করিলে জীব অধোগামী হইয়া থাকে ॥ ১০১১ ॥

এই শ্রুতি বিষ্ণুধর্ম্মের অনেকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাদের পৃথক্ ভাব নিষেধ করিতেছে, অতএব এই শ্রুতি হইতেই অর্থাধীন বিশেষ-পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১০১২ ॥

এই শ্রুতির আপাততঃ বিচারে অভিন্ন ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্মত্বের অনুপ-পত্তিই বোধ হইয়া থাকে, পরন্তু আপাততঃ অর্থসঙ্গতি না হইলেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিক্ষণস্থায়িযাগাখ্য কর্ম্মণঃ স্বর্গহেতুতাম্ ।
কালক্ষেপেঽপি শংসন্তী যথার্থী সৈব পুণ্যবাক্ ॥ ১০১৪ ॥
ন সহেত গুণশ্লোকান্ দোষশ্লোকান্ খলোর্জ্জয়েৎ ।
ত্যক্তানেকগুণোক্তীনাং কিং ন বৈগুণ্যবাগ্ভরঃ ॥ ১০১৫ ॥
নিষ্ফলং জন্মিনাং জন্ম পরলোকফলং ন চেৎ ।
যথা ত্রিগুণশূন্যত্বাদ্গুণপূর্ণোঽপি নির্গুণঃ ॥ ১০১৬ ॥
জ্ঞানাদিগুণশূন্যত্বং চেতনস্য ন হি ক্বচিৎ ।
অতো নির্গুণবাক্যার্থো ন সর্ব্বগুণশূন্যতা ॥ ১০১৭ ॥

উহার অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব প্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্য বিশেষ পদার্থই স্বীকার্য্য ॥ ১০১৩ ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহাদের স্বর্গফলজননে সাক্ষাৎ সামর্থ্য না থাকায় কালান্তরে স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য যেরূপ 'অদৃষ্ট' নামক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ গুণগুণিভাবও বিশেষ পদার্থবলেই কল্পনীয় ॥ ১০১৪ ॥

দুষ্টজন যেরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দোষই গ্রহণ করে, সেইরূপ নৈর্গুণ্যবাদী গুণবচন পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ বচনই গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১০১৫ ॥

পারলৌকিক ফল না থাকিলে জীবের জন্মগ্রহণই নিরর্থক, বিষ্ণু গুণপূর্ণ হইলেও প্রাকৃত গুণত্রয়শূন্য বলিয়া নির্গুণরূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ১০১৬ ॥

সর্ব্বগুণ পরিত্যাগ করিলেও চেতন পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতি গুণ পরিত্যাগ করা যায় না, অতএব নির্গুণবাক্যে সর্ব্বগুণ-শূন্যস্বরূপ অর্থ বলা যায় না ॥ ১০১৭ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাদ্বিষ্ণোর্গুণাঃ সর্ব্বে নিত্যাঃ সত্যাশ্চ সর্ব্বদা।
অনন্তাঃ শ্রুতিসদ্যুক্তিসিদ্ধাশ্চেত্যতিমঙ্গলম্॥ ১০১৮॥
বাদিরাজাখ্য-যতিনা সাধিতা যুক্তিমল্লিকা।
গুণসৌরভসর্ব্বস্বং মুদে বিষ্ণোরর্থ্যবেদয়ৎ॥ ১০১৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্বাদিরাজপূজ্যচরণ-
বিরচিতায়াং যুক্তিমল্লিকায়াং গুণসৌরভং সম্পূর্ণম্॥

ওঁ তৎসৎ

বিষ্ণুর সগুণত্ব-বিষয়ে সাধক-প্রমাণ সদ্ভাব ও বাধকাভাব-হেতু এবং নির্গুণত্ব-বিষয়ে সাধক-প্রমাণের অসদ্ভাব ও বাধক-প্রমাণের সত্তা-বশতঃ বিষ্ণুর সকলগুণই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিত্য, সত্য, অনন্ত, শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয় নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধ হইল॥১০১৮॥

বাদিরাজ নামক যতিবরের প্রণীত যুক্তিমল্লিকা স্বকীয় গুণসৌরভরূপ পরিচ্ছেদ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য সমর্পণ করিতেছে॥ ১০১৯॥

ইতি শ্রীযুক্তিমল্লিকাগ্রন্থে গুণসৌরভ পরিচ্ছেদানুবাদ

সমাপ্ত

---:o:---

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi